সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪২

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৸০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, সি-আই-ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

সম্পাদক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ,

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, বি-এল

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে এম্ এ, বি-এল

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ,

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস্-সি (লণ্ডন)

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী

কোষাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি, ডি লিট

পুথিশালাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু বি এস-সি, জি ডি এ, আর এ,

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এফ-আর-এস

দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ২। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ; ৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল, ৪। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ; ৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী ; ৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল ; ৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, পণ্ডিতভূষণ, ভিষক্‌শিরোমণি, শাস্ত্রী, ব্যাকরণতীর্থ ; ৮। শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ; ৯। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার ; ১০। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার ; ১১। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ; ১২। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ; ১৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটর ; ১৪। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি ই ; ১৫। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে ; ১৬। শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় ; ১৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম-এ; ১৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; ১৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন ; ২০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষক্‌রত্ন ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। রায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ বাহাদুর ; ২৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল ; ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম বি ; ২৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ।

দ্বিচত্বারিংশ ভাগ] [প্রথম সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বিচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত।
১৩৪২

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

দ্বিচত্বারিংশ ভাগের

সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[দ্বিচত্বারিংশ ভাগ]

বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে*

১৫৭৪ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে বাদশাহ্ আকবর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিহার প্রদেশে পাঠান-অধিকার ধ্বংস করিলেন এবং সেই ভূমিখণ্ড বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ সাম্রাজ্যে সংযুক্ত করিয়া দিলেন। পাটনার দুর্গ মুঘল-বাহিনীর হাতে পড়া অনিবার্য্য দেখিয়া পাঠান-রাজ দাউদ তৎপূর্ব্বেই দ্রুতবেগে বঙ্গদেশে পলাইয়া গেলেন। অমনি বাদশাহ্ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য এক প্রবল সৈন্যদল (খাঁ-খানান্ মুনীম খাঁ, রাজা টোডরমল্ল প্রভৃতি বাছা বাছা সেনাপতির অধীনে) বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। এই বাহিনীর এক বিভাগ মজনুঁ কাক্শাল্-এর নেতৃত্বে ঘোড়াঘাট "সরকার" (=জেলা), অর্থাৎ বগুড়া-দিনাজপুরে গিয়া, তথাকার পাঠান জাগিরদার সুলেমান মঙ্কালীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সে জেলা দখল করিল। অপর এক বিভাগ, মুহম্মদ কুলী বর্লাস্-এর অধীনে সাতগাঁও অর্থাৎ হুগলী অঞ্চল অধিকার করিল। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ-বঙ্গে আফঘানশক্তি বিতাড়িত ও মুঘল-শাসন ঘোষিত হইল। দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন, তিন সুবার মধ্যে এই ছোট জঙ্গলী প্রদেশ মাত্র এখন তাঁহার হাতে থাকিল। সে যুগে মেদিনীপুর নামে কোন জেলা ছিল না; মেদিনীপুর শহরটি জালেশ্বর জেলা (="সরকার")এর মধ্যে একটি সামান্য স্থান মাত্র ছিল; আর বর্ত্তমান মেদিনীপুব জেলার ঘাটাল ও চন্দ্রকোণা পরগণা দুটি সুবা বাঙ্গালার মন্দারণ জেলার অংশ বলিয়া গণ্য হইত। বঙ্গে পাঠান-রাজত্ব শেষ হইবামাত্র দাউদের প্রধান মন্ত্রী (তাঁহাকে ফারসীতে দাউদের "দ্বিতীয় অন্তরাত্মা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে) শ্রীহরি অর্থাৎ প্রতাপাদিত্যের পিতা, যশোর-খুলনার মত অগম্য স্থানে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। মুঘলদের ছোট ছোট দ্রুতগামী দল বাক্লা (=বরিশাল), সোণারগাঁও (=ঢাকা) প্রভৃতি অঞ্চলে পর্য্যন্ত গিয়া বাদশাহের অধিকার স্থাপিত করিল।

বঙ্গে বাদশাহী বাহিনীর প্রধান নেতা মুনীম খাঁ এ দেশের রাজধানী তাঁড়া (=গৌড় বা মালদহের নিকট) শহরে বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু অপরাপর সেনাপতিদের বর্দ্ধমানে রাখিলেন, এই শহর হইল তাঁহাদের অগ্রগামী কেন্দ্র (advanced base for operations)।

---

* সন ১৩৪২, ১৪ই শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

এক মাসের মধ্যে সমস্ত দেশ মুঘলদের পক্ষে নিঃশত্রু হইয়া গেল। আর অমনি বঙ্গ-বিজেতারা গা ঢিল দিয়া এই সুজলা সুফলা "নরম" দেশে সুখ ও আরাম ভোগে মগ্ন হইলেন।

পরিপক্কবুদ্ধি টোডরমল্ল বারে বারে বলিতে লাগিলেন, "চল, আমরা উড়িষ্যায় গিয়া দাউদকে ধরিয়া বা মারিয়া একেবারে নিষ্কণ্টক হই।" অনেক জেদের পর তিনি সম্মতি পাইয়া, মাঝারি রকম একটি সৈন্যদল লইয়া বর্দ্ধমান হইতে উড়িষ্যার পথে মন্দারণে অগ্রসর হইলেন। [গড় মন্দারণ হুগলী জেলার আরামবাগ শহর হইতে আট মাইল পশ্চিমে, এবং গোঘাট ও বাসুদেবপুরের মধ্যস্থলে। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ফারসী গ্রন্থের মন্দারণ শব্দটি সর্ব্বত্রই যে গড় মন্দারণ অর্থে ব্যবহৃত, তাহা নহে; ঐ জেলার যে কোন স্থান হইতে পারে; কারণ, জেলা ও জেলার কেন্দ্র একই শব্দ দ্বারা সূচিত হয়।]

মন্দারণে পৌছিয়া টোডরমল্ল গুপ্তচরদের নিকট সংবাদ পাইলেন যে, পলায়মান দাউদ পথে থামিয়া ডেব্‌রা-কসারিতে[১] ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন; ইচ্ছা যে, যুদ্ধ করিবেন। টোডরমল্ল ওখানে শিবির করিয়া, মুনীম খাঁকে লিখিয়া আরও সৈন্য আনাইলেন, এবং পরে তাহাদের লইয়া মন্দারণ হইতে কলিয়া গ্রামে (মেদিনীপুর হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বে) পৌছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া দাউদ পিছাইয়া গড়হরিপুরে গেলেন। এই হরিপুর দাঁতন রেল-ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে।

ইতিমধ্যে দাউদের খুড়তুত ভাই জুনেদ খাঁ, বাদশাহী চাকরি লইয়া গুজরাত-অভিযানে যাইবার পর, তথা হইতে সসৈন্য পলাইয়া, ছোটনাগপুরের বনপথ দিয়া কাসিয়ার নিকট পৌছিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দাউদের সহযোগে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। কিন্তু দুই ভাইয়েরই মেজাজ সমান অহঙ্কার ও রাগে পূর্ণ; শীঘ্রই ঝগড়া বাধিল, জুনেদ নিজ দল লইয়া পৃথক্ হইয়া গেলেন, এবং ঐ জঙ্গলমধ্যে নিজেই লুঠপাট আরম্ভ করিয়া দিলেন। টোডরমল্ল তাঁহার বিরুদ্ধে আবুল কাসিম নমকিন্‌-কে পাঠাইলেন, কিন্তু কাসিমের অবহেলার ফলে এই মুঘলদল অকস্মাৎ আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইল। তখন টোডরমল্ল স্বয়ং অগ্রসর হইলেন, তাহা শুনিয়া জুনেদ পলাইয়া গেলেন। রাজা মেদিনীপুর শহরে গিয়া থামিলেন। এখানে মুহম্মদ কুলী বর্‌লাস্ ব্যারামে মারা গেল, মুঘল সৈন্যগণ অত্যন্ত হতাশ্বাস হইয়া গোলমাল করিতে লাগিল; বলিতে লাগিল, "এই বন-জঙ্গলে আর কত দিন যুদ্ধ করিব?" কেহ সেনাপতির কথা মানে না।

১। মেদিনীপুর শহর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কাশিয়ারি নামক একটি বড় শহর আছে; ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যা হইতে বঙ্গে আসিবার পথে এটা একটি খুব বড় ঘাটী-স্থান (Strategic point)। কিন্তু এ স্থানটি উপরের কসারি নহে; কারণ, তব্‌কাতের মতে উপরের কসারি মেদিনীপুর হইতে পূর্ব্বে। তব্‌কাতের লিথোগ্রাফ করা মূলে শব্দটি দেহ্‌-ই-কসারি (অর্থাৎ কসারি গ্রাম), ডেব্‌রা-কসারি ইত্যাদি পড়া যাইতে পারে। আমি ডেব্‌রা-কসারি পাঠ গ্রহণ করিলাম। ম্যাপে পাই, মেদিনীপুরের ১৫ মাইল পূর্ব্বে ডেব্‌রা আর ডেব্‌রার ৪ মাইল পশ্চিমে কুসিয়া। ইহা চারি রাস্তার মিলনস্থান।

তখন টোডরমল্ল বাধ্য হইয়া মন্দারণে ফিরিলেন। কিন্তু এখানে আর একজন বড় মুঘল-নেতা কিয়া খাঁ কংক্ (অথবা লঙ্গ = খোঁড়া) অসন্তুষ্ট সমস্ত সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া সেনাপতির মতের বিরুদ্ধে বাদশাহের দরবারে ফিরিবার জন্য রওনা হইলেন। টোডর মল্ল কি করেন? কিয়া খাঁর পশ্চাতে দৌড়াইয়া গিয়া অনেক মিনতি ও অর্থ [উপহার দিয়া, তাঁহাকে মন্দারণে ফিরাইয়া আনিলেন। [আকবরনামার মতে টোডরমল্ল স্বয়ং যান নাই, দূত পাঠাইয়া এই কাজটি সম্পন্ন করেন।]

ইতিমধ্যে প্রধান সেনাপতি মুনীম খাঁ এই সব কলহ, সৈন্যবিদ্রোহ ও চিত্ত-দুর্ব্বলতার সংবাদ পাইয়া বর্দ্ধমানের ঘাটী হইতে অনেক নূতন সৈন্য টোডরমল্লের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন, এবং রাজা মন্দারণ হইতে পুনর্ব্বার কুচ করিলে, মুনীম খাঁ স্বয়ং আসিয়া "চেতো"তে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন।

এখানে চরেরা সংবাদ দিল যে, দাউদ গড়হরিপুরের শিবিরের চারি দিকে গভীর পরিখা খুঁড়িয়া, মাটির দেওয়াল তুলিয়া, স্থানটী অজেয় করিয়া তুলিয়াছেন। আর, মেদিনীপুর শহর হইতে ঐ গড় এবং জলেশ্বর পর্য্যন্ত যে দক্ষিণ-মুখী প্রচলিত রাস্তা আছে, তাহা নানা স্থানে কাটিয়া, কাঠের বেড়া (barricade) দিয়া, এবং দুপাশের জঙ্গলের মধ্যে নিজ সৈন্যদের গুপ্ত ঘাটী রচনা করিয়া বসিয়া আছেন, যে, যেই বাদশাহী সৈন্য ঐ পথে আসিবে, তাহাদের ওঁৎ পাইয়া হঠাৎ আক্রমণে (ambush) ধ্বংস করিবেন। শুনিয়া মুঘল-বাহিনী আরও হতাশ্বাস হইল এবং দাউদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া দিল্লী আগ্রায় ফিরিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। মুনীম খাঁ ও টোডরমল্ল অনেক বক্তৃতা করিয়া তাহাদের আবার যুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন। দাউদের গড়ে সোজা পথে যাওয়া বিপদ্‌জনক; এ জন্য বাদশাহী নেতারা স্থানীয় জমিদারদের জিজ্ঞাসা করিয়া, মেদিনীপুর-দাঁতন-জলেশ্বর রাস্তার পূর্ব্ব দিক্ দিয়া ধনুকের মত বাঁকা (detour) একটি অপরিচিত গ্রাম্য পথ বাহির করিলেন, এবং বেলদার পাঠাইয়া তাহা কতকটা সমতল ও চওড়া করিলেন। সেই পথ ধরিয়া সমস্ত বাদশাহী সৈন্য নান্‌জুরাতে[২] পৌছিল।

সুদক্ষ মুঘল সেনাপতির এই রণকৌশলে দাউদের সব শ্রম বিনাযুদ্ধে পণ্ড হইয়া গেল। শত্রু তাঁহার পূর্ব্বপার্শ্বে উপস্থিত, আর একদিনের কুচ করিলেই তাঁহার পলায়নের পথ বন্ধ করিবে, গড়হরিপুর ও উড়িষ্যার মধ্যের পথ দখল করিয়া বসিবে। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া দাউদ আগে হইতে নিজ পরিবার, এবং ভারী মূল্যবান্ দ্রব্যগুলি কটকে পাঠাইয়া দিয়া, সঙ্গের সৈন্যদলকে হাল্‌কা, যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত ও দ্রুতগামী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পাঠান নরপতি শত্রুকে আর সময় না দিয়া, একরাত্রির মধ্যে হরিপুর হইতে কুচ করিয়া, ৩রা মার্চ্চ, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রত্যূষে নান্‌জুরার ৩ মাইল পশ্চিমে তুর্কা-কস্‌বা [অপর নাম তুক্‌রাই]র ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

২। রেনেলের ম্যাপ ও অন্যত্র 'নান্‌জুরা' লেখা; কিন্তু নবীনতম সার্ভে ম্যাপে Nahanjara নাম। স্থানটি দাঁতন রেল-ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল ঠিক পূর্ব্বে, এবং মেদিনীপুর-কাঁথী রোডের ২ মাইল পশ্চিমে; গৌরী বা কোটবার হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে।

মুঘল সেনানীগণ পূর্ব্বে ইহার কোন সংবাদই পান নাই। তাহার উপর নক্ষত্র অশুভ থাকার জন্য সে দিন যুদ্ধ করিবেন না, এরূপ আগেই স্থির করিয়া, প্রত্যহের মত সে দিনও প্রাতে সামান্য দু-এক শ অশ্বারোহী সৈন্যকে নিজ শিবিরের সম্মুখে পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ দেখা গেল যে, সম্পূর্ণ পাঠান বাহিনী রণসজ্জায় দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। মুনীম খাঁ তাড়াতাড়ি নিজ সৈন্যদলকে বর্ম্ম অস্ত্র পরিয়া, বাহনে চড়িয়া, রণব্যূহ রচনা করিয়া দাঁড়াইতে আজ্ঞা দিলেন।

মুঘল বাহিনীর মুখ পশ্চিম দিকে। সেনামুখ (vanguard) খাঁ-আলমের নেতৃত্বে; দক্ষিণ বাহুর (right wing) অধ্যক্ষ শাহম্ খাঁ, কেন্দ্রের (centre) কর্ত্তা স্বয়ং মুনীম্ খাঁ, বাম বাহুর (left wing) আশ্‌রফ্ খাঁ, টোডরমল্ল প্রভৃতি, ইল্‌তিম্‌শ্ (advanced reserve) কিয়া খাঁর অধীনে।

পাঠান সৈন্যগণ পূর্ব্বমুখ করিয়া অগ্রসর হইল। সর্ব্বপ্রথমে এক সারি ধরিয়া বঙ্গের বিখ্যাত রণমত্ত হস্তী, গুজর খাঁর কর্ত্তৃত্বে। কেন্দ্রে স্বয়ং দাউদ, বাম বাহুতে ইস্‌মাইল খাঁ (পাঠানদের খাঁ-খানাঁ); দক্ষিণ বাহুতে সিকান্দর খাঁ (উড়িষ্যার নায়েব-শাসনকর্ত্তা জহান খাঁর ভ্রাতা)।

কিন্তু সমগ্র বাদশাহী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ নিজ স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পাঠানদের হাতীগুলি প্রবল বন্যার মত মুনীম খাঁর অগ্রগামী বিভাগের উপর আসিয়া পড়িল।

বঙ্গীয় মত্ত হস্তীদের দাঁতে কাল চামরী গরুর লেজ ঝুলান ছিল, তাহাদের মাথা এবং অর্দ্ধেক শুঁড় ঐরূপ কাল লোমশ চামে ঢাকা ছিল। এই বীভৎস বেশে সজ্জিত পর্ব্বতপ্রমাণ জানোয়ারগুলি বৃংহণ করিতে করিতে যখন ছুটিয়া আক্রমণ করিল, তখন বাদশাহী সৈন্যমধ্যে মহাভয় এবং চমক পড়িয়া গেল; খাঁ-আলমের অধীন অগ্রগামী বিভাগের উপর উহারা প্রথমে আসিয়া পড়ায়, তাহাদের ঘোড়াগুলি ভড়্‌কাইয়া পিছু ফিরিয়া পলাইতে লাগিল; আরোহীদের শত চেষ্টাও তাহাদের থামাইতে পারিল না, এই দল ছত্রভঙ্গ হইল। খাঁ-আলমের ঘোড়াটি পুরাতন রণদক্ষ, তাহার পিঠে থাকিয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে এক হাতীর আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হইলেন, আর অমনি আফঘানগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া মারিয়া ফেলিল।

তখন বিজয়ী গুজর খাঁ অগ্রসর হইয়া ইলতিম্‌শ্‌এর উপর গিয়া পড়িলেন, আর সেই বিভাগ নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল, যদিও সেনানী মুহম্মদ খাঁ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া প্রাণ দিলেন। তাহার পর উল্লাসে উন্মত্ত আফঘান অগ্রবাহিনী বাদশাহী সৈন্যের কেন্দ্র আক্রমণ করিল।

সেই প্রবল আঘাতের ফলে অপ্রস্তুত, অগঠিত, ত্রস্ত কেন্দ্রীয় দলও ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। "মুনীম খাঁ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন, এবং বার বার আহত হইলেন ..কিন্তু তাঁহাদের সাধারণ সৈনিকগণ বীরোচিত কাজ করিল না।" অবশেষে পলায়মান নিজ সৈন্যদের চাপে প্রধান সেনাপতি পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ৪।৫ মাইল পশ্চাতে অসহায়ভাবে তাড়িত হইলেন।

পাঠানদের সামনে আর শত্রু নাই। জয়ে পাগল পাঠানগণ তখন মহামূল্য মুঘল-শিবির লুঠ করিতে ঢুকিল; তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার শিবির ছাড়িয়া, সেখান হইতে যে সব অনুচরগণ মাল বোঝাই উঠ, ঘোড়া, হাতী লইয়া পশ্চাতে পলাইতে চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের সামগ্রী কাড়িয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইল। এই ক্ষেত্রেও "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" সত্য প্রমাণিত হইল। পাঠানেরা "বাজি জিতিয়াও হাত হারাইল।" কারণ, বাদশাহী পাঁচটী দলের মধ্যে দুটী তখনও প্রবলভাবে দণ্ডায়মান, এবং অপর দুটী বিচলিত, তাড়িত বটে, কিন্তু বিনষ্ট হয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়-বিজয়ী পাঠানগণ দল ভাঙ্গিয়া, স্বস্বপ্রধান হইয়া, লুঠের লোভে ছড়াইয়া পড়াতে যুদ্ধের শেস ফল ঠিক বিপরীত হইল।

দাউদ সুযোগ হারাইলেন। যখন উন্মত্ত হস্তীগুলির আক্রমণে বাদশাহী সেনামুখ, ইল্‌তিমশ্‌ এবং কেন্দ্র ভাঙ্গিয়া গেল, তখন যদি দাউদ নিজ কেন্দ্রদল লইয়া মুঘলবূহ্যের সেই শূন্য মধ্যভাগে প্রবেশ করিতেন এবং মুঘলদের অবিজিত বাম বাহুর দলকে উহার বগল হইতে আক্রমণ করিয়া, সেই মুঘল সৈন্যদলের সম্মুখে আক্রমণকারী পাঠানদলের ঠিক সময় মত সহায়তা করিতেন, তবে তাঁহার জয় অনিবার্য্য হইত। কিন্তু তিনি সাহস পাইলেন না; ভাবিলেন যে, হয় ত মুঘল কেন্দ্র পলাইবার ভাণ করিয়া মধ্যক্ষেত্র খালি রাখিয়াছে, যদি আমি সেই স্থলে ঢুকি, তবে শত্রুর দুপাশের (flank) দলের চাপে এবং হঠাৎ প্রত্যাগত কেন্দ্রীয় অশ্বারোহীর সম্মুখ আক্রমণে একেবারে পিসিয়া মরিব। যুদ্ধ এক রকম দ্যূতক্রীড়া। যে খেলোয়াড় ঠিক সময়ে সর্ব্বস্ব পণ না করিতে পারে, তাহার জয় হয় না। গুজর খাঁর অপ্রতিহত বিক্রম ক্ষণিক চাকচিক্য দিয়া নিবিয়া গেল। কারণ, তাঁহার সফলতাকে স্থায়ী করিবার জন্য পশ্চাৎ হইতে কেহই অগ্রসর হইল না।

পাঠানদের দক্ষিণ বাহু (সিকন্দর খাঁর অধীনে) সম্মুখবর্ত্তী বাদশাহী দলের (অর্থাৎ মুঘল বাম বাহুর) বিপক্ষে আধ আধ অস্ত্র আস্ফালন (demonstration) করিল। কিন্তু এই দলের নেতা টোডরমল্ল প্রভৃতি প্রবীণ যোদ্ধারা দৃঢ় হইয়া থাকিলেন, এবং যেই পাল্‌টে আক্রমণ (counter attack) করিবার চিহ্ন দেখাইলেন, অমনি ঐ দলের পাঠানেরা বিনা যুদ্ধে পিছাইতে লাগিল। দাউদ তাহাদের পৃষ্ঠপোষণের জন্য আসিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। ইতিমধ্যে পলায়মান বাদশাহী সৈন্যরা আবার একত্রিত হইয়াছে এবং রণক্ষেত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। অনেক স্থলে পাঁচ সাত জন বীরের চারি দিকে এক একটী ছোট মুঘল অশ্বারোহীর দল গঠিত হইয়াছে, এবং তাহারা তুর্কী-প্রণালীতে ঘোড়া ঘুরাইয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তীর চালাইয়া, পশ্চাদ্ধাবনকারী পাঠানদের উপর আক্রমণ করিতেছে। এইরূপ একটী তীরে গুজর খাঁ বিদ্ধ হইয়া হস্তিপৃষ্ঠে মরিয়া পড়িলেন; সেনাপতির তিরোধানে সমস্ত পাঠান সেনামুখ (vanguard) রণ-ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেল। এমন সময় আহত মুনীম খাঁ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আবার সেনা চালনার ভার নিলেন। প্রথম প্রথম পাঠানদের বাম বাহুর আক্রমণে বাদশাহী দক্ষিণ বাহু কতকটা বিচলিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত দলের নায়ক শাহম্‌ খাঁ অপরিপক্ক যোদ্ধা, ভীরুও বটে। "গুজর খাঁর উন্মত্ত হস্তিদলের অদম্য আক্রমণের সফলতা এবং বাদশাহী সেনামুখ ও কেন্দ্রের পলায়নসংবাদ পাইয়া,

শাহম্ খাঁ দৃঢ়তা হারাইলেন এবং পিছাইতে লাগিলেন।" কিন্তু তাঁহার সাহসী নিম্ন কর্ম্মচারি-গণ তাঁহাকে বুঝাইয়া ফিরাইলেন, এবং বীরতার সহিত শত্রুদের সঙ্গে যুঝিতে লাগিলেন। "অল্পক্ষণেই তাহাদের সম্মুখীন শত্রুবিভাগ বিতাড়িত হইল, এবং এই বিজয়ী মুঘল দল পাঠানদের কেন্দ্রের উপর অগ্রসর হইল।"

দাউদের এখন মহাবিপদ্; তাঁহার সেনামুখ কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কেহ দেখিতে পাইতেছে না, তাঁহার দক্ষিণ ও বাম বাহু পলায়িত, আর বিজয়ী বাদশাহী সৈন্যগণ তাঁহার দুই পাশে অগ্রসর হইতেছে। অতএব পাঠানদের কেন্দ্রীয় বিভাগ আর বেশী ক্ষণ দাঁড়াইতে পারিল না। যখন গুজর খাঁর মৃত্যু ও তাঁহার অনুচরগণের ধ্বংসের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, তখন সমস্ত অবশিষ্ট পাঠান সৈন্যগণ রণক্ষেত্র হইতে অবারিত বেগে শেষ আশা ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। অমনি উন্মত্ত মুঘলেরা পশ্চাদ্ধাবন আরম্ভ করিল, বিনা বাধায় শত্রুদের মারিয়া লুঠ করিতে লাগিল। "নিহতদের রক্তে সমস্ত মাঠটা লাল ফুলের বাগান (tulip garden)এর মত দেখাইতে লাগিল।"

যুদ্ধের পরদিন মুনীম খাঁ কঠোর প্রতিশোধ লইলেন। নিরস্ত্র, রণশ্রান্ত, আত্মসমর্পণকারী পাঠান সৈন্যদের ধরিয়া ধরিয়া, তাহাদের মাথা কাটিয়া, সেই মাথা দিয়া আঠারটি স্তূপ রচনা করিলেন—যেমন তাঁহার প্রভুর পূর্ব্বপুরুষ তাইমুর আশী হাজার মনুষ্যমস্তক গাঁথিয়া একটি স্তূপ রচনা করেন! বৃদ্ধ খাঁ-খানাঁর বয়স তখন ৮২ বৎসর, এবং তিনি পূর্ব্বদিনের অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরদেহ।

সত্য বটে, এই যুদ্ধে বাদশাহের পক্ষে অনেক বড় কর্ম্মচারী হতাহত হন। কিন্তু পাঠানদের পরাজয় এই এক যুদ্ধেই চূড়ান্ত ভাবে মীমাংসিত হইল, বঙ্গে মুঘল রাজত্ব স্থাপিত হইল, যদিও পরে কয়েকবার পাঠান বিদ্রোহ এবং যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং তাহার জের জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালের প্রথম ভাগে উসমানের মৃত্যু পর্য্যন্ত চলিয়াছিল (১৬০৯)।

তুকরাই হইতে দাউদ এক নিশ্বাসে কটক পর্য্যন্ত পলাইয়া গেলেন, তাঁহার পাছে পাছে টোডরমল্ল ছুটিয়া চলিলেন। ১২ই এপ্রিল হতাশ পাঠান-রাজ কটকদুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, অবরোধকারী মুঘলশিবিরে মুনীম খাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া, বাদশাহের অধীনতা মানিয়া লইলেন।

শ্রীযদুনাথ সরকার

এই প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত ম্যাপগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে—

(১) Rennell's *Bengal Atlas*, ১৭৭৫ খৃঃ অঙ্কিত, ১৭৮১ প্রকাশিত।

(২) *Calcutta and Agra Gazetter*, ১৮৩৯এ ম্যাপ অঙ্কিত।

(৩) Dantan Thana Maps, 1=inch 400 feet.

(৪) সর্ব্বনূতন Survey Map, 1″=1 mile.

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস

(১৮৬২)

সংবাদপত্র

বিশ্বমনোরঞ্জন

১২৬৮ সালের মাঘ (জানুয়ারি ১৮৬২) মাস হইতে 'বিশ্বমনোরঞ্জন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা প্রকাশের কথা ১৮৬২ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারি (৩ ফাল্গুন ১২৬৮) তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশ' পাঠে জানা যায়। 'ঢাকাপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

> নূতন পত্রিকা। অল্পদিন হইল, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে একটী বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। বিগত মাঘ মাসাবধি তাহাতে 'বিশ্ব মনোরঞ্জন' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইতেছে। তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

বাঙ্গালী

১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে 'বাঙ্গালী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রেসিডেন্সি প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২, ১৯এ মে 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

> বিবিধ সংবাদ।—৩০এ বৈশাখ।...আমরা বাঙ্গালী নামক সাপ্তাহিক পত্রের দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্র খানি উত্তম রূপে লিখিত হইতেছে। আমাদিগের বলবৃদ্ধি যতই হয়, ততই মঙ্গল। সেই মঙ্গল বাঙ্গালী পত্র দ্বারা সাধিত হইবে আমরা এ আশা করিতেছি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বাঙ্গালী' পত্রের জন্য একটি স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ সনের ৫ই জানুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ।...১৭ই পৌষ বুধবার। আমরা এবারের বাঙ্গালি পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। সম্পাদক বলেন, স্বদেশহিতৈষী প্রসিদ্ধ দাতা বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ ঐ পত্রের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র মুদ্রাযন্ত্রের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। জানুয়ারি মাস অবধি ঐ পত্রের অবয়ব বৃদ্ধি হইবে। কালীপ্রসন্ন বাবুর তুল্য সৎ কার্য্যে উৎসাহ দাতা লোক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

মঙ্গলোদয়

'মঙ্গলোদয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৬৯) প্রকাশিত হয়।* প্রতি মঙ্গলবারে ইহার উদয় হইত। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

---

* "The Week. Tuesday 22nd April.—We have received the first issue of a Bengally weekly called Mongolodoy."—*The Hindoo Patriot* for 28th April 1862.

আমরা মঙ্গলোদয় নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র পাইয়াছি। ইহা প্রতি মঙ্গলবারে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে তাহা যে প্রকারে লিখিত হইতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ইহা হইতে দেশের কল্যাণ সম্ভাবনা আছে। (সোমপ্রকাশ, ১২ মে ১৮৬২)

ইহা কলিকাতা মৃজাপুর লেন ১০১২ নং গৃহে সুধার্ণব যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (সোমপ্রকাশ, ১৯ মে ১৮৬২)

বঙ্গোজ্জ্বল

'বঙ্গোজ্জ্বল' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৬২ সনের জুন (?) মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২, ৩০এ জুন তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

> বিবিধ সংবাদ।—১১ই আষাঢ় ১২৬৯, মঙ্গলবার। আমরা বঙ্গোজ্জ্বল নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র পাইতেছি। এক্ষণে ইহার দোষ গুণ বলিতে আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আপাততঃ আমরা এই মাত্র কহিতে পারি ইহাতে যে রাশি রাশি পদ্য প্রচারিত হইয়া থাকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া সম্পাদক যদি সামাজিক ও রাজ্যসংক্রান্তবিষয়ক প্রস্তাব লিখনে মনোনিবেশ করেন সমধিক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন।

ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা

১৮৬২ সনের জুন মাসে 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৬২, ৩০এ জুন তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা। ইহা ঢাকায় প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র ভৌমিক ইহার সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা' এক বৎসর চলিয়াছিল। ১৮৬৩ সনের ২রা জুলাই 'ঢাকা-প্রকাশ' লিখিয়াছিলেন যে "গত দুই সপ্তাহ হইতে" 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র প্রচার বন্ধ হইয়াছে।

মাসিক পত্রিকা

শুভকরী পত্রিকা

১৭৮১ শকাব্দার ১৯এ চৈত্র বালী গ্রামে শুভকরী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা বা সুমিষ্ট বক্তৃতা করা শুভকরীর উদ্দেশ্য নহে—যতদূর সাধ্য দীনজনের হিতসাধন; ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য নিরুপায় ব্যক্তি ও অনাথা বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান; ও দরিদ্র বালকদিগের অধ্যয়নার্থ আনুকূল্য বিধান ইত্যাদি শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শুভকরীর মুখ্য অভিপ্রায়।" ইহার দুই বৎসর পরে এই সভাকর্ত্তৃক 'শুভকরী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "সভ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা সভার কর্ম্মচারী।—.

শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ... সভাপতি।
" " কৈলাসচন্দ্র ঘোষাল ... ধনাধ্যক্ষ।
" " রামসদয় ভট্টাচার্য্য ... পত্রিকা সম্পাদক।
" " নিমাইচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... পত্রিকার সহকারী সম্পাদক
" " হেরম্বলাল গোস্বামী ... সভা সম্পাদক।"*

'শুভকরী' পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত রামসদয় ভট্টাচার্য্য উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

'শুভকরী' পত্রিকা কলিকাতায় মুদ্রিত হইত এবং প্রত্যেক সংখ্যা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল—৩০এ বৈশাখ ১২৬৯ সাল। পত্রিকার কণ্ঠদেশে ছাপা হইত—

জ্ঞানাৎ পরতরো নহি।

'শুভকরী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত মুখবন্ধটি উদ্ধৃত করা গেল :—

মুখবন্ধ। কেহ কোন নূতন বিষয়ের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে স্বভাবতঃই লোকে তাহার প্রয়োজন জিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন। সুতরাং আমরা কোন্ প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে 'শুভকরী' প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম জানিবার নিমিত্ত পাঠকবর্গ অবশ্যই কৌতূহলী হইতে পারেন। আমরা পাঠকবর্গের জিজ্ঞাসায় কদাচ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারি না। সর্ব্বথা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত রাখা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া নিম্নে শুভকরী প্রচারের প্রয়োজন নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে দেশীয় ভাষার যেরূপ আলোচনা হইতেছে তাহাতে বোধ হয় এমন সময় এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য লোকে যথোপযুক্তরূপে মনোযোগী হইলে অচির-কাল মধ্যেই ইহার বিশিষ্টরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের অধিকাংশই দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনে উদ্যুক্ত হইতেছেন না।

কোন জগদ্বিখ্যাত মহাকবি লিখিয়া গিয়াছেন যে, পরমেশ্বর আমাদিগকে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন উহা কেবল আমাদের আত্মোপকারার্থেই প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু গুণবান্ লোক দ্বারা সংসারের উপকার দর্শিবে এই অভিপ্রায়েই বিতরিত হইয়াছে। আমরা যে উদ্দেশে আলোক প্রজ্বালিত করিয়া থাকি, পরমেশ্বরও সেই অভিপ্রায়ে আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে জ্ঞানালোক সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রদীপের উপকার হইবে বলিয়া কেহই আলোক সমুজ্জ্বল করে না; ব্যক্তিবিশেষের অন্তঃকরণ বিমল হইবে ভাবিয়াও পরমেশ্বর তাঁহাকে গুণ সম্পন্ন করেন না। যদি আলোক বিকীর্ণ না হয়, যদি তদ্দ্বারা অন্ধকার দূরীভূত না হয়, তবে সেই আলোকে কি ফল? সেইরূপ যদি জ্ঞানালোক বিস্তৃত না হয়, যদি তদ্দ্বারা সংসারের অজ্ঞানান্ধকারের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস না হয়, তবে সেই জ্ঞানালোকেই বা কি ফল? ফলতঃ যদি আমাদের গুণগ্রাম কোন কার্য্যেই না আসিল, তবে সেই গুণগ্রাম থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি?

মহাকবির প্রাগুক্ত কয়েকটী অমৃতময় উপদেশ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকদিগের মনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে অনেকেই জ্ঞানসম্পন্ন হইতেছেন, কিন্তু কৃপণের ধনের ন্যায়

* "বালী-শুভকরী সভার তৃতীয় বর্ষের বিবরণ পত্রিকা। ২৪এ চৈত্র শকাব্দা ১৭৮৪।" ('শুভকরী,' ৩১এ চৈত্র ১২৬৯ দ্রষ্টব্য)।

সেই জ্ঞান দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতেছে না। তাঁহারা নিত্য নূতন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অনুপম অভিনব আনন্দ অনুভব করিতেছেন, কিন্তু দেশীয় ভাষায় তৎসমুদায় অনুবাদ না করিয়া দেশস্থ লোকদিগকে কেন তাদৃশ আনন্দ লাভে বঞ্চিত রাখিতেছেন? তাঁহাদিগকে কি স্বার্থপর বলা যায় না? অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি যদি ধন বিতরণ না করেন তবে সকলেই তাহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞান-বিতরণ-পরাঙ্মুখ জ্ঞানীরাও কি তদ্রূপ নিন্দনীয় নহেন? তাঁহাদের মনে করা উচিত যে দুঃখী ব্যক্তিকে ধন দান না করিলে ধনী ব্যক্তি যেরূপ পাপানুবিদ্ধ হন, অজ্ঞান ব্যক্তিকে জ্ঞান দান না করিলেও তদপেক্ষা অধিক পাপী হইতে হয়। অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করা বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

যদিও কএক জন বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অচিরপ্রসূত দেশীয় ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ও অশ্রান্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত উহার সুশ্রীকতা সম্পাদন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি ইহার অনেক অঙ্গ অদ্যাপি অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, অনেক অঙ্গ নিতান্ত দুর্ব্বল অনুভূত হইতেছে, অনেক অঙ্গ আজি পর্য্যন্ত উদিতই হয় নাই। কেনই হইবে! বহু জনের আয়াসসাধ্য ব্যাপার কখন কি অল্প সংখ্যক লোকের আয়াসে সাধিত হইতে পারে? কখনই না। ভাষার ঈদৃশ অসম্পূর্ণাবস্থায় যত গ্রন্থ, যত সাহিত্য ও বিজ্ঞান গর্ভ পত্রিকা এবং যত সংবাদ পত্র প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষার কত শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করিয়াছেন! তাঁহার রচনা-শক্তির পরিচয় আর অধিক কি দিব; এক কথা বলিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে অনেকে বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তই হইতেন না। অমূল্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হওয়াতে বঙ্গদেশের ও বঙ্গ ভাষার কতই উপকার হইয়াছে! 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ধর্ম্মনীতি' তিন খণ্ড, 'চারুপাঠ' ও 'পদার্থ বিদ্যা' প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী-কল্প-বৃক্ষের সুধাময় ফল স্বরূপ। 'বাহ্য বস্তু' অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গ ভাষা মাত্র অধ্যয়ন-কারী ব্যক্তিরা কত কুসংস্কার বিবর্জ্জিত হইয়াছেন! ঐ পুস্তক বিরচিত না হইলে তাঁহারা কি ইংরেজী ভাষায় কুম্ব প্রণীত মনোবিজ্ঞান কদাপি অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইতেন? কলিকাতার অতি দূরবর্ত্তী কৃষক বালকেরাও এক্ষণে 'চারুপাঠ' অধ্যয়ন করিয়া আগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত, হিমশিলা, উষ্ণপ্রস্রবণ, মেঘ ও বৃষ্টি, জোয়ার ভাটা প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের স্বরূপ ও কারণ অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে। ইংরেজী শিখিয়া এই সকল বিষয় অবগত হওয়া বোধ করি তাহাদের ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। 'সোম প্রকাশ' 'পরিদর্শক' 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি কয়েক খানি উৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র প্রকাশ হওয়াতেও দেশীয় লোকে বিস্তর উপকার লাভ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়িত ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে সুমধুর ও হিতকর গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। 'সোম প্রকাশ' 'পরিদর্শক' ও 'ঢাকা প্রকাশ' প্রভৃতি সম্বাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরাও পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্য সুন্দররূপে চালাইতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহার পরিশ্রম, বুদ্ধি কৌশল ও রচনা-শক্তির উৎকর্ষ দ্বারা তত্ত্ব-বোধিনীর নাম সার্থক হইয়াছিল, যিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তত্ত্ববোধিনীকে মহোপকারিণী করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই অক্ষয় কুমার বাবু এক্ষণে দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এখন বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনীতে প্রায় প্রকাশিত হয় না। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক এক খানি বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ পত্র প্রচার

করিয়া আসিতেছিলেন। লোকে উহার দ্বারা বিস্তর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজেন্দ্র বাবুও তাহা হইতে বিরত হইলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের সুযোগ্য সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয় পরিপূর্ণ এক খানি পত্রিকা প্রচার করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন শুনিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছিলাম; কিন্তু জানি না কি কারণে তাহা অদ্যাপি প্রচারিত হইল না।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন মঙ্গলময়ী বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ণ পত্রিকা সম্প্রতি আর প্রকাশিত হইতেছে না; এবং অচির কাল মধ্যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে প্রচারিত হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। আমরা এই অসদ্ভাব নিরাকরণ প্রত্যাশায় এই সুমহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের আশা যেরূপ প্রবল, আমরা তদনুরূপ বিজ্ঞ বা রচনা পটু নহি। আমাদিগের রচনা চিত্তচমৎকারিণী বা মাধুর্য্যশালিনী হইবে কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। তবে আমাদিগের এই মাত্র ভরসা আছে যে কোন বিষয়ের নিতান্ত অসদ্ভাব ঘটিলে যেমন ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া কোন সামান্য বস্তু দ্বারাও লোকে ঐ অসদ্ভাব পরিপূরণ করিয়া থাকেন আমাদিগের পত্রিকাও সেই ভাবে জন-সমাজে গৃহীত হইলেও হইতে পারে। আর আমাদিগের রচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইতেছে বিবেচনা করিয়া যদি কোন প্রকৃত বিজ্ঞ ব্যক্তি এই রূপ এক খানি পত্রিকা রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও আমরা পূর্ণমনোরথ হইব।

'শুভকরী' পত্রিকা প্রধানতঃ যে-উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়, তাহা দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে জানা যাইবে :—

...কিছু দিন গত হইল সভা মহাশয়েরা সভার আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত এই এক উপায় উদ্ভাবিত করেন। "শুভকরী নাম্নী এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হউক এবং উহার মূল্য স্বরূপ যে কিছু অর্থ সংগৃহীত হইবে, সভার উদ্দেশ্য সাধনেই তাহা ব্যয়িত হউক"।...

পত্রিকা প্রচার করণের পূর্ব্বে আমরা এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে আমাদিগের পত্রিকা খানি সংবাদপত্র হইবে না; উহা কেবল ইতিহাস, বিজ্ঞান, ও সাহিত্য পূর্ণ থাকিবে। তদনুসারে বৈশাখ মাসের পত্রিকায় কোন প্রকার সংবাদ লিখিত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর আর আমরা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে সমর্থ হইতেছি না।... আগামী মাস হইতে প্রধানং কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক পৃষ্ঠ অধিকার করিয়া লইবে।

কিন্তু 'শুভকরী' পত্রিকা প্রচারের দ্বারা শেষ-পর্য্যন্ত সভার অর্থানুকূল্য হয় নাই। তিন বৎসর চলিবার পর 'শুভকরী' বন্ধ হইয়া যায়। এই সংবাদে সহযোগী 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ১৮৬৫ সনের ১০ই আগষ্ট তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

বালীর শুভকরী পত্রিকা উঠিয়া গিয়াছে, বড় দুঃখের বিষয়।

'শুভকরী' পত্রিকার ফাইল।—

বহরমপুর, রামদাস সেনের লাইব্রেরি :—প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ।

চিত্তরঞ্জিকা

'চিত্তরঞ্জিকা' ঢাকার আর একখানি মাসিক পত্রিকা। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১লা জ্যৈষ্ঠ ১২৬৯ সালে (১৪ মে ১৮৬২)। 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রকাশক ছিলেন ঢাকা কলেজের তৎকালীন ছাত্র সারদাকান্ত সেন। 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ—

> এই পত্রিকা ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি মাসের ১ তারিখে প্রকাশিত হইবে, গ্রহণেচ্ছু মহোদয়গণ আমাদের নিকট পত্র লিখিতে ঢাকা কালেজে বা বাঙ্গালা বাজারের ঠিকানায়, লিখিলেই হইবে।
>
> ঢাকা কালেজ—শ্রীসারদাকান্ত সেন।
>
> প্রকাশক।

অনেকে বলেন, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন।

'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল; ইহা পাঠে 'চিত্তরঞ্জিকা'-প্রচারের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা জানা যাইবে :—

> বিজ্ঞাপন। সম্প্রতি মাসিক প্রভাকর ব্যতীত সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী পত্রিকা আর দেখা যায় না। বোধ হয় তন্নিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা-কুসুমের সৌরভ সম্ভোগে বঞ্চিত হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদাই ক্ষোভগ্রস্ত থাকেন। আমরা সাধ্যানুরূপ সেই ক্ষোভ অপনয়নার্থ এই পত্রিকা খণ্ড প্রকাশ করিলাম।
>
> নূতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল কবিতাই যে আমাদের স্বকপোল কল্পিত হইবে, এমত নহে। বিবিধ ভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম্মও প্রকাশিত হইবে। পরন্তু সাধারণের স্পৃহা এক প্রকার নহে। ক্রমাবচ্ছিন্ন কবিতা পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় গদ্য রচনায় এবং অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না। অপিচ নানা গ্রন্থ হইতে গদ্য পদ্য রচনার নিয়মাবলী সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।...
>
> ...সম্প্রতি এই পত্রিকার আয়তন কবিতাকুসুমাবলীর ন্যায় ৮ পেজি দুই ফরমা করা গেল, তথাপি ইহার মূল্য তদপেক্ষা ন্যূন নির্দ্ধারিত হইল। স্থানীয় গ্রাহকগণের প্রতি এক টাকা চারি আনা ও বিদেশীয় গ্রাহকগণের প্রতি ডাক মাশুল সমেত দুই টাকা মাত্র।...

'চিত্তরঞ্জিকা'র কোন সংখ্যা আমার হস্তগত হয় নাই। পরলোকগত গিরিজাকান্ত ঘোষ মহাশয়ের নিকট 'চিত্তরঞ্জিকা'র প্রথম দুই সংখ্যা ছিল। এই দুই সংখ্যা অবলম্বন করিয়া তিনি 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' পত্রে (ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৮, পৃ. ৭৫-৮০) একটি প্রবন্ধ লেখেন। কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের গ্রন্থে ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৩৯২-৯৪) 'চিত্তরঞ্জিকা'র যে বিবরণ আছে, তাহাও গিরিজা বাবু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

অবকাশরঞ্জিকা

১৮৬২ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাসে ঢাকা হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে 'অবকাশ-রঞ্জিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৬২, ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ—

অবকাশরঞ্জিকা। এ খানি মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহার সম্পাদক। ঢাকা নূতন যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে। মূল্য ।০ আনা।

উক্ত পত্রিকার ভূমিকার একস্থলে লিখিত হইয়াছে "নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতা মালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশ রঞ্জিকার এক মাত্র উদ্দেশ্য।"

অবকাশ রঞ্জিকার প্রথম সংখ্যা দর্শন করিয়াই আমাদিগের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল, সম্পাদক যদি শিথিলপ্রযত্ন ও উপেক্ষমাণ না হন কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। অবকাশ রঞ্জিকা কেবল নামতঃ নয় অর্থত ও লোকের অবকাশরঞ্জিকা হইবে সন্দেহ নাই।...

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীদাস *

১। ভূমিকা

১৩২৩ বঙ্গাব্দে বড়ু চণ্ডীদাসের পদের পুথী "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সংস্কর্তা শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ প্রাপ্ত পুথীর দেশ ও কাল এবং কবির দেশ সম্বন্ধে যে অনুমান করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। আমি ১৩২৬ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকায় আমার সংশয় জানাইয়াছিলাম। তদবধি পনর বৎসর গত হইয়াছে। আমি আমার সংশয়প্রবন্ধে সংস্কর্তার মত খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে স্বীয় মত স্থাপন ও পূর্ব্বভ্রান্তি সংশোধন করিতেছি।

প্রাচীন পুথী পাইলে চারিটি প্রশ্ন চিন্তা করিতে হয়। পুথীর বিষয় ও কবির নাম কি, কোথায় কোন্ শকে লিখিত, এবং কে লেখক বা সংস্কর্তা। কবির নাম পাইলে অন্য চতুষ্প্রশ্ন আসে। কবির কাব্য, দেশ, কাল ও চরিত। কখনও উপকরণ-অভাবে, কখনও অনবধানতায় কেহ কেহ উক্ত দ্বিবিধ চতুষ্প্রশ্ন মিশাইয়া ফেলেন, পুথী-সম্বন্ধী প্রশ্নের উত্তর কবি-সম্বন্ধে প্রয়োগ করেন। একটা উদাহরণ দিই। আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথী পাইয়াছি। তদ্দ্বারা পুথী-সম্বন্ধী চতুষ্প্রশ্নের উত্তরও জানিয়াছি। কিন্তু সে উত্তর কবি-সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। কবি কৃত্তিবাসের দেশ ও কাল এবং যৎকিঞ্চিৎ চরিতও জানিয়াছি। তাঁহার কাব্যের দাঁড়া জানিয়াছি, কিন্তু স্বরূপ জানিতে পারি নাই। আমরা "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী পাইয়াছি, পুথী মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কবির নিজের পুথী, কিম্বা ইহাতে অন্য কবির পদ মিশ্রিত হইয়াছে, এ প্রশ্ন পর্য্যালোচিত হয় নাই। কবির দেশ ও কাল সম্বন্ধে বিতর্ক হইয়াছে, তাঁহার চরিত উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। আমি এই প্রবন্ধে এই সকল প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিতেছি।

সম্প্রতি ভুলিয়া যাই, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, কি বাঁকুড়ায় ছিলেন, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে ছিলেন, কি পরে ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে সব উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, মনে করি, সে সব অলীক কল্পনা। কৃ-কী গ্রন্থ পাইতেছি, কাব্যগ্রন্থ, গীতিকাব্য। এই কর্ম্মের কারণ কেবল চণ্ডীদাস নহেন, তাঁহার দেশ ও কালও বটে। কার্য্যের কারণ নির্ণয় অতিশয় দুরূহ। প্রথমে 'উহ' রচনাই গতি। তার পর 'বাদ', তার পর 'সিদ্ধান্ত'। উহ হইতে বাদে উঠিতে পারা যায়। কিন্তু বাদ হইতে সিদ্ধান্ত বহু বহু দূরে। অসংখ্য বাদ বাদেই রহিয়াছে, তর্কবিতর্ক হইতেছে, সিদ্ধান্ত হইতে পারে নাই।

---

* সন ১৩৪২, ৫ই শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বিচার-সংক্ষেপ নিমিত্ত প্রথমে আমার বাদ বলিতেছি। চণ্ডীদাস ছাতনা-নিবাসী ছিলেন। তিনি ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে পদ রচিয়াছিলেন। সে পদ পুথী-বদ্ধ ছিল না। নানা গায়নে গাহিতেন, কবির ভাষার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, নিজের নিজের পালায় নিজের নিজের রচিত পদ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। গায়নের পালার পদ একত্র করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথীর মাতৃকার উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে পুথী অনুলিখিত হইয়াছিল।

এই এই বাদ সবিস্তারে প্রতিপন্ন করিতে পরিষৎ-পত্রিকায় স্থান হইবে না। সুখের বিষয়, বিদ্বৎ-পত্রিকায় পিষ্টপেষণের ও উদাহরণ-বাহুল্যেরও প্রয়োজন হইবে না। পরন্তু তদ্দ্বারা পাঠককে অকারণ ক্লিষ্ট করা হইত। কিন্তু সকল পাঠক রাঢ়দেশের পশ্চিম প্রান্তের নিসর্গ ও ইতবৃত্ত অবগত নহেন। দেশ ও কাল না জানিলে বাদে প্রতীতি হইবে না। ১৩৪১ সালের ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে "বাঁকুড়ার পুরাকৃতি-রক্ষা" নামক প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের ৫০ মাইল পশ্চিমে বাঁকুড়া নগর। বাঁকুড়া জেলার বর্ত্তমান সীমা আধুনিক। ইহার নামও আধুনিক। পূর্বকালে এই প্রদেশ কতকগুলি 'ভূমে' বা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। মল্লভূম এক বিস্তীর্ণ রাজ্য ছিল। বিষ্ণুপুরে ইহার রাজধানী ছিল। পশ্চিমে মানভূম। (মানচিত্র পশ্য।) পুরুলিয়া, ইহার বর্ত্তমান নগর। মল্লভূমের পশ্চিমোত্তরে শিখরভূম। বর্তমানে ইহা পঞ্চকোট রাজ্য। ইহার রাজধানী কাশীপুর। এখন শিখরভূম মানভূম জেলার অন্তর্গত। দক্ষিণে মল্লভূম, উত্তরে শিখরভূম, রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্ত এই দুই বিস্তীর্ণ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কয়েকটি ছোট ছোট ভূমও ছিল। তন্মধ্যে সামন্তভূম, মল্লভূম ও শিখরভূমের মাঝে রহিয়াছে। ছাতনা ইহার রাজধানী। সামন্তভূম, শিখরভূমের অন্তর্গত ছিল। ইং ১৮৭২ সালের পূর্বে মানভূমের পূর্বাংশ গণ্য হইত। কদাচিৎ মল্লরাজ সামন্তভূমকে স্বীয় অধিকারে আনিতেন। ছাতনা বিষ্ণুপুর হইতে ২৮ মাইল পশ্চিমোত্তরে, কাশীপুর হইতে ২৪ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে।

পূর্বকালে এই সকল ভূম নিবিড় বনে আচ্ছন্ন ছিল, প্রস্তরময় শুষ্কদেশ কৃষিকর্মের উপযোগী ছিল না। ভূমিজ, কোল, সমন্তাল, বাউরী প্রভৃতি অন্-আর্যীয় জাতিরা বাস করিত। পরে চারি দিক্ হইতে আর্যীয়েরা আসিয়া, বন কাটাইয়া এখানে ওখানে গ্রাম পাতিয়াছিল। কিন্তু তাহারা স্ব স্ব দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আচার-ব্যবহারে, ভাষা-কৃষ্টিতে পশ্চাতে পড়িয়াছিল। এখন বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমাংশে, বাঁকুড়া নগর হইতে মাত্র ৮ মাইল দূরস্থিত ছাতনায় 'যাঞে খাঞে যাতে খাতে' প্রচলিত আছে। অনেক প্রচলিত শব্দের অর্থবোধ হয় না। মল্লভূমের পূর্বে বর্দ্ধমান ও দক্ষিণে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা। মল্লভূমের এই দুই দিকের ভাষা ও কৃষ্টি অনেকটা আধুনিক। কিন্তু শিখরভূমের সে সুবিধা নাই। স্মৃতি, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি আর্যশাস্ত্র বিদেশাগত আর্যীয়দিকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছিল। তাহারা বিষ্ণু ও শক্তির উপাসনা করিত। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর নিকটে মনসা, বাসলী প্রভৃতি নানারূপে শক্তি আরাধ্য হইয়াছিলেন। নিরঞ্জন ধর্ম্মও সশক্তি পূজিত হইতেন।

দেশ জাঙ্গল. ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির আমল পর্য্যন্ত প্রায় স্বাধীন ছিল। এ দেশে তুরুক সওয়ার প্রবেশ করে নাই, গৌড়ের তুর্কী সুলতানের আধিপত্য ছিল না। দক্ষিণ-

রাঢ়েও ছিল না। রাজা মানসিংহের পর দক্ষিণ ও পশ্চিম-রাঢ় বিদেশী বিধর্মীর প্রভুত্ব বুঝিয়াছিল।

কোন কবি তাহাঁর দেশ ও কালধর্মের অতীত হইতে পারেন না। কাব্যের ভাবে ভাষায় অলঙ্কারে তাহাঁর দেশ ও কালের চিহ্ন থাকে। আমি এই প্রবন্ধে চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করিয়াছি, প্রবন্ধও দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। আমি চণ্ডীদাসের প্রতি রাগাত্মিক হইয়াও কঠোর দৃষ্টিতে তাহাঁর কাব্য নিরীক্ষণ করিয়াছি। প্রশ্ন ও উত্তর স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রবন্ধটি দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছি, সকল খণ্ডের পরস্পর যোগ আছে, একটি ছাড়িয়া অপরটি পড়িলে সম্যক্ উত্তর পাওয়া যাইবে না। এই প্রবন্ধে অন্য কবির উল্লেখ না থাকিলে কবি শব্দে চণ্ডীদাস বুঝিতে হইবে। মুদ্রিত কৃষ্ণকীর্তন কৃ-কী, ইহার পুথী কৃ-পুথী বলা যাইবে। কৃ-কীর পদের অঙ্ক দেওয়া নাই, পদের পাশে দিলে দোষ হইত না। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে আমি অনেক স্থলে পদের প্রতীক দিতে পারিলাম না, পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়াছি। 'পৃঃ' এই সঙ্কেত না থাকিলেও পৃষ্ঠাঙ্ক বুঝিতে হইবে।

২। কবির পদের নূতন প্রাপ্ত খাতা

এত দিন কৃ-কী আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কিছুদিন হইল, শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন বসু গীতের তাল শিখিবার দুইখানি খাতা পাইয়াছেন।* তাহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় ১৬টি পদ আছে (১৩৩৯, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের সা-প-প)। একখানি খাতায় (ক খাতায়) ১২৩৭ সাল লেখা আছে। তাহার ভাষা দৃষ্টে এই রকম কালই মনে হয়। অপর খাতায় (খ খাতায়) সাল লেখা নাই। শ্রীযুত বসু মনে করেন, সেখানা ১৫০ বৎসরের।

খাতার কাল পাইতেছি। ইহার দেশ নির্ণয় সোজা হইয়াছে। খাতার স্বামী নিশ্চয় কোন গায়ক ও বাদক। গায়কেরা পুরাতন কিম্বা বিদেশী ভাষায় রচিত গানের ভাষাকে অজ্ঞাতসারে স্বকালের ও স্বদেশের করিয়া ফেলেন। বিশেষ্য বিশেষণ শব্দের পরিবর্ত্তন হইলে অল্প হয়। বিভক্তি ও প্রত্যয়ের পরিবর্তন অধিক হয়। বড়ুর পদের খাতায় পুরাতন ক-হ-স্তি খু-জ-স্তি আছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই এই শব্দ বঙ্গে প্রচলিত ছিল না, কিন্তু গায়কের নিকটে অবোধ্য হয় নাই। কৃ-কীর খে-ড়া (খেলা), প-ড়ি-হা-স (প্রতিভাস) শব্দের ড় কানে লাগে নাই। অধিকন্তু কৃ-কীর প-রি-হা-র, প-ড়ি-হা-র করিতে বাধে নাই। গায়কের দেশে শব্দের আদ্য ওকার অকার হইত।

* শ্রীযুত বসু লিখিয়াছেন, তুলাট কাগজের পুথী, কিন্তু কাগজের মাঝে সেলাই থাকিলে খাতা বলি। তুলাট কাগজে সন্দেহ হইতেছে। তুলাট কাগজের খাতা টিকিবে কি? বোধ হয়, খাতা দুখানা শণাট কাগজের। শতাবধি বৎসর হইতে ইহা দেশী কাগজ নামে খ্যাত। শণ ও ছেঁড়া কাপড় কুটিয়া মাড় মিশাইয়া দেশী কাগজ হইত। খাতা দুখানির মুদ্রণরীতি হেতু পাঠকের অসুবিধা হইয়াছে। পুথী কিম্বা খাতার লিখনের মাঝে মাঝে সংস্কর্তা মন্তব্য করিতে থাকিলে পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ক-খাতা, খ-খাতা, এই দুই নাম রাখিয়া পদের বামদিকের কাগজে পদের ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক, তাহার নীচে অন্য খাতার পদের অঙ্ক ও কৃ-কীর পদের পৃষ্ঠাঙ্ক লিখিলে পাঠক সহজে বুঝিতে পারিতেন। তলটিপ্পনীতে "১৪। বাদ", 'বাদ' শব্দটি আমাকে ফাঁপরে ফেলিয়াছিল। চাপবেষ্টনে 'নাই' লিখিলে এই কষ্ট হইত না।

যথা, জ-গা-ন (জোগান), অ-লা-হ (ওলাহ), ম-হি-ল (মোহিল)। শব্দের এই এই বিকার হইতে খাতা দুখানি বিষ্ণুপুরের মনে হয়।

বিষ্ণুপুরে চতুর্দশ খ্রীষ্টশতাব্দ হইতে গীতবাদ্যের চর্চা আছে। সেখানে গীতবাদ্য-কলাবিৎ রাজানুগ্রহ পাইতেন, তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরার খ্যাতি এখনও আছে। বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতবিশারদ বিখ্যাত রাধিকামোহন-গোস্বামীর ও শ্রীযুত গোপেশ্বর-বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস ও শিক্ষা। বিষ্ণুপুরে জগচ্চন্দ্র-গোস্বামীর গীতবাদ্যের টোল ছিল, এদেশী ও দূরদেশী শিষ্য টোলে আহার ও বাস করিতেন। ইনি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে রামশঙ্কর-ভট্টাচার্যের টোল ছিল। তিনি বিষ্ণুপুরের রাজার গায়ক ছিলেন। বোধ হয়, খাতা দুখানি টোলের শিষ্যদের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল।

খাতা দুখানা দক্ষিণ হইতে বাম পাতায় লেখা। ফারসী কেতাবের কায়দা। আমি কটকে ইং ১৮৯১ সালের সেন্‌সসের সময় একজন গণনাকারীকে এই কায়দায় সেন্‌সসের খাতা লিখিতে দেখিয়াছিলাম। তিনি উৎকলীয় বাঙ্গালী, কালেক্‌টরি কাছারির এক মুহরী। আমার উপর খাতা পরীক্ষার ভার ছিল। আমি এই মুহরীর লেখা খাতা প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কি করিয়াছেন? খাতার গোড়ার পাতায় কিছু নাই, শেষের পাতায় লেখা?' তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, তিনি জমিদারী সেরেস্তায় দক্ষিণ পাতা হইতে বাম পাতায় খাতা লিখিতে শিখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ জমিদারী সেরেস্তায় থোকা, সেহা, নোয়াজিমা প্রভৃতি যে সব কাগজ লেখা হয়, সে সব দক্ষিণ কোণে গাঁথা। এই কারণে পত্রস্য বামা গতিঃ। এখনও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বামা গতি আছে। বোধ হয়, বাদক মহাশয় রাজানুগৃহীত ছিলেন।

খাতা দুখানির পদ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাইতেছি। পরে আমাদের কাজে লাগিবে। "বিষ্ণুপুরের খাতা" বলিলে এই খাতা বুঝিতে হইবে।

(১) কৃ-কীর পদ বিষ্ণুপুরে একশত বৎসর পূর্বেও সমাদৃত ও গীত হইত।

(২) কৃ-কীর পদের ভাষা তৎকালের হইয়াছিল। কিন্তু অস্তি ক্রিয়া-বিভক্তি রহিয়া গিয়াছিল। কালক্রমে কৃ-কীর এঁা অনুনাসিকবিহীন হইয়া য্যা হইয়াছিল।

(৩) খাতার ১৬টি পদেই বড়ু চণ্ডীদাসের নাম আছে। কিন্তু দুইটি পদ কৃ-কীর বড়ুর মনে হয় না। অন্ততঃ কিয়দংশ বড়ুর নহে। একটি পদ, "হরিহর একু দেহ।" এই পদের "শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে" কিছুতে বড়ুর নয়। অপর পদটি "আমি দেব শ্রীহরি।" এই পদের "রাধা শ্যাম" বড়ুর হইতে পারে না। এই দুই পদ হইতে জানিতেছি, দুই শত বৎসর পূর্বেও বড়ুর নাম দিয়া নূতন পদ রচিত হইত। পদ-রচনায় বড়ুর ভঙ্গি রক্ষিত হইত।

(৪) পুথীর দেশ ও কাল একদা চিন্তনীয়। দেশ কিম্বা কাল, একটি ছাড়িয়া অন্যটি চিন্তা করিলে অনুমানে ভুল হইবে। যদি খ খাতা রাঢ়ের পূর্বাঞ্চলে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ভাষাদৃষ্টে অন্ততঃ দুই শত বৎসরের মনে হইত। খাতার বয়স জানা আছে বলিয়া বিষ্ণুপুর মনে হইয়াছে।

(৫) পদ ও তাদের রূপ গায়কের মুখে শুনিয়া খাতায় লেখা হয় নাই। বড়ুর পদের পুথী ছিল, সে পুথীর পদ আর কৃ-পুথীর পদ এক ছিল না। অতএব বিষ্ণুপুরে দেড় শত বৎসর পূর্বে কবির পদের অন্য পুথী ছিল।

৩। কৃ-পুথীর দেশ

বিষ্ণুপুরে "খাতা" লিখিত ও পঠিত হইয়াছিল। সে পুরে কৃ-পুথীও পাওয়া গিয়াছিল। পুথীর অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয়, সযত্নে অনুলিখিত ও রক্ষিত হইলেও ইহার পাতা নাড়াচাড়া হইত। নইলে পাতার ধার মণ্ডহীন হইত না, মাঝে মাঝে পাতা হারাইত না। পুথীর প্রথম দুই পাতা নাই, শেষের দিকের পাতাও নাই। আদিরসের কাব্যের পুথী, গানের পুথী, রসিকের দৃষ্টি এড়ায় নাই। বোধ হয়, এক গীতার্থী গীত শিখিতে কিম্বা টুকিতে পুথীখানা ঘরে লইয়া গিয়াছিল, হারখণ্ডের সাতখানি পাতা ফিরাইয়া দেয় নাই। এই পাতায় যশোদার কাছে রাধার ও কৃষ্ণের চাতুরালী বর্ণিত ছিল।

পুথীর কাল জানা নাই। পরে এই কাল অনুমান করা যাইবে। কৃ-কীর দুই চারিটা পদ পড়িলেই বুঝি, এক কালের নয়। সে কাল যতই হউক, কবির কালের পরে। কবি তাঁহার দেশের ও কালের ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। পদ্যে রচনা; এই নিমিত্ত শব্দের সমতা সর্বত্র রক্ষিত হইতে পারে নাই। এই সকল স্থল ব্যতীত কবি অন্যত্র শব্দের, বিশেষতঃ বিভক্তি প্রত্যয়ের একই রূপ রাখিয়াছিলেন। ইহার অন্যথা অসম্ভব। তিনি অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ নির্ভুল প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন সংস্কৃত কোশ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, স্বচ্ছন্দে শব্দ বহির্গত হইয়াছে (যেমন, ১২,১৩ পৃঃ)। যদি কৃ-পুথী কবির নিজের পুথা হয়, তাহা হইলে কবির দেশ আর পুথীর দেশ একই। পরে দেখা যাইবে, কবির দেশ ছাতনা (৫ম খণ্ড পশ্য)। যদি কৃ-পুথা কবির না হয়, তাহা হইলে ভাষার অঙ্গের রূপান্তর দেখিয়া পুথীর দেশ অনুমান করিতে হইবে। তখন স্বীকার করিতে হইবে, সে দেশে পদ গীত হইত, গায়নে পদ লিখিয়াছিল। গায়ন সাবধান হইলেও অজ্ঞাতসারে ভাষাকে অনেকটা স্বদেশের করিয়া ফেলিয়াছিল। এখানে ভাষার দুই চারিটা লক্ষণ দিতেছি।

/০ সংস্কৃত শব্দের আদ্য অ স্থানে আ। যেমন, আ-তি, আ-কা-র-ণ, আ-দ্ভু-ত, আ-প-মা-ন, আ-সু-র। ১০৭২ সালে বাঁকুড়া জেলায় লিখিত দ্বিজ কবিচন্দ্র বা শ্রীকবি শঙ্করকৃত "গোবিন্দমঙ্গল" পুথীতে অনেক শব্দের আদ্য অ স্থানে আ আছে। যেমন, আঞ্জলি, আপচয়, তাথাপি, আদ্ভুত, আবতার, আপার, আর্জ্জুন, ইত্যাদি।* বিষ্ণুপুর হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে গড়বেতায় অদ্যাপি ভায়ানক, আদ্ভুত, মাহাদুষ্ট, মাহাজন, আবস্থা, আন্ন, তামাল, ইত্যাদি শুনিতে পাওয়া যায়।

৵০ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, বাঁকুড়ায় আদ্য ও স্থানে অ হয়। কৃ-কীতে সম্বোধনে 'ল' 'আল' 'গ' 'আগ' আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একটি পদে 'গো' আছে, এবং

* বাঁকুড়ানিবাসী শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ-পালিত তাঁহার সংগৃহীত পুথী দেখাইয়া ও আমার প্রয়োজনীয় তথ্য বাহির করিয়া দিয়া এই প্রবন্ধ রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পরে পুথী বলিলে তাঁহার সংগ্রহ বুঝিতে হইবে। সে সব পুথী বাঁকুড়ায় লিখিত। বাঁকুড়া নগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল।

বহু স্থানে 'আগো' আছে। বিষ্ণুপুরের খাতায় একটি পদে 'গো' আছে। কৃ-কীতে ক-থা (কোথা), আরপিল (আরোপিল) আছে।

৶০ কৃ-কীতে অব্যয় ও বিভক্তি প্রত্যয়ে চন্দ্রবিন্দু আছে, বিশেষ্য, বিশেষণ ও ধাতুতে নাই। কেবল একটি ঝাঁ-ট (ঝটিতি) শব্দে এই বিধির ব্যতিক্রম হইয়াছে। ব্যতিক্রমটি শত বৎসর পূর্ব্বে ছাতনায় লিখিত "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথাতেও আছে। কবিচন্দ্রের এক গ্রন্থে এইরূপ অজস্র চন্দ্রবিন্দু আছে, অন্য গ্রন্থে নাই। বিষ্ণুপুর হইতে ১৬ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল। তাহাঁর দেশে বিভক্তি প্রত্যয়ে চন্দ্রবিন্দু ছিল না বলিতে পারি, বিষ্ণুপুরে কিম্বা বাঁকুড়ায় চন্দ্রবিন্দু প্রবেশ করিয়াছে।

।০ বাঁকুড়ার ভাখায় শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে বল-ন্যাস হয়। বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশে এই লক্ষণ প্রায় প্রত্যেক শব্দে বর্ত্তমান। যেমন সালবনি—সালব্বনি, হাসি—হাসী, আছে—আছের। কৃ-কীতে অসংখ্য স্থানে ই স্থানে ঈ আছে। আমার বোধ হয়, এই কারণে ঈ বানান আপনি আসিয়াছে। যেমন, হরী, গতী।

।৴০ বাঁকুড়ায় ড় ঢ় যত, রাঢ়ে আর কোথাও তত নাই। পূর্ব্বের ঢ় এখন ড় হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়ে ড় আছে। পূর্বকালে কতকগুলি শব্দের 'প্রতি' উপসর্গ স্থানে প-ড়ি হইত। যেমন, প্রতিবেশী—পড়িশী, প্রতিমান—পড়িআন। দক্ষিণ-রাঢ়ে ঘ-ড়া (কলসী) আছে, কিন্তু ঘ-ড়ী (ঘটী) নাই। কৃ-কীতে খে-ড়া, গ-জ-গ-ড়ি, ঘ-ড়ী, প-ড়ি-হা-স, প-ড়ি-ভা-স আছে। উত্তররাঢ়ে (বর্দ্ধমান হইতে উত্তর) লেখায় ড় আছে কি না সন্দেহ, মুখে একেবারে নাই। অতএব কৃ-পুথী উত্তর কিম্বা দক্ষিণ-রাঢ়ের নয়, পশ্চিম-রাঢ়ের। কৃ-কীতে কোন কোন শব্দের ঢ় স্থানে ড় হইয়াছে। গ-ঢ় (নির্ম্মাণে) নিশ্চয় গ-ঢ় ছিল, গ-ড় ছিল না।

বলা বাহুল্য, একটি কি দুইটি হেতুর অন্বয় দ্বারা পুথীর দেশ কিম্বা কাল অনুমান ন্যায়-সঙ্গত নয়। উপরে পাঁচ লক্ষণে বাঁকুড়ার ভাষার সহিত সাম্য পাইয়াছি। রাঢ়ের অন্য অঞ্চলের ভাষার ব্যতিরেক পাইয়াছি। পুথীখানা বিষ্ণুপুরে পাওয়া গিয়াছে। অতএব বলিতে পারি, সেখানেই লিপীকৃত হইয়াছিল। কৃ-পুথীর মাতৃকা বাঁকুড়ার বলিতে পারি।

৪। কৃ-পুথীর কাল

কবির কাল জানা নাই। তাহাঁর কাব্যের পুথীর কাল জানিয়া তাহাঁর কাল-অনুমান সত্য হইতে বহুদূরে পড়িতে পারে। যদি জানিতাম, পুথীখানি তাহাঁর হস্তলিখিত কিম্বা সমকালিক, তাহা হইলে পুথার কাল হইতে কবির কাল পাইতাম। কবির ও পুথীর কালের অন্তর পাইলে কাব্যে মিশালের সম্ভাবনা করিতে পারা যাইবে। এই হেতু পুথীর কাল বিবেচ্য।

তিন উপায়ে পুথার কাল অনুমান করা যাইতে পারে। (১) ইহার শব্দ ও ব্যাকরণ, (২) ইহার বিষয়, (৩) ইহার অবয়ব। এই তিন উপায় প্রয়োগ করিতে হইলে প্রতিমান চাই, প্রতিমানে দোষ থাকিলে অনুমানও দুষ্ট হইবে। দোষের পরিমাণ জানিলে অনুমান শোধন করিতে পারা যায়। কিন্তু না জানিলে অনুমানে সন্দেহ থাকে। সাক্ষী তিন। তিনকেই

বিবিধ বিধানে পরীক্ষা করিতে হইবে। তিনেরই নিবাস বিষ্ণুপুরে কিম্বা ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে হওয়া চাই। বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয় সাক্ষীর নিবাস পুথীর দেশে হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, পুথীতে নূতনের চিহ্ন দ্বারা পুথীর কাল অনুমান করিতে হইবে। এই অনুমান অবশ্য স্থূল হইবে।

(১) ভাষা পরীক্ষা। "শূন্যপুরাণে"র কোন কোন অংশের ভাষা কৃ-কীর অপেক্ষা পুরাতন। উভয়ের দেশও বহুদূরবর্ত্তী নয়। কিন্তু "শূন্যপুরাণে"র নানা অংশের কাল অজ্ঞাত। উপস্থিত ক্ষেত্রে সে বইর ভাষা প্রতিমান হইতে পারিল না। আর কোন প্রতিমানও নাই।

এ স্থলে কৃ-কীকেই প্রতিমেয় ও প্রতিমান করি। তদ্দ্বারা উহার স্থিতির তর্ক করা যাইতে পারিবে। ১০ম খণ্ডে এই তর্ক করিয়াছি। এখানে আর দুই একটা হেতু দেখাইতেছি।

/০ "নীলজলদ সম" ইতি পদে, ৬৮ পৃঃ

(ক) দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিলা তোহ্মারে।

"ষোলকলা সংপুন্ন" ইতি পদে, ৬৯ পৃঃ

(খ) সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে।

দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥

(খ) বাক্যটি (ক) বাক্যের অনুবাদ। যদি উভয় বাক্যের দেশ এক হয়, (খ) টি অন্ততঃ দুই শত বৎসর পরে রচিত। (খ) বাক্যের কাল পুথীর কাল। সমগ্র "ষোলকলা-সংপুন্ন" ইতি পদটি সে কালের। প্রথম পদের ব্যাকরণ ও দ্বিতীয় পদের ব্যাকরণ কদাপি এককালের নয়। নদীয়ার নিকটবর্ত্তী স্থাননিবাসী মাধবাচার্য্যের "কৃষ্ণমঙ্গল" কাব্যের ভাষা প্রায় (খ) পদ তুল্য। ইনি চৈতন্যদেবের সমকালিক ছিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। বাঁকুড়া মন্থরগতি ছিল। সে কারণ আরও কিছু পরে আসিতে হইবে। অতএব (খ) পদটি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কালের। ইহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কবি "নীলজলদসম" ইতি পদটি লিখিয়াছিলেন।

৶০ গেলান্ত গেলা, দেন্ত দেউ, করিবাক করিতেঁ, জায়িবাক জায়িতেঁ জাইবারে, ইত্যাদি পদের প্রথমটি হইতে দ্বিতীয় রূপে আসিতে দুই শত আড়াই শত বৎসর লাগিয়া থাকিবে। বিভক্তি প্রত্যয়ের দ্বিবিধ রূপ একই কালে প্রচলিত থাকিতে পারে না। একটি নয়, দুইটি নয়, অনেক আছে। প্রত্যেকের সন্ধ্যাকালও এক হইতে পারে না। অর্থাৎ কবির পদ প্রায় দুই শত আড়াই শত বৎসর গীত ও শোধিত হইবার পর কৃ-পুথীতে প্রাপ্ত আকারে আসিয়াছিল। সে আকার তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন মনে হয় না।

(২) বিষয় পরীক্ষা। এই সম্বন্ধেও ১০ম খণ্ড পশ্য। এখানে অন্য দুই হেতু দিতেছি।

/০ রাধার স্বামীর নাম আ-ই-হ-ন। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকে নাম অ-ভি-ম-ন্যু। এই নাম কোন পদে একটি বারও নাই। (১) অ-ভি-ম-ন্যু, স'প্রাকৃতে অ-হি-ম-ণ্ণু। বা'প্রাকৃতে অ-হি-ম-ন্নু হইতে পারিত; কিন্তু অদ্যাপি কোন নিরক্ষর জনের মুখে অর্জ্জুনপুত্রের নামের ভ স্থানে হ হইতে শুনি নাই। কৃ-কীতে আভিমান, আভিরোষ, আভিসার, আভিহাস,

শব্দ আছে। ভ স্থানে হ হয় নাই। কয়েকটি শব্দে ভ স্থানে হ হইয়াছে। যেমন, বিভান-বিহান, বিবাহ—বিভা—বিহা, প্রতিভাস—পড়িহাস, কিন্তু হ লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং অ-ভি-ম-ন্যু হইতে আ-ই-হ-ন, নিশ্চিত বলিতে পারা যায় না। (২) অভিমন্যু শব্দের অর্থ অতিক্রুদ্ধ। কিন্তু আইহন রাধাকে কখনও ভৎর্সনা করে নাই, তাহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখে নাই। তাহার ক্রোধন স্বভাবের লক্ষণ পাওয়া যায় না। মনে রাখিতে হইবে, অভিমন্যু নামটি কল্পিত। সে কল্পনার মূলে গুণ অবশ্য ছিল। (৩) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার স্বামীর নাম রায়াণ। র, ভাখায় আগম। অতএব নামটি আ-য়া-ন। আমরা আয়ান নাম শুনিয়া আসিতেছি, অভিমন্যু শুনি নাই। আদ্য স্বর আ হেতু পরের স্বর আ হইতে পারে। অর্থাৎ আ-য়া-ন নামের মূল আ-য়-ন হইতে পারে। কৃষ্ণ-দাস কবিরাজের "নিগূঢ়তত্ত্বসার" পুথীতে নামটি আ-য়-ন আছে, যদিও অভিমন্যুর পিতার নাম (৯ম খণ্ড)। (৪) কবির রাধা-কৃষ্ণ রহস্যে (৯ম খণ্ড) রাধা ও রাধার পিতা মাতা স্বামী জ্যোতিষিক রূপক। তাহাতে অভিমন্যু নাম কল্পনা অসম্ভব। তাহাতে আইহন নিশ্চয় আয়ন, অয়নসম্বন্ধী (চন্দ্র)। (৫) আ-য়-ন হইতে আ-ই-হ-ন আসিতে পারিত। ওড়িয়াতে য় বর্ণের প্রকৃত ধ্বনি আছে। বাঁকুড়াতেও অদ্যাপি আছে। হল্য, পাল্য ইত্যাদি কেবল মুখে নয়, লিখনেও পাওয়া যায়। বরকন্যা, বর-কন্যে (প্রায় কনিএ)। অর্থাৎ য় উচ্চারণে ইঅ। বাল্যকালে আমিও শিখিয়াছিলাম। অতএব আ-য়-ন উচ্চারণে আ-ইঅ-ন। দ্বিতীয় বর্ণে বলন্যাস বাঁকড়ী ও মানভূমী লক্ষণ। হ দ্বারা এটি সহজে সিদ্ধ হয়। যেমন, আ-ম্-হা-র (আম্হার)। সেইরূপ আ-ই-অ-ন স্থানে আ-ই-হ-ন। কৃ-কীতে আ-য়ি-হ-ন বানানও আছে (৩৬৩ পৃঃ)। ইহার উচ্চারণ আইহন নয়; য় উচ্চারণ করিতে হইবে। আ-ই-হ-ন শব্দের অশুদ্ধ রাঢ়িয় উচ্চারণে আ-ই-হঁ-ন। বোধ হয়, ইহা হইতে ভবানন্দের "হরিবংশে" আ-ই-ম-ন। (৬) শ্রীরূপ গোস্বামীর "বিদগ্ধমাধবে" অভিমন্যু নাম প্রথম পাইতেছি। তিনি কবির পুথী পাইয়াছিলেন (৮ম খণ্ড), আইহন বা আইহঁন নামটিও দেখিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণ গ্রহণ করেন নাই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের রায়াণ নামেরও অর্থ করিতে পারেন নাই, আইহন নামের সংস্কৃত রূপ অভিমন্যু কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি বয়সে চৈতন্যদেব অপেক্ষা বড় ছিলেন। তাঁহার নাটক ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ধরা যাইতে পারে। অতএব কৃ-কীর সংস্কৃত শ্লোক ইহার পরে গ্রথিত হইয়াছিল। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হইতে পারে, পূর্বে নয়।

৵০ কবি পাঁচ ছয় স্থানে রাধার নাসা বর্ণনা করিয়াছেন। "সুপুট নাসা তিলফুলে" (২২৫ পৃঃ), নাসার অগ্র নিম্নবক্র ও রন্ধ্র গোলাকার। এই হেতু সুপুট। "নাসা নালদণ্ড" (১৯৫ পৃঃ)। নালদণ্ড পদ্মদণ্ড। আর—

ভ্রূহি কামধনু নয়নবাণে। নাসিকা নালিকযন্ত্র সমানে। (৬২ পৃঃ)

নালিক শব্দের অর্থ নল, কিম্বা যাহাতে নলাকার রন্ধ্র আছে। "নালীকঃ শরশল্যাস্ত্রেষ্বপ্য-ব্জখণ্ডে"—ইতি মেদিনী। নালীক, শর শল্য অস্ত্র পদ্মনাল। নয়নে বাণ আছে, নালীক আবার শূন্যগর্ভ বাণ (নারাচ) হইতে পারে না। শল্যের রন্ধ্র দৃষ্ট হয় না। প্রসঙ্গ হইতে

বুঝিতেছি, নালিক যুদ্ধাস্ত্র, আর যন্ত্র। অতএব বন্দুক ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। বন্দুকের নাম নালীক বা নালিক ছিল। অতএব কবির দেশে ও কালে বন্দুক এত প্রচলিত ছিল যে উপমান হইতে পারিয়াছিল। যদি তাঁহার নিবাস বিষ্ণুপুরে হয়, তাহা হইলে নালীকের বহু প্রচলনের কাল অনুমান করিতে পারা যায়। রাজা বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরে কামান বসাইয়াছিলেন। তিনি ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। ইহার বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বন্দুক সাধারণ দ্রব্য হইয়া থাকিবে। দুই পুরুষকাল পিছাইয়া গেলেও ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

(৩) অবয়ব-পরীক্ষা। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী এক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাজার পুরাতন কাগজ পত্রের সঙ্গে কৃ-পুথী ছিল। শ্রীযুত বিদ্বদ্‌বল্লভ মনে করেন, পুথীখানি রাজার ছিল। দুইভাঁজ তুলাট কাগজের পাতার দুই পিঠে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু নাড়া-চাড়ায় কাগজের ভাঁজ ছিঁড়িয়া গিয়াছে, মাত্র দুইখানি পাতার ভাঁজ একেবারে ছিঁড়িয়া যায় নাই, পাতার দুই পিঠেই লেখা আছে। সে দুই পাতার অঙ্ক ২১৭ ও ২২২। পুথী তিন হাতে লিখিত। ক-হাতের কয়েকটি অক্ষর পুরাতন, খ-হাতের অক্ষর ক-হাতের অনুকরণ, গ-হাতের সমুদয় অক্ষর অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পুথীর ১৭৬।১, ২০৪—২০৭।১, ২১২, ২১৭।২—১২২।১ পৃষ্ঠায় গ-হাতের অক্ষর আছে। তন্মধ্যে ১৭৬।১, ২০৪।২, ২০৫।২ পত্রাঙ্কের এক এক পঙ্‌ক্তির চিত্র কৃ-কীতে মুদ্রিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, গ-হাতের লিপি দৈবাৎ এক আধ পাতায় নয়, অনেক পাতায়। আমাদের প্রশ্ন, কোন্ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী কালে কৃ-পুথী লিখিত হইয়াছিল।

১৩২৩ বঙ্গাব্দে লিপিতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ক-হাতের প্রাচীন অক্ষরের আকার নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, সে সে অক্ষর ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত "বোধি-চর্যাবতার" পুথার অক্ষর অপেক্ষা পুরাতন। ইহা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কৃ-পুথী উক্ত খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার মতে কৃ-পুথী আরও পূর্বে লিখিত।

কিছু দিন হইল, ঢাকা চিত্রশালার শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী আমাকে এক পত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্ত "সিদ্ধান্ত" সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু, মেদিনীপুর হইতে প্রাপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বিষ্ণুপুরাণের অক্ষরের আকারের সহিত কৃ-পুথীর ক-হাতের অক্ষর মিলাইয়া দেখিয়াছেন, এই অক্ষরের আকার ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের। ইহা হইতে তিনি অনুমান করিয়াছেন, কৃ-পুথী ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল।

চারি বৎসর হইল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক মেদিনীপুর হইতে প্রাপ্ত উক্ত বিষ্ণুপুরাণের পুথীর অক্ষরের আকারের সহিত মিলাইয়া অনুমান করিয়াছেন, কৃ-পুথী ১৪৫০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। বসাক-মহাশয় কৃ-পুথীর গ-হাতের অক্ষরও মিলাইয়াছিলেন।

আমি লিপিতত্ত্ব জানি না। লিপির ক্রম-পরিবর্তনের ধারা নিরূপণ বহু পরিশ্রম, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অভ্যাসের কর্ম। কিন্তু বুঝি, প্রতিমেয় ও প্রতিমান লিপি সদেশীয় ও সজাতীয়

না হইলে তুলনার ফলে সন্দেহ থাকে। কারণ, যে কলা এক স্থানে পুরাতন, সে কলা সর্বত্র পুরাতন না হইতে পারে। কৃ-পুথীর লিপিনিরীক্ষক তিন জনই একাধিক পুথী দেখিয়াছেন, কিন্তু একখানাও বিষ্ণুপুরে লিখিত নয়। "বোধিচর্য্যাবতার" বেণুগ্রামে লিখিত। সে কোথায়, বিষ্ণুপুর হইতে কত দূরে, তাহা জানা নাই। ভট্টশালী মহাশয় জানাইয়াছেন, তাঁহার প্রতিমান বিষ্ণুপুরাণের পুথী মেদিনীপুর জেলায় পিঙ্গলা নামক গ্রামে লিখিত হইয়াছিল। পিঙ্গলা গ্রামে ডাকঘর আছে, বি এন রেলের পাঁশকুড়া ষ্টেশনে নামিতে হয়। পাঁশকুড়া বিষ্ণুপুর হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে। সে অঞ্চলের প্রকৃতি ও ভাষা বিষ্ণুপুরের তুল্য নয়। চারি শত বৎসর পূর্বে দুই স্থানের কৃষ্টি ভিন্নপ্রকার ছিল। বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণীরা নিজ নিজ নাম নাগরীতে স্বাক্ষর করিতেন। ভূমিদান-পত্রে দেবতার নাম নাগরীতে লিখিত হইত। ছাতনার রাজা ও রাণীরাও নাগরীতে স্বাক্ষর করিতেন। অনেক দিন হইল, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা নাগরী লিখিতেন। বিষ্ণুপুরে ও বাঁকুড়া জেলায় অনেক রাজপুতের বাস আছে, কেহ কেহ পুথী লিখিত। শুনিয়াছি, তাহাদের লিপিতে নাগরী ছাঁদ থাকিত। বিষ্ণুপুরে নাগরীপ্রীতি কত কালের, তাহা জানা নাই। অনুমান হয়, হঠাৎ ইদানী জন্মে নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ক-হাতের কয়েকটি ব্যঞ্জনাক্ষরে কোণশূন্যতা ও উ স্বরাক্ষরে শৃঙ্গহীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কোণশূন্যতা নাগরীর চিহ্ন। ১৫৭৯ শকে=১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে লিখিত "গ্রহণাটবী" নামক পুথীতে এই আকার আছে। ১৪৭৫ শকের=১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ছাতনার আদি বাসলীমন্দিরের বহিঃপ্রাচীরের ইটে উ অক্ষরের মাথায় শৃঙ্গ নাই।

বস্তুতঃ কৃ-পুথীতেই লিপি-নিরীক্ষকদিগের অনুমানে সন্দেহের হেতু আছে। দৈবক্রমে উহাতে গ-হাতের অক্ষর আছে, আর ভাগ্যক্রমে দুইখানি পাতা আছে—যাহার এক পিঠে ক, অপর পিঠে গ-হাতের লিপি আছে। অতএব বলিতে পারি, কৃ-পুথী সে কালে লিখিত, যে কালে গ-লিপি প্রচলিত ছিল। কারণ, পুরাতন আকার নূতন লিপিতে থাকিতে পারে। আমি পরিষদের পুথীশালার পণ্ডিত শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্যকে ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দের = ১৪৭২ শকের নিকটবর্তী কালে লিখিত পুথীর অক্ষরের সহিত গ-হাতের অক্ষর মিলাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি হুগলি জেলার ভাস্তাড়া গ্রাম হইতে প্রাপ্ত ১৪৭৫ শকে লিখিত অমরকোষের পুথী ও ১৪৫২ শকে লিখিত রঘুবংশের পুথীর অক্ষরের সহিত মিলাইয়া জানাইয়াছেন, (১) অমরকোষের পুথীর ক চ ণ দ অক্ষর অপেক্ষা কৃ-কীর গ-হাতের অক্ষর প্রাচীন, (২) রঘুবংশের পুথীর অক্ষরের সহিত গ-অক্ষরের খুব সাদৃশ্য আছে, কেবল ক দ সু অক্ষর কৃ-পুথীতে প্রাচীন। সকল অক্ষরের আকারে অবিকল ঐক্য হইতে পারে না। ক-হাতের এই তিন অক্ষরের আকার ১৫৭৯ শকের 'গ্রহণাটবী' পুথীতে আছে। কৃ-পুথী হইতে ক ও গ-হাতের অঙ্কের আকার দক্ষ হাত দিয়া উদ্ধৃত করাইলাম। পণ্ডিতমহাশয় জানাইয়াছেন, রঘুবংশের পুথীতে কৃ-পুথীর গ-হাতের ৪ ৫ ৭ ৮ অঙ্কের আকার এবং পত্রাঙ্কে পুরাতন ৩, শ্লোকাঙ্কে আধুনিক ৩ আছে। অতএব অঙ্কের আকারেও সাদৃশ্য পাইতেছি।

ভাস্তাড়া গ্রাম উন্নতিশীল, বিষ্ণুপুর হইতে ৫০ মাইল পূর্বদিকে। এত দূরবর্তী স্থানের ১৪৫২ শকে=১৫৩০ খৃিষ্টাব্দে লিখিত পুথীর অক্ষরের সহিত কৃ-পুথীর গ-অক্ষরের সাদৃশ্য পাইতেছি। অতএব বলিতে পারি, কৃ-পুথী ১৫৫০ খৃিষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। বরং পরে, পূর্বে নয়।

কেমনে একই পুথীতে ক ও গ-লিপি আসিল, ইহা বুঝিবার নিমিত্ত আমি বাঁকুড়ায় লিখিত খানকয়েক পুথী দেখিয়াছি। আমার ধারণা হইয়াছে, রাজার মুন্সী ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে পুরাণা ছাঁদে লিখিতেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ রক্ষণশীল। আমার বোধ হয়, কৃ-পুথীর ক-লিপি বিষ্ণুপুরের রাজার মুন্সীর। খ-লিপি তাঁহার সাহায্যকারীর। ইহাঁর হাত তখনও পাকে নাই। গ-লিপি অন্য কর্মচারীর। ইনি তৎকালপ্রচলিত অক্ষরে লিখিয়াছিলেন।*

৫। কবির দেশ

দেড় শত বৎসর পূর্বে মাণিক গাঙ্গুলী তাঁহার "ধর্ম্মমঙ্গলে" লিখিয়াছিলেন, "বন্দিব বেলার চণ্ডী ছাতনার বাসুলী"। তাঁহার নিবাস ছাতনা হইতে ৫০ মাইল পূর্বদক্ষিণে ছিল। এত দূরেও ছাতনার বাসলীর প্রসিদ্ধি ছিল। আমি কটকে থাকিবার কালে "কৃষ্ণকীর্তনে সংশয়" লিখিয়াছিলাম, মাণিক গাঙ্গুলীর এই বন্দনা পড়িয়া বাঁকুড়ার দিকে ঝুঁকিয়াছিলাম। তখন বাঁকুড়ার ইতবৃত্ত, ভাষা ও ভাখা জানিতাম না, কৃ-কীর সহিত মিলাইতে পারি নাই।

(১) কবি প্রত্যেক পদের শেষে বা-স-লী বন্দনা করিয়াছেন। কয়েকটা পদে লিখিয়াছেন—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।

'বড়ু' ও 'বাসলীগণ' চণ্ডীদাসের বিশেষণ। অন্য কয়েকটা পদে 'বাসলীগণে' আছে। পয়ারের অন্তিম অক্ষরের মিল করিতে 'গণে', একারান্ত হইয়াছে।

তিনি কুত্রাপি বা-শু-লী কিম্বা বি-শা-লা-ক্ষী লেখেন নাই। বাসলী ও বিশালাক্ষী পৃথক্ দেবী। বাসলী, মঙ্গলচণ্ডী ও শুভচণ্ডী নহেন (পরে পশ্য)। ছাতনায় বা-স-লী স্ববিগ্রহে আছেন, দুই শত বৎসরের পুরাতন পাথরের মন্দিরে বা-স-লী, এই নাম পাথরে উৎকীর্ণ আছে। শুধু নামে নয়, যে ধ্যানে তাঁহার পূজা হইতেছে, সে ধ্যানেও এই নাম। সে ধ্যান "ধর্মপূজাবিধানে" লিখিত আছে, কৃ-কীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ছাতনা, সামন্তভূমের রাজ-

---

* আমি পুথীর অঙ্কের আকারে কি দেখিয়াছি, তাহা হয় ত কাহারও কাজে লাগিতে পারে। ১৫৭৯ শকে বিষ্ণুপুরে লিখিত "গ্রহণাটবী" পুথীতে ৫ ও ৮ পুরাতন, কিন্তু ৩ নূতন। ১৬৮১ শকে লিখিত পণ্ডিত ক্রমদীশ্বর-কৃত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের পুথীতে পুরাতন ও নূতন দ্বিবিধ আকারের ৩ আছে। "বৈষ্ণবানন্দলহরী" পুথীতে পত্রাঙ্কে পুরাতন ৩, শ্লোকাঙ্কে নূতন ৩ আছে। মাধবাচার্য্য-কৃত "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" পুথীতে পুরাতন ৪, ৫, ৭, ৮ আছে, কিন্তু পুরাতন ৩ অঙ্কের মাথার পুটলী মোটা ও অদৃশ্য হইয়াছে। মাধবাচার্য্য চৈতন্যদেবের সমকালিক ছিলেন। এই পুথীর লিপিকাল অজ্ঞাত; ১৪৫০ শকের পূর্বের হইতে পারে না। ছাতনার ইটের ১৪৭৫ শকের ৪, ৫ অঙ্ক পুরাতন।

ধানী। বাসলী, সে রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি রাজার কুলদেবী হইলেও গ্রামদেবী, যে-সে তাঁহার নিকট মানসিক শোধ করে।*

(২) কৃ-কী হইতে জানিতেছি, বাসলীর গ-ণ (সমূহ, পরিচর-সমূহ) ছিল, কবি সে গণের এক বড়ু ছিলেন। অতএব তিনি কোন রাজপ্রতিষ্ঠিত বাসলীর বড়ু ছিলেন। রাজা গণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ছাতনার রাজার দশাবিপর্যয় হেতু বাসলীর ভোগরাগেরও বিপর্যয় হইয়াছে। এখন গণের মধ্যে মালী ফুল ও জল, গোআলা দুধ, কুম্ভকার হাঁড়ী, কেঅট মাছ, এবং এক লোহার পাতা ও কাঠ যোগায়। কামার পশু বলিদান করে। ইহারা বংশানুক্রমে রাজপ্রদত্ত ভূমি ভোগ করিতেছে। আর দেঘরিয়া নামে ব্রাহ্মণ পূজা করেন, ভোগ দেন। দেঘরিয়া (দেবগৃহ+ইয়া), যাঁহারা দেবগৃহের কর্ম্ম করেন। নামটি পদবী। পূর্বকালে এক এক কর্মের নিমিত্ত এক এক বটু থাকিতেন। "বিষ্ণুপুরের খাতা"য় "বটু চণ্ডীদাস" এইরূপ ভণিতা আছে। সং ব-টু হইতে ব-ড়ু। "শূন্য-পুরাণে" পুষ্পবটু ফুল তুলিতেন। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, ভুবনেশ্বরে বড়ু নাম বংশগত হইয়াছে, ভুবনেশ্বর শিবের পূজাদির নিমিত্ত বড়ুদের কর্ম আছে। শ্রীযুত বিদ্বদ্বল্লভ টীকাতে লিখিয়াছেন, বাঁকুড়ায় গোআলা ও কেঅটদের মধ্যে বড়ু পদবী আছে। বোধ হয়, তাহাদের পূর্বপুরুষ কোন ঠাকুরের গণে ছিলেন। ছাতনায় তেলী জাতির মধ্যে 'বাসুলী' সংজ্ঞাও আছে। বোধ হয়, কোন পূর্ব-পুরুষ বাসলীগণে ছিলেন, শীতলের মুড়ি যোগাইতেন। এখন ছাতনায় 'বড়ু' এই নাম নাই, দেঘরিয়া আছে।† ছাতনার রাজার "মদনগোপাল" ঠাকুরেরও দেঘরিয়া আছেন। তাঁহারা অন্য বংশ। এই দেঘরিয়া নাম বাঁকুড়া ছাড়া আর কোথাও নাই। অন্যত্র নাম পূজারী।

(৩) কবির দেশে বন ছিল, (ক) গ্রীষ্মকালে বনে আগুন লাগিত। (খ) সে বনে হরিণ চরিত, লোকে কাণ্ড দ্বারা বধ করিত। (গ) সে বনে খদিরবৃক্ষ বহুশঃ ছিল, বর্ষাকালে ফুল ফুটিত, রাধা খোঁপায় পরিতেন। যথা,—

(ক) "কেনা বাঁশী বাএ" ইতি ২১৪ পৃঃ,
"বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানি।"

(খ) "ফুটিল কদম ফুল" ইতি ৩১২ পৃঃ,
"বিন্ধাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী।" কাণ্ড, বাণ। এখন নাম কাঁড়।

(গ) "খদির কুসুমমালা" ইতি ১৬৩ পৃঃ,

এখন ছাতনা অঞ্চলে কিম্বা বিষ্ণুপুরে নিবিড় বন নাই। কিন্তু ষাট সত্তর বৎসর পূর্বেও স্থানে স্থানে ঘন বন ছিল। বনে আগুন লাগিত। এখন আর হরিণ চরে না, কিন্তু লোকে এখনও মৃগয়া ভুলে নাই। বনে এখানে ওখানে এখনও খয়ের গাছ আছে। পূর্বকালে অনেক ছিল, খ-য়-রা নামে এক জাতি খদিরনির্যাস বাহির করিত। সে জাতি এখনও আছে।

(৪) কৃষ্ণ ভার বহিবার বাঁহুক, চামড় কাঠের নির্মাণ করিয়াছিলেন। দণ্ডটি ঝামা দিয়া ঘষিয়া মসৃণ করিয়াছিলেন। বাঁশ পাইলে এত কষ্ট করিতে হইত না। কবির বৃন্দাবনে

---

* ১৩৪০ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে "ছাতনায় চণ্ডীদাস" পশ্য।

† গৌড় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বোড়ু নামে গোত্র আছে। কিন্তু কবি বোড়ু নয়, বড়ু ছিলেন। মানুষের নামের পূর্বে গোত্রনাম যুক্ত হয় না।

নানাজাতির বৃক্ষ ছিল, এক ঝাড় বাঁশ ছিল না। ছাতনায় ও বাঁকুড়ায় বাঁশ দুর্লভ, শুখনা কাঁকর্যা পাথর্যা মাটিতে বাঁশ মরিয়া যায়। লোকে, বিশেষতঃ সাঁওতালেরা কুল; আঁকোড়, কাঁটাশিরীষ প্রভৃতির বাঁক করিয়া থাকে। কাঁটার গোড়া ঘষিয়া লইতে হয়।

(৫) কবির দেশে নদী ছিল, কিন্তু বর্ষাকালেও নদীর বান স্থায়ী হইত না।

"রাধে দুপহর বেলে" ইতি ২০১ পৃঃ,

"তিরীর যৌবন রাত্তির সপন, যেহ্ন নদীকের বানে"।

ছাতনার চারি মাইল পশ্চিমে ও বাঁকুড়া নগরের পাশ দিয়া দ্বারকেশ্বর নদ গিয়াছে, কিন্তু বান একদিন থাকে। এখনও এবেলা বান, সে বেলা নাই। অন্য ছোট ছোট নদীরও এই দশা।

(৬) লোকে শরৎকালে কবির যমুনা হাঁটিয়া পার হইত।

"চিরদিন নাহি" ইতি ১৬৬ পৃঃ,

"উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরৎ সমএ।

তড়পথে এবে লোক মথুরাক যাএ॥"

বাঁকুড়ায় বর্ষাকালের কিছুদিন ছাড়া অন্য কালে সকল নদীর তড়-পথ। কৃষ্ণ বর্ষাকালে ঘাট-দান সাধিয়াছিলেন। স্বাধীন দেশীয় রাজ্যে বাট-দান ও ঘাট-দান দুইই আছে।

(৭) কবির বৃন্দাবনে প্রায় ১৮০ জাতি গাছ ছিল। কয়েকটা চিনিতে পারি নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় আরণ্য তরু সব বাঁকুড়ার বনে আছে। তিনি যে সব ফুলের নাম করিয়াছেন, সব তাহাঁর দেখা। মল্লিকা, মালতী, নেআলী, মাধবী, বাঁকুড়ার কাঁকর্যা মাটিতে অযত্নেও মরে না। কোন্ ঋতুতে কি ফুল ফুটে, তাহা কবির জানা ছিল, একটাতেও ভুল হয় নাই। অন্য ফুল যাহাই হউক, নাগেশ্বর বিনা যত্নে জন্মে না, "গুলাল" (গোলাপ) যেখানে সেখানে দেখা যায় না। কবি কোন বড় রাজার পুষ্পোদ্যান দেখিয়াছিলেন। ছাতনার রাজা নগণ্য ছিলেন। বোধ হয়, কবি বিষ্ণুপুরের রাজার "ফুলবাড়ী" দেখিয়াছিলেন। তিনি হীরা ও মাণিকের প্রধান প্রভেদ জানিতেন (১২২ পৃঃ), "মাণিকে হিরাক বিন্ধে কেবা পাতিআএ।" বই-পড়া বিদ্যা হইতে এই দৃষ্টান্ত মনে আসিত না।

(৮) কবি "বিষ্ণুলোক" লিখিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে পরে পরে দুই বার "বিষ্ণুপুর" লিখিয়াছেন।

"কথা খানি খানি" ইতি পদে ১৯ পৃঃ,

"সে দেবসনে নেহা বাড়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতি।"

পুর, পুরী, নগর। লোক, ভুবন। পরে "সুরপুর" দুই বার আছে। কিন্তু ইন্দ্রের অমরাবতী, পুরী। "সুরপুর" লেখায় দোষ হয় নাই।

(৯) কৃ-পুথীর দেশ আর কবির দেশ এক মনে হইতেছে। গায়নে কবির ভাষা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে পারেন না, পরিবর্তন আবশ্যক মনে করেন না। কৃ-কীর অনেক শব্দ এখন ওড়িয়াতে বর্তমান। পূর্বকালে রাঢ়ি ও ওড়িয়া ভাষা এক ছিল, সে হেতু কৃ-কীতে ওড়িয়া শব্দ আছে, ইহা সাধ্যকে সিদ্ধভ্রম। সহজ বুদ্ধিতে আসে, কৃ-কীর দেশ ওড়িষ্যার সন্নিকটে ছিল। কৃ-কীর আরণ্য তরু ওড়িষ্যার বনে প্রচুর। মানভূমের ভাষা দক্ষিণ-বিহারী। এই ভাষা

বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারি নাই। কিন্তু বাঁকুড়া নগরেও অদ্যাপি হিন্দী বা মৈথিলীর টান আছে। শিক্ষিত লোকেও বলেন, অমৃৎ (অমৃত), তৃণ্ (তৃণ), অতীত্ (অতীত)। আর, স-ধ্বনি এত যে, কানে নূতন ঠেকে। কৃ-কীতে কয়েকটা সংস্কৃত শব্দেও শ স্থানে স আছে। কৃ-কীর আহ্মার, কাহ্নাঞি, মাহ্লী প্রভৃতি শব্দ হইতে বুঝি, দ্বিতীয় বর্ণে আঘাত স্পষ্ট ছিল। বানানে আ-হ্মা-র, উচ্চারণে আম্হার। সেইরূপ কা-হ্না-ঞি উচ্চারণে কান্হাঞি, মা-হ্লী উচ্চারণে মাল্হী। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম এই। ব্রা-হ্ম-ণ লিখিলেও উচ্চারণে ব্রাম্হন, পরে ব্রাম্ভন। বাঁকুড়ায় নিম্নশ্রেণী বলে, "আমি বল্লী (বলি), চল্লী (চলি)।" পূর্বকালের বানানে বোহ্লী, চহ্লী হইত।

দেখা গেল, কবির দেশ নীরস উচ্চ জাঙ্গল। সে দেশের ভাষায় প্রচুর অর্ধানুস্বার ছিল, ঢ় ড় স্বচ্ছন্দে উচ্চারিত হইত। বিভক্তি-প্রত্যয়ে ওড়িয়া ও দক্ষিণ-বিহারী ভাষার সাদৃশ্য ছিল। বাসলীর প্রতিষ্ঠা ছাড়িয়া দিলেও কেবল ভাষার লক্ষণে রাঢ়ি ওড়িয়া বিহারী ভাষার যোগস্থলে দেশটি বসাইতে হইতেছে। সে দেশ দক্ষিণ-পূর্ব মানভুম। ইংরেজী ১৮৭২ সালের পূর্বে সামন্তভূম ও ছাতনা মানভুমের অন্তর্গত ছিল।

কৃ-কীতে নান্নুর গ্রামের নাম নাই। যেটা নাই, সেটার অনুসন্ধানও নাই। তথাপি ছাতনায় নান্নুর গ্রাম না পাইয়া, কেহ কেহ প্রচণ্ডা বাসলী দেবীকেও অগ্রাহ্য করেন। কোন পুরাতন পদে নাই, নান্নুর গ্রামে বাসলীর আলয় ছিল। যে পদে আছে, সে পদ দুই শত বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। যদি সে পদকে প্রমাণ ধরি, সঙ্গে সঙ্গে সাল-তড়া গ্রামে বিষহরি নিত্যাদেবীকেও চাই। সালতড়া গ্রাম ছাতনার চারি পাঁচ ক্রোশ পূর্বদিকে আছে, সেখানে নিত্যাদেবীর আলয়ও আছে। তথাপি কেহ কেহ বীরভূমের নান্নুর গ্রামে বাসলী প্রতিমার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া বড়ু কবিকে সেখানে দেখিতে চান। কল্পনাটি যে আকাশকুসুম, তাহা অক্লেশে প্রমাণিত করিতে পারা যায়। অজয় নদের দশ মাইল উত্তরে বীরভূম জেলায় প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে নান্নুর নামে গ্রাম ছিল। রেণেল্ সাহেবের ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মাপচিত্রে নামটি না-নো-র। নানোর, নান্নুর, নাম একই। দুই শত বৎসরের পূর্বেও এই নাম ছিল কি-না, তাহা বলিতে পারা যায় না। পরে দেখা যাইতেছে, কবি ছয় শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। একটা সামান্য গ্রামের নাম. ছয় শত বৎসর চলিয়া আসিতেছে, গ্রামটির অন্য নাম হয় নাই, নাম সংস্কৃত নয়, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হইবে না। গ্রামের বর্তমান নাম না-দু-ড়। গত দুই শত বৎসরের মধ্যে নাম-পরিবর্তন পাইতেছি। ধরি, ছয় শত বৎসর পূর্বে না-ন্নু-র নাম ছিল। কিন্তু গ্রামের কেবল নামটি পাইলে চলিবে না, কবির দেশের প্রকৃতির সহিত ঐক্য চাই। এ বিষয়ে নান্নুর সম্পূর্ণ বিপরীত। অজয় নদের পলিমাটিতে নাদুড় গ্রামের উৎপত্তি হইয়াছে। সে মাটি নীরস পাথরিআ নয়। গ্রামটি কলিঙ্গেরও নিকটে নয়। সে দেশে কবির ভাষা ছিল না, বলিতে পারা যায়। বিশেষতঃ সে দেশে বাসলীর প্রতিষ্ঠা নাই। নাদুড়ে বাসলীর বিগ্রহ নাই। যে বিগ্রহের পূজা হইতেছে, সেটি চতুর্ভুজা সরস্বতীর। অগ্নিপুরাণে (৫০ অঃ) এই প্রাচীন সরস্বতীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, ঢাকা-চিত্রশালায় এক সুন্দর সুস্পষ্ট মূর্তি আছে। শ্রীযুত নলিনীকান্ত

ভট্টশালী আমাকে চিত্র দেখাইয়াছেন। এই মূর্তির সাধারণ দুই হস্তে বীণা, অপর দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, বাম হস্তে পুথী। দেবী পদ্মাসনা, সম্মুখে ভক্ত দণ্ডায়মান। নান্নুরের প্রতিমা ঠিক এইরূপ। এই প্রতিমা প্রায় চল্লিশ বৎসর মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্বমণ্ডলের প্রত্ন-দ্রব্যবিভাগের ইং ১৯১৬।১৭ সালের বিবরণে (Archeological Survey of India, Eastern Circle) এই মূর্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে, কিয়দংশের অনুবাদ করিতেছি। "কয়েক বৎসর পূর্বে চণ্ডীদাসের স্তূপ নামের এক স্তূপ হইতে কৃষ্ণ-শিলার এক মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। লোকে ইহাকে বাশুলী নামে পূজা করিতেছে। তাহারা বলে, চণ্ডীদাস ইহাঁকেই পূজা করিতেন। * * * রূপ দেখিয়া বোধ হয়, এটি ৮ম কিম্বা ৯ম খ্রিষ্টশতাব্দে মাগধী রীতিতে নির্মিত। কিন্তু বাশুলী কি না, সন্দেহের বিষয়।" ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়ও এই আবিষ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। (পরিষৎ-প্রকাশিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী",)। তিনি মূর্তির চিত্রের নীচে লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাস-পূজিতা নান্নুরের বাশুলী দেবী। (পদ্মাসনা চতুর্ভুজা বীণাপাণি মূর্তি)।" কিন্তু মূর্তিটি মৃত্তিকাস্তূপের ভিতরে ছিল, দৈবাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কত কাল ছিল, জানা নাই। ক্রমায়াত্ত প্রসক্তি নাই। অতএব বিনা প্রমাণে "চণ্ডীদাস-পূজিতা বাশুলী" বলিতে পারা যায় না। সে চণ্ডীদাস যে বড়ু চণ্ডীদাস, বিনা প্রমাণে বলিতে পারা যায় না। বিনা প্রমাণে "চতুর্ভুজা বীণাপাণি"কে বাসলী বলিতে পারা যায় না। গ্রাম্য জনে বা-স-লী নাম বা-শু-লী করে, কদাচিৎ বিশালাক্ষীকে বাশুলী বলে। কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর নিত্য পূজার ধ্যানে সে ভ্রম থাকে না। বীণাপাণি সরস্বতীকে কুত্রাপি বিশালাক্ষী বলিতে শুনি নাই। পুরাণে কিম্বা তন্ত্রে সরস্বতীর এক নাম বিশালাক্ষী নাই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আশীর্বাদে শুনিয়াছি, বাসলী ও বিশালাক্ষী ধর্ম্মের দুই পৃথক্ আবরণ-দেবতা। বাসলী প্রবিকটদশনা, রুধির-পানে নৃত্যশীলা, ভয়ঙ্করী, দ্বিভুজা, খড়্গকপালধারিণী। বিশালাক্ষীও দ্বিভুজা, কিন্তু খড়্গ-খেটকধারিণী। ছাতনার বাসলী মিথ্যা প্রমাণিত না হইলে বিশালাক্ষীকে কবির আরাধ্যা বলিতে পারা যায় না। বাসলী ও বিশালাক্ষী অবশ্য বরদা, কিন্তু মঙ্গল-চণ্ডিকা নামে খ্যাত ছিলেন না। মঙ্গলচণ্ডিকা "বরদাভয়হস্তাচ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা। রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটকুণ্ডলমণ্ডিতা॥" (রঘুনন্দনধৃত কালিকাপুরাণ)। রোগাদিশান্তির নিমিত্ত মঙ্গলবার হইতে মঙ্গলবার পর্যন্ত গীতাদি ও বলিদান সহ ইহাঁর পূজা হইত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও মঙ্গল-চণ্ডীর পূজাপ্রকরণ লিখিত আছে। পূজায় সুরা দেওয়া হইত, নরবলিও হইত। "চৈতন্যভাগবতে" বৃন্দাবনদাস এই মঙ্গলচণ্ডীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাঁর অষ্টাহ পূজার সময়ে দামিন্যা গ্রামের মুকুন্দরাম চক্রবর্তী আট পালায় চণ্ডী গান করিতেন। কিছুদিন হইল, "চণ্ডীদাসচরিত" নামে এক পুথী পাইয়াছি। এই বৎসরের আষাঢ় মাসের "প্রবাসী"তে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, দুই শত বৎসর পূর্বে নান্নুরে বিশালাক্ষী দেবী এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে চণ্ডীদাস-নামধারী বিশালাক্ষী-সেবক এক কবি ছিলেন। আরও অনেক কথা আছে। কি হইতে কি হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সমুদয় হেতু একত্র বিচার করিলে অন্বয় ও ব্যতিরেক, দ্বিবিধ বিধানে ছাতনা-বাদ সিদ্ধ হইতেছে।

৪। কবির কাল

কৃ·কীতে কবির শক অনুমানের উপকরণ নাই। ইহার পুরাতন ভাষা, পুরাতন বৃন্দাবন, এবং কবির রাধাকৃষ্ণ হইতে বুঝিতেছি, কবি চৈতন্যদেবের বহু পূর্বে ছিলেন। কত পূর্বে, তাহা বহিঃপ্রমাণ দ্বারা অনুমান করিতে হইবে। এখানে তিনটির বিচার করিতেছি।

(১) ছাতনায় "বাসলীমাহাত্ম্য" নামে একখানি সাত পাতার সংস্কৃত পুথী পাওয়া গিয়াছে। কবি সম্বন্ধে এইটি প্রাচীনতম পুথী। ইহাকে কৃত্রিম বুঝিবার কোন হেতু পাই নাই। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর সাহানা পুথীর বিবরণ দিয়াছেন। লিপিদৃষ্টে পুথী দেড় শত দুই শত বৎসরের মনে হয়। পত্রাঙ্কের ৩, অঙ্কটির আকার পুরাতন। কবির নাম পদ্মলোচন শর্ম্মা। "দ্বীপেভরামভূমানে শাকে" ১৩৮৭ শকে=১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। বাসলীর মাহাত্ম্য বর্ণনা কবির উদ্দেশ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

> তাতো নিত্যনিরঞ্জনো বুধবরশ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয়ঃ।
> মাতা লক্ষ্মীরিবাপরা গুণবতী বাসিনী বিন্ধ্যপূর্ব্বা॥
> ভ্রাতা ধার্ম্মিকধূরিণোঽনুজরতঃ শ্রীদেবীদাসো দ্বিজঃ।
> ভরদ্বাজকুলোদ্ভবঃ স জয়তু শ্রীচণ্ডীদাসঃ কবিঃ॥

তাতের নাম নিত্যনিরঞ্জন, মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবীদাস এবং কনিষ্ঠের নাম চণ্ডীদাস। ইঁহারা ভরদ্বাজকুলোদ্ভব (মুখোপাধ্যায়)। দেবীদাস গৃহস্থ হইয়াছিলেন। আরও জানা যায়, পূর্বে বাসলী দেবীর পূজা বিধিমত হইত না। দেবীর স্বপ্নাদেশে ছাতনার রাজা হামীর-উত্তর-রায় দেবীদাসকে পূজায় নিযুক্ত করেন। আরও জানা যায়, ১৩৮৭ শকের=১৪৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে চণ্ডীদাসের কবি-প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। পদ্মলোচন শর্মা দেবীদাসকে 'পিতা' বলিয়াছেন। পিতৃশব্দে বপ্তা আর পিতামহ প্রপিতামহ ইত্যাদি বুঝায়। আর বাসলী দেবীর যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এক পুরুষকালে প্রচারিত হইতে পারে না। বাসলীর দেঘরিয়ারা বলেন, তাঁহারা দেবীদাসের বংশ, এবং পদ্মলোচন শর্মা দেবীদাসের পৌত্র ছিলেন। আরও বলেন, বৃদ্ধ বয়সে দেবীদাসের বিবাহ হইয়াছিল, চণ্ডীদাসের বিবাহ হয় নাই। বটু শব্দের এক অর্থ ব্রহ্মচারী আছে। (ত্রিকাণ্ডশেষ)। অতএব বটু শব্দের দ্বিবিধ অর্থেই কবি বড়ু ছিলেন। মুখোপাধ্যায় হইয়াও কন্যা না পাইবার কারণ ছিল। দেবীদাস ও চণ্ডীদাস গ্রামদেবী ও শূদ্রপ্রতিষ্ঠিত কুলদেবীর পূজারী হইয়া তৎকালের ব্রাহ্মণসমাজে হীন হইয়াছিলেন; এ কথা অন্য এক বংশের দেঘরিয়ার মুখে শুনিয়াছি। কিছুকাল পূর্বেও বাসলীর দেঘরিয়াদের এই অপবাদ ছিল। দেবীদাস বাসলীর পূজা করিতে সম্মত হয়েন নাই। বোধ হয়, রাজা বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বলপ্রয়োগে বিবাহ দুর্ঘট। যদি-বা বৃদ্ধ বয়সে দেবীদাসের বিবাহ হইল, চণ্ডীদাসের হইল না। দেবীদাসের সন্তানদিগকেও এই কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, যুবা বয়সে তাঁহাদের বিবাহ হইত না। পূর্বাপর অবস্থা চিন্তা করিলে এই অনুমান সত্য মনে হয়।

ধরি, দেবীদাস ৪০ বৎসর বয়সে, তৎপুত্র ৪০ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। পদ্মলোচন ৫০ বৎসর বয়সে মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। অতএব দেবীদাস ১৩৮৭—(৪০+৪০+৫০=) ১৩০=১২৫৭ শকে, এবং চণ্ডীদাস ১২৬০ শকে=১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) দেঘরিয়ারা বলেন, বর্তমানে দেবীদাসের পর ২৩ পুরুষ গত হইয়াছে। পুরুষ প্রতি ২৫ বৎসর হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক বয়সে বিবাহ হইতে থাকিলে পুরুষ প্রতি ২৭।২৮ বৎসরও হইতে পারে। ২৩ পুরুষে ৬০০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। এইরূপে ১৩৩০ খ্রিষ্টাব্দের নিকটে দেবীদাসের জন্ম পাইতেছি। এখানে স্মর্তব্য, কেহ জ্ঞানতঃ পিতৃপুরুষেন নাম পরিবর্তন করে না। পরিবর্তনের হেতুও ছিল না। দেঘরিয়ারা পুরুষ গণিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা আমরা যে চণ্ডীদাসের কাল অনুমান করিব, ইহা তাহাঁরা কল্পনাও করেন নাই।

(৩) পূর্ব খণ্ডে "চণ্ডীদাসচরিত" নামক পুথীর উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতেও চণ্ডীদাসের পিতামাতা ও অগ্রজের নাম আছে। সে সে নাম "বাসলী-মাহাত্ম্যে"ও আছে। "বাসলী-মাহাত্ম্য" সংক্ষেপে রচিত। যখন রচিত হইয়াছিল, তখন ইহাতে বর্ণিত মাহাত্ম্য সকলেই জানিত। ইহাতে ইতবৃত্তমূলক দুইটা ঘটনার উল্লেখ আছে, এতদিন বুঝিতে পারা যায় নাই। "বাসলী-মাহাত্ম্যে" আছে, একদা ছাতনা নগর দস্যু-সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল, বাসলী স্বয়ং রণে অবতীর্ণ হইয়া নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। "চণ্ডীদাস-চরিতে" এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ইহাতে আছে, মল্লেশ্বর গোপাল সিংহ সসৈন্যে ছত্রিনা (ছাতনার পূর্বনাম) আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি চণ্ডীদাসের গীতের সুখ্যাতি শুনিয়াছিলেন। তিনি ছাতনায় কবির গীত শুনিয়া ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া, তাহাঁর বয়স জিজ্ঞাসা করেন। রাজা মনে করিয়াছিলেন, আঠার বৎসরের বালক। কবির উত্তর,

এ কি কথা কহ রাজা চণ্ডিদাস বলে।
আমার বয়স প্রায় তেত্রিশের কোলে॥
জেই দিন মহামুদি ঘোর অত্যাচারী।
বসিলেন সিংহাসনে পিতৃহত্যা করি॥
তার পুর্ব্বদিনে মোর জন্ম মধুমাসে।
তুমি কি না বল মোরে বালক বয়সে॥ (পত্রাঙ্ক ২১)

দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন-তুঘলকের অপঘাত হয়। তাহাঁর পুত্র জুনা খাঁ, অপর নাম মুহম্মদ, অপঘাতের কর্তা। ৭২৫ হিজরা রবিঅলআওল মাসে এই ঘটনা হয়। দেখিতেছি, ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেবরুআরি হইতে ১৭ মার্চের মধ্যে উক্ত কাণ্ড ঘটে। শকে ১২৪৬। ২৪ ফেবরুআরি ১লা চৈত্র হইয়াছিল। চণ্ডীদাস মধুমাসে অর্থাৎ চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুথীর সহিত মিলিতেছে। "চণ্ডীদাস-চরিতে"র গোপাল সিংহ অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে কানুমল্ল বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। বোধ হয়, ইহাঁর ভাল নাম গোপালমল্ল ছিল।

এই মতে ১৩২৫ খিষ্টাব্দে কবির জন্ম হইয়াছিল। "বাসলী-মাহাত্ম্য" ও দেঘরিয়াদের

পুরুষ গণনা হইতেও প্রায় এই কাল আসে। বিদ্যাপতির সহিত কবির মিলন হইয়াছিল। "চণ্ডীদাস-চরিতে"ও এই মিলনের উল্লেখ আছে। বোধ হয়, কবি অপেক্ষা বিদ্যাপতি আট দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে কবির জন্ম হইলে বিদ্যাপতির সহিত মিলন বাধে না। দিল্লীর বার্ত্তা ছাতনাবাসীর কেন স্মরণীয় হইয়াছিল? কে জানে। পুথীতে ইহার উত্তর পাইবার কথা নয়। কিন্তু সে সময়ে ছাতনাতেও এক বিপ্লব ঘটিয়াছিল। সামন্তবংশ সামন্তভূমে রাজ্য করিতেছিলেন। শিখরভূমের শিখরেশ্বর, ভবানী নামক এক ব্রাহ্মণকে এই রাজ্য দিয়াছিলেন। সামন্তেরা বিদ্রোহী ও বাসলীর বরে স্বাধীন হইয়া হৃত রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎকালের সামন্তরাজ এক পশ্চিমা ছত্রিকে স্বীয় কন্যা সহ রাজ্য দান করেন। ইনি হামীর-উত্তর নামে রাজা হন এবং ইনিই রাজ্যের নাম ছত্রিনা (ছত্রিনগর) রাখেন। ছাতনার বর্ত্তমান রাজবংশের ইনিই আদি। ছাতনার রাজার এক কর্ম্মচারী ইংরেজীতে এক বংশ-বৃত্তান্ত লিখিয়া বাঁকুড়ার কালেক্‌টর সাহেবকে দিয়াছিলেন। তিনি ১৩২৫ "শক" লিখিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনি খ্রিষ্টাব্দকে শক করিয়াছিলেন। এই বিদেশী ছত্রি দিল্লী না কোথা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সূত্রে দিল্লীর হত্যা, ছাতনার হত্যা, এবং চণ্ডীদাসের জন্ম, তিন ঘটনা গ্রথিত হইয়াছিল। বলবত্তর বিরোধী প্রমাণ না পাইলে কবির জন্মকাল ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ স্বীকার করিতে হইবে। পঁচিশ বৎসর বয়সে, ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁহার কবিত্বস্ফূর্ত্তি ধরা যাইতে পারে। কৃ-কীর পুরাতন শব্দ ও বিভক্তিপ্রত্যয় লক্ষ্য করিলে কবিকে আরও পুরাতন মনে হয়। কিন্তু কবির দেশ স্মরণ করিলে উক্ত কাল অসম্ভব হয় না।

ব্রাহ্মণ মাত্রেই বৈষ্ণব। চণ্ডীদাসও বৈষ্ণব ছিলেন। বিষ্ণু পরমপুরুষ, জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূলীভূত পরমাত্মা। বৈষ্ণবেরা এই বিষ্ণুর ধ্যান করেন। বিষ্ণুপুরাণ এই অর্থে বৈষ্ণব পুরাণ। কিন্তু জগন্ময় সর্বভূতেশ্বর পরমাত্মার ক্রিয়াবত্তা নাই। তাঁহার ইচ্ছায় পরিণামী প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতি শক্তিরূপা, সাধকেরা তাঁহাকে নানা রূপে দেখেন। কবি তাঁহাকে চণ্ডীরূপে ভাবনা করিতেন। চণ্ডীর রূপেরও সংখ্যা নাই। বাসলী এক রূপ। অতএব কবি বৈষ্ণব-শাক্ত ছিলেন, পুরুষ প্রকৃতি স্বীকার করিতেন। মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণও বৈষ্ণব-শাক্ত ছিলেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর পরম পদ ধ্যান করিতেন, নানা মূর্তিতে শক্তিপূজাও করিতেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ" বেদবিহিত, মনুসম্মত। কবির নিকটে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা একটা উপকথা। এই কারণে তিনি দধি-দুগ্ধ-বিক্রয় নিমিত্ত রাধাকে মথুরার হাটে পাঠাইতে, কালীয় দমন ও গোপীর বস্ত্রহরণ স্বীয় কাব্যের ভাবনার অনুযায়ী করিতে পারিয়াছিলেন।

৭। কবির কাব্য

কবি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন নাই, কৃষ্ণমঙ্গল রচেন নাই, কীর্ত্তনের সুরে গাহিবার গীত বাঁধেন নাই। তিনি প্রেমলীলা গান করিয়াছেন। দেশে দেশে, কালে কালে কবিকুল

সে গান গাহিয়াছেন, এখনও শেষ করিতে পারেন নাই। চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ অবলম্বন করিয়া সে গানই গাহিয়াছেন।

দেবগণের স্তুতিতে হরি মর্ত্তালোকে অবতার করিলেন, তাঁহাকে অসুর দলন করিতে হইবে। এই কর্ম্মে রাধার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণের রসসম্ভোগ কারণে দেবগণ লক্ষ্মীকে বলিলেন, "আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার। থির হউ সকল সংসার॥" কবি এই একটি বাক্যে সংসারের স্থিতির কারণ ও তাঁহার কাব্যের মূল সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণ ও রাধা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। আইহন নামক এক গোপের সহিত রাধার বিবাহ হইল। কিন্তু "দৈবযোগে" আইহন নপুংসক। রাধার রূপ যৌবন দেখিয়া শাশুড়ী রাধার বড় আয়ীকে রাধার রক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। কবি সাত আটটি গীতে তাঁহার নাটকের প্রস্তাবনা সমাপ্ত করিয়াছেন।

রাধার বয়স বার বৎসর। গোপজাতি রাধা দধি-দুগ্ধ বিকনিতে সখীজন সঙ্গে বৃন্দাবন দিয়া প্রত্যহ মথুরায় যায়। বড়আয়ী বুঢ়ী সঙ্গে যায়। একদিন বসন্তে বুঢ়ী পেছু পড়িয়া গিয়াছিল। নাতিআ কাহ্নাঞি সে বনে গোরু রাখিতেছিল। বুঢ়ী কাহ্নাঞিকে রাধার উদ্দেশ জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কে নাতিনী, কেমন রূপ না জানিলে কাহ্নাঞি বলিতে পারিল না। অন্য কে বা বলিতে পারিত? বুঢ়ী রাধার রূপ বলিল। শিরীষ-কুসুম-কোঅঁলী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, পাতলী বালী। রূপ শুনিয়া কাহ্নাঞির চিত্ত ব্যাকুল। কাহ্নাঞি কর্পূরবাসিত তাম্বূল,চাঁপানাগেশ্বর-নেআলী-মল্লীর মালা, নেতপাটোল ও কস্তুরী-চন্দন দিয়া বড়ায়ীকে দৌত্যকর্ম্মে পাঠাইল। শুভ-তিথি-বার-ক্ষণ দেখিয়া দেবগণ ও "শ্রীরামচরণ" বন্দিয়া বড়ায়ি যাত্রা করিয়া এক বকুলতলায় রাধার দর্শন পাইল। "কুশলে কি আছহ নাতিনী।" এই বলিয়া রাধাকে চুম্বন ও ঘন ঘন আলিঙ্গন করিল। রাধার মন প্রসন্ন হইলে বড়ায়ি "কথা খানি খানি" আরম্ভ করিল। কিন্তু ফল বিপরীত হইল। রাধা নন্দের রাখোআলের উপহার পায়ে ফেলিয়া বুঢ়ীকে চড় মারিল।

দূতীর বুদ্ধিতে কুলাইল না, নটবর নাট আরম্ভ করিল। যমুনার ঘাটে বাটদান সাধিতে বসিল। গ্রীষ্ম গতে বর্ষা পড়িল, যমুনা বিশাল। নটক কাহ্নাঞি পাঞ্চ পাটের নাঅ গড়িয়া ঘাটোআল হইয়া ঘাটদান সাধিতে বসিল। কিন্তু এক নাট কতদিন চলে? শরৎ আসিল, যমুনায় ভড়পথ। কাল কাহ্নাঞি ভারিআ সাজিয়া রাধার দধি-দুগ্ধের ভার বহিল, শরতের রৌদ্রে রাধার দেহ 'তোলবলিতে'ছিল, কাহ্নাঞি রাধার মাথায় ছাতা ধরিল। আবার বসন্ত আসিল। বৃন্দাবনে ষড়্ঋতু বিদ্যমান, তরুগণ কুসুমিত। ফুল-ফলের লোভে সখীজন সঙ্গে রাধা সে বনে প্রবেশ করিল। "মলয় পবন ধীরেঁ বহে। সুগন্ধি কুসুম বিকসএ"॥ বৃন্দাবন, বিলাসের যোগ্য স্থান বটে। গ্রীষ্ম আসিল, কাহ্নাঞি যমুনার কালিয় নাগ দমন করিল, রাধা যমুনায় জল লইতে আসিবে। জলকেলি নিমিত্ত বস্ত্রহরণ হইল, নটক কাহ্নাঞি রাধার বসন ফিরাইয়া দিল, কিন্তু হারটি লুকাইয়া রাখিল। এই হার লইয়া তুমুল কলহ হইল (পুথীতে এখানে সাতখানি পাতা পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়) রাধা যশোদার কাছে কাহ্নাঞির গুণাগুণ বলিয়া দিল ইহাতে কাহ্নের ক্রোধ হইবার কথা। তখন বসন্ত কাল। কাহ্ন রাধাকে মদনের পঞ্চবাণ মারিল। এতদিনে, দুই বৎসর পরে, রাধা কৃষ্ণগতপ্রাণা হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়া রাধাকে উতরল করিতে লাগিলেন। রাধা সে বৈরী বাঁশী চুরি করিলেন। বাঁশী হারাইয়া কৃষ্ণ হাকন্দ করুণা করিলেন। তিনি যে বাঁশীর সুস্বরে রাধাকে ডাকিতেন, যে বাঁশীতে মধুর স্মৃতি জড়িত ছিল, সে বাঁশী হারাইয়া কৃষ্ণের শোক স্বাভাবিক। বহু কষ্টে কৃষ্ণ বাঁশীটি ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু কংসাসুর বধ করিতে মথুরায় চলিয়া গেলেন, রাধার বিরহ বুঝিলেন না। (পুথিতে আর পাতা পাওয়া যায় নাই।)

রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি, এই তিনের কর্ম্ম ও উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারা এই গীতি-নাট্য ক্রমে-ক্রমে রসঘন হইয়াছে, উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তিনেরই কর্ম স্বাভাবিক। রাধার নারীধর্ম সর্বত্র সুসঙ্গত ও চমৎকার। কৃষ্ণ নটবর, তাঁহার নাটও তেমন। বড়ায়ি অতিবৃদ্ধা, দৌত্যকর্ম্মে

রসভোগ হেতু সে কর্ম্মে নিপুণ। রাধার তেজস্বী বচন, নিষ্ঠুর পরিহাস, মর্ম্মস্পর্শী করুণা বাঙ্গালা সাহিত্যে আঁর নাই। কোন কোন গীতের উপরে "তাল প্রকীর্ণক", "তাল লগ্নক" লিখিত আছে। বোধ হয়, রাগ সমান থাকিলেও রাধা-কৃষ্ণ-বড়ায়ির উক্তি-প্রত্যুক্তির সময় তাল সমান থাকিত না। হয় ত তিন গায়ক তিন জনের ভূমিকা করিত।

কবির ভাষার মাধুর্য, ছন্দের ও রাগের বৈচিত্র্য, অলঙ্কারের বাহুল্য ও আদিরসের ভাব বিভাব অনুভাব শ্রোতার অনুভবের বস্তু, টীকাকারের ব্যাখ্যার বস্তু নয়। কবির উপমার ও দৃষ্টান্তের সংখ্যা নাই। সকল কবি দেশ ও কালধর্মের অধীন। কিন্তু আশ্রয়ের ভেদ হেতু রসের স্বরূপের ভেদ হয় না। বর্ত্তমানে আমরা চণ্ডীদাসের দেশে ও কালে নাই, কবির অসামান্য প্রতিভা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। যিনি দেশ ও কালের ব্যবধান লঙ্ঘন করিয়া কবির সহিত একাত্ম হইতে পারিবেন, তিনিই দেখিবেন, কবির পদগুলি আকরোত্থিত হীরা। স্থানে স্থানে মাটি লাগিয়া আছে, একটু ঘষিয়া লইলে স্বীয় দীপ্তি বিকীর্ণ করে। আমি "কৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" লিখিবার সময় কবিকে চিনিতে পারি নাই। বর্ত্তমান দৃষ্টিতে স্থানে স্থানে অশ্লীল বটে, কিন্তু জয়দেব অশ্লীলতার পথ দেখাইয়াছিলেন, চণ্ডীদাস সে পথে গিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অল্প দূর যান নাই, ভাগবতপুরাণ গোপীর বস্ত্রহরণ করাইয়াছিলেন।

কবি রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে বাস করিতেন। তাঁহার দেশে এখনও ঝুমুর আছে। সাঁওতাল নারী ঝুমুর গায়, সে গান বাঙ্গালা, রাধাকৃষ্ণলীলা। এখন বাঁকুড়ায় ঝুমুর মৃতপ্রায়। কিন্তু কৃ-কী ঝুমুর নয়। ইহাতে কঠিন কঠিন রাগ ও তাল আছে। গীতগুলি বর্ত্তমানের 'খেয়াল'। ঝুমুরে রাগের ও তালের পারিপাট্য নাই। বিষয় এক হইলেও তর্জা, কবিগান, পাঁচালী, ঝুমুর প্রভৃতি রাগ তাল ধুআ ও গাইবার ভঙ্গি-ভেদে পৃথক্। ঝুমুর অশ্লীল হইবে, এমন বিধি নাই।*

---

* বাঁকুড়ায় ঝুমুর লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু খ্যাতি নাই। বাঁকুড়ানগরনিবাসী পীতাম্বর দাসের "ঝুমুরসঙ্গীত" কলিকাতার বটতলায় ছাপা হইয়াছে। কবি কয়েক বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছেন। এখন মানভূমের ঝুমুর বিখ্যাত। সেখানে এখনও ঝুমুরগীত রচিত হইতেছে। অতি-আধুনিক বিষয়েও হইতেছে। সেখানে হিন্দীতেও ঝুমুরগীত রচিত হইয়াছে। মানভূম জেলায় পাতকুম নামে এক পুরাতন গ্রাম আছে। পুরুলিয়া হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, বি এন রেল-ষ্টেশন চাণ্ডিল হইতে দশ বার মাইল পশ্চিমে। ইচাগড় রাজ্যের অন্তর্গত। সেখানকার ঝুমুর বিখ্যাত, লোকে আধুনিক যাত্রাগান না শুনিয়া রাস দোল প্রভৃতি উৎসবে ঝুমুর শুনে। সম্প্রতি শ্রীযুত রামকৃষ্ণ-গাঙ্গুলী বিখ্যাত ঝুমুরিআ। সেখান হইতে সংগৃহীত গোটাকয়েক গীতের প্রথম কলি দিতেছি। শব্দের রূপ দ্রষ্টব্য।

১। কবি দীনচৈতন্য,

চরণে জাবক, করেছে আলক, পাটলিকুসুম চায়রে। সাজেছে নপুর, আতি সুমধুর, রতি দেখি মুরছায়রে॥ দেখত সুবল ভাইরে। রূপের তলনা দিব কাইরে॥

২। কবি দীনা (বোধ হয়, উপরের দীনচৈতন্য),

এক তরুবর তিনটি শাখা, পঞ্চবক্ষে পত্র আছে অলেখা, তিনপুর ছায়া বাপিয়েঁ। বিনা ফুলে দেখ দুই ফুল আছে, বিনা রসে রস ভরিয়েঁ, সাধুজন দেখ মনে বুঝিয়েঁ। গুরুজন দেখ মনে ভাবিয়েঁ॥

৩। কবি ব্রজরাম,

সুতাতে চলিল হাতি, পিঁপিঁতে মারিল লাথি, সেই হাতি বড় মাতয়াল॥ সে ত কিছুই না মানে গ। কহ তার কে করে বিচার॥

ভবানন্দের "হরিবংশে"র ভূমিকায় (৩৮/৵ পৃঃ) পণ্ডিতবর সতীশচন্দ্র রায় সংস্কৃত "প্রেমামৃত" কাব্যের পরিচয়ে লিখিয়াছেন, উহাতে বসন-চৌর্য্য, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও দানখণ্ড, এই লীলা-চতুষ্টয়. আছে। সতীশবাবু খণ্ডের এই ক্রম স্বাভাবিক মনে করিয়া লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ দধি প্রভৃতির পসরা লইয়া মথুরার হাটে যাইতে হইলে শ্রীরাধা প্রভৃতির মত সুকুমারী ব্রজগোপীদিগের সর্ব্বাগ্রেই একজন ভারবাহকের প্রয়োজন এবং তার পরে যমুনা নদী পার হইতে নৌকার এবং হাট হইতে দ্রব্য বিক্রয়ের কড়ি লইয়া ফিরিবার সময় পারের কড়ি অর্থাৎ 'দান' বা শুল্ক দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়"। আমি "প্রেমামৃত" কাব্য দেখি নাই। কিন্তু ইহার চারি খণ্ডের নাম হইতে বুঝিতেছি, ইহার কবি চণ্ডীদাসের চারিটি কুসুম স্থানভ্রষ্ট করিয়া হারমঞ্জরীর সৌন্দর্য্যের হানি করিয়াছেন। "প্রেমামৃতে"র কবি যিনিই হউন, তিনি নিশ্চয় বাঙ্গালী। সতীশবাবু মনে করেন, কবি বৃন্দাবনে বসিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কি তাঁহার দেশে কিম্বা মথুরায় কোন গোপনারীকে ভারী সঙ্গে লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন? যদি ভারীর শিকায় পসরা চাপাইয়া রাধা দধি-দুগ্ধ বেচিতে যাইতেন, পথে কাহ্নাঞিকে ভারী করিবেন কেন? সতীশ বাবু কাব্যমধু নিরন্তর পান করিয়া সংসারজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, চণ্ডীদাস-বর্ণিত বস্ত্রহরণে ভাগবতের অনুকরণ চাহিয়াছেন। ভাগবতের উদ্দেশ্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন দেশের স্বাধীন কবি কৃষ্ণের জল-কেলি বর্ণনা করিয়াছেন। রাধা নবলীদলকোঁঅলী ও "বড়ার বহুআরী বড়ার ঝী" হইয়াও কেন মাথায় দই দুধের পসরা লইয়া মথুরার হাটে বেচিতে যাইতেন, সংসার-অভিজ্ঞা বড় আয়ী জানিতেন। দই দুধ না বিকিলে গোআলার জীবন-উপায় থাকে কি? এই প্রবল যুক্তি মানিয়া খরতর শাশুড়ী রাধাকে হাটে পাঠাইতেন। বড়ার বহুআরী যেমন-তেমন বেশে হাটে যাইতে পারেন না। রাধা সুরঙ্গ পাটোল, পায়ে নূপুর ও পাসলী পরিয়া [তাঁহাকে আলতা পরিতে হয় নাই, পায়ে থলকমল ছিল], কটিতে রসনা, হাতে কঙ্কণ ও বাহুঠী ও উপর-হাতে চুড়ী, গ্রীবায় গজমুতির "গুণিআ", কণ্ঠে সাতেসরী হার, কানে রতনকুণ্ডল, [তৎকালে নাসাভরণ ছিল না], কপালে সিন্দুরের ফোঁটা এবং খোঁপায় চাঁপা-নাগেশ্বর-নেআলী-মালতীর মালা পরিয়া, মাথায় সোনার চুপড়ীতে সোনার ভাণ্ডে দুধ দই, রূপার ঘটীতে ঘি লইয়া, নেতের আঁচল ঢাকা দিয়া হাটে যাইতেন, দুঅজ পহরে ঘরে ফিরিয়া শাশুড়ীকে কড়ি গণিয়া দিতেন। ভারী বিনা বেতনে ভার বহিত না, তাহাকে কড়ি দিতে হইত। শাশুড়ীর কড়ি থাকিলে যুবতী বহুআরীকে হাটে পাঠাইবেন কেন? নন্দ গোপেরও ধন থাকিলে, যে পুতার তখনও মাথায় ঘোড়া-চুল, সে শিশুকে বৃন্দার দুর্গম গহনে গোরু রাখিতে পাঠাইতেন কি? কৃষ্ণ কটিতে পাটের ধড়ী, পায়ে নূপুর ও মগর খাড়ু, হাতে কঙ্কণ, কানে রতনকুণ্ডল, মাথার চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, সমুখে মণিময় মুকুট পরিয়া গোরু আগলাইতেন। কখনও বা কদমতলায় বসিয়া মণিখচিত সুবর্ণের বাঁশী বাজাইতেন। চণ্ডীদাস গোপজাতির বৃত্তি লোপ করেন নাই। তিনি ব্যতীত আর কেহই যথাঋতুতে যথালীলা দেখিতে পান নাই! একটা লীলাও অহেতুক নয়। কবির অনুকারকেরা নিষ্কারণ প্রণয়কেলি দেখিয়াছেন, চণ্ডীদাস-চোর হইয়া ধরা পড়িয়াছেন। যে পদে দান নৌকা ভার কিম্বা বংশীলীলা আছে,

সে পদের ভাব চণ্ডীদাসের নিকট প্রাপ্ত। যে পদে রাধা চন্দ্রাবলী, আইহন ও বড়ায়ি দূতী আছে, সে পদের এই এই নাম চণ্ডীদাসের। যে পদে বাসলীর বন্দনা আছে, চণ্ডীদাস নাম আছে, সে পদকর্তা চণ্ডীদাসের শিষ্য।

৮। কবির প্রখ্যাতি

চৈতন্যদেব কবির পদ শুনিতেন। বোধ হয়, রাধাবিরহের পদ। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার "বিদগ্ধমাধবে" কবির বাঁশীচুরি লইয়াছেন। রাধা, কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করিয়াছিলেন। কথাটা এমন নয় যে, সকল কবির মনে আপনিই আসিবে। গোস্বামীঠাকুর যে ছলে বংশী-হরণ আনিয়াছেন, সেটা অর্থহীন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের "বৈষ্ণবতোষণী" টীকায় কবির দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদির নাম করিয়াছেন। দুই গোস্বামী কবির পুথী পাইয়াছিলেন, নচেৎ লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু ইহাঁরা কবির পদ, কি ভাঙ্গা পালা পাইয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। "প্রেমামৃত" কাব্যও বৃন্দাবনে রচিত হইয়াছিল।

মাধবাচার্য তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে" ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার মধ্যে দান ও নৌকালীলা প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। এই দুই লীলা চণ্ডীদাসের। বস্ত্রহরণের পর গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা দধি দুগ্ধাদি বিক্রয়চ্ছলে বড়ায়ি সঙ্গে মথুরা যাইতে মন্ত্রণা করিল। এইরূপে দানখণ্ডের আরম্ভ। নৌকাখণ্ডের প্রথম পদ বাঁকুড়ার এক পুথী হইতে উদ্ধৃত হইল।*

সিন্ধুড়া

মাথায় পসরা, সুন্দরী চলিলা, সব সখিগণ সঙ্গে।
যমুনার ঘাটে, খেয়ারি লম্পটে, ডাক ছাড়ি ঘন রঙ্গে॥
নাগর কানু, না আন ঝাটরে, বেলী উছুর হৈল বিকীরে॥ ধ্রু॥
বলে বনমালী, সুন চন্দ্রাবলী, কত বা বাতাহ রোল।
করি পারাবারে, জাইহ বিকীরে, আগে ফুরা মোর বোল॥
বলে চন্দ্রাবলী, নহে খেয়ারী, কিছুই না করা খণ্ডা।
কর পার হই, তবে ফীরি জাই, পাইবে ধনগণ্ডা॥
গোপীর বচন, সুনী মনে মন, হাসে দেব বনমালী।
দ্বীজ মাধব কয়, রস অতিশয়, রাধাকানুর ঢামালী॥

এই ভাবের গীত কৃ-কীতে আছে। সেখানে 'ঘাটিআল' আছে, 'খেয়ারী' নাই। পশ্চিম ও দক্ষিণ-রাঢ়ে ঘাটিআল, ঘেটেল শব্দ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। মাধবাচার্যের পর তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস গুরুর সরণী অনুসরিয়া এক "কৃষ্ণমঙ্গল" লিখিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই কৃষ্ণমঙ্গলের পুরাণা পুথী পাওয়া যায় নাই। সাহিত্য-পরিষৎ মাত্র একশত বৎসরের পুরাণা পুথী মুদ্রিত করাইয়াছেন। তথাপি বোধ হয়, ইহাতে কৃষ্ণদাসের রচিত পালাগুলির পরিবর্তন হয় নাই। কবি লিখিয়াছেন (১৩৭, ১৫০ পৃঃ), "দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে। অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ মতে॥" ব্যাসোক্ত হরিবংশে এসব কথা নাই, ছিল না বলিতে পারা যায়। ভবানন্দও হরিবংশের নাম করিয়া নিজে গীতের পালা রচিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস রাধার এক সখীর নাম,

* গীতটি "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে" ৭৫ পৃষ্ঠে আছে। কিছু কিছু পাঠান্তর আছে।

চন্দ্রাবলী রাখিয়াছেন। দানখণ্ডের আরম্ভে রাধা শ্যামের বাঁশী চুরি করিয়াছেন। কোন হেতু নাই, অমনই। ইহার পর নৌকাখণ্ডে, অবিকল চণ্ডীদাসের ভাব স্পষ্ট। তার পর কৃষ্ণ, গোপীদের ভার বহিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ও কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণমঙ্গল হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, চৈতন্যদেবের কালে রাঢ়ের পূর্ব্বভাগে চণ্ডীদাসের কোন কোন অংশের বহুল প্রচার ছিল। রাধা মাথায় দধি দুগ্ধের পসরা লইয়া হাটে যাইতেন, ইহাতে বৈষ্ণবেরা দুঃখিত হইতেন না। হইলে দান ও নৌকালীলা গ্রহণ করিতেন না।

জয়ানন্দ মিশ্র তাহাঁর "চৈতন্যমঙ্গলে" (সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত) লিখিয়াছেন (৩ পৃঃ), "জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥" ইহা জয়ানন্দের শোনা কথা নহে। তিনি যে চণ্ডীদাসের কোন কোন পদ পাইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ "চন্দ্রাবলী রাধা" (বৈরাগ্যখণ্ড, ৫৯ পৃঃ)। বর্দ্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিমে দশ ক্রোশ দূরে আমাইপুরা নামে এক ছোট গ্রামে (বোধ হয়) ১৪২৭ শকে = ১৫০৫ খ্রিষ্টাব্দে জয়ানন্দের জন্ম হইয়াছিল। তিনি চৈতন্যমঙ্গল গান করিতেন। ইহা হইতে ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দের নিকটবর্তী কালে "চন্দ্রাবলী রাধা" পাইতেছি। জয়ানন্দ চণ্ডীদাসের কিছু পদ পাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ উপমা ও ভাষায় আছে।*

সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে ভবানন্দ চণ্ডীদাসের আ-ই-হ-ন নাম আ-ই-গ-ন করিয়াছেন। বোধ হয়, কোন রাঢ়িয় পুথীতে আইহঁন ছিল। আর, বড়ায়ি দূতী, কৃষ্ণের দানলীলা, যশোদার নিকট রাধার কৃত্রিম অভিযোগ, আকস্মিক কিম্বা ভবানন্দের নূতন কল্পিত নয়। ভবানন্দ চণ্ডীদাসের ভাঙ্গা পালা পাইয়াছিলেন এবং নিজে তাহাঁর কল্পনায় গাঁথিয়া লইয়াছেন। চণ্ডীদাসের নিজের পালা পাইলে আরও সাদৃশ্য থাকিত।

গোপালদাস "শ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী" ১৫৯৫ শকে (১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে)† রচনা করেন। ইহাঁর পুত্র পীতাম্বর দাস "রসমঞ্জরী" লিখিয়াছিলেন। এই দুই পুস্তকে চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত হইতে না দেখিয়া ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকার ১৪৫ পৃষ্ঠে শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহাঁরা " এমন কঠিন চণ্ডীদাসবর্জ্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন?" এই প্রশ্নে একটু ভুল হইয়াছে। "বর্জ্জন" বলিলে ইচ্ছা বুঝায়। আমরা ইচ্ছা জানি না। দেখিতেছি, নাই। অভাব পদার্থের কারণ অনুমান অসাধ্য। কেহ বলিতে পারেন, তাহাঁরা বড়ুর পদ পান নাই। চণ্ডীদাসের প্রতি গোপালদাসের বিরাগ ছিল না, তিনি চণ্ডীদাসের নামিত পদ

* কবি প্রকারান্তরে জানাইয়াছেন, যে শকে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে শকে, ১৪০৭+২০= ১৪২৭ শকে তাহাঁর জন্ম হইয়াছিল। নীলাচল হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাগমনকালে চৈতন্যদেব মান্দারণ হইতে আমাই-পুরা এবং সেখান হইতে বায়ড়া গিয়াছিলেন। মান্দারণের নিকটে বায়ড়া নামে গ্রাম আছে। মান্দারণের পূর্ব্বে আরামবাগের নিকটে বায়ড়া নামে আর এক গ্রাম আছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এটি বিখ্যাত ছিল। কিছু দক্ষিণে অভিরাম গোস্বামীর নিবাস ছিল। জয়ানন্দ এই গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

† লিপিকাল, ঢাকা মিউজিয়মের পুথীতে "বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম"। এই শকে "বুধযুক্ত কুহুতিথি দীপযাত্রা প্রত্যাসন্ন"। ১৫৯৫ শকে দীপান্বিতা অমাবস্যা বুধবারে হইয়াছিল। বাঁকুড়ার এক পুথীতে সন আছে, "সন হাজার উনাশি জাবনী বৎসর। গ্রন্থ রচিল গোপালদাস ভিসকবর"॥ অতএব ১০৭৯ সনে = ১৫৯৫ শকে। ..

তুলিয়াছেন। আর, চৈতন্যদেব যে কবির পদ আস্বাদন করিতেন, কোন্ বৈষ্ণব সে পদ বিস্বাদ বলিতে পারিতেন? গীতরসিক না হইলে কেহ ভাল ভাল নূতন নূতন গীতের সন্ধান রাখে না। পূর্ব্বরাঢ় হইতে তৎকালে লোকে বনাবচ্ছিন্ন দেশে আসে নাই। আসিলে বড়ুর পদ নিশ্চয় পাইতেন। এক কবি বড়ুর রাধা-বিরহের একটা পদ ("দেখিলোঁ প্রথম নিশী") এবং আর একটা পদ ("কেনা বাঁশী বাএ") নিশ্চয় পাইয়াছিলেন। অন্য দুই তিনটা পদে চণ্ডীদাসের কবিত্ব-সৌরভ অনুভূত হয়।

চণ্ডীদাসের পদ-প্রচারে দুই বাধা ঘটিয়াছিল। একটির উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার ভক্ত শিষ্যেরা যাতায়াতের অভাব অপেক্ষা গুরুতর বাধা হইয়াছিলেন। দুই শত আড়াই শত বৎসর হইতে ইঁহারা গুরুর নাম লইয়া গুরুর আসনে চাপিয়া বসিয়াছেন, শ্রোতা কাচে ভুলিয়া হীরার অন্বেষণ করেন নাই। বড়ুর দান ও নৌকালীলা প্রসিদ্ধ ছিল, ভক্ত অনুকারক সে লীলাও যোগাইলেন। ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের নামিত সাড়ে নয় শত পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঁকুড়ার এখানে ওখানে পুথিতে ও মুখে এমন পদ আরও আছে। সে পদে 'দ্বিজ,' 'দীন' কিছুই নাই, চণ্ডীদাস এই নামটি আছে। এই নামের গুণে সে পদ বিকাইয়াছিল। লোকে তিন অক্ষরের পদে মত্ত হইয়াছিল, কীর্তনের সুরে দ্রব হইত। এই অবস্থায় কে চণ্ডীদাসের হাস, বিস্ময়, করুণ, ও শম রসের সন্ধান করে? যে ঠুংরীতে কান সাধিয়াছে, সে খেয়ালে রস পায় কি? বর্তমান সমালোচনার দিনে আমরাও চণ্ডীদাস খুজি নাই। এখন দৈবাৎ পাইয়া সিআনা হইয়াছি, কিন্তু এই পর্যন্ত। আমার বিশ্বাস, মানভূমে খুজিলে বিষ্ণুপুরের খাতার মত খাতা পাওয়া যাইবে।

৯। কবির রাধাকৃষ্ণ

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" রাধাকৃষ্ণলীলা। এই লীলা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্রজলীলা কবিকল্পিত। (১৩৪০ সালের মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" 'ব্রজের কৃষ্ণ' পশ্য)। এই কল্পনার মূলে জ্যোতিষিক রূপক। রাসে রাধাকৃষ্ণলীলার পরিসমাপ্তি। ইহার পর ব্রজলীলা অসম্ভব।

বেদের ঋষিরা সূর্যে বিষ্ণু দেখিতেন। এক এক বিশেষ যোগে সূর্যের স্থিতি ধরিয়া বিষ্ণুর দুই এক অবতার স্বীকার করিতেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়; লোকে শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্য-রূপ বিষ্ণুর অবতার মনে করিত। তখন মানব-শ্রীকৃষ্ণ ও সৌর-শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন হইয়া সূর্যের কর্ম মানবে আরোপিত হইল। বিষ্ণুর পালনী শক্তির নাম লক্ষ্মী। বিষ্ণু-রবি আকাশে থাকেন; বিষ্ণু. নারায়ণ। বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মীও সমুদ্র-সম্ভবা। আকাশের এক নাম সমুদ্র ছিল। অতএব স-শক্তি বিষ্ণু, লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তিতে দুই-ই আকাশে বা স্বর্গে। সৌর অর্থে শ্রীকৃষ্ণ রবি, কিন্তু লক্ষ্মী কই? লৌকিক অর্থে শ্রীকৃষ্ণ গোপাল, লক্ষ্মী কে? লক্ষ্মী অবশ্য কৃষ্ণের প্রিয়তমা। এক জ্যোতিষিক ঘটনার পর প্রিয়তমা বাস্তব হইয়াছেন।

সূর্য বর্ষে বর্ষে এবং চন্দ্র মাসে মাসে সপ্তবিংশ নক্ষত্র ভোগ করেন। যে রাত্রে কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সে রাত্রি কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। সে রাত্রে সূর্য অবশ্য কৃত্তিকার বিপরীত দিকে বিশাখায় থাকেন। বিশাখানক্ষত্রের এক নাম রাধা ছিল। অতএব কার্ত্তিকী

পূর্ণিমায় সূর্য রাধার সহিত সঙ্গত হয়েন। বর্ষে বর্ষে এইরূপ হইতেছে। একদা, বহুপূর্বকালে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৩৮ অব্দে) কার্তিকী পূর্ণিমায় শরৎবিষুব হইত, এবং সে পূর্ণিমার পর নববর্ষ গণিত হইত। ব্রীহি (আউশ ধান) গৃহগত হইয়াছে, নবান্ন ভোজন হইয়াছে, রজনী কৌমুদী, লোকে নৃত্যগীতাদি উৎসব করিত। বালকবালিকারা মণ্ডলাকারে রাস নৃত্যগীত করিত। এই ঘটনা হইতে সৌর কৃষ্ণের প্রিয়তমা বিশাখা, এবং ব্রজগোপাল কৃষ্ণের প্রিয়তমা রাধা আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

কিন্তু বিষুব দিন চিরকাল একই নক্ষত্রে ঘটে না। শরৎবিষুব কার্তিকী পূর্ণিমা হইতে এক মাস পূর্বের আশ্বিনী পূর্ণিমায় আসিয়া পড়িল। তদবধি প্রায় ছয় শত বৎসর গত হইয়াছে। সে দিনেও লোকে রাত্রি জাগিয়া কোজাগর করিত, লক্ষ্মীপূজা ও নবান্ন করিত। আমরা এখনও সে স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। সে দিন হইতে কোথাও কোথাও নব বর্ষও গণিত হইত। বৃহদ্ধর্মপুরাণে আশ্বিন, বৎসরের প্রথম মাস। রাঢ়ের পূর্বাংশে পুরাণখানির উৎপত্তি। শাব্দিকেরা কৌমুদী শব্দের নূতন অর্থ আশ্বিনী পূর্ণিমা করিলেন। সবই ঠিক, কেবল রাধাকে (বিশাখাকে) পাইবার উপায় ছিল না। কারণ, আশ্বিন পূর্ণিমার দিন সূর্য চিত্রায় থাকেন। (চিত্রা, বিশাখা, অনুরাধা, নক্ষত্রপর্য্যায় এই।)

শরৎবিষুব হইতে লৌকিক বর্ষ গণিত হইত। বৈদিক যাজ্ঞিকেরা এই বর্ষারম্ভ মানিতেন না। তাঁহারা বেদের কালের অনুবন্ধে রবির উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি হইতে নূতন বর্ষ গণিতেন। তাঁহাদের বর্ষ আয়ন বর্ষ, লৌকিক বর্ষ বৈষুব। অয়নদিনে চন্দ্রসূর্য এক স্থানে থাকিতেন, সে রাত্রি অমাবস্যা। বিষুবদিনে চন্দ্রসূর্য বিপরীত স্থানে। সে রাত্রি পূর্ণিমা।

এখন দেখি, চণ্ডীদাস কি করিয়াছেন। কৃষ্ণ জানিতেন, তিনি নারায়ণ। কিন্তু রাধা জানিতেন না, তিনি লক্ষ্মী। জানিলে কাব্য সৃষ্টি হইতে পারিত না। কবি জানিতেন, কৃষ্ণ সূর্য। এক স্থানে (৩৬৩) কৃষ্ণ বলিতেছেন, "আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুঁয়র, তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।" কশ্যপ ঋষি অদিতিকে বিবাহ করিয়া দ্বাদশ আদিত্যের জনক হইয়াছিলেন। অন্য স্থানে (৩৩২), "সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে।" আর এক স্থানে (৩৪৬), "সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে।" কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পরে রাধার উক্তি। এটি দ্ব্যর্থ! রাধা বলিতেছেন, কৃষ্ণ এই ছিলেন, এই শূন্যে বিলীন হইলেন। অন্য অর্থে রাধা কৃষ্ণকে আকাশে যাইতে দেখিলেন। কবি নানা স্থানে এইরূপ শ্লেষ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-হারা হইয়া রাধা বড়ায়িকে নানা স্থানে "চাহিতে" বলিতেছেন, (৩৪০) শেষে "সাগরের ঘরে ভাগীরথী কূলে" খুজিতে বলিতেছেন। দুই-ই আকাশে। কৃষ্ণ যেখানেই যান, রাধার পিত্রালয়ে (ও শ্বশুরালয়ে) লুকাইতে যাইতেন না। সেখানে গেলে ধরা পড়িতেন।

শ্রীকৃষ্ণ মানব, রাধাও মানবী। যদি মানবী, তাঁহার পিতামাতা অবশ্য ছিলেন। রাধার পিতা সাগর। রাধা-বিশাখা নক্ষত্রের পিতা আকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সাগর যখন মানব, তখন তাঁহার নিবাস আছে। সে নিবাস ভাগীরথীকূলে, স্বর্গঙ্গার কূলে। এইটি ক্ষীরোদ সাগর। দেবাসুরে এই সাগর মথিত করিলে লক্ষ্মীর উদয় হইয়াছিল। দুই তিন স্থানে

(৬৮, ৬৯, ৭৭) কৃষ্ণ এ কথা বলিয়াছেন। "সুন্দরী রাধা ল সরূপ বোল মোরে। দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে ॥"

রাধার পিতা পাইলাম। মাতা কে? লক্ষ্মীর মাতা লক্ষ্মী ভিন্ন আর কেহ হইতে পারেন না। মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী সকলেই লক্ষ্মী। কবি রাধার মাতার নাম পদুমা, পদ্মা রাখিয়াছেন। পদ্মা লক্ষ্মীর এক নাম। (অমরকোষ)।

রাধার পতি কে? রাধা বিশাখা নক্ষত্র। চন্দ্র অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের পতি, বিশাখারও পতি। কিন্তু কার্তিকী পূর্ণিমায় রবি বিশাখা ভোগ করেন। তারা-পতি চন্দ্র থাকিতেও রবি পতি হয়েন। রবি বিশাখার উপপতি, "বন্ধু" (৩৭৫)। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 'বন্ধু' সম্বন্ধ, উপপতি সম্বন্ধ। এই 'বন্ধু' হইতে বঁধু)। বিশাখার পতি চন্দ্র। কবি উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি-দিনের চন্দ্রকে আনিয়াছেন। সে চন্দ্র আয়ন (অয়ন-সম্বন্ধী)। দুই কারণে এই চন্দ্র নিষ্ফল। উত্তরায়ণ-দিনে অমাবস্যা, চন্দ্র অদৃশ্য। লোকে সে দিন রাসোৎসব করিত না, নববর্ষপ্রবেশ স্বীকার করিত না। এইটি "দৈবযোগ"। অতএব আয়ন-চন্দ্র নপুংসক। বিশেষতঃ চন্দ্রের সম্মুখে রবি রাধার সহিত প্রেমলীলা করিতেছে, চন্দ্র একটা কথাও বলিতেছে না। কৃষ্ণ বলিয়াছেন (২৭৮), "মারিবোঁ আইহন বীর," (২৮০) "মামা বধ করিবোঁ মো লিখিত করম।" কৃষ্ণের এই সদর্প উদ্ধত উক্তির লৌকিক অর্থ কি? "পাপিআ কাহ্নাঞি" মাউলানীকে বিধবা করিয়া পাপের ভরা পূর্ণ করিবেন? মাতুল বধ তাঁহার কপালে লিখিত ছিল, ইহারই বা কি অর্থ? জ্যোতিষিক রূপকে ইহার অর্থ আছে। আইহন, আয়ন চন্দ্র। আয়ন চন্দ্র অমাবস্যায় রবিতেজে হত, অদৃশ্য। ইহার সহিত কংসবধ তুলনা করা যাইতে পারে। কংস দৈবকীর সহোদর; আইহন যশোদার সহোদর, কৃষ্ণের সোদর মাউলা, এবং রাধা সোদর মাউলানী। মামা বধে এই শ্লেষ আছে। নপুংসক হইলেও আইহন "বীর" ও "দুর্বার"। বীর না হইলে চন্দ্র শূন্যে বিচরণ করিতে পারিত না। কে বা তাহার গতি রোধ করিতে পারে?

কবি রাধার বিশেষণ চন্দ্রাবলী রাখিয়াছেন। আবলী, পংক্তি। চন্দ্রাবলী, যে নক্ষত্র-পংক্তির স্বামী চন্দ্র। বিশাখার প্রাধান্য হেতু রাধা একাই আবলী নাম পাইয়াছেন। চন্দ্রাবলী রাধা, চন্দ্রের সপ্তবিংশ পত্নীর আবলীর রাধা। এই অর্থও করা যাইতে পারে। সে রাধা অবশ্য কমলা নয়।

কৃষ্ণের দূতী বড়ায়ি, বড়-আয়ী। পিতামহী ও মাতামহী, দুই-ই আয়ী। এখানে আয়ী, পিতামহী। বড় আয়ী পিতৃব্যের মাতা নহে।* অতএব রাধার বড়-আয়ী সাগরের মাতা এবং পদুমার শাশুড়ী। শাশুড়ী (বড়ায়ি) রাধাকে বলিতেছেন, (২৯৯) "দুচারিণী যার মা তার হেন গতী", রাধা, তোর মা পদুমা অসতী, তুই তার বেটী, তোরও গতি সেইরূপ। বড়-আয়ী মাতামহী হইলে এই গালি নিজের প্রতি হইত। বড়ায়ি তাঁহার বহুকে গালি দিতেছেন। গালি মিথ্যাও নয়; বহুটী কমলা চঞ্চলা।

* বড়াই বানান অশুদ্ধ। কারণ, উচ্চারণে আয়ী। আমি বাল্যকালে আয়ী জানিতাম, দিদিমা জানিতাম না। বাঁকুড়া-নিবাসী কনৌজ ব্রাহ্মণেরা 'বড় আয়ী' বলেন।

রূপক-সম্প্রসারণ সমীচীন নয়। তথাপি মনে হয়, কৃষ্ণের ভারিআ-রূপ সে জ্যোতিষিক রূপক হইতে আসিয়াছে। শরৎ কাল, রৌদ্র তত প্রখর নয়। রাধা গ্রীষ্মকালেও দধি-দুগ্ধের পসরা মাথায় বহিতে পারিয়াছিলেন, ভারী ডাকেন নাই। কিন্তু শরতের রৌদ্র খর বোধ করিলেন। বোধ হয়, সে দিন কার্তিকী পূর্ণিমা, রবি বিশাখায়। বিশাখা নক্ষত্রে দুইটি তারা তুলাদণ্ডের অথবা বাঁহুকের আকারে অবস্থিত। (এই হেতু রাশির নাম তুলা।) কৃষ্ণ রাধার ভার কাঁধে করিলে সুরলোকে দেবগণ খল-খলি হাসিয়াছিলেন। হাসিবার কথা বটে। কারণ, কৃষ্ণ প্রকারান্তরে রাধাকে স্কন্ধে বহিয়াছিলেন। রাধা বলিয়াছিলেন, কোন্ গোপ ভার বহে না, তোর এত লজ্জা কিসের? কৃষ্ণ উত্তর দেন নাই, কিন্তু অপমান বোধ করিয়াছিলেন। নারীকে স্কন্ধে বহন, ইহাই কারণ।

কবি বৃন্দাবন-লীলা গাহিয়াছেন। অন্যে মথুরাতেও জ্যোতিষিক রূপক দেখিয়াছিলেন। রবি এক এক নক্ষত্রে ১৩.১৪ দিন থাকেন। বিশাখায় থাকিয়া অনুরাধায় গমন করেন। অনুরাধা নক্ষত্রের তারা-সন্নিবেশে মানুষী কল্পনা করিলে একটা তারায় পৃষ্ঠে কুব্জ দেখা যাইবে। ভাগবতে কৃষ্ণ ত্রিবক্রার, এবং হরিবংশে কুব্জার আকর্ষণে পড়িয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কোন প্রেমলীলা করেন নাই। ত্রৈলোক্য-সুন্দরী রাধা আর কোথাও ছিল না। ভাগবত পুরাণ ও হরিবংশ লোক হাসাইয়াছেন।

এক বসন্তে, বৈশাখ মাসে, কৃষ্ণ (কবির বসন্ত চৈত্র বৈশাখ, ১৭ চৈত্র বিষুব হইত) মথুরায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বড়ায়ির হাতে ধরিয়া বলিয়া গেলেন, (৩৮৪) "তাক রাখিহ যতনে।" পুনর্মিলনের ইচ্ছা না থাকিলে কৃষ্ণ এই মিনতি করিতেন না। বড়ায়ি বিরহকাতরা রাধাকে প্রবোধ দিতেছেন, (৩৯১) "পাছে কাহ্নায়িক আনী দিবোঁ তোর থানে।" বড়ায়িই বা এ কথা বলেন কেন? কিন্তু দিন যাইতে লাগিল, রাধা মাস গণিতে লাগিলেন। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন গেল, কাহ্নায়ির দেখা নাই। বড়ায়ি মথুরায় কৃষ্ণের লাগ পাইলেন, কৃষ্ণ পুরাণা গান ধরিলেন, সে গান অনেক বার শোনা গিয়াছে। রসিক কবি বিরহের পর মিলন বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। পুনর্মিলনের দিনও উপসন্ন, কাতিক মাস পড়িয়াছিল। (কৃ-পুথীতে শেষের পাতা নাই। না থাকিলেও বলিতে পারি, মিলন হইয়াছিল।)

এই যে কার্তিকী পূর্ণিমায় মিলন, এইটি অন্য কবির রাস-স্থানীয়। পশ্চিমদেশে রাস-নৃত্য দুষ্য বিবেচিত হইত না। বঙ্গদেশে কুলনারীর নৃত্যগীত কোন গ্রন্থে পাই নাই। কবি নাচুনীকে গণিকা মনে করিতেন (২৪২)। রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্য নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু রাসের নামগন্ধ করেন নাই। তাঁহার কালে (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে) রাসোৎসব থাকিলে তিনি নিশ্চয় ব্যবস্থা লিখিতেন। কবি বৃন্দাবনখণ্ডে "বৃন্দাবন-বিলাস" লিখিয়াছেন, রাস লেখেন নাই। যখন রাস নয়, তখন দিবারাস ও রাত্রিরাসের তর্ক উঠিতে পারে না। এক বসন্তে এই বিলাস হইয়াছিল, পরবৎসর শরতেও এইরূপ বিলাস হইয়া থাকিবে। মাধবাচার্য ও দ্বিজ চণ্ডীদাস শরৎরাস বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সেটা রাস নয়, বিলাস।

জয়দেব বসন্তরাস গাহিয়াছেন, কিন্তু টীকাকার পূজারি গোস্বামী স্মরণ করাইয়াছেন, প্রথম রাস শারদীয় পূর্ণিমায় হইয়াছিল। বসন্ত-রাসটি মদনোৎসব। চৈত্র-শুক্লচতুর্দশী মদনচতুর্দশী

নামে বহুপূর্বকাল হইতে প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সে দিনে রাস আনিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী "বিদগ্ধমাধবে" পৌর্ণমাসীকে দূতী করিয়াছেন, যেন পূর্ণিমারজনী রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়াছিল। তিনি জানিতেন, রাধা, বিশাখা। কিন্তু চৈত্র মাসে। টীকাকার ফাঁপরে পড়িয়াছেন, চৈত্র-পূর্ণিমায় রবি অশ্বিনীতে থাকেন। চন্দ্রও বিশাখায় থাকে না, চিত্রায় থাকে। গোস্বামী কবি রূপক বুঝিতে পারেন নাই, 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' করিয়াছেন। ইনিই রাধার স্বামীর নাম অভিমন্যু রাখিয়াছেন। কিন্তু সকল বৈষ্ণব গোস্বামিঠাকুরের প্রদত্ত নাম স্বীকার করেন নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের "নিগূঢ়তত্ত্বসার" পুথীতে আছে, রাধার প্রতি,—

আয়নভবনে তার অভিমন্যুসুতে।
তার সঙ্গে মিলন হইব তোর সাথে॥

এখানে আয়নের পুত্র অভিমন্যু। আ-য়-ন নামটি চিন্তনীয়। কবিরাজ গোস্বামী আয়নের স্ত্রীর নাম জটিলা, কন্যার নাম কুটিলা রাখিয়াছেন। এই সব কবি-কল্পিত নাম দ্বারা চণ্ডীদাসের অপূর্ব রূপক কাব্য বুঝিতে পারা যাইবে না, পদে পদে ঠেকিতে হইবে।

কবির কাব্যের দোষ আছে। তিনি রাধাকৃষ্ণের দুই অর্থ করিয়াছেন। এক অর্থে, রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্মী-নারায়ণ; অপর অর্থে, বিশাখা-রবি। কবি দুই অর্থ মিশাইয়া কাব্যের অনৌচিত্য-দোষ ঘটাইয়াছেন। কৃষ্ণ বারম্বার বলিতেছেন, তিনি দেব চক্রপাণি, অসুর-দলন হরি। রাধার বিশ্বাস হইতেছে না, কেনই বা হইবে? যিনি অসুর-দলন হরি, তিনি গোরুর রাখালি করিবেন কেন? যদি রাধাকৃষ্ণ লক্ষ্মীনারায়ণ হন, তাহা হইলে রূপকটি ব্যর্থ। আর, যদি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রূপক না হয়, তাহা হইলে কবি অত্যন্ত গর্হিত কর্ম করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের নায়ক ব্যভিচার করিতেছেন, সে পর-নারী যে-সে নহে, সোদর মাউলানী। রাধা সত্য মাউলানী না হইলেও পরস্ত্রী। এই ধর্মবিরুদ্ধ সমাজবিধ্বংসী কাব্য পুড়াইয়া ফেলা উচিত। কবির কৃষ্ণ একটা অসুরও বিনাশ করেন নাই, কেবল মুখে বড়াই করিয়াছেন। কাব্যে সে উদ্দেশ্য গৌণ ও প্রচ্ছন্ন, রস-সম্ভোগই মুখ্য ও ব্যক্ত। এই কর্ম দেখিয়াই কাব্যের বিচার করিতে হইবে। কবি দুই কূল রাখিতে পারিতেন কি না, সন্দেহ। কারণ, তিনি দাঁড়াটি করেন নাই। একটা পাইয়াছিলেন, সেটা নিজের ভাবনায় ফেলিয়া নূতন আকারে গড়িয়াছেন। "নারায়ণ সকল ঘটে বর্তমান, তাঁহার ব্যভিচার কি?" এখানে সে তর্ক চলিবে না। কবি অধ্যাত্মতত্ত্ব লেখেন নাই।

১০। কৃ-পুথীর পদ এক কবির নয়

কৃ-কীতে ৪৩০টি পদ আছে, তের খণ্ডে সাজানা। জয়দেব প্রথমে শ্লোক দিয়া পরে গীত গাহিয়াছেন। কৃ-কীতেও সেই রীতি। পরবর্তী কালে সংস্কৃত শ্লোকের পরিবর্তে 'কথা দিশা' দেওয়া হইত। এই দুই লক্ষণ দেখিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, কৃ-কীর পদ এক কবির রচিত ও সজ্জিত।

কিন্তু পদের বস্তু, ভাব ও ভাষা লক্ষ্য করিলে দৃষ্টিভ্রম বুঝিতে পারা যায়। মনে হয়, কবির বহুকাল পরে কেহ তৎকালে শ্রুত পদগুলি সংগ্রহ করিয়া কৃ-পুথীর মাতৃকা লিখিয়াছিলেন। এই সে দিন ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায় চণ্ডীদাসের নামিত যে সব পদ পাইয়াছিলেন, সে সব এক

এক পালায় সাজাইয়া "চণ্ডীদাসের পদাবলী" নাম দিয়াছেন। যিনি ভূমিকা না পড়িবেন, তাঁহার মনে হইবে, "পদাবলী" এক কবির রচিত ও গ্রথিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত পদের ভাষাও পরিবর্তন করিয়াছেন। কৃ-পুথীর সংস্কর্তা ভাষা সর্বত্র শুদ্ধ করেন নাই। এই কারণে পদের মিশাল ধরা সোজা হইয়াছে।

১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে কবি গীত রচিয়াছিলেন। মানভূম হইতে সে গীত বিষ্ণুপুর দিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। নানা গায়কে গাহিয়াছিল, পদের ভাষা স্ব স্ব দেশের ও কালের উপযোগী করিয়াছিল, নিজেরা গীত রচিয়া পালা বাড়াইয়াছিল। যাবতীয় গীতিকাব্যের এই দশা হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা কাব্যের প্রচার রক্ষা করিয়াছিল। তিন চারি শত বৎসর পূর্বে কৃ-পুথীর পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কারণে ভাষা অনেকাংশে পুরাতন রহিয়া গিয়াছে। সে সকল পদ মানভূম হইতে পূর্বদিকে দামোদর পর্যন্ত দেশে প্রচলিত ছিল, এই কারণেও ভাষা পুরাতন রহিয়াছে। "বিষ্ণুপুরের খাতায়" দেখিতেছি, কৃ-পুথী আদি ও অকৃত্রিম নয়, এক শত দেড় শত বৎসর পূর্বেও কৃ-পুথীর অতিরিক্ত পদ ছিল, কৃ-পুথীর অশুদ্ধ পদের স্থানে শুদ্ধ পদ ছিল। মনে রাখিতে হইবে, পুরাতনের পুরাতন আছে, 'প্রাচীন' 'প্রাচীন' রব তুলিলে দৃষ্টি সূক্ষ্ম হইবে না। এখানে বিষয়টির সম্যক্ আলোচনার স্থান হইবে না। দুই একটা দুই একটা হেতু দেখাইয়া উপরের উক্তি সমর্থন করিতেছি।

(১) প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক দেখি। পদসংখ্যা ৪১০, কিন্তু শ্লোকসংখ্যা ১২৫। শ্লোকে পদের সার মর্ম্ম। যদি তাহাই হয়, একই মর্মের হারাহারি ৩টা পদ রচিত হইয়াছিল। বাস্তবিক তাহা নাই। কতকগুলি গীতের মর্মজ্ঞাপক শ্লোকের অভাব আছে। কোন পদ-সংগ্রাহক ক্রমভঙ্গ ও বন্ধভঙ্গ করেন না। জন্মখণ্ডের শেষে (৮পৃঃ) দুইটি শ্লোক বসিয়াছে, স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। দুই স্থানে দুইটি শ্লোক থাকিলে ক্রমভঙ্গ হইত না। নৌকাখণ্ডের শেষে (১৬৬পৃঃ) দুইটি শ্লোক আছে। তাহার অর্থ, (নৌকা-লীলার পর) রাধা ঘরে ফিরিয়া অভিমন্যুকে যমুনা-পারের ক্লেশ বলিলেন। অভিমন্যু মোহবশে বলিলেন, আর মথুরা যাইয়া কাজ নাই। এই নিষেধ পাইয়া রাধা বর্ষাকালটি ঘরে বসিয়া তক্রাদি বেচিতে লাগিলেন। এখানে শ্লোককর্তা নিজেকে ধরা দিয়াছেন। তিনি কবির ভাবনায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই, কবির স্কন্ধে নিজের রসাজ্ঞতার ভার চাপাইয়াছেন। বোধ হয়, শ্লোককর্তা গায়নকে শ্রোতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "গায়ন ঠাকুর, একদিনের নৌকা-লীলা শোনালেন; পরদিন কি হয়েছিল ?" অ-কবি গায়ন উত্তর করিলেন, রাধা আর যমুনাপার হয়েন নাই, তিনি ঘরে বসিয়া দই দুধ বেচিতে লাগিলেন। শ্রোতাও নির্ব্বোধ; ধরিলেন না, গোকুলে কেবল গোপের বাস ছিল, সকলের ঘরেই দই দুধ ছিল, রাধার দই দুধ কে কিনিত ? যদি সে উপায় ছিল, রাধা কেন অকারণ মাথায় পসরা বহিয়া দূরে মথুরার হাটে যাইতেন ? শ্রোতা আরও তর্ক করিতে পারিত। রাধার শাশুড়ী ঘরের গিন্নী। তিনিই রাধাকে হাটে পাঠাইতেন, কড়ি গণিয়া লইতেন। রাধা শাশুড়ীকে পথক্লেশ না জানাইয়া স্বামীকে জানাইলেন ? এ কেমন কথা ? আইহন দুর্বার বটে, কিন্তু মায়ের আজ্ঞাধীন ছিল, দুই বৎসরের মধ্যে এক দিনও নিজে ঘরের কর্তা হয় নাই। আরও দেখিতেছি, এই একটিবার স্বামীর সহিত রাধার কথা হইয়াছিল। শ্লোককর্তা ভাবেন নাই,

কোনও প্রধান লীলা একাধিক দিন হয় নাই। তাহাঁর কাব্যরসবোধ থাকিলে ইহার হেতু বুঝিতে পারিতেন। ইনিই অভিমন্যু নামটি "বিদগ্ধমাধব" হইতে লইয়াছেন। ইনিই বড় আয়ীকে "জরতী" বুড়ী নামে চালাইয়াছেন, দূতীকর্মে বড় আয়ীর প্রয়োজন বুঝিতে পারেন নাই। বুড়ী হইলেই দূতী হইতে পারে না। আর্যিকা হওয়াতেই বড় আয়ীর দৌত্য সফল হইয়াছিল।

(২) তাম্বূলখণ্ডে রাধা, কৃষ্ণের অপমান করিয়াছেন, "বড়ায়ি ল। কদমের তলে বসী" ইতি পদে (২৮) কৃষ্ণ প্রতিশোধ নিরূপণ করিতেছেন। তিনি (১) দান সাধিবেন, (২) রাধার হার কাড়িয়া লইবেন, (৩) বৃন্দাবনে বিহার করিবেন, (৪) রাধাকে মদনবাণ মারিবেন। যে গায়ন কাব্যের এই অনুক্রমণিকা করিয়াছিলেন, তিনি কি জানিতেন না, কৃষ্ণ রাধাকে বিরহানলে দগ্ধ করিবেন? তাহাঁর পুথীতে কি বিরহের পৃথক্ খণ্ড ছিল না? কাব্যটি ত্রয়োদশ খণ্ডে বিভক্ত; দ্বাদশ নয়, চতুর্দশ নয়। সংখ্যাটি অযুগ্ম; অসাধারণ মনে হইতেছে। সন্দেহের অপর হেতু আছে। (১) কৃ-কীতে বিরহপালা দুই বার আছে। প্রথম বিরহের পর রাধাকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল। এইখানেই বৃন্দাবনলীলা শেষ হইবার কথা। কংসবধ বলিতেই হইবে, এমন নির্বন্ধ ছিল না। (২) বিরহখণ্ডের ভাষায় বিশেষ আছে। এ৺ অনুনাসিক ইহার প্রধান লক্ষণ। অনস্তরার্থে এ৺া, ইএ৺া এই খণ্ডে আছে, অপরাপর খণ্ডে আঁ, ইআঁ আছে। অন্য কয়েকটা শব্দের বানানেও বিশেষ আছে। শব্দের রূপেও প্রভেদ আছে। বোধ হয়, রাধাবিরহখণ্ড ছোট ছিল, এক গায়ন পালাটি বাড়াইয়াছিলেন। দুই গায়নের দুই পালা একত্র করিয়া কৃ-কীর বিরহখণ্ড হইয়াছে।

(৩) কৃ-কীতে ৪৩০টি পদ আছে। তন্মধ্যে দানখণ্ডেই ১১১টা। পুথীর কয়েক পাতা পাওয়া যায় নাই। সে পাতা থাকিলে বোধ হয়, ১২০টা পদ হইত। বস্তু জটিল ও বিচিত্র নয়। এক কবির পক্ষে এত পদ রচনা দুষ্কর মনে হয়। বিরহখণ্ডের পদগুলির একটি দুইটি পড়িলে কবিত্বে মুগ্ধ হই, কিন্তু সব পড়িলে মনে হয়, এক কবির রচিত নয়. পদের ভাবে চমৎকারিত্ব খর্ব হয়। কেহ কেহ যৎসামান্য বিষয়ে বহু পদ রচনায় কবির গুণপণা মনে করিতে পারেন। কিন্তু বোধ হয়, কোন উত্তম কবি পদবাহুল্যকে গুণ স্বীকার করেন না। এক ভাবের গীত পরে পরে শুনিতে ভাল লাগে না। কৃ-কীতে স্থানে স্থানে এই দোষ আছে। রাধা-কৃষ্ণের কথা-কাটাকাটির বাড়াবাড়ি হইয়াছে। গ্রাম্য শ্রোতা এইরূপ গীতে হৃষ্ট হয়, গায়ন নূতন নূতন গীত রচিয়া শ্রোতার মনস্তুষ্টি করেন। এক এক গায়ন মূল কবির তুল্য পদ রচনা করিতে পারিতেন।

(৪) কবির উপাধি বড়ু। তিনি বাসলীচরণ বন্দিয়া পদ সমাপ্ত করিয়াছেন। আমরা সকল পদেই বড়ু ও বাসলী নাম পাইতে আশা করি। কারণ, আমরা স্বীকার করি, উত্তম কবি ক্রমভঙ্গ করেন না। কিন্তু (ক) "এথা আণ সঙ্গে" ইতি পদে (১৯৯) বাসলী-বন্দনা নাই। পদটি বৃন্দাবন খণ্ডের আরম্ভে আছে, কিন্তু ইহার প্রয়োজন ও অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। (খ) "যতন করিঞাঁ রাধা" ইতি পদে (১৮৬) বাসলী-বন্দনা আছে। কিন্তু কবির বিশেষণ 'বড়ু' শব্দ নাই। কৃষ্ণ ভার বহিতেছেন, বাটে নারদ দেখিয়া

রাধাকে ভর্ৎসনা করিলেন; রাধা গ্রাহ্য করিলেন না, কৃষ্ণও ভার নামাইলেন না। এমন অনাবশ্যক অসঙ্গত পদ কবির হইতে পারে না। বড়ু নাই, বাসলী নাই, এমন পদও কৃ-কীতে প্রবেশ করিয়াছে।

(৫) কোন উত্তম কবি ভাবের অসঙ্গতি করেন না। (ক) তাম্বূলখণ্ডে "আল। দূতী অপমান কৈল" ইতি পদে (২৬) কৃষ্ণ অপমানের বার্তা না শুনিয়াই তর্জন করিয়াছেন, পরবর্তী পদে সে বার্তা আছে। উক্ত পদের "ভাঁগিল নেহা পুনী যোড়াইতেঁ শকতা" অর্থহীন। কারণ, তখন নেহা হয় নাই, ভাঙ্গেও নাই। (খ) বৃন্দাবন-বিলাসের পর রাধা মানিনী, কৃষ্ণ "যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ" (২১৭), কবিত্ব করিয়াই পরের পদে রাধাকে ভয় দেখাইতেছেন, "বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দৌড়ী।" এ যে বর্ষা, পরে বজ্রপাত। কবির কৃষ্ণ গোঙার। তিনি বুঝিতেন, বামাজাতি বলদ্বারা বশীভূত হয়। সংস্কৃত শ্লোক এই পদের উপরে আছে, কবিত্বের উপরে নাই। তিনিই কবিত্ব করিয়াছিলেন? (গ) কৃষ্ণ গোঙার হইলেও মামীকে ছিনারী বলিতে পারিতেন না। সম্বন্ধের বাধা না মানিলেও নিজের মানে বাধা দিত। রাধাকে ছিনারী বলা, আর নিজেকে লম্পট স্বীকার করা একই।

(৬) কোন কবি দুই স্থানে দ্বিবিধ উক্তি করেন না।

(ক) (১৭৫ পৃঃ) সকট ভাঁগিল আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে।
জমল আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে॥

কিন্তু (৯৫ পৃঃ) পুতনার প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে।
সকট আসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে॥
জমল আর্জ্জুন রাধা দুই আসুরে।
তাহারো পরাণ লআঁ নিলোঁ যমপুরে॥

প্রথম পদটি কবির। তিনি বিষ্ণুপুরাণ পড়িয়াছিলেন, কোন্‌টা অসুর, কোন্‌টা নয়, তাহা চিনিতে পারিতেন। দ্বিতীয় পদটি এক গায়নের। ইনি শুনিয়াছিলেন, কৃষ্ণ অসুরবধ করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট শকট ও তরুও অসুর। কিন্তু এই দুই অসুর কৃষ্ণের অনিষ্ট করে নাই। উক্ত দুই পদের ভাষাও দ্রষ্টব্য। মোএঁ স্থানে আহ্মে কিম্বা মোঞে লিখিলে ছন্দের দোষ হইত না। তা-হা-রো বিস্ময়জনক। (অমুক পুরাণে যমলার্জ্জুন শাপভ্রষ্ট অসুর। এই ব্যাখ্যা দ্বারা দুই উক্তির ঐক্য হইবে না)।

(খ) কবির বৃন্দাবন যমুনার কোন্ পারে? পুরাণে আছে, গোকুলে উৎপাত হইতে দেখিয়া, নন্দাদি গোপ গোকুল ত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবনের নিকটে উপনিবেশ করেন। পাশে যমুনা। এখানে যমুনা উত্তর হইতে দক্ষিণে বহিতেছে। বৃন্দাবন যমুনার পূর্বপারে। মথুরা পশ্চিম পারে, উত্তরে। দানখণ্ডে পাইতেছি, বৃন্দাবনের ভিতর দিয়া উত্তরদিকে পথ ছিল। কতক দূর যাইয়া, যমুনা পার হইয়া, মথুরার পথ ধরিতে হইত। বৃন্দাবনের ভিতর দিয়া আর একটা পথ ছিল। সে পথে যমুনার খেয়া-ঘাট। নৌকাখণ্ডে এই পথ স্পষ্ট।

কিন্তু বাণখণ্ডে বৃন্দাবন যমুনার পশ্চিম পারে।

(২৭১ পৃঃ) কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার হআঁ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ॥

তথাহি বংশীখণ্ডে,—

(২৯৬ পৃঃ) যমুনা নদীতে কেমনে হৈবোঁ পার।

অপিচ বিরহখণ্ডে,—

(৩৩৮ পৃঃ) কেমনে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে।
যমুনা বহে খরতর ধার ॥

এই বিরোধের এক সমাধান আছে। যমুনার দুই পারেই বৃন্দাবন ছিল। যথা, কালিয়দমন খণ্ডে,—

(২৩১ পৃঃ) "বৃন্দাবন মাঝে যমুনা নদী বহে।"

কিন্তু ইহা দ্বারা দুই কুল রক্ষা হয় না।

(৭) শব্দ দেখি। সংস্কৃত হইতে বিকৃত শব্দ যখন যে দেশে যেটা চলে, তখন সেটাই চলে। একই দ্রব্যের দুই তিন নাম হয় না।

(ক) কিন্তু বৃন্দাবনে দেখিতেছি, ভাঁটি ভাণ্টি, আম্বু আম্ব, ছাত্তীঅন ছাত্রিঁয়ন, আর্জ্জুন কুহয়, এক এক গাছের দুই দুই নাম। কেবল তাহাই নহে, একই পদে একই গাছের একই নাম দুই বার আছে। মহুল, এই নাম দুই স্থানে দুই বার। আরও আশ্চর্যের কথা, বৃন্দাবনে যে গাছের নাম অগথ (অগস্ত্য), কৃ-কীর অন্যত্র সে গাছের নাম বগহুল (বকফুল)।

(খ) অন্য শব্দেও দুই কবি বা গায়নের কর্ম স্পষ্ট। মাউলানী মামী, দোড়ী দড়ী, কৌড়ী কড়ি, ডাড়িম্ব ডালিম, ইত্যাদি। ওড়িয়াতে মউলানী দোড়ী কৌড়ী দাড়িম্ব। কোন ওড়িয়ার মুখে অন্য নাম বাহির হইবে না, কেহ মামী বুঝিবে না।

(গ) বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে বিদেশী নামও আসে। কৃ-কীতে গুলাল, খরমুজা আসা আশ্চর্য নয়। কিন্তু দেশী দ্রব্যের দেশী নাম থাকিলে বিদেশী নাম অল্প কালে প্রচলিত হয় না। এ বিষয়ে একালের সহিত সেকালের তুলনা চলিবে না। কৃ-কীতে ধনু অর্থে কামান শব্দ এক স্থানে আছে (৬ পৃঃ), ধনু যুদ্ধাস্ত্র; কামধনু শব্দের সাদৃশ্যে ভ্রূ-কামান এই উপমা আসিতে পারে। কুত-ঘাট শব্দের কুত অর্থে শুল্ক। শব্দটি যাবনিক। কুত-ঘাটের দেশী নাম 'কয়-কুলআ ঘাট' (১০৫ পৃঃ) কৃ-কীতেই আছে। যাবনিক বা-কী দুই স্থানে আছে। দুই স্থানই দানখণ্ডে। মজুরি, মজুরিআ শব্দ আরও বিস্ময়কর। কবির দেশ ও কাল মনে রাখিয়া এই সকল শব্দের প্রবেশ চিন্তা করিতে হইবে। রাঢ়ের উত্তর ও পূর্বাংশে মুসলমান অধিকার হইয়াছিল, যাবনিক শব্দও প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে কবি কৃ-কী রচিয়াছিলেন, ইহার পূর্ব্ব দেড় শত বৎসরের মধ্যে মানভূম ও বিষ্ণুপুর মুসলমান-অধিকারে আসে নাই, অধিকৃত দেশের সংসর্গেও আসে নাই। তখনও রাজকর আদায় হইত, বাকিও পড়িত, ভারীও কাঁধে ভার বহিত। প্রথমে মজুর শব্দ আসিয়াছিল। পরে তাহার কর্ম মজুরি, যে করে, সে মজুরিআ। এই দুই বাঙ্গালা শব্দ রচিত ও প্রচলিত হইতে অন্ততঃ এক শত বৎসর লাগিয়া থাকিবে। ভারীকে মজুর বলাও ঠিক হয় নাই। মাধবাচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস তাঁহার "কৃষ্ণমঙ্গলে" কবির ভারখণ্ড লইয়াছেন, কিন্তু মজুরিআ লেখেন নাই। কবির দেড় শত বৎসর পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণকে মজুরিয়া খুঁজিতে হইয়াছিল; দাফর মিঞা পাঁচ হাজার বেরুণীঞা আনিয়াছিল। তাহার দুর্বলা দাসী

'ভারী' লইয়া হাটে গিয়াছিল, বেরনিয়া ভার বহে নাই। অদ্যাপি বাঁকুড়ায় বেরণ দুষ্প্রাপ্য নয়। ছাতনা ও বাঁকুড়ায় বর্তমানে চলিত নাম, মুনিষ। মজুরিআ কোথায় গেল? ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে কবির দেশে যাবনিক শব্দ একটীও থাকিবার কথা নয়। আর, কৃ-পুথীর কাল ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে না আনিলে কুত-ঘাট, বাকি ও মজুরিআ পাওয়া দুষ্কর। বোধ হয়, শব্দগুলি রাজা মানসিংহের পরে ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে।

(ঘ) একই ধাতুর দুই রূপই বা কি প্রকারে সম্ভব হয়? সজ সাজ, বা বাজা, বিকণ বিক, ভ হ, কাঞ্চুলী ভাঙ্গা কাঞ্চুলী চেরা, ইত্যাদি।

(৮) যদি মনে করি, যে সময়ে পুরাতন রূপ হইতে নূতন রূপে ধাতু আসিতেছিল, কবি সে সময়ে লিখিয়াছিলেন, সে ব্যাখ্যা বিভক্তি-প্রত্যয়ের অনিয়মে নিষ্ফল। একটা দেখি। স্ত্রীলিঙ্গ কর্তৃপদের ইল বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়াপদে ইলী রূপ কৃ-কীর এক বিশেষ। যেমন, ৯ পৃঃ—

বকুল তলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী॥
বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে॥

কিন্তু অনেক স্থলে ইলী স্থলে ইলা হইয়াছে। পরিবর্তনটি যৎসামান্য নয়। ভাষার এক মর্মে আঘাত। বর্তমানে ইহার কোন চিহ্ন পাই না। ইলী বিভক্তি কবির প্রাচীনতার এক বিশেষ প্রমাণ। কর্তৃকারকে 'এ' বা 'এঁ', কর্মকারকে 'ক' চণ্ডীদাসের ভাষা। কিন্তু বহু বহু স্থলে 'এ' নাই, 'ক' স্থলে 'কে' হইয়াছে। এই সকল পরিবর্তন ঘটিতে অন্ততঃ দুই শত বৎসর লাগিয়া থাকিবে। এখনও ছাতনা ও বাঁকুড়ায় সাধারণ লোকে আমাক (আমাকে), তোমাক (তোমাকে) বলে।

(৯) অনন্ত নামক এক গায়নের সাতটি পদ কৃ-পুথীর অঙ্গীভূত হইয়াছে। "অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল।" ইহার সোজা অর্থ, 'বড়ু চণ্ডীদাস' উপাধি হইয়া গিয়াছিল। নানা কবি সে উপাধি গ্রহণ করিয়া পদ রচিয়াছিলেন, তাহাঁদের মধ্যে একজনের নাম অনন্ত ছিল। ইনি বড়ুর নামে আত্মগোপন না করিয়া অমরত্বের অংশী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বিতর্ক করিয়াছেন, যেহেতু কবি চণ্ডীর দাস ছিলেন, সে হেতু 'চণ্ডীদাস' নামটি উপাধি। ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু সে হেতু তাহাঁর নাম অনন্ত হইতে পারে না। ৪৩০টি পদের ৭টি পদে অনন্ত নাম পাইতেছি। দানখণ্ডে ৩, বৃন্দাবনখণ্ডে ১, বংশীখণ্ডে ১, বিরহখণ্ডে ২। গায়নেরা মূল কবির কাব্যে এই রীতিতে দুই দশটি পদ প্রবিষ্ট করিয়া থাকেন। অপর দিকে কবির জন্মের ১৪০ বৎসর পরে রচিত "বাসলী-মাহাত্ম্যে" দেবীদাস ও চণ্ডীদাস দুই নাম পাইতেছি। দুই জনই দেবীর দাস ছিলেন। দুই জনেরই পিতৃদত্ত নাম পরিবর্তিত হইয়াছিল? সে বিতর্ক উহতেও পরিণত হয় না, সেটা নিষ্ফল।

(১০) প্রথমে কবির দেশের গায়নেরা তাহাঁর পদ গাইতেন, কাল ও দেশান্তরে কবির ভাষার অল্প স্বল্প রূপান্তর করিতেন, শ্রোতার মতি বুঝিয়া নূতন পদ গাঁথিয়া দিতেন। এই ভাবে অনেক বৎসর গিয়াছিল। পরে এক গীত-রসিক খণ্ডগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি দুই গায়নের দুই পুথী পাইয়াছিলেন। একটি আঁ, অপরটি এা। আঁ পুথী বৃহৎ।

ইহাতে বংশীখণ্ড পর্যন্ত ছিল। এ৷ পুথী ছোট, কেবল বিরহখণ্ড ছিল। তার পর আর এক গায়ন জয়দেবের অনুকরণে গীতের আদ্যে সংস্কৃত শ্লোক বাঁধিয়াছিলেন। ইহাঁর পরেও আর এক সংগ্রাহক আর কতকগুলি পদ পাইয়াছিলেন। তিনি 'চণ্ডীদাস' এই নামে ভুলিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের বিশেষণ বড়ু ও বাসলীগণ আছে কি না, তাহা দেখেন নাই। এইরূপে কৃ-পুথীর মাতৃকার উৎপত্তি হইয়াছিল।

আরও বোধ হয়, আঁ পুথী বিষ্ণুপুরের পূর্বাংশে ও পূর্ব-দক্ষিণাংশে প্রচলিত ছিল। পূর্ব-দক্ষিণাংশে জয়ানন্দের নিবাস ছিল। তাহাঁর "চৈতন্যমঙ্গলে" লআঁ, পাআঁ পাইতেছি। করিআঁ বুঝিতে পারি, কিন্তু কৃ-কীর লআঁ, হআঁ, খাআঁ, পাআঁ ইত্যাদি লিপিকর-প্রমাদ মনে হয় না। কৃ-কীতে আর এক নিদর্শন পাইতেছি। রাধা, কৃষ্ণের বাঁশীর নাদ শুনিয়া রন্ধনের যুক্তি ভুলিয়া গেলেন (৩০৬পৃঃ)। অম্বলে বেসবার প্রক্ষেপ করিলেন, শাক (বর্ত্তমান আনাজ) রাঁধিতে হাঁড়ীর কানা পর্যন্ত জল ঢালিলেন, পরলা (পুরুল বা ধুন্দুল) ঘৃতে ভাজিতে বসিয়া কাঁচা গুআ ভাজিলেন, নিমঝোলে ছোলঙ্গ নেবুর রস দিলেন, আর বিনা জলে শূন্য হাঁড়ীতে চাউল চড়াইলেন। কবি তৎকালের জনসাধারণের ভোজ্য বর্ণনা করিয়াছেন। কবির গ্রামে গুআগাছ ছিল, কাঁচা গুআ পাওয়া যাইত। অন্য দূর দেশ হইতে আসিলে শাদা থাকিত না, গুআতে পরলা ভ্রম হইত না। গ্রীষ্ম ও প্রচুর বর্ষার দেশে, প্রায়ই সমুদ্র হইতে ২০০ মাইলের মধ্যে, গুআ স্বচ্ছন্দে জন্মে। বাঁকুড়া ছাতনা মানভূম সে দেশ নয়। বিষ্ণুপুর হইতে ৩২ মাইল পূর্বে দামোদর ও বর্দ্ধমান জেলা। দামোদরের পলিতে রসা মাটিতে গুআ জন্মিতে পারে। বোধ হয়, সে অঞ্চলে উক্ত পদের কবির বাস ছিল। "শূন্যপুরাণে" গুআর বাখারি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলাম। পরে দেখিয়াছি, সে গুআও সে অঞ্চলের। কৃ-কীর ও "শূন্যপুরাণে"র খে-ড় (খড়) শব্দও সে অঞ্চলের। (শব্দটি এখনও আছে)।

(১১) করিআঁ, হইআঁ দেখিলে লআঁ হআঁ খাআঁ পাআঁ বানান অশুদ্ধ। বোধ হয়, কবি এ৷ লিখিয়াছিলেন, পরে এ ত্যাগের ইচ্ছায় কেহ য়াঁ করিয়াছিলেন। আর এক হাতে য়াঁ স্থানে আঁ হইয়াছিল। য় বর্ণের অ ধ্বনি কৃ-কীর কুঁ-য়-র (কুমার) কোঁ-য়-ল (কোমল) শব্দে আছে। কিন্তু ইহা সাধারণ নয়। গা-য়ি-ল, কু-য়ি-লী প্রভৃতি শব্দে সে ভুল নাই। "শূন্যপুরাণে" জ-অ (জয়)। কিন্তু শূন্যপুরাণের গায়ক অশিক্ষিত ছিলেন। ছাতনায় লিখিত শত বৎসর পূর্ব্বের "চণ্ডীদাসচরিতে" য় সর্ব্বত্র অ হইয়াছে। যেমন, উ-দ-অ (উদয়), ব-অ-স (বয়স)।

(১২) কবি শিক্ষিত পণ্ডিত ছিলেন, নিয়ম মানিয়া চলিতেন, পণ্ডিতের লক্ষণই এই। কৃ-কীতে চন্দ্রবিন্দু বা অর্দ্ধানুস্বরের বাহুল্য সত্ত্বেও আ-খ-র, আ-শি, হা-সি, খু-জ ও ঘু-চ ধাতু সংস্কৃত রূপ-অনুসারে চন্দ্রবিন্দুহীন। কেবল স° ঝটিতি স্থানে ঝাঁ-ট হইয়াছে। শত বৎসর পূর্বেও ছাতনায় ঝাঁ-ট ছিল। ঠাঁ-য়ি, আত-ভোড়ি শব্দে চন্দ্রবিন্দু না দিয়া নিয়মভঙ্গ করা হইয়াছে। সে কবি বিভক্তি-প্রত্যয়ের অর্দ্ধানুস্বরে নিশ্চয় নিয়ম মানিতেন। কিন্তু কৃ-পুথীতে অনিয়ম দেখিতেছি। শব্দের আদ্য অকার স্থানে আ বানানেও এই তর্ক। কবি সাঁওতালের

দেশে বাস করিতেন, "শব্দার্থে" ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। হিন্দী ও সাঁওতালীতে বিবৃত ও সংবৃত, দ্বিবিধ অ আছে। কবিও সর্বদা কথিত শব্দের আদ্য অ স্থানে আ লিখিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু নিশ্চয় নিয়ম মানিতেন। বোধ হয়, কবি অকারান্ত শব্দের অ উচ্চারণ করিতেন। ইহাতে ছন্দের লালিত্য রক্ষা হইত। রৌ-দ কদাপি রৌদ্ উচ্চারিত হইত না। উড়িয়াতেও রৌদ। কৃ-পুথীর বানানে ইহার বৈলক্ষণ্য ধরিবার উপায় নাই।

(১৩) কবির দেশে ও কালে সংস্কৃত-ভব শব্দে স এই এক ধ্বনি ছিল, শ ষ ছিল না। এই অভ্যাস হেতু সংস্কৃত শব্দের শ ষ স্থানে স আসিতে পারিত। যেমন, আ-কা-স, স-ক-ট, সা-ক। কিন্তু কৃ-পুথীতে শ ষ স বানান নিয়মহীন। "চণ্ডীদাসচরিতে" একমাত্র স আছে, শ ষ নাই।

(১৪) আরও বোধ হয়, কবি ন ণকারের উচ্চারণপ্রভেদ করিতেন। এই অনুমানের দুই হেতু পাইতেছি। (১) কৃ-কীর যে যে শব্দে ণ আছে, সে সে শব্দ ওড়িয়াতে ণ লিখিত ও উচ্চারিত হয়। ওড়িয়াতে হয় কৃ-কীতে নাই, এমন শব্দ অল্প। (২) ছাতনার দিকে বহু সাঁওতালের বাস আছে। সাঁওতালীতে ন ণ ওড়িয়াতুল্য স্বতন্ত্র। অনেক সংস্কৃত শব্দ সাঁওতালিতে আছে, পূর্বকালের সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারিত হয়। যে সকল সাঁওতাল বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে, তাহারা বাঙ্গালী শিক্ষকের কাছে বাঙ্গালা উচ্চারণ শিখিয়াছে, ণ-কার উচ্চারণ শিখে নাই। সং ব্রাহ্মণ তাহারা সাঁওতালীতে বা-ম-ড়েঁ লিখে, কিন্তু বুঝে, বানানটা ঠিক নয়। সং গৌণী, বাং গুণ (থলি) সাঁওতালীতে গ-ণে। এই শব্দে কেহ গঁ-ড়েঁ, কেহ গ-ড়েঁঞ বানান করিয়া আপনাকে নিরুপায় মনে করে। কৃ-কীতে যে শ ষ স্থানে স, এবং ন স্থানে ণ পাইতেছি, তাহা লিপিকরের লেখনীনিঃসৃত মনে হয় না।

দেখা যাইতেছে, কবির পদের সংস্কার হইয়াছে। অপর কবির পদের সহিত মিশ্রণ হইয়াছে। কোথায় পশ্চিমোত্তরে মানভূম, আর কোথায় পূর্বদক্ষিণে বর্দ্ধমান, এই তির্যক্‌রেখাক্রমে কবির গীত প্রবাহিত হইতে হইতে দ্বিবিধ ত্রিবিধ মৃত্তিকার গুণ পাইয়াছে। এখন সে বারি শোধন অসম্ভব। বড়ু চণ্ডীদাসের পদের প্রচার হয় নাই। কৃ-কী পড়িবার পাঠক অল্প। আমার বোধ হয়, কৃ-কী হইতে পদ বাছিয়া, ভাষা যথাসম্ভব "চণ্ডীদাসী" করিয়া "চণ্ডীদাসের শতপদ" নামে পৃথক্ পুস্তক প্রকাশ করিলে সাধারণ পাঠকেও অল্পটীকার সাহায্যে রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইবে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
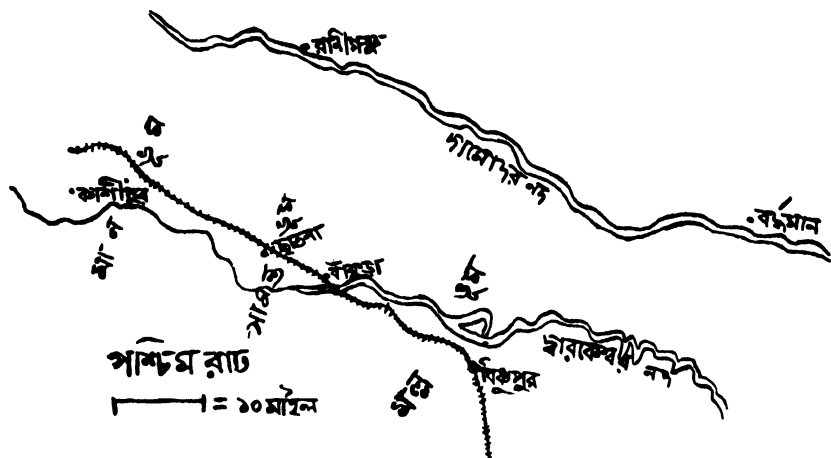
চণ্ডীদাস—১৫ পৃষ্ঠা।

	প্রথম লেখক ক-হাতের	দ্বিতীয় লেখক গ-হাতের
১	১	১
২	২ ২	২
৩	৩	৩
৪	৪ ৪	৪ ৪ ৪
৫	৫ ৫ ৫	৫
৬	৬ ৬	৬
৭	৭ ৭	৭
৮	৮ ৮ ৮	৮
৯	৯	৯
। ০	০	০

চণ্ডীদাস—২৩ পৃষ্ঠা।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল*

কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ানিবাসী পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর, শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র। তিনি নিজেও শ্রীচৈতন্যের কৃপা পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় চৌদ্দটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ও কোনপ্রকার ঋণ স্বীকার না করিয়া ২৭টী প্রধান প্রধান ঘটনার আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদ করিয়াছেন। বংশীবদন ঠাকুরের প্রপৌত্র রাজবল্লভ তাঁহার "মুরলী-বিলাস" গ্রন্থে (২৮৫-৮৬ পৃঃ) উক্ত নাটকে বর্ণিত বিষয় (৯।৪৩) প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরেও এই নাটকের কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৬৩৪ শকে (১৭১২-১৩ খৃষ্টাব্দে) কুলনগরনিবাসী পুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ বনাম প্রেমদাস বাঙ্গালা পদ্যে এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

নাটকখানির রচনাকাল ঠিকভাবে নির্ণীত হইলে ইহা শ্রীচৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে কত দূর প্রামাণিক, তাহা স্থির করা সহজ হইবে। এই নাটকের রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণ ও নির্ণয়সাগর প্রেসের সংস্করণের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আছে,—

শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরো হরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলা-
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥

এই শ্লোক দেখিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনাকারিগণ স্থির করিয়াছেন যে, গ্রন্থখানি হয় ১৪৯৪ শকে অর্থাৎ ১৫৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে; নয় ১৪০৭+৯৪=১৫০১ শকে বা ১৫৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে। থিয়োডর অফ্রেট্ কোনরূপ কারণ না দেখাইয়া নাটক-রচনার কাল ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দ বলিয়াছেন (Catalogus Catalogorum, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৬)। এই তিনটী সিদ্ধান্তের কোনটীই নাটক-রচনার কাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কারণ, সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় যে রাজার বা ঘটনার উল্লেখ করিয়া নাটক অভিনীত হইতেছে বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহাকে সাধারণতঃ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রস্তাবনায় আছে যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যবিরহে শোকাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার শোক অপনোদন করিবার জন্য এই নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় (১।৪-৫)। এই প্রসঙ্গে প্রতাপরুদ্রের পরাক্রম ও ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে (১।৭)। প্রতাপরুদ্রের শোক অপনোদনের জন্য নাটক রচিত হইলে কর্ণপূর উহা ১৫৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই রচনা করিয়াছিলেন। কেন না, সকল ঐতিহাসিকের মতেই প্রতাপরুদ্র ১৫৪০-৪১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকে গমন করেন।

---

* সন ১৩৪২, ২৭এ শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১৫৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে রচিত গ্রন্থকারের চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের পূর্ব্বে নাটকখানি লিখিত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। নাটকের কোথাও মুরারি গুপ্তের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিত বা শ্রীচৈতন্যবিষয়ক অন্য কোন গ্রন্থের উল্লেখ নাই, অথচ চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে লিখিত আছে যে, তিনি মুরারির গ্রন্থ দেখিয়া লীলা বর্ণনা করিতেছেন। উক্ত মহাকাব্যের সহিত নাটকখানি আমি মিলাইয়া পড়িয়াছি। তাহার ফলে দেখিতেছি যে, নাটকে কবির নিজের পিতার কথা যথেষ্ট আছে (৮।৫৭, ১০। ১, ১০।৩, ৯।৯-১২, ৯।৩১ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মহাকাব্যে পিতার কথা যৎসামান্য আছে (১৩।১২৭, ১২৮ ; ১৪।১০০-১০২ ; ২০।১৭-১৮ দ্রষ্টব্য)। ১৫৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে যে তিনি নিজের পিতার সহিত শ্রীচৈতন্যের সম্পর্কবিষয়ক ঘটনাগুলি জানিতেন না, এমন হইতে পারে না। তবে মহাকাব্যে এ বিষয়ে এত কম লিখিলেন কেন? তাহার কারণ এই হইতে পারে যে, নাটকখানি মহাকাব্য রচনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিত এবং নাটকে এই বিষয়ে সব কথা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং মহাকাব্যে আর উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নাটকে শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-জীবনের সম্বন্ধে তথ্য বা সংবাদ খুব কমই আছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-গমনের পূর্ব্ব-জীবনের যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি ভ্রম আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নাটকে আছে, নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পর অদ্বৈতের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্য সহ আসেন এবং অদ্বৈতকে জিজ্ঞাসা করেন,—"ভো অদ্বৈত! নবদ্বীপে কশ্চিৎ প্রহিতোঽস্তি?"—"অদ্বৈত! নবদ্বীপে কাহাকেও পাঠান হইয়াছে কি?" মুরারির গ্রন্থে (৩।৪।৪-১০) আছে, শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দ আসিয়া শচীগৃহে ভোজনাদি করিয়া, পরদিন সকলকে লইয়া শান্তিপুরে গিয়াছিলেন। মুরারির এ সম্বন্ধে ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ সম্বন্ধে যে সমস্ত সংবাদ দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই সত্য ; কেন না, তিনি নিত্যানন্দের নিকট সব শুনিয়াছিলেন। তিনিও নিত্যানন্দের নবদ্বীপ আগমনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন (চৈতন্যভাগবত—পৃঃ ৩৭৪-৩৭৬, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত দ্বিতীয় সংস্করণ)। সুতরাং এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের বিবরণ ভ্রান্ত। কর্ণপূর মহাকাব্য লিখিবার আগে মুরারির গ্রন্থ পড়িয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। সেই জন্য মহা-কাব্যে (১১।৬৩-৬৪) নিত্যানন্দের নবদ্বীপগমন ও শচী সহ ভক্তগণকে শান্তিপুরে আনয়ন বর্ণনা করিয়াছেন। মহাকাব্য ১৫৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই। যদি চন্দ্রোদয় নাটক ১৫৭২-৭৩ বা ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইত, তাহা হইলে প্রথমে মহাকাব্যে সত্য বিবরণ বলিয়া, ৩০ বা ৩৭ বৎসর পরে কর্ণপূর তাহার বিরুদ্ধে বিনা কারণে মিথ্যা বর্ণনা করিতেন না। সেই জন্য বলিতে হয়, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের পূর্ব্বে লেখা এবং মুরারির গ্রন্থ পড়িবার পূর্ব্বের রচনা। নবদ্বীপলীলা বিষয়ে কর্ণপূর যদি মুরারির গ্রন্থ পড়ার পূর্ব্বে কিছু লেখেন, তবে তাঁহার ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। কেন না, এই বিষয়ে তাঁহার নিজের বা তাহার পিতার ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল না। কিন্তু নীলাচললীলা বিষয়ে শিবানন্দ সেনের উক্তি খুব প্রামাণিক।

কেন না, তিনি শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষ হইতে প্রতি বার নীলাচলে যাইতেন। কর্ণপূরও পরবর্ত্তী সময়ে নীলাচলে যাইতেন। নাটকে (১।৭৬-৭৯) মুরারি সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা মুরারি স্বগ্রন্থে (২।১৪।১২-২৩) বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারির নিজের সম্বন্ধে ঘটনা বিষয়ে তাঁহার নিজের উক্তির অপেক্ষা বড় প্রমাণ অন্য কিছু হইতে পারে না। সুতরাং এ স্থানেও নাটকে ভ্রান্ত তথ্য দেওয়া হইয়াছে। মহাকাব্যে (৫।১৬-২১) কর্ণপূর এই ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন।

মনে হয়, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের কালবাচক শেষ শ্লোকটী গ্রন্থকারের রচিত নয়। কেন না, গ্রন্থকার সাধারণতঃ "কতমস্য বক্ত্রাৎ" (কোন ব্যক্তির মুখ হইতে) এরূপ বাক্য প্রয়োগ করেন না। উক্ত শ্লোকের "আবিরভবৎ" শব্দের মুখ্যার্থ—প্রকাশিত হইয়াছিল, রচিত হহইয়াছিল নহে। সেই জন্য অনুমান হয়, ভরতবাক্য বা মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ন্যায় এই শ্লোকটী অভিনেতৃবর্গের পক্ষ হইতে প্রথম কথিত হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তী কালে উহা নাটকের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।* নাটকের অন্তে দ্বিতীয় শ্লোকে (নির্ণয়সাগর সংস্করণের ২০৩ পৃঃ) গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"বালেন যেয়ং ময়া"। ১৫৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণপূরের বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশের উপর হইয়াছিল। বৈষ্ণবেরা নানারূপে দৈন্য প্রকাশ করেন জানি; কিন্তু পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়সের লোক নিজেকে বালক বলিয়া বিনয় প্রকাশ করেন না। এই সব কারণে আপাততঃ সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।†

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

দানকেলিকৌমুদীর কালনির্ণয়‡

শ্রীরূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী ভাণিকার শেষে আছে,—

"নান্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্ম্মিতা।
গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে॥"

মনুশতের অর্থ ১০০০, কিন্তু গোল বাধিয়াছে "চন্দ্রস্বর" লইয়া। চন্দ্র ১, স্বর অর্থ সাতও হয়, তিনও হয়। পূর্ব্বে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্বর অর্থে ৭ ধরিয়া ১৪৭১ শকাব্দ নাটক রচনার কাল নিরূপণ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় তাঁহার এসিয়াটিক সোসাইটির কাব্যগ্রন্থের বিবরণে (১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, ২৭০পৃঃ) স্বর অর্থে তিন ধরিয়া ১৪৩১ শক উহার রচনার কাল

---

* এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তিকৃত ভরতবাক্য-বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য (**Ind. Hist. Quart.** ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৯)।

† নাটকের শ্লোকসংখ্যা প্রভৃতি রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের সংস্করণ হইতে দেওয়া হইয়াছে।

‡ [illegible] ১৩৪২, ২৭এ শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ১৪৩১ শক রচনার কাল হইতে পারে না; কেন না, তখন শ্রীচৈতন্যের বয়স ২৪ বৎসর, এবং কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় ও চৈতন্যচরিতামৃত'এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষের পূর্ব্বে শ্রীরূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই এবং শ্রীরূপ বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী নান্দীশ্বরে যান নাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে পদ্যাবলীর যে সুন্দর সংস্করণ করিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় তিনি দেখাইয়াছেন যে, ১৪৭১ শকে এই ভাণিকা রচিত হইতে পারে না। কেন না, ১৪৬৩ শকে রচিত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"তে ইহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (পদ্যাবলীর ভূমিকা, ৫২পৃঃ)। তিনি 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' মানেন নাই এবং ভাণিকার রচনার কাল ১৪১৭ স্থির করিয়াছেন। ১৪১৭ শকে শ্রীচৈতন্যের বয়স মাত্র দশ বৎসর হয়। সেই সময়েই শ্রীরূপ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নান্দীশ্বরে বাস করিতেছিলেন বলিলে সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। আর ঐ ভাণিকা যে বৃন্দাবনের আবহাওয়াতেই রচিত, তাহার প্রমাণ ঐ গ্রন্থমধ্যেই আছে। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড প্রভৃতি যে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা বা তাঁহার আদেশে রূপ ও সনাতনের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাণিকার কয়েকটী ঘটনা কুণ্ডতটে ঘটান হইয়াছে। সেই জন্য ইহা ১৪১৭ শকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মানিতে পারিলাম না। ডক্টর দে মনে করেন, ভাণিকায় শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্কার নাই; সে জন্য ইহা রূপসনাতনের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে রচিত। আমি অনুমান করি যে, ইঙ্গিতে শ্রীচৈতন্যের প্রতি নমস্কার ভাণিকার মঙ্গলাচরণে আছে। যথা,—

নামাকৃষ্টরসজ্ঞশীলেনোদ্দীপয়ন্ সদানন্দম্।
নিজরূপোৎসবদায়ী সনাতনাত্মা প্রভুর্জয়তি ॥

"সনাতনাত্মা"র এক অর্থ—"সনাতনো নিত্য আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য"; অন্য অর্থে "সনাতনো নাম আত্মা দেহো যস্য সঃ।" উভয় অর্থেই শ্রীচৈতন্যকে বুঝাইতেছে, বিশেষতঃ নামাকৃষ্ট শব্দ দ্বারা শ্রীচৈতন্য পক্ষে অর্থ স্পষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। অতএব মনে হয় যে, শ্রীচৈতন্যের জীবনকালেই এই ভাণিকা রচিত হইয়াছিল। তিনি পছন্দ করিতেন না যে, তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান্ বলেন। সেই জন্য দ্ব্যর্থবাচক শব্দ প্রয়োগ করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য ও সনাতনকে প্রণাম করিয়াছেন।

এই অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে দেখা যাউক, ভাণিকার রচনাকাল কবে হইতে পারে। আমি অনুমান করি, 'গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে' স্থানে শ্রীরূপ লিখিয়াছিলেন—"গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রশরসমন্বিতে"। "শর" লিপিকরপ্রমাদে 'স্বর' হওয়া বিচিত্র নহে। "শর" অর্থে পাঁচ; সুতরাং তারিখ ১৪৫১ শক অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের চারি বৎসর পূর্ব্বে। এই অনুমান যদি যথার্থ বিবেচিত হয়, তাহা হইলে শ্রীরূপের নান্দীশ্বরে বাসের পরেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল স্থির হয় এবং ১৪৬৩ শকের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাণিকার শ্লোক উদ্ধৃত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গলের রচনার কাল*

কিছুদিন হইল, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীতে বলরাম কবিশেখর-রচিত বিদ্যাসুন্দরের একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। তাহার ভূমিকায় তিনি অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে কৃষ্ণরাম দাসরচিত বিদ্যাসুন্দরের একখানি পুথি আছে। ইহাতে গ্রন্থকার সঙ্কেতে এই পুস্তকের রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিন্তাহরণ বাবু তাঁহার কালিকামঙ্গলের ভূমিকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া লিখিয়াছেন,—"যে সঙ্কেতে কবি নিজের কাব্যের সূচনা করিয়াছেন, তাহা ভেদ করা আমাদের ক্ষমতার অতীত। তবে অরং সাহা (আওরঙ্গজেব) ও সারিস্তা খাঁ (সায়েস্তা খাঁ), এই দুই জনের উল্লেখ হইতে তাঁহার অবির্ভাবকালের অনুমান করা যাইতে পারে।" শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের (পঞ্চম সংস্করণ) ৪৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"১৬৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি (কৃষ্ণরাম দাস) এক দিবস জনৈক গোয়ালের ঘরে রজনী অতিবাহিত করেন। সেই রজনীতে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে চড়িয়া দক্ষিণরায় নামক সুন্দরবনবাসী দেবতা তাঁহাকে তৎসম্বন্ধীয় কাব্য রচনা করিতে স্বপ্নে আদেশ দেন, আমরা রায়মঙ্গল হইতে সেই অংশ পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছি। এই কাব্যরচনার পর কবি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, ইহা তাঁহার কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণরাম কবির বিদ্যাসুন্দরের যে হস্তলিখিত পুথি পাইয়াছেন, তাহা ১১৫৯ সালে লেখা। এই পুথি নকল করিবার সময়ও ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রচনা শেষ হয় নাই;—সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের কাব্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।"

আমরা এক্ষণে কৃষ্ণরামের "কালিকামঙ্গলে"র সঙ্কেত হইতে সময় নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিব। কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন,—

অরংসাহা ক্ষিতিপাল রিপুর উপরে কাল
রামরাজা সর্ব্বজনে বলে।
নবাব সারিস্তা খাঁ আদি করি সাতগাঁ
বহু সরকার করতলে॥
সারসা সানের নেত্র ভীমাক্ষি বর্জ্জিত মিত্র
তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম রচনাতে কহিলাম
বুঝ সকল বিচারিয়া সভে॥

অরংসাহা যে সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না এবং সারিস্তা খাঁ শায়িস্তা খাঁর অপভ্রংশ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যখন নবাব শায়িস্তা খাঁ

* সন ১৩৪২, ২৬এ শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালার সুবাদার, তখন ইহা রচিত হইয়াছিল। এখন দেখা যাউক, সঙ্কেত হইতে আমরা কি স্থির করিতে পারি। "সারসা সানের নেত্র" এই কথাটী হইতে আপাততঃ কিছুই বোধগম্য হয় না। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, শায়িস্তা খান লিপিকরপ্রমাদে "সারসা সানে" পরিণত হইয়াছে। শায়িস্তা খাঁর এক চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং 'সারসা সানের নেত্র' ইহার অর্থ 'এক'। "ভীমাক্ষি বর্জ্জিত মিত্র" এই কথায় "ভীমা" শব্দের অর্থ কালী; তাঁহার তিনটী নেত্র, সুতরাং ভীমাক্ষি বলিতে বুঝা যায় "তিন"। মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য্য; দ্বাদশ সূর্য্য হইতে সহজেই অনুমিত হইবে, "মিত্র" শব্দে বার (১২) সূচনা করিতেছে। সুতরাং 'ভীমাক্ষিবর্জ্জিত মিত্র' অর্থে ১২—৩=৯ নয়। "তেজিয়া ঋষির পক্ষ" এই কথায় ঋষি শব্দে সাত বুঝাইতেছে এবং পক্ষ শব্দে দুই বুঝাইতেছে। ঋষির পক্ষ ত্যাগ করিলে ৭—২=৫ পাঁচ হয়। "বিধুর মধুর ধাম" বাক্যে বিধু শব্দের অর্থ এক। এখন আমরা পাইতেছি, এক, নয়, পাঁচ, এক। অঙ্কস্য বামা গতিঃ। সুতরাং ১৫৯১ শক অর্থাৎ ১৫৯১+৭৮বা ৭৯=১৬৬৯ বা ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ এই গ্রন্থরচনার কাল পাইলাম। আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, শায়িস্তা খাঁ ১৬৬৪ হইতে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রথম বার এবং ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৯খ্রীঃ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন।* অতএব শায়িস্তা খাঁর প্রথম বার বাঙ্গালা শাসনকালেই কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সুধীগণ আমার এই কালনিরূপণ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলে সুখী হইব।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

---

* ৺নিখিলনাথ রায়—মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২৪৫ পৃষ্ঠা।

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু—দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১ম খণ্ড। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—ডাকার্ণব। কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং ও পাবলিশিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত। নূতন লব্ধ পুথি অবলম্বনে পরিষৎ-প্রকাশিত 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র অন্তর্গত ডাকার্ণবের অভিনব সংস্করণ, তিব্বতী অনুবাদ ও সংস্কৃত ছায়া সহ এই গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

মুহম্মদ এনামুল হক্ ও আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ—আর্‌কান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য। কোহিনূর লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আর্‌কান প্রদেশে বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকগণের দান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুহম্মদ এনামুল হক্—চট্টগ্রামী বাঙ্গালার রহস্যভেদ। চট্টগ্রামের কোহিনূর লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে চট্টগ্রামের চলিত ভাষার ব্যাকরণ আলোচিত হইয়াছে এবং সংক্ষিপ্ত নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (ষষ্ঠ সংস্করণ)। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন—দাদূ। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। প্রসিদ্ধ সাধক দাদূর জীবনবৃত্তান্ত, সাধনা ও উপদেশের বিস্তৃত আলোচনা।

প্রবন্ধ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পদকর্ত্তা দাস রঘুনাথ ও নৃপ রঘুনাথ। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪২, পৃঃ ১১২-১৬। রঘুনাথ দাস ও নৃপ রঘুনাথের কাব্যালোচনা ও পরিচয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—চণ্ডীদাস কি তিনজন ছিলেন? বঙ্গশ্রী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৪০৭-১৩। বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাস, এই তিন জনের কাব্যালোচনা ও পরিচয়।

মুহম্মদ এজ্‌হারুল ফয়েজ—চট্টগ্রামের পল্লীগান। মাসিক মোহাম্মদী, আষাঢ়' ৪২, ৬৪৩-৬৪৮। দেশের সংস্কৃতির উপর এই পল্লীগানের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা।

শ্রীঅনাথনাথ বসু—বাংলা শিখাইবার প্রণালী। প্রবাসী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ১৯-২৪।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—চণ্ডীদাসচরিত। প্রবাসী, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৩০৯-৩২৬। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও রামীর জীবনবৃত্তান্ত-বিষয়ক কৃষ্ণসেন-রচিত শতবর্ষ পূর্ব্বের একখানি প্রাচীন গ্রন্থের পুথির বিস্তৃত বিবরণ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—*A Roman Alphabet for India. Journal of the Department of Letters*। ২৭শ খণ্ড। ভারতীয় ভাষা-লিখনে রোম্যান অক্ষর প্রবর্ত্তনে সুযোগ-সুবিধার আলোচনা।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—ত্রিপুরা আগরতলায় গীতচন্দ্রোদয়। বঙ্গশ্রী, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৬৭২-৬৭৬। নরহরি চক্রবর্ত্তিকৃত পদাবলী-সংগ্রহের প্রাচীন গ্রন্থ গীতচন্দ্রোদয়ের পুথির পরিচয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন—যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি। বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ৬১২-৬১৮।

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—বাংলা ভাষার এক দিক্। ভারতবর্ষ' ৪২, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯১৯-৯২১। বঙ্গভাষার অক্ষরসংযোগ-সমস্যা ও তাহার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস—রজত-জয়ন্তী—ভারতসাম্রাজ্যের পঁচিশ বৎসর (১৯১১—১৯৩৫)। ১৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বেঙ্গল জার্ণালস্ লিমিটেড্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সম্রাটের রাজত্বের বিগত পঁচিশ বৎসরে ভারতবর্ষের এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্পকলা, রঙ্গমঞ্চ, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিভাগে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে, বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে এই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় খণ্ড। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম দুই খণ্ডে যে সকল সংবাদ বাদ পড়িয়াছে, বর্ত্তমান খণ্ডে সেই সকল সংবাদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ

শ্রীকুমুদরঞ্জন সেন—উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য—প্রবাসী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৪-৯।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ—শম্ভুনাথ পণ্ডিত। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ৫৭৭-৫৮১, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৬৯৯-৭০৮। ইংরাজ আমলে কলিকাতার প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে প্রথম ভারতীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতের জীবনবৃত্তান্তের আলোচনা।

শ্রীমতিলাল দাশ—সেকালের আরজি। মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ২০৯-২১১। স্মৃতিশাস্ত্রে প্রাচীন কালের আরজির যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা।

শ্রীগোবিন মুখোপাধ্যায়—সাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী। মাসিক বসুমতী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৪৫-৪৬। গুজরাতের বারিয়ারাজ্যে ভাট-মুখে প্রচলিত মহম্মদ ঘোরীর কাহিনীর বিবরণ।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার—একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাজদ্রোহ ও ঐতিহাসিকের কৈফিয়ৎ। ভারতবর্ষ, আষাঢ় '৪২, পৃঃ ১৮ ২২। কৈবর্ত্তরাজ দিব্বোক-প্ররোচিত বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী—ত্রিপুরারাজ যশোমাণিক্য। ভারতবর্ষ, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৩২-৩৯। রাজমালা, বাহার-ই-স্তান ও কতকগুলি মুদ্রার সাহায্যে যশোমাণিক্যের রাজ্যকালের বিবরণ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—সে-যুগের স্ত্রীশিক্ষা—হিন্দু প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষ, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৯০-৯৭। উনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে হিন্দুদিগের কৃত কার্য্যের পরিচয়।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ৫৬৫-৫৭২, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৭৬৮-৭৫। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহাদের বৃত্তান্ত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কবি গোবিন্দদাস ঝা। ভারতবর্ষ, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৮০৮-৯। কবির পরিচয় ও কাব্যালোচনা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথব ন্দ্যোপাধ্যায়—১৯শ শতাব্দীর বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ। ভারতবর্ষ, বৈশাখ '৪২, পৃঃ ৭৫৭-৭৬৫। সরকারী দলিল-পত্র, দেশী সাহিত্য, বিদেশী সাহিত্য ও পুরাতন সংবাদপত্র এই বিষয়ে কিরূপ সাহায্য দান করিতে পারে, তাহার আলোচনা।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—শতবর্ষ পূর্ব্বের বাংলার শর্করাশিল্প। প্রবাসী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৭২-৭৪।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়—প্রাচীন তোসলীর স্থাননির্ণয়। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ১৭৮-১৮২। এই প্রবন্ধে মেঘেশ্বরের শিবমন্দিরের সমীপবর্ত্তী শিশুপাল নামক গ্রামকে প্রাচীন তোসলী বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

শ্রীকালীপদ মিত্র—প্রাচীন ভারতে উৎসব। পরিচয়, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৫৩৪-৫৪৫। পালিগ্রন্থ অবলম্বনে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য—হিন্দুর সামাজিক ইতিহাসের এক দিক্। ভারতবর্ষ' ৪২, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৮৪১-৮৫১। বৈদিক যুগে হিন্দুর জীবনযাত্রার বৃত্তান্ত ও তাহার ক্রমপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী—আমেরিকা আবিষ্কার। ভারতবর্ষ' '৪২, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৯৪৪-৯৫৯। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত পাতাল ও বর্ত্তমান আমেরিকা অভিন্ন; খৃঃ-পূঃ ১৩০০০।১৪০০০ বৎসর পূর্ব্বেও এসিয়াবাসিগণ আমেরিকায় যাতায়াত করিতেন, ইহাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

দর্শন

গ্রন্থ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত-তীর্থ—মধুসূদন সরস্বতীকৃত ভক্তিরসায়ন, বঙ্গানুবাদ সহ। ২১এ গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোড্ হইতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রবন্ধ

শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী—তথাগতের সাধনার একটী দিক্। প্রবাসী, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৩৩৪-৩৩৯। তথাগত মনোবিজ্ঞানকেই ধর্ম্মের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—উপনিষদের ব্রহ্ম। ভারতবর্ষ' ৪২, বৈশাখ, পৃঃ ৬৬৫-৬৭১।

হুমায়ুন কবির—ইমানুয়েল কাণ্ট। পরিচয়, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৫১১-৫৩৩। দর্শন-শাস্ত্রে কাণ্টের মতবাদের আলোচনা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—মানবের নিয়তি। পরিচয়, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৫৬০-৫৭৫। সোঽহং-সিদ্ধিই মানবের উচ্চ নিয়তি, এই কথাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

বিজ্ঞান

গ্রন্থ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—গণিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নবগঠিত পরিভাষা-সমিতির সভ্যগণকর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও বিচারিত গণিত-বিষয়ক পরিভাষা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সংগৃহীত হইয়াছে।

প্রবন্ধ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন—মেঘদূতে আবহতত্ত্ব। ভারতবর্ষ, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ১-৯।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—রূপদর্শন। বঙ্গশ্রী, বৈশাখ' ৪২, পৃঃ ৪২৪-৪৩৩। শিল্প বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন আদর্শ নির্দ্দেশ।

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য—প্রাচীন ভারতে নৃত্যকলা। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ৫৫১-৫৫৯।

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু—মণিপুরের কোম ও চিরু জাতি। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ' ৪২, পৃঃ ১৮২-১৮৮। জাতিতত্ত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বিজ্ঞানের পরিভাষা। প্রবাসী, আষাঢ়' ৪২, পৃঃ ৩৬২-৩৬৭। বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের বঙ্গানুবাদ রচনা বিষয়ে কোন্ পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে কতকগুলি শব্দের অনুবাদের নমুনা দেওয়া হইয়াছে।

একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার কেটি, সি আই ই মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে আজীবন-সদস্য, সহায়ক-সদস্য ও সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচনের পর একচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ, আয়ব্যয়-বিবরণ ও ব্যালেন্স-শীট এবং দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ গৃহীত হয়। তৎপরে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ-নির্ব্বাচন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভানির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে পর সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় নিম্নপ্রদত্ত অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর কয়েক জন সাহিত্যিক ও সদস্যের পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপন ও তাঁহাদের জন্য শোকপ্রকাশের পর অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।]

সভাপতির অভিভাষণ

এই দেশপ্রিয় ভারতবিশ্রুত পরিষদের নেতৃত্বে বরণ করিয়া আপনারা আমাকে যে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহাতে আমি কৃতার্থ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি এই পদকে আত্মগৌরবের উপকরণ বলিয়া গণ্য করি না, কর্ত্তব্যের কঠিন আহ্বান বলিয়া—দেশের প্রকৃত সেবার সুযোগ বলিয়াই, আপনাদের এই আজ্ঞা মাথায় তুলিয়া লইলাম। আজকালকার অবস্থার মধ্যে যদি বঙ্গদেশের, বঙ্গভাষাভাষীদের স্থায়ী উপকার করা সম্ভব হয়, তবে তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের ভিতর দিয়াই হইবে। লোক-শিক্ষা-বিস্তার, জ্ঞানের ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে প্রসারণ, সমাজের শ্রেণীগুলির, ধর্ম্মসম্প্রদায়-গুলির মধ্যে মিলনবন্ধন, গঠনশীল কর্ম্মের ভিতর দিয়া—শুধু কথার ফাঁকা আওয়াজ বা ব্যর্থ সমালোচনার দ্বারা নহে—দেশসেবকদের শক্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া, ভবিষ্যতের সোনার বাঙ্গালা গড়িয়া তোলা আমাদের সামনে একমাত্র কাজ। এ কাজ আমাদের মাতৃভাষার লেখকগণ যেমন করিতে পারিবেন, অন্য কোন দলই তেমন পারিবেন না। সুতরাং বঙ্গের সমস্ত বিক্ষিপ্ত সাহিত্য-চেষ্টার কেন্দ্র হইবে, এই আদর্শ লইয়া যে প্রতিষ্ঠানটি সম্পৎ, বিপত্তি, গৌরব ও শক্তিহীনতা, অর্থাভাব ও স্বচ্ছলতার ভিতর দিয়া আজ ৪১ বৎসর ধরিয়া মাথা খাড়া রাখিতে পারিয়াছে, তাহার জীবনব্রত বঙ্গের পক্ষে অতি মহার্ঘ মূলধন,—সে প্রতিষ্ঠান দেশের নিকট অবহেলার সামগ্রী হইতে পারে না। এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কত কত জ্ঞানী-গুণী, সুধী-কর্ম্মী ইহার আজীবন সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখন অমরধামে, তাঁহাদের স্মৃতি আজ এই পুণ্যদিনে মনে আসে - রমেশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ ও ব্যোমকেশ ইহাকে লালন করিয়াছেন, দাঁড় করাইয়া দিয়া গিয়াছেন; কাশিমবাজারের মহারাজ ৺মণীন্দ্রচন্দ্র, পরলোকগত স্যর রাসবিহারী ঘোষ, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রভৃতি দাতৃগণ রুধির দিয়া ইহার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। লালগোলার বর্ত্তমান অধিপতি মহারাজা শ্রীযুত যোগীন্দ্রনারায়ণকেও সেই সঙ্গে স্মরণ করি। আরও কত কত সেবক এই ৪১ বৎসরে নীরবে ইহার কাজ করিয়াছেন, তাহা বলিলাম না; আপনারা তাঁহাদের জানেন।

এই উপলক্ষে জীবিতের নাম উল্লেখ করিবার প্রথা নাই। কিন্তু এক জনের নাম না করিলে আমার পক্ষে অন্যায় হইবে। আমাদের ঋষিতুল্য জ্ঞানবৃদ্ধ, যশোগরিষ্ঠ আচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র অশেষ কর্ম্মের মধ্যে, শারীরিক ক্লান্তি সত্ত্বেও এই পরিষদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন নাই; সভাপতি হইয়া আমাদের উৎসাহিত, বলিষ্ঠ করিয়া আসিয়াছেন। শরীর একেবারে অসমর্থ হওয়াতেই তিনি এ বৎসর হইতে অবসর লইলেন। তিনি চিরকুমার, কিন্তু বঙ্গীয়—বঙ্গীয় কেন, সমগ্র ভারতীয় যুবক-সম্প্রদায়কে পোষ্য লইয়াছেন। আর, আমরা যখনই পোষ্যপুত্রের উপযুক্ত যে আব্দার করিয়াছি, তাহা তিনি তাঁহার নামসদৃশ প্রফুল্ল বদনে মানিয়া লইয়াছেন, পিঠে দুই চাপড় মারিয়া সহী করিয়াছেন। আমরা সকল প্রকার সাহায্যই তাঁহার নিকট পাইয়াছি। পরিষদের কাজে তাঁহার নিকট গিয়া অনেকবার এ দৃশ্য আমি দেখিয়াছি। তিনি এ বৎসর হইতে আমাদের মধ্যে কায়িক উপস্থিত হইতে পারিবেন কম, কিন্তু তাঁহার পিতৃস্নেহ আমাদের মাথার উপর সমান জ্যোতিঃ বিস্তার করিবে—আরও বহু বর্ষ ধরিয়া করুক, এই প্রার্থনা পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে জানাইতেছি।

আর একটি কথা বলা কর্ত্তব্য। আমাদের কার্য্য-নির্ব্বাহকগণের অনেকে কঠোর দৈনিক পরিশ্রমের পর, প্রত্যহ সন্ধ্যায় ২।৩ ঘণ্টা করিয়া পরিষদ্-মন্দিরে উপস্থিত থাকিয়া অফিসের হিসাব পরীক্ষা ও অন্যান্য কাজের তত্ত্বাবধান করিয়া, যাহাতে পত্র বা উত্তর প্রেরণে বিলম্ব না হয় অথবা টাকা বাঁচে, সে দিকে সদা-সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাহা ভিন্ন অনেক শিক্ষিত যুবক কর্ম্মী দিনের পর দিন নীরবে অক্লান্ত অবৈতনিক শ্রম করিয়া, নানা বিভাগে ইহার কাজে সাহায্য করিতেছেন, ইহার উপকারিতা বাড়াইতেছেন। তাঁহাদের অনেকেরই আবার নির্ব্বাচিত কর্ম্মাধ্যক্ষ-পদের যে একটু মর্য্যাদা, তাহা পর্য্যন্ত নাই। তাঁহারা আমাদের সভার মাঝে অজ্ঞাত অখ্যাত রহিয়াছেন। এই দৃশ্য আমাকে বড়ই আশান্বিত করিয়াছে। যে প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের নিকট হইতে এরূপ অর্থ-যশোনিস্পৃহ আরামবিমুখ আন্তরিক সেবা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা ধন্য, তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয় নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সেই মহাজাতির বলের ও অতুলনীয় উন্নতির প্রধান ভিত্তি—অগণিত অবৈতনিক রাজকার্য্যে, সমাজসেবায় দেশবাসীর আগ্রহ ও আত্মনিয়োগ।

ফলতঃ আমি গত কয়েক মাস হইল, এই পরিষদের দৈনিক কার্য্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়া বুঝিয়াছি যে, আমাদের এই সহায়কগণ মানিয়া লইয়াছেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি বাণীপূজার, দেশের ও সঙ্ঘের সেবার মন্দির মাত্র;—অর্থের জন্য, নামের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মল্লভূমি নহে। ঐ শ্রেণীর পুরস্কারে যাঁহাদের লালসা, তাঁহাদের জন্য বার্-লাইব্রেরী খোলা আছে, রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ খোলা আছে—কোন কোন (নাম নাই বা করিলাম) ইলেকশন-বোর্ড খোলা আছে। কিন্তু আমাদের এই সরস্বতীর নিত্যপূজার প্রাঙ্গণে তাঁহারা যদি শোভাযাত্রা আনেন, কনুই মারিয়া ঠেলাঠেলি করেন, তবে কাহারই লাভ হইবে না, বরং দেশের স্থায়ী কাজে ক্ষতি হইবে।

কোন ব্যক্তির অভিপ্রায় বুঝিতে হইলে একটা অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করা যায়,—যেমন এসিড দ্বারা ধাতুর নিশ্চিত পরীক্ষা হয়। আমরা প্রশ্ন করিতে পারি,—"লোকটি এই কাজ

করিয়া কি অর্থ লাভ করিতেছে?" এই পরীক্ষার দ্বারা আপনারা জানিতে পারিবেন যে, আমাদের এখনকার কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ও কমিটির সদস্যগণ পূর্ব্বের মতই অবৈতনিক; তাহার উপর তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থ-সম্পাদক হিসাবে নিজ প্রাপ্য শত শত টাকা পরিষদ্‌কে দান করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও উচ্চ অধ্যাপকের অভাব নাই, তাঁহারা যদি প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা এই মন্দিরে ওভার-টাইম কেরানীর মত না খাটিয়া, ঘরে বসিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতেন বা গৃহশিক্ষকের কাজ লইতেন, তবে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। ভক্তকবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

দাও মা আমায় তবিলদারী
আমি নিমকহারাম নই, শঙ্করী!

আমাদের এই ভারতীমাতার তবিলদারী যে শঙ্করীর তবিলদারী হইতে আরও কঠিন; এটা শুধু অনাহারী কাজ নহে, আমাদের তবিলদারগণ—অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেণীর অবৈতনিক সহায়কগণ—গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া আমাদের কাজ করিতেছেন। এই সত্য বিস্মৃত হওয়া কি আমাদের উচিত?

তাই আজ আমাদের কার্য্যারম্ভে আপনাদের নিকট আমার আগ্রহের সহিত নিবেদন যে, যদি কেহ নিজের বা বন্ধুর নির্ব্বাচন না হওয়াতে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন, তবে তাহা ভুলিয়া যান, পরিষদ্‌কে দেশসেবার মন্দির জানিয়া পূর্ব্বের মতই অন্যান্য বিবিধ পথ দিয়া ইহার কাজে সাহায্য করিতে থাকুন, বিবাদ-বিতণ্ডার ক্ষণিক প্রবৃত্তিও মন হইতে দূর করুন। যেন আমরা বৎসর ধরিয়া বলিতে পারি,—

বিরোধো বিশ্রান্তঃ প্রসরতি রসো নির্ব্বৃতিঘনঃ।

বিরোধ শেষ হইল, চারিদিকে গভীর নির্ব্বৃতিরস নিজ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। কারণ, মনে রাখিবেন যে, পরিষদের বড় দুর্দ্দিন পড়িয়াছে, এ দিনে আমাদের বড়ই আবশ্যক—পরিষদের সর্ব্বশ্রেণীর শুভাকাঙ্ক্ষীর অন্তরের মিলন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ইহার একনিষ্ঠ সেবা। গত ৪১ বৎসরে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু কলেবর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই কয়েকটি সমস্যা অতি জটিল আকারে আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রধানতঃ এই সমস্যা আমাদের আবাসগৃহ ও আয় লইয়া।

পরিষদ্-মন্দিরে অনেক অমূল্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা হস্তলিপি আছে, অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান্ ছাপান বই—বিশেষতঃ ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর ও রমেশ দত্তের প্রাণের প্রিয় পুস্তকসংগ্রহ এখানে আশ্রয় পাইয়াছে। আর রমেশভবনের কলাদ্রব্য, প্রত্নতত্ত্বের উপকরণ প্রভৃতিও প্রচুর। সুতরাং এখানে প্রত্যহ বৈকালে এত পাঠক একত্র হন যে, তাঁহাদের সকলকে বসিবার স্থান দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। এটা আমাদের প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা ও জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইলেও, আমাদের লজ্জার কথা বলিতে হইবে।

আর একটি লজ্জার কথা এই যে, মহিলাদের পড়িবার, এমন কি, বসিবার জন্যও একটি পৃথক্ কুঠুরি দিতে পারিতেছি না। এখন আমাদের কন্যাগণ উচ্চ-শিক্ষালাভে, বাঙ্গালার ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চায় পুরুষগণ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে, তাহাদের মধ্যে কেহ-না-

কেহ মুক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম পদ অধিকার করিতেছে, এ দৃশ্য এখন প্রায়ই দেখিতেছি। তাহারা কি আমাদের পরিষদের মহাভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে? মনে রাখিবেন যে, বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ মৌলিক গবেষণা—যেমন ডক্টরেট ডিগ্রীর গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে, আমাদের গ্রন্থাগারের সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের অনেক পুথি জগতের অন্যত্র পাওয়া যায় না। যদি কোন সদাশয় মহাত্মা সাত হাজার টাকা দান করেন, তবে তাঁহার মাতার নামে একটি নারী-পাঠপ্রকোষ্ঠ গঠন করিতে পারি। তথায় এক জন অতিরিক্ত ভৃত্য থাকিবে। তৃতীয়তঃ আমাদের দুঃস্থ-সাহিত্যিক-সাহায্য-ভাণ্ডারের পরিমাণ বড়ই কম। আপনারা সকলেই দেশের দশা জানেন—বাণীসেবকের অবস্থা জানেন, কবির মর্ম্মক্রন্দন জানেন—

হায়, মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই যে দরিদ্র হবে।

সুতরাং তাঁহাদের দুঃস্থ পরিবারদের সাহায্য করা এই পরিষদের একটি কর্ত্তব্য বলিয়া বহুদিন স্বীকৃত হইয়াছে। এখন যদি আরও তিন-চার হাজার টাকা ইহার মূলধনে যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তবে বড়ই উপকার হইবে; ইহার ফল অনেক যোগ্য বিধবা বা শিশু ভোগ করিবে।

এ বৎসর বহু কষ্টে আমরা আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি। কিন্তু গত ১৫ বৎসরের আয়-সঙ্কোচের ফলে আমরা স্থায়ী তহবিল, অর্থাৎ বিপদের দিনের জন্য পুঁজী হইতে পৌনে আট হাজার টাকা ঋণ করিয়াছি। ফলতঃ সেই পরিমাণ মূলধন বাৎসরিক সাধারণ ব্যয়ে অতিরিক্ত খরচ হইয়া গিয়াছে। এই ঋণ শোধ দিবার জন্য অনেক চিন্তা ও চেষ্টা আবশ্যক, তাহা আমরা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতেছি।

একটি অল্পব্যয়-সাপেক্ষ, কিন্তু বড় উপকারী কাজ চারি শত টাকার জন্য পড়িয়া আছে; সেটি পরিষদের শ্রেণীবদ্ধ গ্রন্থতালিকা মুদ্রণ। এ কাজটি করিতে পারিলে এই যে দেড় শত পাঠক প্রত্যহ এখানে পড়েন, শুধু তাঁহাদের উপকার হইবে, এমন নহে—মফঃস্বলের সদস্যগণ এই তালিকার সাহায্যে পরিষদ্ হইতে পূর্ণমাত্রায় জ্ঞানপিপাসা মিটাইতে পারিবেন। বাহিরের পণ্ডিতসমাজও আমাদের ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য জানিয়া আশ্চর্য্য হইবেন। এই দানটি সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতেছি।

গত বর্ষে কয়েকটি দিকে পরিষদ্ নূতন কাজ করিয়াছে। তাহা আপনাদের সন্তোষের কারণ হইবে। (১) এখন আমাদের গ্রন্থ-বিক্রয়ের আয় বার শত টাকার অধিক হইতেছে। পনর বৎসর পূর্ব্বে তিন-চার শত মাত্র ছিল, (২) পরিষদের সম্পত্তির একটা ব্যালান্স-শীট এবার সর্ব্বপ্রথম প্রস্তুত হইল। ইহাতে সকল সদস্য এবং বাহিরের জগৎ আমাদের অবস্থা নখদর্পণে দেখিতে পারিবেন, (৩) স্থায়ী তহবিল ও অস্থায়ী সাধারণ আয় পৃথক পৃথক্ স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা, (৪) আমাদের বাড়ীর জল-নির্গমের পয়ঃপ্রণালী গঠন, পানীয় জল

আনয়ন, শৌচাদির জন্য বিজ্ঞানসম্মত গৃহ (পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক্ পৃথক্) নির্ম্মাণ এই বৎসর শেষ হইল। এজন্য কার্য্যনির্ব্বাহকগণ আমাদের ধন্যবাদার্হ।

পরিষদ্ সম্বন্ধে এত কথা বলিবার আছে যে, এখন আমি সময়াভাবে সাহিত্য বিষয়ে ইঙ্গিত মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইতেছি। আমরা এতদিন ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দিক্ দিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আজ বঙ্গদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালা ভাষা অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে রাজাসন পাইয়াছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য যে, প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে নবীন যুগের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টি করা, নব্য-জ্ঞান-বিস্তার-কার্য্যে বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি করা। এ কাজ না করিতে পারিলে আমাদের এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব হইয়া থাকিবে, ইহার নামের সার্থকতা লোপ পাইবে। এ বিষয়ে আমরা উপায় চিন্তা করিতেছি, পরে বিবৃতি প্রকাশ করিব।

কিন্তু এ কাজে আপনাদের সকলেরই সহানুভূতি ও সহযোগ অত্যাবশ্যক। মনে রাখিবেন, এই বৃহৎ দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্য একা সভাপতি সম্পন্ন করিতে পারেন না, কর্ম্মাধ্যক্ষগণও পারেন না। আপনাদের সকলকেই ইহাতে হাত দিতে হইবে, প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করিবেন। আমরা এখানে বসিয়া সেই শ্রমফল জুড়িয়া সম্পূর্ণ করিয়া জগতের সমক্ষে দিব। সর্ব্বশক্তিমান্ অধিনায়ক ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ ডিক্টেটরের শক্তি অপেক্ষাও জনগণের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি অধিক প্রবল ও অনেক অধিক কার্য্যকরী। আমরা সমগ্র জাতির নিকট সেই সাহায্য চাহিতেছি। এ প্রার্থনা কি বিফল হইবে? বাঙ্গালী উত্তর দিন।

---

২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ পুরাণ প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪২

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৸০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, সি-আই-ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

সম্পাদক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ এম এ, পি-এইচ ডি

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এ-আই-বি (লণ্ডন)

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, বি-এল

শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে এম্ এ, বি-এল

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ,

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস্-সি (লণ্ডন)

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী

কোষাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি, ডি লিট

পুথিশালাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু বি এস-সি, জি ডি এ, আর এ,

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এফ-আর-এস

দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম; ২। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস; ৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল, ৪। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু; ৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী; ৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল; ৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, পণ্ডিতভূষণ, ভিষকৃশিরোমণি, শাস্ত্রী, ব্যাকরণতীর্থ; ৮। শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়; ৯। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার; ১০। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার; ১১। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু; ১২। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ; ১৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটর; ১৪। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি ই; ১৫। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে; ১৬। শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়; ১৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম-এ; ১৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ; ১৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন; ২০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষক্‌রত্ন; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী; ২২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়; ২৫। রায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ বাহাদুর; ২৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল; ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ।

দ্বিচত্বারিংশ ভাগ]　　　　[দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

দ্রষ্টব্য।—বর্তমান সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম ফর্মার পৃষ্ঠাঙ্কে ৬৫ হইতে ৭২এর পরিবর্তে ৫৭ হইতে ৬৩ পড়িতে হইবে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

দক্ষিণারঞ্জনের বাংলার রূপকথা

ঠাকুরমার ঝুলি

উষারাগের মত উজ্জ্বল নূতন রাজসংস্করণ—দেড় টাকা

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর প্রণীত

গীতা-লহরী

গীতার এমন সরল, ছন্দোবৈচিত্র্যময় অপূর্ব্ব বঙ্গানুবাদ কি পড়িয়া দেখিবেন না? মূল্য বার আনা

শ্রীভবভূতি রায় সঙ্কলিত সচিত্র গল্পের বই

কথিকা

ভক্তমাল, বৌদ্ধজাতক, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের নীতি-কাহিনী, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য, পুরাণ, বৈদিক সাহিত্য, রাজতরঙ্গিণী, কথাসরিৎসাগর, রাজস্থান, বেতালপঞ্চবিংশতি ও নানাদেশের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। মূল্য বার আনা

দি যোগেন্দ্র পাব্লিশিং হাউস

৩৮ নং ডি এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নবযুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধারক

সি, কে, সেন এণ্ড কোং'র

পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার একদিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা গ্রন্থের মূল ভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

আয়ুর্বেদ প্রচারে অগ্রদূত

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নাম্নী

টীকাদ্বয় সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭॥০, ডাকমাশুল ১৶০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬॥০, ডাকমাশুল ১৶০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮৲, ডাকমাশুল ১৷৶০

সমগ্র ৩ খণ্ড একত্রে ১৮৲ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড।

২৯, কলুটোলা; কলিকাতা।

রামপ্রাণ গুপ্ত-স্মৃতি-পুরস্কার—সর্ত্তাদি

তহবিল স্থাপনের উদ্দেশ্য :—

১। (ক) ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু স্বর্গত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা।

(খ) বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার উৎসাহ প্রদান।

২। (ক) স্বর্গত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রগণ-প্রদত্ত ৫০০৲ পাঁচশত টাকার কোম্পানীর কাগজ মূলধন দিয়া ঐ তহবিল গঠিত হইল। এই মূলধন হইতে কখনও কিছু খরচ হইবে না।

(খ) ভবিষ্যতে এই তহবিলে কেহ কিছু দান করিলে, দাতার ইচ্ছানুসারে উহা মূলধন বা তহবিলের সুদের হিসাবে জমা হইবে।

(গ) এই তহবিলের যাহা সুদ হইবে, তাহা প্রতি দুই বৎসর জমিবে। সেই দুই বৎসরের সুদ পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে। পরিষদ্ ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন বোধ করিলে সুদের সম্পূর্ণ টাকা কোনও কোনও বার পুরস্কার না দিতে পারেন।

পরিষৎ এই তহবিল পরিচালনের জন্য যে সমিতি গঠন করিবেন, তাহাতে দানের সর্ত্তানুসারে দাতাদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় একজন সভ্য হইবেন।

৩। (ক) প্রতি দুই বৎসরের গবেষণার উপর পুরস্কার প্রদান করা হইবে। এই সময়ের মধ্যে যিনি ঐতিহাসিক কোন তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া পুরস্কার দিবার ৫০ পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ভারতের ইতিহাস-শাস্ত্রের উন্নতি বিধানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(খ) কিন্তু কে পুরস্কার পাইবেন, তাহা নির্ণয়ের সুবিধার জন্য এবং ইতিহাসের বিভিন্ন বিভাগের গবেষকদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে এক এক বার এক এক রূপ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানকারীদের মধ্যেই পুরস্কার দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। এজন্য নিম্নে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ হইল। পর্য্যায়ক্রমে এই বিষয়গুলি ঘুরিয়া আসিবে।

প্রথমবার—সামাজিক ইতিহাস, দ্বিতীয়বার—রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস, তৃতীয়বার—অর্থনৈতিক ইতিহাস, চতুর্থবার—নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস এবং পঞ্চমবার—কলা ও সংস্কৃতির ইতিহাস।

৪। (ক) পরিষদ্ প্রতিবার ৪ চারি জন বিশেষজ্ঞকে লইয়া পুরস্কার-বিচার-সমিতি গঠন করিয়া দিবেন। তন্মধ্যে একজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইবেন। কে পুরস্কার পাইবেন, তাহা এই সমিতি বিবেচনা করিবেন।

(খ) যাঁহাকে শ্রেষ্ঠ গবেষক বলিয়া পুরস্কার-বিচারসমিতি বিবেচনা করিবেন, তিনি পুরস্কার পাইবেন। যিনি পুরস্কার পাইবেন, পরিষদের পুরস্কার-সভায় তাঁহাকে বঙ্গভাষায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইবে।

৫। (ক) পুরস্কার-সভায় পঠিত প্রবন্ধ পরিষদ্ ইচ্ছা করিলে পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপিতে পারিবেন অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(খ) পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইলে বা পরিষদ্‌গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলে, সেই মুদ্রিত পুস্তক বা প্রবন্ধের শীর্ষদেশে "রামপ্রাণ-স্মৃতি-পুরস্কারপ্রাপ্ত" এই বাক্য মুদ্রিত করিতে হইবে।

৬। স্মৃতি-তহবিলের দানের সর্ত্তানুসারে দাতৃগণকে পুরস্কার-সভার সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন।

সেনরাজগণের রাজ্যকাল*

বাঙ্গালার সেনরাজগণের রাজ্যকালসম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। আমরা মহারাজ বল্লালসেন-প্রণীত 'দানসাগর,' 'অদ্ভুতসাগর', শ্রীধরদাসের 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং তাম্রলিপি প্রভৃতির সাহায্যে এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহাই বিবৃত করিব।

১। বিজয়সেনের রাজ্যকাল

দেওপাড়া-প্রশস্তি[১] হইতে আমরা অবগত হই যে, বিজয়সেন অনেকগুলি রাজাকে পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নান্য ও রাঘব নামে দুই জন রাজা ছিলেন। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই নান্য, মিথিলার রাজা নান্যদেব (১০৯৭ খৃষ্টাব্দ), এবং রাঘব উড়িষ্যার রাজা চোড়গঙ্গদেবের পুত্র রাঘব (১১৫৬-১১৭০ খৃষ্টাব্দ)। এই প্রমাণানুসারে বিজয়সেনের রাজ্যকাল অন্ততঃ ১০৯৭—১১৫৬ খৃষ্টাব্দ।

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে বিজয়সেনের ব্যারাকপুর তাম্রশাসনের তারিখ 'সং ৩২ বৈশাখ দিনে ৭'।[২] শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন, ইহার প্রকৃত পাঠ হইবে,—'সং ৬২ বৈশাখ দিনে ৭'।[৩] এই শাসনখানি চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত। আমরা গ্রহণের তালিকায় ১০৩৯ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন বৎসর ৭ই বৈশাখ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ দেখিতে পাইলাম না[৪]। এই শাসনের তারিখের অংশ বড়ই অস্পষ্ট। রাজ্যবর্ষের পাঠ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও দিনের তারিখ সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু আমাদিগের সন্দেহ হয়, ইহার পাঠেও কিছু গোলমাল রহিয়া গিয়াছে। ১ এবং ৭এর চিহ্নে অনেকটা সাদৃশ্য আছে, সুতরাং ১কে ৭ ভুল করা অসম্ভব নহে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, ১১৪৯ খৃষ্টাব্দে ১লা বৈশাখ চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল।[৫] এমতাবস্থায় তারিখের প্রকৃত পাঠ খুব সম্ভবতঃ 'সং ৬২ বৈশাখ দিনে ১।' এই পাঠ অনুসারে গণনা করিলে বিজয়সেনের রাজ্যারম্ভ (১১৪৯—৬১=) ১০৮৮ খৃষ্টাব্দ হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বিজয়সেনের রাজ্যকাল অন্ততঃ ১০৯৭—১১৫৬ খৃষ্টাব্দ। এই প্রমাণও আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে।

২। বল্লালসেনের রাজ্যকাল

স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তীই প্রথম বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ-বর্ষের উল্লেখ-সম্বলিত অদ্ভুতসাগরের নিম্নলিখিত অংশের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন,—[৬]

---

* সন ১৩৪২।২৮এ ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। Bengal Inscriptions, Vol. III. pp. 42—56.

২। Epigraphia Indica, Vol, XV. p. 284.

৩। Bengal Inscrps., Vol. III. p. 64 n.

৪। Pillai's Indian Ephemerics, Vol. 1. pt. I., pp. 338—355.

৫। ঐ, ২৪৭ পৃষ্ঠা।

৬। J. A. S. B., Vol. II—1906, p, 17 n.

"ভুজবসুদশ ১০৮১ মিতশকে শ্রীমদ্বল্লালসেনরাজ্যাদৌ বর্ষেকষষ্ঠি মুনির্বিনিহিত বিশেষায়াং" এই পাঠটি যে বিশুদ্ধ নহে, তাহা একবার পাঠ করিলেই বোধগম্য হয়। ইহার শেষাংশের কোন অর্থই হয় না। শ্রীযুত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ই প্রথম ইহার নিম্নোক্ত অর্থসংযুক্ত পাঠ প্রকাশ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন,—[৭] "ভুজবসুদশমিতশাকে শ্রীমদ্বল্লাল-রাজ্যাদৌ বর্ষৈকষষ্টিভোগো মুনিভির্বিহিতো বিশাখায়াম্"।—অর্থাৎ 'বল্লালসেনের 'রাজ্যাদৌ' ১০৮২ শকাব্দে মুনিগণ (সপ্তর্ষি) বিশাখা (নক্ষত্রে) ৬১ বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন।'

কেহ কেহ 'রাজ্যাদৌ' শব্দের অর্থ করেন, 'রাজ্যের প্রথম ভাগে'। মহারাজ বল্লালসেন তাঁহার স্বপ্রণীত গ্রন্থে অন্যান্য গণনায় অদ্ভুতসাগরের আরম্ভকাল (১০৮৯ শকাব্দ) ধরিয়াই গণনা করিয়াছেন। অথচ সপ্তর্ষিগণনার সময় অদ্ভুতসাগর আরম্ভের ৮ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী তাঁহার রাজ্যকালের প্রথম ভাগের একটি বৎসরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন ? অদ্ভুতসাগরের আরম্ভ-বৎসর দ্বারাও ত ঐ কার্য্য চলিতে পারিত ? ইহা হইতে মনে হয় যে, ঐ বৎসরটির কিছু বিশেষত্ব ছিল। আমরা পরে দেখাইব, এখানে তাঁহার রাজ্যারম্ভের বর্ষই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে তারিখটি প্রকৃত পক্ষে কি, তাহা নির্ণয় করা দরকার।

স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উদ্ধৃত অংশে দেখা যায় যে, রাজ্যারম্ভ-বর্ষ অক্ষরে লিখিত হইয়াছে 'ভুজবসুদশ'; আবার অঙ্কে লিখিত হইয়াছে ১০৮১ শক। ইহার কারণ কি ? শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মনে করিয়াছেন যে, মনোমোহন বাবু 'ভুজবসুদশমিতশক'কে ভুলক্রমে ১০৮১ শকে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা নহে। মনোমোহন বাবু ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের যে পুথি হইতে ঐ অংশ নকল করিয়াছেন, তাহাতেও ঠিক ঐরূপ ভাবেই লিখিত আছে। বস্তুতঃ পক্ষে ১০৮১ শকই বল্লালের রাজ্যারম্ভের অব্দ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি শক ১০৮১ই প্রকৃত তারিখ, তাহা হইলে 'ভুজবসুদশমিতশক' লেখা হইল কেন ? আমাদের মনে হয়, নকলকারীর ভুলে 'ভূ' (=১) 'ভুজ'এ পরিণত হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ অদ্ভুতসাগরের শ্লোকটীর প্রকৃত পাঠ ছিল,—

ভূবসুদশমিতশাকে শ্রীমদ্বল্লালসেনরাজ্যাদৌ।
বর্ষৈকষষ্টিভোগো মুনিভির্বিহিতো বিশাখায়াম্॥

আমরা এখন দেখিতে চেষ্টা করিব, অন্য আর কোন প্রমাণ আমাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে কি না। বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসনের তারিখ 'সং ১১ বৈশাখ দিনে ১৬'। সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে এই শাসনোক্ত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।[৮] শক ১০৮১ বা ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ-বর্ষ হইলে একাদশ বর্ষ হয় ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ঐ বৎসর বৈশাখ মাসে কোনও সূর্য্যগ্রহণ দেখা যায় না। আমাদের দেশে বর্ষগণনার দুই প্রকার প্রথা প্রচলিত ছিল। 'গত' (expired) এবং 'বর্ত্তমান' (current)। 'বর্ত্তমান' বা চলিত দ্বিতীয় বর্ষই 'গত' প্রথম বর্ষ নামে অভিহিত হইত। এখন ১১৫৮ খৃষ্টাব্দকে যদি বল্লালসেনের রাজ্যাব্দের 'গত' প্রথম বর্ষ ধরা যায়, তাহা হইলে ১১৫৯ খৃষ্টাব্দ তাঁহার 'বর্ত্তমান' প্রথম বর্ষ হয়। এই হিসাবে ১১৬৮

৭। Indian Historical Quarterly, Vol. V. pp. 133—5,

৮। Beng. Inscrps. Vol. III. pp. 79—80.

খৃষ্টাব্দ রাজ্যাব্দের একাদশ বর্ষ হয়। এই বৎসর ১৬ বৈশাখ = ৯ই এপ্রিল তারিখে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, কিন্তু উহা ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই।[৯] গ্রহণ দৃষ্ট না হইলেও গ্রহণোচিত দানাদি ধর্ম্ম্য কার্য্য যে করা হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিলহর্ণ সাহেব বলেন যে, ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই, এমন অনেক গ্রহণের তারিখ তাম্রশাসনাদিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।[১০] সুতরাং এই প্রমাণবলেও আমরা ১০৮১ শককেই বল্লালের রাজ্যারম্ভ-বর্ষ বলিতে পারি।

১০৮১ শককে বল্লালের রাজ্যারম্ভবর্ষ ধরিলে আর একটি সমস্যারও সমাধান হইতে পারে। শ্রীযুক্ত হারীতকৃষ্ণ দেব মহাশয় শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবুর প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত তাঁহার মন্তব্যে দেখাইয়াছেন যে, ১০৮২ শকে বিশাখা নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণের ৬১ বৎসর ভোগ বর্ণনা করিয়া, অদ্ভুতসাগরকার সপ্তর্ষিসংবৎ গণনা এক বৎসর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩১০২ অব্দ সপ্তর্ষিসংবতের প্রারম্ভ দাঁড়ায়, কিন্তু সাধারণ খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১০১ অব্দকেই এই সংবতের প্রারম্ভ ধরা হয়। ১০৮১ শকাব্দকে রাজ্যারম্ভবর্ষ ধরিলে এইরূপ গোলমালের সৃষ্টিই হয় না।

৩। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল নির্ণয়েও পূর্ব্বোক্ত চক্রবর্ত্তিদ্বয় অগ্রণী। স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তীই প্রথম পণ্ডিতগণের গোচরীভূত করেন যে, শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃতের পুষ্পিকায় ঐ পুস্তকের রচনার তারিখ শকাব্দে ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাব্দে দেওয়া হইয়াছে।[১১] ইহার সকল পুথির পাঠই অল্পবিস্তর বিকৃত। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ই প্রথম নানা পুথি ঘাঁটিয়া নিম্নলিখিত অর্থসংযুক্ত পাঠ প্রকাশ করেন,—[১২]

> "শাকে (চ) সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্
> শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশেঽব্দে।
> সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতবে কুতুকাৎ
> শ্রীধরদাসেনেদং সদুক্তিকর্ণামৃতং চক্রে ॥"

ইহা দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি, ১১২৭ শকাব্দে, লক্ষ্মণসেনের 'রসৈকবিংশেঽব্দে' সৌর ফাল্গুন মাসের ২০শে তারিখ সদুক্তিকর্ণামৃত রচনা শেষ হয়। সাধারণ নিয়মানুসারে 'রসৈকবিংশ' শব্দ দ্বারা ২১৬ বুঝায়। ইহা নিতান্তই অসম্ভব। অনেকে ইহার অর্থ করেন (২১+৬=) ২৭। যখন আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ নিয়ম খাটে না, তখনই সন্দেহ হয়, নকলকারী ঠিক মত নকল করিয়াছে কি না। বস্তুতঃ ইহার বিভিন্ন পাঠও পাওয়া যায়। চিন্তাহরণ বাবু বলেন যে, তিনখানি পুথিতে তিনি 'রবৈকবিংশে' পাঠ পাইয়াছেন। এই পাঠ গ্রহণ করিলে ছন্দোভঙ্গী ও অর্থাভাব হয়। তবে ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, 'র'

৯। Ind. Eph ; Vol. 1. pt. I. p. 343.

১০। Indian Antiquary, Vol. XXII. p. 108.

১১। J. A. S. B., Vol. II. p. 175.

১২। I. H. Q., Vol. III. p. 188.

অক্ষরটি ঠিকই আছে, ইহার পরবর্ত্তী অক্ষরে কিছু গোলমাল হইয়াছে। 'স' ও 'ম'এ অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ নকলকারীর ভুলে 'রমৈকবিংশ' [রমণীয় একবিংশ] 'রসৈকবিংশ' হইয়াছে। এই পাঠ গ্রহণ করিলে লক্ষ্মণসেনের একবিংশ রাজ্যাব্দ ১১২৭ শক বা ১২০৫ খৃষ্টাব্দ হয়। সুতরাং তাঁহার রাজ্যাব্দের প্রথম বর্ষ (১২০৫—২০ =) ১১৮৫ খৃষ্টাব্দ।

এখন দেখা যাউক, এই তারিখের কোন পরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। লক্ষ্মণসেনদেবের শক্তিপুর তাম্রশাসনের তারিখ শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় পাঠ করিয়াছেন,—'সং ৩ শ্রাবণ দিনে ২'।[১৩] শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন, উহার প্রকৃত পাঠ হইবে 'সং৬ শ্রাবণ দিনে ৭'।[১৪] আমরাও এই শেষোক্ত পাঠ ঠিক বলিয়া মনে করি। আরও অনেকে এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।[১৫] লক্ষ্মণসেনের প্রথমাব্দ ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইলে, ইহার ষষ্ঠাব্দ হয় ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দ। ঐ বৎসর ৭ই শ্রাবণ, ৪ঠা জুলাই সূর্য্যগ্রহণ ছিল।[১৬] এই তাম্রশাসনোক্ত ভূমি সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং এখন আর সন্দেহ থাকিতেছে না যে, লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল।

এখন আমরা ১১৮৫ খৃঃ অঃ রাজ্যারোহণ-বর্ষ ধরিয়া, অন্য তাম্রশাসনগুলির তারিখ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

মাধাইনগর তাম্রশাসনোক্ত[১৭] ভূমি ২৭শে শ্রাবণে অনুষ্ঠিত 'মূলাভিষেক' ও 'ঐন্দ্রী মহাশান্তি' উপলক্ষে প্রদত্ত। এই শাসনের বৎসরনির্দ্দেশের অংশ পাঠ করা যায় না। মূলাভিষেক বলিতে কোন তান্ত্রিক অভিষেক কিম্বা রাজ্যাভিষেক বুঝাইতেছে। অগ্নিপুরাণ বলিতেছেন,—

"পুরোধসাভিষেকাৎ প্রাক্ কার্য্যৈন্দ্রী শান্তিরেব চ"।[১৮]

পুরোহিত কর্ত্তৃক অভিষেকের পূর্ব্বে রাজাদিগের ঐন্দ্রী শান্তি করণীয়। সুতরাং ঐন্দ্রী শান্তির সহিত উক্ত মূলাভিষেক, রাজ্যাভিষেক ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু দ্বিতীয় রাজ্যাব্দে প্রদত্ত গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে[১৯] দেখা যায়, উহা 'রাজ্যাভিষেক'কালে উৎসর্গীকৃত ভূমির দানপত্র। একজন রাজার দুই বার রাজ্যাভিষেক হইবার কারণ কি?

অদ্ভুতসাগরের উপক্রমণিকা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ বল্লালসেন ১০৮৯ শকে অদ্ভুতসাগর রচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি নিজ পুত্রের হস্তে সাম্রাজ্যলক্ষ্মী অর্পণ করিয়া, গঙ্গায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ের অভিষেকই সম্ভবতঃ 'মূলাভিষেক' নামে অভিহিত হইয়াছে এবং পিতার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণসেনের যে অভিষেক হইয়াছিল, তাহাই গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, কোন্ বৎসর লক্ষ্মণসেনের মূলাভিষেক হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি, লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই মূলাভিষেক হইয়া থাকিবে।

---

১৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৭ সন, ২২৫ পৃষ্ঠা।
১৪ ঐ ঐ, ১৩৩৯, ৭৩ পৃষ্ঠা।
১৫ Ep. Ind. Vol. XXI. p. 216.
Ind. Eph., Vol. I. pt. I. pp. 248, & 349.
১৭ Beng. Inscrps. Vol. III. p. 112.
১৮ অগ্নিপুরাণ, ১১৮ অধ্যায়, ৭ম শ্লোক।
১৯ Beng. Inscrps. Vol. III. p. 97.

সম্ভবতঃ বল্লালসেন মৃত্যু সন্নিকট জানিয়াই পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া থাকিবেন। বরাহমিহির লিখিয়াছেন যে, রোহিণী ও তিন উত্তরা নক্ষত্র, অর্থাৎ উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ এবং উত্তরফল্গুনীই রাজ্যাভিষেকের পক্ষে প্রশস্ত।[২০] আমরা দেখিতেছি, ১১৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে শ্রাবণ শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র ছিল। সম্ভবতঃ ঐ দিনেই মূলাভিষেক হইয়াছিল এবং উহাই মাধাইনগর শাসনের তারিখ বলা যাইতে পারে।

গোবিন্দপুর তাম্রশাসনোক্ত[২১] ভূমি রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দ্বিতীয় রাজ্যাব্দে প্রদত্ত। সুতরাং ইহার তারিখ ১১৮৬-৮৭ খৃষ্টাব্দ।

তর্পণদীঘি তাম্রশাসনোক্ত[২২] ভূমি হেমাশ্বরথ মহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ দ্বিতীয় রাজ্যাব্দে ২৮শে ভাদ্র প্রদত্ত। সুতরাং ইহার তারিখ ১১৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৫ আগষ্ট। ঐ দিন তালনবমী বা নন্দনবমী ব্রতদিন বলিয়া দানের পক্ষে প্রশস্ত। রাখাল বাবু বলেন, ইহার তারিখ 'সং ৩ ভাদ্র দিনে ২'।[২৩] এই পাঠানুসারে ইহার ইংরাজি তারিখ ১১৮৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর দিন।

সুন্দরবন তাম্রশাসনোক্ত[২৪] 'ভূমি' দ্বিতীয় রাজ্যাব্দের ১০ই মাঘ পুণ্যদিনে প্রদত্ত। ইহার ইংরাজি তারিখ ১১৮৭ খৃঃ অঃ, ৪ঠা জানুয়ারী, অষ্টকাশ্রাদ্ধের দিন।

আনুলিয়া তাম্রশাসনোক্ত[২৫] ভূমি তৃতীয় রাজ্যাব্দের ৯ই ভাদ্র পুণ্যদিনে প্রদত্ত। ইহার ইংরাজি তারিখ ১১৮৭ খৃঃ অঃ, ৬ই আগষ্ট, মহালয়াশ্রাদ্ধের দিন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্যশেষের এবং তাঁহার পুত্রদিগের রাজ্যকাল নির্ণয়ের মতন উপকরণ এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা গেল না। আমাদের গণনানুসারে সেনরাজদিগের বংশাবলী ও রাজ্যকাল নিম্নে দেওয়া গেল।

কেশবসেন বিশ্বরূপসেন

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

২০। বৃহৎসংহিতা, ৯৮ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ শ্লোক। ২১। Beng. Inscrps. Vol. III. p. 97.
২২। Ibid. p. 103. ২৩। Ep. Ind. Vol. XII. p. 9.
২৪। Beng. Inscrps. Vol. III. p. 171. ২৫। Ibid. p. 88.

চণ্ডীদাস

[প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

১১। শব্দার্থ

চণ্ডীদাস স্বভাবকবি। তিনি তাঁহার দেশে ও কালে প্রচলিত ও সুশ্রাব্য শব্দ দ্বারা পদ রচিয়াছেন, সুবোধ্য অলঙ্কার দ্বারা পদ ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার দেশ ও কালের স্পষ্ট জ্ঞান করিতে হইলে তাঁহার কাব্যের শব্দ ও অলঙ্কার আলোচনা কর্ত্তব্য। আমি এখানে শব্দার্থ চিন্তা করিতেছি।

শ্রীযুত বিদ্বদ্‌বল্লভ টীকা লিখিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তিনি বহু শব্দের ভাবার্থ দিয়াছেন, সূক্ষ্ম ভেদ প্রদর্শন করেন নাই। যেমন, অবুধি—নির্ব্বোধ, অনুবন্ধ—চেষ্টা। এইরূপ অর্থে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। কতকগুলি শব্দের অর্থে ভুলও হইয়াছে। যেমন, অভরস—অবিশ্বাস, অবিচারে—অলক্ষিতে। ৺সতীশচন্দ্র রায় কয়েকটা শব্দ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক শব্দ রহিয়া গিয়াছে। যেখানে টীকা-প্রদত্ত অর্থে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না, সেখানে অর্থ করিতেছি। আমার "বাঙ্গালা শব্দকোষে" অনেক শব্দ পাওয়া যাইবে। গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে আমার প্রদত্ত অর্থের যোগ্যতা বিচার করিতে পারিলাম না।

কাব্যে সংস্কৃত শব্দ বিস্তর আছে। কৃ-কীর শব্দসূচীতে সকল শব্দ নাই। এই সকল শব্দের অর্থ নিমিত্ত সংস্কৃত কোষ আছে। সংস্কৃত শব্দ অশিক্ষিত প্রাকৃত জনের মুখে বিকৃত হইয়া থাকে; এখন হয়, পূর্বকালেও হইত। কিন্তু বিকারের ধারা চিরকাল একপ্রকার থাকে না। এক দেশের বিকার সকল দেশেই ঘটে, এমনও নয়। এমন ঘটিলে ভাখা থাকিত না। অমরকোষের সর্বানন্দী টীকায় তৎকালপ্রচলিত যে সকল প্রাকৃত শব্দ আছে, সে সকলের দুই চারিটা মাত্র কৃ-কীতে আছে। উভয়ের কালে মাত্র দুই শত বৎসরের অন্তর। সংস্কৃত-ভব শব্দের অর্থ নিমিত্ত সার্ধ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেকার মাগধী প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ দেখিয়াও ফল নাই। শব্দের সংস্কৃত রূপ না পাইলে অর্থ পরিস্ফুট হয় না। আমি এখানে সংস্কৃত রূপ দিয়াছি।

কবি পদের কোমলতাসাধন নিমিত্ত সংস্কৃত শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জন যথাসম্ভব ত্যাগ করিয়াছেন। কতকগুলি তাঁহার কালে প্রাকৃত জনের মুখে প্রচলিত ছিল। যেমন, স্ত্রী—তিরী, স্থান—থান। কতক সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সম্প্রসারণ হইয়াছে, যেমন, বিমর্ষ—বিমরিষ, দুর্বার—দুরুবার। কতকগুলির বিপ্রকর্ষণ হইয়াছে, যেমন দর্শন—দরশন, প্রাণ—পরাণ। কতকগুলির পূর্বব্যঞ্জনের লোপ হইয়াছে, যেমন বুদ্ধি—বুধী, বিতর্পণ—বিতপন। শব্দের অন্ত্য য-ফলা ত্যক্ত হইয়াছে, যেমন অমূল্য—অমূল, সূর্য—সূর। অমূল্‌-য়, সূর্‌-য় উচ্চারণ দ্বারা লালিত্য নষ্ট হইত। অনেক শব্দের প লুপ্ত হইয়াছে, যেমন উনপঞ্চাশ—উনঞ্চাশ, গোপজাতি—

গো-জাতি, না-পারিল—নারিল। কুপালিনী, "শূন্যপুরাণে" কুআলিনী। শব্দের আদ্যে অ আ, অ স্থানে র, হ আগমের উদাহরণ অনেক আছে। ১২শ খণ্ডে বৃক্ষনাম পৃথক্ করা গেল।

[শব্দার্থ-নির্দ্দেশে লক্ষণীয় সাঙ্কেতিক চিহ্ন—"বাঙ্গালাশব্দকোষ", যো-কোষ; বাঁকুড়ায় প্রচলিত, বাঁকুড়া; বাঁকুড়ার বিশেষ, বাঁকড়ী। শব্দের অন্ত্য অক্ষরের দক্ষিণ নিম্ন কোণে বিন্দু চিহ্ন দ্বারা অকারান্ত বুঝিতে হইবে। যেমন, কাল.। এক একটী শব্দ সম্বন্ধে বক্তব্য-সমাপ্তি তারকা চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে।]

অনুবন্ধ, আনুবন্ধ—স° অনুবন্ধ। প্রবৃত্তির অনুবর্তন, মুখ্যানুযায়ী। "চির অনুবন্ধে" (৩৮৬), চির বিধান অনুযায়ী ॥ * ॥ অভরস—স° অমর্ষ। ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা। বোধ হয়, শব্দটি অ-ভঁ-র-স ছিল। ভ-র-স পশু। তু° আ-ত-ভো-ড়ি হইবে আঁত-মোড়ি ॥ * ॥ অরতী, আরতী—স° রতি। অ, আ আগম। "অরতী বাধিত হঞাঁ পাপ করিবেঁ" (১২৭), রতি-বাধিত, প্রীতি-পীড়িত ॥ * ॥ অলঞ্জাল—স°। অলম্ নিরর্থক বাক্যজাল, বাগ্‌বাহুল্য। বোধ হয়, বা° জ-ঞ্জা-ল এই অ-ল-ঞ্জা-ল ॥ * ॥ অবসই (১২৯)—স° অব-সদ্ ধাতু। বাঙ্গালায় অবসদে, দ লোপে অবসএ, অবসই। শয়ন করে। হংস সরোবর পাইলে তাহাতে বিশ্রাম করে ॥ * ॥ অবিচারে—স° অবিচার। বিনা বিচারে ॥ * ॥ অবুধ, অবুধি—স° অবুদ্ধি। অবুঝ ॥ * ॥

আকাইলেক (৭৬)—স° আ-কৃ ধাতু। আকারিলেক, মন টানিলেক। র লুপ্ত [আ-কু-ল হইলে আকুলাইলেক হইত]॥ * ॥ আকাশ পাতাল (১০৭)—"বোল আকাশ পাতাল"—আকাশের ও পাতালের বার্তা ॥ * ॥ আচারিজ— স° আশ্চর্য ॥ * ॥ আছিদর, আছিদরী—স° ছিদ্র। আ আগম। ধূর্ত, তেঁদড়। বাঁকুড়ায় চেঁদড় ॥ * ॥ আছের—আছে। আছেহ—আছের। হ স্থানে অ, পরে র। বাঁকুড়া নিম্নশ্রেণীর। আ-নি-আ-র, দি-আ-র অপ্রচঃ ॥ * ॥ আজল, আজলী—স° অজাপুত্র, অজাপুত্রী ? বোকা। হুগলী, নদীয়ায় ॥ * ॥ আঠকপালী—স° হতকপালী। হতভাগ্যা ॥ * ॥ আড়ন—স° আবরণ। ঢাল ॥ * ॥ আড়বাঁশী—অন্য নাম মৌহারী—স° মধুরী। (শব্দকল্পদ্রুমে বং-শী পশু)। সাঁওতালেরা সোজা বাঁশী ও আড়বাঁশী, দ্বিবিধ বংশী বাজায়। তাহারা সোজা বাঁশীকে 'মু-র-লী' ও আড়বাঁশীকে 'গাণ্ডিতিরিঅ' বলে। (মুরলী পুরাতন স° নয়।) কবির বর্ণিত আড়বাঁশী (৩১২, ২৯৩) অবিকল তিরিঅ। ইহা ১।০পোআ লম্বা। ফুৎকার-রন্ধ্র ব্যতীত স্বররন্ধ্র ছয়টি। অতএব "নাল" (স°) রন্ধ্র "সাতগুটি"। প্রান্তদ্বয় পিতলের পাতে ও তারে বাঁধা। ইহাতে কারুকার্য থাকে। দুই পাতে পিতলের দুইটি ছোট পায়রা। পায়রা হইতে থোপ ঝুলিতে থাকে। পায়রার অন্তে দুই আংটায় সূতা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হয়। অবশ্য যে-সে সু-স্বর বাঁশী নির্ম্মাণ করিতে পারে না। কৃষ্ণ "কাজ আলোচিআঁ" গড়িয়াছিলেন। সোনার পাতে মাণিক খচিয়া, পায়রা হইতে রেশমের থোপের ঝারা দিয়াছিলেন। তিনি সাঁওতালের মতন বাঁশী বাজাইয়া করতাল বাজাইতেন। জয়ানন্দে, "বংশী ভেরি মহুরী"। ও° মহুরী। কবিকঙ্কণে মুহরী ॥ * ॥ আতত—স°। বর্দ্ধিত। "আতত বোল"—বাড়ানো কথা ॥ * ॥ আনচান বোলে—অস্থ,

আন; স্নান—সান—চান। অন্য স্নানের কথা বলে, যেন পাগল ॥ * ॥ আমুথর—স' অনক্ষর। হীনাক্ষর, দুর্বাক্য ॥ * ॥ আপোঙষ—স° পাংশু, ধূলি, চূর্ণ। অ আগম। অ স্থানে আ। বা° পাঁ-শ, ও° পা-ঙ-স., প-ঙ-স.। স° পাংশু, অংশ, পূর্বকালের উচ্চারণে ও লিখনে পাঙশু, অঙশ। "মোঞ আপোঙষ হৈবোঁ"—আমি চূর্ণ হইব, আমাকে মারিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে। আ-পা-ঙ-স হইবার কথা। বোধ হয়, পরে ঙ থাকাতে পা স্থানে পো। আ-পো-ষ লিপিকরপ্রমাদ। হইবে, আ-পোঁ-ষ, কিম্বা আ-পো-ঙ-ষ ॥ * ॥ আবাল, আবালী—বাল, বালী। আ আগম ॥*॥ আফার—ফার, ফাঁক। আ আগম ॥*॥ আরতিল—ণ., রতিযুক্ত, অনুরক্ত ॥ * ॥ আরপিল—আরোপিল। রো স্থানে র বাঁকড়ী। তু° বাঁকড়ী মনহর (মনোহর), শিরমণি (শিরোমণি) ॥ * ॥ আরি (১৫১)—পারি, নদীর পার। প লুপ্ত ॥ * ॥ অলস নয়ন—ন-য়-ন পশ্চ ॥ * ॥ আহুঁকিতে (২৪৩)—অঙ্কিতে—আঙকিতে—আউঁকিতে—আহুঁকিতে। আঁকিতে, চিহ্ন করিতে। হ আগম। এমন আগম আরও আছে। কৃষ্ণ রাধাকে নিজের মুকুট দিতেছেন। রাধা বলিতেছেন, তুই ভিতরে বাহিরে কাল। তোর মুকুটও এত কাল যে, জলে ধুইলে আঁকিবার কালী হইবে।

ইঞ্চলা খাআঁ বার পাড়িবে (১২৮)—ইঞ্চলা (ইঁচলা মাছ), চিংড়ী ও ঘুসা, এই তিন মাছ দক্ষিণরাঢ়ে সাধারণ। ছাতনায় ও বাঁকুড়া নগরে ই চলা দূরে থাক, চিংড়ীও নাই। লোকে ঘুসাকে চিংড়ী বলে, আদরপূর্বক ইঁচলীও বলে। কবি ঘুসাকে ইঞ্চলা বলিয়াছেন। 'বার', ব্রত। ঘুসা খেয়ে ব্রত পাতিত করিবে, জাতি যাবে, পেট ভরিবে না।

উখুড়িবে—উৎখাত হইবে। হাট উখাড়িবে, হাট ফুরাইয়া যাইবে। এই শব্দ হইতে অনুমান হয়, পূর্বকালে হাটুআরা বসিবার চালা নিজে করিত, বেচা হইয়া গেলে খুঁটি উপড়াইয়া লইয়া যাইত। বাঁকড়ী ॥ * ॥ উতরল—স° উৎ-তরল। অন্যত্র, উত্তরল। উৎ প্রাবল্যে, তরল, কামভোগার্থে চঞ্চল ॥*॥ উথলে—উত্থিত হইতেছে ॥ * ॥ উথাআঁ পাথাআঁ—উত্থাপিত ও প্রস্থাপিত করিয়া ॥ * ॥ উদাওঁ—স' উদ্দাম। বন্ধরহিত ॥ * ॥ উপসন, উপসন্ন—স' উপসন্ন। পূর্বকালে শব্দটির বহুল প্রয়োগ ছিল। এখন, উপস্থিত ॥ * ॥ উপেখ—ধাতু। উৎপ্রেক্ষণ, উপেক্ষা, দুই অর্থে ॥ * ॥ উঝঁট—স' উৎ-চট ধাতু অপসারণে। পাদাগ্র দ্বারা প্রস্তরাদি উচ্চাটন। হুঁচট। উতাপঠ—স' উৎ-তাপিত ॥ * ॥ উল্লাল পাইলোঁ—স' উৎ-লল ধাতু ললনে। কৌতুক পাইল ॥ * ॥ উয়ে কুম্ভারের পণী—স' পবন হইতে পণী (পোআন)। স' পূ ধাতু হইতে পবন। পূ ধাতুর প লোপে উ ধাতু। উয়ে—পোড়ে। প-ণি ওড়িয়া ॥ * ॥ ওঁকার—স' ওঙ্কার। ওঁ-ধ্বনি। সারিগামার সা, বাঁশীর পোঁ।

কচাল—স' কচ, কেশ। কেশতুল্য সূক্ষ্ম তর্ক। প্রচঃ। ও° ॥* ॥ কবল দস হাটাল—স° কবল, গ্রাস। ইহা হইতে বা° খামল। হাটাল—মাটাল, যে মৃত্তিকা শুখাইলে কঠিন পিণ্ড হয়। দশ খামল মাটাল। খামল, মুষ্টিপ্রমাণ। বোধ হয়, হাঁ-টা-ল হইবে ॥ * ॥ কপট নাট—কপট নাট্য। ও° নাট. ॥ * ॥ কপোলগণ (১৩৪)—পাঠপ্রমাদ। কপোল-যুগল। ছন্দোহেতু যু লুপ্ত। কিম্বা উচ্চারণে কপোলযুগল, কপোলগল ॥ * ॥ কলি,

কৈল, কৌল—সং খলু, নিশ্চয়ে। শব্দটি পশ্চিমবঙ্গে অজ্ঞাত। পূর্ব্ববঙ্গে কৈ ল (সতীশচন্দ্র রায়)।

কাঁচ আলিতে না দেওঁ পাএ—কাঁচা আলিতে পা দিই না, পরের অনিষ্ট করি না ॥ * ॥ কাঁঢার, কাণ্ডার—সং কর্ণধার। কিন্তু বাঙ্গালায় নৌকার কর্ণ। কাণ্ডারী কর্ণধার ॥ * ॥ কানড়ী খোঁপা—পূর্বকালে বালিকাদের খোঁপা, রাধার খোঁপার মতন, শম্বুসম উচ্চ হইত। খোঁপা নাম হইতেও স্পষ্ট (যো-কোষ)। যুবতীরা লোটন বাঁধিত, মাথার পেছু দিকের কবরী। কানড়, কাঁঅড়, কাঁড় নামে একজাতি কৃষ্ণবর্ণ ফণাহীন সাপ আছে। (যো-কোষ)। বেণী সে সর্পতুল্য কুণ্ডলীকৃত হইলে কানড়ী খোঁপা। সে খোঁপা মাথার পেছু দিকে চক্রাকারে থাকিত। লোটন লম্বা। কর্ণাটদেশে ও ওড়িষ্যায় লোটন দীর্ঘ, মাথার বাঁদিকে থাকে। বোধ হয়, এখানে সে অর্থ নয় ॥ * ॥ কানাসোআঁ (৩০৬)—কানা-ছোঁআ, হাঁড়ীর কানা পর্যন্ত ॥ * ॥ কালিনী মা—সং কালিনী, গর্ভনাড়ী (বৈজয়ন্তী)। কালিনী মা—যে মায়ের নাড়ীতে জন্ম, সৎ-মা নহে ॥ * ॥

কুকুহলে—কুতুহলে? কুটুম্ব—সং। এখানে সং অর্থে। "বসুধৈব কুটুম্বকম্"। পোষ্য, পরিবার। ওং ॥ * ॥ কুরুআ—সং কুতুপ। তৈলাদিরক্ষার চর্মনির্মিত কুপা। অমরকোষের সর্বানন্দী টীকায় চর্মনির্মিত স্নেহপাত্রের নাম কুডুআ আছে ॥ * ॥ কুল—"এক কুল যুগ ভাএ"। সং কুল, রাশি। পূর্ণ এক যুগ ॥ * ॥ কুলাআঁ—"কর কুলাআঁ ঘাটে"—কর সংগ্রহ ঘাট। কুল—রাশি। খঙ্গ—খেঁকানি। খঙ্গাইবে—খেঁকাইবে। শিবায়নে খাঙ্গা ক্রুদ্ধ ॥ * ॥ খচিন—খচিত। কিন্তু ত স্থানে ন? তি-থি-ন পশু।

খণ্ডবিচনী—সং খণ্ড, বাং খাঁড় (গুড়)। খণ্ডবিচনী—খণ্ডপালিনী। কবি দুই তিন স্থানে অশুভ নিমিত্ত বর্ণিয়াছেন। (৩২১) ভাদ্র মাসে (সেদিন চন্দ্র গুরুপত্নী তারা হরণ করিয়াছিলেন) শুক্ল-চতুর্থীর চন্দ্র জলে দেখিলে অশুভ। পূর্ণ কলসে হাত ঢুকানা, গুরুর আসনে চাপিয়া বসা, ভূমিতে জলের আখর কাটা, মোদক-বিক্রয়কারিণীর পা গায়ে ঠেকা, অশুভ। (কিন্তু খণ্ডবিচনীর পা কেন গায়ে ঠেকিবে?)। (৩১৮) হাঁছি জেঠী, ছুঁচট, শূন্য কলসী, বাঁ হইতে দক্ষিণগামী শিআল, শকুনী, খর্পর হস্তে যোগিনী, তৈলভাণ্ড লইয়া তেলী, শুখনা ডালে কাকের রব, যাত্রায় অশুভ। (৩০৭) কিছু হারাইয়া গেলে পূর্ণঘটে দৃষ্টি দ্বারা মঙ্গল, কি অমঙ্গল বুঝিতে পারা যাইত। সাঁওতালে শালপত্রে তেল মাখাইয়া, অপর এক পত্র দ্বারা দুই পত্র ঘষিতে থাকে, প্রথম পত্রের অপর পৃষ্ঠে তৈলবিন্দু দেখিয়া শুভাশুভ বুঝে। ইহার বাং নাম তৈলখড়ি। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু গুণিন্ পূর্ণ ঘট দ্বারা জল-খড়ি করে। বিদ্যাটি তেল-খড়ি অপেক্ষা কঠিন ॥ * ॥ খন্দ—সং খণ্ড, খণ্ড। শীতের শস্য (কৌটিল্য)।

খাঁট—খণ্ডা, খাঁড়া হইতে। খাঁড়াধারী দস্যু। কবিকঙ্কণে খণ্ডা ॥ * ॥ খাড়ু—সং বৈদিক খদি। ওং খড়ু। গাড়ীর চাকার মতন চেপ্টা বৃত্তাকার ॥ * ॥ খেউ মতী (২৭৫)—আমার বুদ্ধি আছে, তোর মতি ক্ষত ॥ * ॥ গড়াহলি—গড়ালি গা। হ বলন্তাসে আগম ॥ * ॥ গহনে (১৮৪)—সং গহন, বন হইতে। ওং গহণ—সজ ॥ * ॥ গয়রালী বুঢ়ী (২৭৭)—সং গুর ধাতু হিংসায়। গুরণ+আল+ঈ—গুরআলী। যে বুঢ়ী ইহাকে উহাকে বধিয়া

বেড়ায়, মিথ্যা রটিয়া বেড়ায়। বর্ত্তমান বাঁকড়ী গর্-গর্যা। ও° গুরালি, কোলাহল। ঝা° পাখীর কুরলি—চেঁচামিচি।

গুঢ়া—নৌ-কা পগু॥ * ॥ গুণ—ধাতু। স° গণ, সংখ্যানে, জ্ঞানে। গণিয়া, গুণিয়া, এত অর্থভেদ, তথাপি গুণীও বুঝিতে পারেন না। বাঁকুড়ায় (ওড়িয়াতেও) গণা অর্থে গুণা। দক্ষিণ-রাঢ়ে গণা গুণা পৃথক্॥ * ॥ গুণ (১৬৫)—অবশ্য সদ্‌গুণ। দোষগুণ বিচার না করিয়া॥ * ॥ গুণিআ—স° গুণ, সূত্র, তার। গুণিআ—সোনার তারের সরু কণ্ঠী। গলায় লাগিয়া থাকে। সাঁওতালী গুনসি। ইহাতে গুঞ্জা ও পলা থাকে। অপ্রচঃ॥ * ॥ গোআর—গোঁআর। মাধবাচার্য্যে, গোঙার॥ * ॥ গোজাতী—গোপজাতি। প লুপ্ত॥ * ॥ গোবালী—গোপবালী। প লুপ্ত।

ঘটি—স° ঘটিকা। দণ্ড। ৭॥০ ঘটিকায় এক প্রহর। প্রথম প্রহরের পর অর্থাৎ ৭॥০ দণ্ডের পর দ্বিতীয় প্রহর॥ * ॥ ঘড়ী—স° ঘটী। ও°॥ * ॥ ঘসি—গোময়পিণ্ড, ঘুটিয়া। ও°॥ * ॥ ঘাটিআল—নদীর পার-ঘাটের ও নৌকার অধিকারী। সংক্ষেপে, ঘেটেল। পশ্চিম-বঙ্গে ঘেটেল প্রায়ই জালিক ও কৈবর্ত্ত। [পাটনী এক জাতির নাম। পশ্চিম বঙ্গে নাই।]॥ * ॥ ঘোড়াচুলা—কৃষ্ণের মোহন চূড়া অবশ্য চূড়া। ঘোড়ার মাথার চুলে চূড়া করা হইত। না করিলে সে চুলে চোখ ঢাকা পড়িত। বালকের চুলও চূড়াবাঁধা হইত। বয়স্কের চুল দীর্ঘ, পেছুদিকে ঝুলিত।

চৌহানী, চৌহালিনী—(বোধ হয়) চৌহান রাজপুত হইতে। রাজপুত নারীর তুল্য নির্ভয়া, ডাকা-বুকা। [বিষ্ণুপুরে রাজা মানসিং আসিবার পরে অনেক রাজপুতের বাস হইয়াছে।] কিম্বা চৌহালিনী—চোআড়নী. চোআড় নারী। চৌহালিনী—ড় স্থানে ল হইতে পারে। মানভূমে চোআড় নামে এক জাতি ছিল। নামটি সভ্য বাঙ্গালীর প্রদত্ত। যেমন, কোল, সমন্তাল (সাঁওতাল), বাউরী ইত্যাদি॥ * ॥ চালিআঁ (২৫৫)—চালিত করিয়া॥ * ॥ ছাঁচে (১২৪)—সাঁচ্চা, সত্য। মিছা ছাঁচে—মিথ্যা ও সত্যে॥ * ॥ জুলি—ভাঁগি জুলি, ছিণ্ডি জুলি, স° জূর ধাতু হিংসায়। জূর্ণ হইয়া, নষ্ট হইয়া। সহচর ধাতু। ও° জূর—বিনাশ করা। ভাঙ্গি-জুলি—ও°।

ঝঙ্কায়িবী (৩৯৩)—ঝন্-ঝন হইতে। স°তে ঝঙ্কার ঝণৎকার মধুর। যেমন ভ্রমরের, নারীর পাদভূষণের। কিন্তু তীব্র হইলে কোপ সঞ্চার করে। তখন লোকে 'ঝাঁঝিয়ে উঠে'। ঝঙ্কায়িবী—ঝাঁঝিয়ে উঠবি॥ * ॥ ঝাটাল বন (২১২)—ঝাটি বনে, ঘন ডালপালার বনে, কুঞ্জে॥ * ॥ ঝালিআর ডাল (৩৯৪)—ঝুলী ছোট, ঝালি বড়। ঝালিআরা কাঁধে ঝালি লইয়া বেড়াইত, ভোজবিদ্যায় আম্রাদির কাঁচা ডালপালা দেখাইত। পরক্ষণে সে ডাল অদৃশ্য হইত॥ * ॥ টাকার—স° টঙ্ক হইতে। টাঙ্গী। জয়ানন্দে টাকর॥ * ॥ টাটে (৫৬)—স° তপ্ত। তাপে।

তণ্ডী—স° বিতণ্ডা॥ * ॥ তরল নয়ন (২৪৩)—ন-য়-ন পণ্ড॥ * ॥ তারপিল—তর্পিল, তৃপ্ত করিল॥ * ॥ তিথিন (৪)—তি-থি-ত ?॥ * ॥ তিনাঞ্জলী—অঞ্জলিত্রয় জল। জল উহ্য। তিনাঞ্জলী দেওয়া, পরিত্যাগ। জয়ানন্দে, তিলাঞ্জলি। কিন্তু অর্থ হয় না। জল না দিয়া

কেবল তিল দিলে পিতৃলোকের তৃপ্তি হয় না। তিনাঙ্গলি দেওয়া—পিতৃলোকগত জ্ঞান করা ॥ * ॥ তেলানী—অমরকোষের সর্ব্বানন্দী টীকায় তেলারনী। বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান তেলানী, মাটির সান্‌কী। তেল-কানি বুলাইয়া আশুকা পিঠা ভাজা হয়। ও° তেলুণী। কিন্তু কবি লিখিয়াছেন, রাধার নাভি "তেলানী গভীর"। নাভি ১৷৹ আঙ্গুল গভীর বলা উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে গুড়-পিঠা ভাজিবার মালসা তুল্য গভীর পাত্রকে তেলানী বলা হইত। অন্যত্র, রাধার নাভি প্রয়াগ-তুল্য গভীর। প্রয়াগে জল অনেক নীচে, গ্রীষ্মকালে দুতলা বাড়ীর সমান। প্রয়াগ অর্ধবৃত্তাকার। কবি প্রয়াগ দেখিয়াছিলেন কি ?

তোল (২২৩)—স° তুলন। "হেন করিবেঁ তোল"—এমন তুলিবে, আর পাড়িবে। তোল-পাড় ॥ * ॥ তোলবলে (১৯৬)—"দেহ মোর ঘামে তোলবলে"—রৌদ্রে ঘর্মাক্ত হইয়া দেহ স্থির থাকিতেছে না। এখন বাঁকুড়ায় ও অন্যত্র, টল-বলে। এ সময়ে ছায়ায় না গেলে মূর্চ্ছা (সর্দিগর্মি) হইতে পারে। শরতের রৌদ্রে রাধার মাথা ঘুরিতেছিল। আর্দ্র বায়ুতে শরতের রৌদ্রের ফল। ঘর্ম, আনুষঙ্গিক উপসর্গ ॥ * ॥ তৌলঝাঁপ—নৌ-কা পশ্য।

দশমী দুয়ার—দেহের নবদ্বার ব্যতীত কণ্ঠনালীর দ্বার। দীর্ঘীকৃত জিহ্বা উলটাইয়া কপাট করিয়া এই দ্বার রোধ করিতে হয়। কণ্ঠনালী স্ত্রীং হেতু দশমী স্ত্রীং। জয়ানন্দে, "আউট হাত ঘরখানি তাহে দশ দ্বার।" ॥ * ॥ দুঅজ (১৫৯)—দ্বিতীয়। পয়োভারের দ্বিতীয়, গজমুতী হার ॥ * ॥ দুরিত—স°। পাপ। "দুরিতমন"—পাপমনা ॥ * ॥ দুরুবার—স° দুর্বার।

দেহার দেব (১৩২)—দেউলের দেব, মহাদেব যেমন বিষ্ণুর মোহিনী মূর্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, দেহার দেব যে আমি, আমিও তোমাকে দেখিয়া মোহ প্রাপ্ত হইলাম ও "কলায়িলোঁ" ছলিত হইলাম ॥ * ॥ ধামালী—স° দম্ভ, কৈতবে+আলী। মূলার্থ ধূর্তপণা। রঙ্গ, 'রসিকতা', নষ্টামি। রঙ্গ ধামালী—প্রায় একার্থ সহচর শব্দ। র-ঙ্গ হইতে ঢঙ্গ (ঢং)। তখন ঢঙ্গ-ঢামালী ॥ * ॥ নটক (৭১)—নষ্টামি ॥ * ॥ নয়ন—কবি নয়নে পঞ্চবিধ ভাব দেখিয়াছেন। অলস নয়ন, দৃষ্টিহীন; তরল নয়ন, সরস নয়ন, স্নেহ ও নেহার নয়ন; ত্রস্ত নয়ন, হরিণীনয়ন; চঞ্চল নয়ন, খঞ্জন পক্ষীর তুল্য, যেন কি খুজিতেছে; আড় নয়ন, বাম নয়ন, সুন্দরীর প্রেমজ্ঞাপক ॥ * ॥ নাল (৩২৩)—আড়বাঁশী পশ্য ॥ * ॥ নিছুন (১২৯)—স° নির্মঞ্ছন। পূজার দ্রব্য। এখানে শ্লেষে ॥ * ॥ নিমাথী—নির্মস্তকী। অনাথী। নিমাথিতী—নিমাথী তীরি ॥ * ॥ নিরাস (২৫৬)—স° নিরাশ। আশা দিক্। নিরুদ্দেশ ॥ * ॥ নিহুড়িয়া—নৌকা পশ্য ॥ * ॥ নেতবাস—স° নেত্রবাস। যে পট্টবাসে নেত্রের রূপ আছে। তাঁতের ঝাঁপে নেত্র উঠিত। এই হেতু নেত মূল্যবান্ ছিল।

নৌকা (১৪০)। বরিষা সময় উপসন্ন, এখন যমুনায় তড় পথ নাই। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে "বিবিধ বিধানে" যোগ্য কাঠ কাটিয়া শুভক্ষণে "দাণ্ডার পাতন" করিলেন। এটি তলার পাটা। এই পাটার দুই পাশে দুইখানি দুইখানি চারিখানি পাটা। অবশ্য হংসোদর তুল্য বাঁকাইয়া দিয়াছিলেন। পাঁচ পাটা গায়ে উপরে উপরে ধরিয়া রাখিতে ভিতরে "সুরগুঠী" দিলেন। উপরের দুই পাশের পাটার বাহির গায়ে মাথায় মাথায় মিলাইয়া "ঘলাপাড়ী" এবং দুই

বাড়কে বাঁধিতে "গুড়া" জুড়িলেন, আঁটিলেন। গুড়ার উপরে "তৌল ঝাঁপ"। [নৌকার অঙ্গ স্মরণ করিয়া এই অর্থ করিতেছি। সুরগুঠী—গুঠী, ও° গুন্ঠী, গ্রন্থি। পাড়ী—পাটী। গুড়া, গূঢ় ঢাকা থাকে বলিয়া নাম। গুড়া, গুড়ার উপরে দাঁড়ী বা গাবর বসে। তৌলঝাঁপ—যে ঝাঁপ তুলিতে পারা যায়। পাটাতনের পরিবর্তে ঝাঁপ।] নাঅখানি লম্বায় ৩॥০ হাত, উচ্চে বোধ হয় ১॥০ হাত, প্রায় মোচাখোল। (১৫৩) রাধা ধীরে ধীরে নাএর কাছে আসিয়া দেখিলেন, পাঁচ পাটার নাঅখানি "মোকট", যেন মোচাখোল। "নিহুড়িআঁ" হুইয়া [স° নি নিম্নে, বৃৎ বর্তনে। বাঁকড়ী] দেখিলেন, "পাণি লইছে মোকটে", মোচা-খোল পানি লইতেছে, তাহার ভিতরে জল ঢুকিতেছে। "ঝাঝর নাঅ মাঝত লএ পাণী" (১৫৬)। ডহরায় জল, পসরা রাখিবার ঠায়ি নাই। কৃষ্ণ পদ দ্বারা কাণ্ডার, উভ হাতে কেরোআল ধরিয়াছেন। তিনি রাধাকে জল সিচিতে বলিলেন। কিন্তু নাঅ ভাঙ্গা, ঝাঝর! বড় ছিদ্রপথে পাণি ফুটিতেছে, উৎসের মতন উঠিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে [উৎসের জল 'ফুটে', সাধারণ কথা।], সরু ছিদ্রপথে বিম্ব উঠিতেছে, 'বুজকুড়ি মারিতেছে'। আধ নাঅ পাণী মারিয়া পাণি-ফুটি সেচা রাধার অসাধ্য। কবি এই নাএর বর্ণনায়, রাধার বিস্ময়, ত্রাস, করুণা ও কৃষ্ণের প্রবোধন, উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তিতে অপূর্ব্ব রস সৃষ্টি করিয়াছেন। মাধবাচার্য ও কৃষ্ণদাসও লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু কবির ধারেও যাইতে পারেন নাই। গীতটি বহু গায়নে গাহিয়াছিলেন, অযথা স্থানে চারিটি ধুআ আসিয়া পড়িয়াছে, দুই এক স্থানে বাক্য অশুদ্ধ হইয়াছে। কবি নিশ্চয় বর্ষাকালের বন্যায় ভাঙ্গা নাএ চড়িয়াছিলেন। দামোদরের? বোধ হয়, দ্বারকেশ্বরের। বাঁকুড়া ও ছাতনার কাছে বর্ষাকালেও সব দিন 'না' চলে না, না-ও ভাল হয় না। আমি বাল্যকালে একবার বাঁকুড়ার খেআ-ঘাটে ঝাঝর নাএ চড়িয়াছিলাম।

পড়িঘা—ধাতু। প্রতিঘাত হইতে॥ * ॥ পড়িহাহে (৩২৪)—প্রতিভাসে॥ * ॥ পরসিলহে (২৮০)—প্রবেশিলে॥ * ॥ পরিলেঁ। যমুনা নীরে (২৯৫)—পড়িলেঁ॥ * ॥ পাট—(১) পট্ট (রেশম), (২) শিলাপট্ট, (৩) সিংহাসন, (৪) পট্টবং অংশু॥ * ॥ পাটাবুকী—শিলাপট্টের তুল্য বিস্তৃত ও কঠিন বুক যে নারীর॥ * ॥ পাটোল—পট্টুল? পট্টবস্ত্র। কিন্তু প-ট্টু-ল হইলে পা-ট-ল হইত। ° পটোলম্ বস্ত্র-ভেদে,—মেদিনী। "তত্তু গুজ্জরদেশীয় বিচিত্রপট্টবস্ত্রম্"—শব্দকল্পদ্রুম। এই অর্থ ঠিক মনে হয়। রাধা সামান্য পট্টবস্ত্র পরিতেন না। পাটোল পরিতেন। পাটোলের অঞ্চলে নেত্র থাকিত। কবির বহু পূর্বে গুর্জ্জর জাতি রাঢ় দেশ বারম্বার বিধ্বস্ত করিয়াছিল। কবির গুজ্জর রাগ সে জাতির॥ * ॥ পাড়ে বাট (১৪৮)—বাটে পাতিত করে, বাটপাড়ি করে॥ * ॥ পাসলী—স° পাদশৃঙ্খলা। পাঁয়জোর।

বসুল—স° বসুপুত্র। তু° রাউল—রাজপুত্র। গুরু জনের নামোচ্চারণ শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ ছিল; অমুকের পুত্র, অমুকের কন্যা বলা রীতি ছিল। কৃষ্ণ পিতার নাম বসুদেব না বলিয়া বসুপুত্র বলিয়াছেন। বসুল নাম পুরাণে অসম্ভব॥ * ॥ বাগড়—স° ব্যাঘাত॥ বাগড়া॥ * ॥ বাটোআড়—বাট-পাড়া, বাটে পাড়ে যে (দস্যু)॥ * ॥ বাড়ী—যষ্টিপ্রহার। বাঁকুড়া। দক্ষিণ রাঢ়ে অপ্রচঃ॥ * ॥ বামা—স°। নারী। রামাজাতি,

বামাকণ্ঠ—নারীজাতি, নারীকণ্ঠ ॥ * ॥ বালেন্দু (৩৬৫)—গোপীর বালেন্দুসম-প্রিয়দর্শন হরি ॥ * ॥ বাস—ধাতু। সং বাস ধাতু গুণান্তর-আধান। ইহা হইতে, লজ্জা বাসি—লজ্জা পাই, ভয় বাসি—ভয় পাই। হেন বাসি মনে—হেন বোধ করি।

বিগুত—ধাতু। সং বিঘট্টিত হইতে। অভিঘাত। তুং ঘট্ট হইতে সিদ্ধি ঘোটা ॥ * ॥ বিছোহ (১২২)—সং বিক্ষোভ ॥ * ॥ বিতপন, বিতপনী—সং বিতর্পণ, বিতর্পণী। তৃপ্তিকর ॥ * ॥ বিতে (৮৯)—সং বিত্ত। বাবদে, জমিদারী কাগজে বিতং। (যো-কোষ)। বিথু (১০৬)—সং বিস্তৃত। কোন্ বিথু বথু—কোন্ বিস্তৃত বস্তু যে দান লইবে? ॥ * ॥ বিফল (৭৩)—বিকল? ॥ * ॥ বিবুধি—সং বিবুদ্ধি। অবুদ্ধি, নির্বুদ্ধি, বিবুদ্ধি একার্থ নয় ॥ * ॥ বিলস বুইল (২৪৫)—বিরস বচন বলিল ॥ * ॥ বিহড়ায়ি (৮৪)—বিহৃত করে ॥ * ॥ বিহড়িল (২৮৯)—ণ. বিহৃত।

ভর—সং নির্ভর। পূর্ণ। তুং ভর পাত্তর, ভর যৌবন ॥ * ॥ ভরস—সং মর্ষ। ধৈর্য ॥ * ॥ ভষল (১৯৫)—ভ্র-ম-র বটে। ভ-ম-ল হইবার কথা। বোধ হয়, লিপিকর-প্রমাদ। ভমল—ভর্মল ॥ * ॥ ভাণ—সং ভাণ্ড। প্রতারণা (ভণ্ড হইতে) ॥ * ॥ ভাণ্ড—সং। বাদ্যযন্ত্র। তুং বাদ্যভাণ্ড—সহচর শব্দ ॥ * ॥ ভাষ (৪৫)—সং ভাষ্য। ব্যবস্থা। (৩১৯) ভাষা ॥ * ॥ মতি-মোষে—সং মুষ ধাতু চৌর্যে। মতি অপহৃত হেতু। বোধ হয়, মতি-মোহে—মতিমোষের রূপান্তর ॥ * ॥ মরসিল—সং মৃষ ধাতু। সহিল ॥ * ॥ মারন্তা—আততায়ী ॥ * ॥ মিলচুকা (১৪৪)—? ॥ * ॥ মুণ্ডিলেক (৪১)—আমার যৌবন কৃষ্ণের গোত্রের মাথা মুড়াইলেক, শ্রাদ্ধ করালে। যেমন লোকে কুপিত হইয়া বলে, গোষ্ঠীর মাথা খেলে।

রাপায়িল (২০৩)—হাঁপাইল, দর্শন নিমিত্ত ব্যাকুলতায় শ্বাস পুনঃ পুনঃ বাহির করিতে লাগিল ॥ * ॥ রাহী (৩৪৮)—কদমতলাত রাধা রাহী—রাধা ও আয়ী। র আগম ॥ * ॥ রুইহ—সং রুহ ধাতু ণিচ্। "পুরুব কালের পাতে না রুইহ মূলে" (১৮১)—পূর্বকালের পত্রে মূল্য রোপণ, স্থাপন করিও না। এখন পূর্বকালের পাতা (বিধি) নাই ॥ * ॥ লক্ষকের (২১৯)—এক লক্ষ কাহণ কড়ির ॥ * ॥ লাস—সং লাস লাস্য, কেলি. স্ত্রীনৃত্য। লাসবেশ—কেলির বেশ। লাসী—নর্তকীর পরিধেয় বস্ত্র ॥ * ॥ লিহে কলিআঁ (৩৮০)—ভারী এত কাল, সে কিছুতে হাত দিলে কলিআঁ, কলঙ্ক, কালী লিপে। এমন ভারী দধি দুগ্ধ বহিবে কি? সব কালীমাখা হইবে।

শঙ্খচুর—শঙ্খবৎ চূর্ণ ॥ * ॥ শত পঞ্চাশ উপেখী (৪২)—নেহ হেতু প্রাপ্য দানের পঞ্চাশ কৌড়ী, কি শত কৌড়ী গণিতেছি না ॥ * ॥ শুধী—সং শুদ্ধি। তত্ত্ব, সত্য ॥ * ॥ সগুণী (৩১৮)—শকুনী পক্ষী (গৃধ্র) ॥ * ॥ সজ—সং সজ্জা। ওং সজ. ॥ * ॥ সবসলি (৭৮)—সরসলি? সরীসৃপ? "সবসলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল ন"—মোর কানের কুণ্ডল ক্রূর সর্প বোধ হইতেছে ॥ * ॥ সংপিল—সমর্পিল। সংপুট, সংপুন্ন প্রভৃতি শব্দের অনুস্বার ম-জ্ঞাপক। পূর্বকালে এদেশে এবং একালে অন্যান্য দেশে অনুস্বারচিহ্ন দ্বারা বর্গের পঞ্চম বর্ণ বুঝায়, সং-পি-ল—স-ম্-পি-ল, সং-পু-ন্ন—স-ম্-পু-ন্ন।

ক্ল-কী মুদ্রণে ম্ দেওয়া উচিত ছিল। কত পণ্ডিত এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। এইরূপ, জং-জা-ল—জ-ঞ্জা-ল হইবে। ইত্যাদি ॥ * ॥ সন্তেদ—স°। সঙ্গ, যোগ ॥ * ॥ সাতেসরী—সপ্তসারি। সাত-লহর। ও° সাত-সরী ॥ * ॥ স্বভাবে (৩৮২)—স্বভাবতঃ।

হাকান্দ (৩১২)—স° আক্রন্দ। হাকান্দ করুণা করোঁ—কাঁদিতে কাঁদিতে কৃপা প্রার্থনা করিতেছি ॥ * ॥ হার-মঞ্জরী—স° মঞ্জরী, বল্লরী। মঞ্জরীতে যেমন পুষ্প থাকে, হারেও তেমন মণি আছে। হার অবশ্য লতার আকার হইবে ॥ * ॥ হিছোল—হিঁচড়। স° চল কিম্বা তড় হইতে ॥ * ॥ হিফিলেক—ক্ষিপিলেক। ক্ষ স্থানে হ আর নাই ॥ * ॥ হেমকরগণে (৩৮১)—স্বর্ণকারগণে।

১২। বৃক্ষনাম

কবি প্রায় ২০০ বৃক্ষ জাতির নাম করিয়াছেন। বৃন্দাবনেই প্রায় ১৮০ জাতি। রাধার খোঁপায়, অঙ্গের উপমায় কতকগুলির নাম আসিয়াছে। এখানে সমুদয় নাম একত্র করিতেছি। কবির দেশে ও কালে কি কি গাছ জানা ও শোনা ছিল, তাহা এই তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। যে নাম সংস্কৃতভব, সে নামের দুই রূপ পাইলে বুঝি, দুই কবির। অধিকাংশ বৃক্ষ বাঁকুড়ার ও পশ্চিম বঙ্গের, কয়েকটা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের, কয়েকটা ওড়িষ্যার, আর কয়েকটা আয়ুর্বেদের বন্যৌষধিবিক্রেতার নিকট শ্রুত। অনেক আরণ্য বৃক্ষনাম "দেশজ", দেশভেদে ভিন্ন হয়। হয় ত দুই চারিটা সংস্কৃতভব। ইদানী বৃক্ষপালকেরা অনেক নূতন নাম সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরাণা সংস্কৃত নাম নূতন বৃক্ষে আরোপ করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী নামও হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র এক নয়। আর, যে গাছ রাঢ়ে জন্মে, সে গাছের নাম হিন্দুস্থানী কেন হইবে ? আমি এখানে এত বিচার না করিয়া, যে যে বৃক্ষনাম বুঝিতে পারিলাম, সে সে নাম লিখিতেছি। মাধবাচার্য্য কবির বৃন্দাবনের অনেক গাছ চুরি করিয়াছেন।

অগধ—স° অগস্ত্য, অগস্তি। ও° অগস্তি। বকফুল। ক্ল-কীর অন্যত্র বগহুল। কিন্তু বাঁকুড়া ও দক্ষিণ-রাঢ়ে, বাক্‌সনা বা বাস্‌কনা। কবিকঙ্কণেও তাই ॥ * ॥ অফেরু—?। পেয়ারা হইতে পারে না। ষোড়শ খ্রীষ্ট শতাব্দেও পেয়ারা উত্তর-ভারতে অজ্ঞাত ছিল ॥ * ॥ অশোক—স°। অশোক-স্তবক রাধার করে ॥ * ॥ আওঁলা—স° আমলক। ও° ॥ * ॥ আকন্দ, দুধি—শাদা আকন্দ ॥ * ॥ আঁকোড়—স° অঙ্কোট। কাঁটা দৃঢ় গাছ ॥ * ॥ আকোরল—? ॥ * ॥ আগরু—স° অগুরু ॥ * ॥ আড়য়ি—কোন বন্য গাছ হইবে ॥ * ॥ আতভড়ি—আঁতমোড়া। বিষ্ণুপুরের পশ্চিমের বনে।

আতয়ী—?। রাধার রোম-রাজির উপমা। নামটি স° নয়। স° অতিদূর্ব্বা ? ॥ * ॥ আমুলিঅ—স° অম্লিকা, আম্লিকা। এখানে কোন পুষ্পবৃক্ষ। বোধ হয় পলাশী (অম্লপত্রী)। বৃহৎলতা, আরণ্য। বাঁকুড়া ॥ * ॥ আম্বু, আম্ব,—স° আম্র। ও° আম্ব। লতা আম্ব—লতানিআ আমগাছ ॥ * ॥ আম্বড়া—স° আম্রাতক। আমড়া। ও° ॥ * ॥ আর্জ্জুন—স° অর্জ্জুন। অন্য নাম 'কুহয়'। বৃন্দাবনেই আছে ॥ * ॥ অস্নাই—আষাঢ়িআ বিশেষণ। এইটি স° অসন। বা° ও° পীআসাল। বর্ষারম্ভে ফুল হয়। বাঁকুড়ায় সাঁওতালী

নাম 'মূর্গা' প্রচলিত ॥ * ॥ আসন—স° নাম অসন নয়। ইহার দুই জাত আছে,—কালী আসন, ইহার কাঠ কাল, আর 'কাপাসী' আসন, কাঠ প্রায় শাদা। বৃন্দাবনে দুই জাতই আছে। অস্রাই, আসন, বাঁকুড়ার বনে ॥ * ॥ উৎপল—স°। উৎপল, ইন্দীবর, কুবলয়,—নীলকুমুদ। [কুমুদ শ্বেতবর্ণ।] নীল উৎপল—রাধার নয়নে, রাতা (রক্ত) উৎপল—রাধার চরণে। অন্যত্র কোকনদ নাম আছে ॥ * ॥ ওড়—স° ওড্র। জবা। পূর্বকালে ওড় নাম প্রচলিত চিল, জবা নাম ছিল না।

কড়য়ি—বন্য বৃক্ষবিশেষ। যো-কোযে করুই হইতে পারে। (কুড়চির নীচে)। বাঁকুড়া ॥ * ॥ কড়ী—বন্য লতাবিশেষ। পুষ্প নীল। বাঁকুড়া ॥ * ॥ বন-কড়ী, সোনা-কড়ী—এই প্রকার লতা ॥ * ॥ কণ্ঠোআল—কাঁঠাল ॥ * ॥ কদম্ব, কদম—স° কদম্ব। গ্রীষ্মকালে ফুল ॥ * ॥ কদলক—স°। কদলী। রাম-কদলী—কাষ্ঠ-কদলী, কাঁঠালি কলা। (নামটি কাঠালি। লোকে কাঁ-ঠা-ল পাইয়া ভ্রমে কাঁঠালি বলে)। রামরম্ভাবৃক্ষ নিম্নমুখী করিয়া উরুর উপমা ॥ * ॥ কপিথ—স° কপিত্থ ॥ * ॥ কমল—স°। (১৯৫) হেমকমল—হেম, স্বর্ণ। হেমকমল—রক্ত কমল বুঝিতে হইতেছে। হেমকমল রাধার পদে ॥ * ॥ কমলা—সিলেটি কমলা নেবু বুঝিতে হইতেছে ॥ * ॥ করঞ্জক—স°। করঞ্জা ॥ * ॥ করবীর—স° ॥ * ॥ কসাল—ও°। আরণ্য বৃক্ষ। পাটা কাজের নয়।

কাঙ্কড়ী—স° কর্কটী। ও°-তে অর্থ শসা। আমৃত কাঙ্কড়ী—মিঠা শসা, তিতা নয়।

কাঞ্চন—স°। পুষ্পভেদ ॥ * ॥ কাঠ লাড়িকা—? ॥ * ॥ কাপাসি—স° কার্পাসী। আসন নামের বিশেষণ ॥ * ॥ কামরঙ্গ—স° কর্মরঙ্গ। মালয় ও মলক্কাদ্বীপে নিবাস। সেখান হইতে মালাবার। মালাবরী নাম সংস্কৃত হইয়া কর্মরঙ্গ ॥ * ॥ কালকাসুন্দা—বর্ষায়ুঃ বন্য শাক। বৃন্দাবন, বন; সেখানে থাকিতে পারে। কিন্তু কবি বসন্তকালে কুত্রাপি দেখিতে পান নাই ॥ * ॥ কাশী—স° কাশ (তৃণ) ॥ * ॥ কাসিমল—স° কা-শিম্বল। সিমলের মতন পাতা হেতু নাম। গ্রাম্য গাছ, সহজে মরে না। একটা গাছ বাসলীর আদি থানে পশ্চিমের তোরণে জন্মিয়া পাথর ফাটাইতেছে।

কিংশুক—স°। বাঁকুড়া ও ছাতনায়, বন। বাঁকড়ী নাম কেঁশে ॥ * ॥ কুজা—স° কুব্জক। কাঁটা গাছ, ফুল বড়, সুগন্ধ। শুনিয়াছি, মানভূমে আছে ॥ * ॥ কুটুজ—স° কুটজ। কুড়চি ॥ * ॥ কুড়ুম—ও°। কেলিকদম্ব। বাঁকুড়ার লোকে স্বীকার করে না, পুরাণা নামটি ভুলিয়া গিয়াছে ॥ * ॥ কুন্দ—স°। রাধার দশনে ॥ * ॥ কুমুদ—স°। রাধার হাস্তে ॥ * ॥ কুরুবক—স°। নীল কুরুবক—স° ঝিণ্টি। রাধার নয়নে ॥ * ॥ কুশিআর—স° কোশকর। পূর্ববঙ্গে ইক্ষুর নাম। কবি কি ইক্ষু, ও° আখু নাম জানিতেন না? "লতা আম্ব কুশি আর, পাকিল দ্রাক্ষা আপার," এখানে লতা আম্ব আর কুশি আম্ব, এরূপ অর্থ হইতে পারে। বাঁকুড়ায় কোশাম বা কুশম অনেক। বৃন্দাবনে থাকিবার কথা। কুশিআম্ব নাম ব্যতীত অন্য নাম নাই ॥ * ॥ কুসুম্ভ—স°। ফুলে রং, বীজে তেল হেতু প্রসিদ্ধ ॥ * ॥ কুহয়—স° ককুভ। অর্জ্জুন বৃক্ষ। নামটি মানভূমের। কবির এক রাগের নাম কুহ। বৃন্দাবনে অর্জ্জুন ও কুহয় দুই নাম কেন?

কেতকী—স°। কবি পুং কেতকীকে কেতকী এবং স্ত্রী কেতকীকে কনককেতকী বলিয়াছেন। কেতকীর ধূলি (৭০)। কনককেতকী, স্বর্ণকেতকী। বর্ষাকালে কেতকীর ফুল হয়। "সুন্ধী কেতকীসম দহী সজাইআঁ" (১৪৩)—সুগন্ধি কেতকী পুষ্প যেমন স্তরে স্তরে আবৃত থাকে, দধি তেমন সাজাইয়া ও নেত বাস দ্বারা আবৃত করিয়া ॥ * ॥ কেন্দু—স° কাকেন্দু। বাঁকুড়ায় কেঁদ। ও° কেন্দু। লোকে কেন্দুফল খায়। বন-কেন্দু গাব। ফল অখাদ্য ॥ * ॥ কেশর—স° কেসর, কেশর। কিঞ্জল্ক, বকুল, নাগকেশর ও পুন্নাগ। রাধার দশনে (১৯৫) পদ্মের কিঞ্জল্ক। বৃন্দাবনে কেশর, বকুল, নাগকেশর, তিনই আছে। অতএব সেখানে কেশর পুন্নাগ। এটি ওড়িষ্যার বৃক্ষ। ও° নাম পুনাং, পুনাঙ্গ ॥ * ॥ কোকনদ—স°। রাধার অধরে ॥ * ॥ খঞ্চী—? ॥ * ॥ খস্তুরী কুসুম—স° কস্তুরী হইতে। লতা কস্তুরী। বীজে কস্তুরীগন্ধ। রাধার বসনে ॥ * ॥ খদির—স°। কণ্টকী বৃক্ষ, বাবলার মতন। ফুল পীতাভ, বর্ষাকালে ফুটে। ঈষৎ গন্ধও আছে। রাধার খোঁপায় খদির-কুসুমের মালা ছিল। পূর্ব্বকালে শাস্ত্রানুসারে খদির পুষ্প দেবতার পূজায় দেওয়া হইত ॥ * ॥ খরমুজা—ফার্সী খরবুজা। কাবুল হইতে কবে আসিয়াছে, জানা নাই ॥ * ॥ খাজুর—স° খর্জ্জুর। পিণ্ড খাজুর ভারতের পশ্চিমের ॥ * ॥ খিরী—স° ক্ষীরিকা। বকুল তুল্য বৃক্ষ ও ফল।

গাম্ভারী—স° ॥ * ॥ গর্জ্জুন—দেশী নাম। গর্জন। চট্টগ্রাম ॥ * ॥ গুআ—স° গুবাক ॥ * ॥ গুঞ্জ—স°। বিবিধ গুঞ্জ—ছোট বড় লাল কাল শাদা ॥ * ॥ গুলাল—হি°। হি°তে গোলাপী রঙ্গ চূর্ণ। গুল—ফার্সী। গোলাপফুল। গুলাল—গোলাপফুল। কবি বসন্ত কালে গুলাল আনিয়াছেন। ঠিক হইয়াছে। গুলাল রাধার নখরে। গোলাপের স° নাম শতপত্রী। ইহা হইতে সেবন্তী, সেমন্তী, বা° সেঁঅতি। কবি ইহারও উল্লেখ করিয়াছেন ॥ * ॥ ঘন—স° ঘনসার, কর্পূর ॥ * ॥ ঘাটাপারলী—স° ঘণ্টাপাটলি। আরণ্য তরুবিশেষ।

চম্পক, চাম্পা, চাঁপা—স° চম্পক। বসন্ত ও গ্রীষ্মের ফুল। চম্পককলিকা রাধার অঙ্গুলে। কনকচম্পক রাধার দেহকান্তি। স্বর্ণবর্ণ হেতু কনকচম্পক। অতএব যে বৃক্ষ রাঢ়ে কনকচাঁপা (মুচকুন্দ), সে বৃক্ষ নয়। সে ফুল শাদা ॥ * ॥ চন্দন—স°। সুগন্ধ চন্দন—শ্বেতচন্দন। রক্তচন্দন—গন্ধহীন রক্তবর্ণ ॥ * ॥ চাকলি—? চাকলিআ? ॥ * ॥ চাম্পতী—? আসামী চাম বৃক্ষ? ॥ * ॥ চাস্তলা—? বোধ হয় শাল্মল। শিমুলগাছ বৃন্দাবনে ছিল না, হইতে পারে না। মাধবাচার্য নাম করিয়াছেন।

চালনি—? "চালনি আঁব" এক নাম হইতে পারে। কলমের আম হইতে পারে। গাছের কলম করিবার জ্ঞান প্রাচীন ॥ * ॥ চালিতা—স° চরিত্রা। অম্লফল ॥ * ॥ চিতা—স° চিত্রক। আয়ুর্ব্বেদের ॥ * ॥ চুআঁ—প্রচলিত নাম চই, স° চবিকা। বাঁকড়ী নাম ॥ * ॥ চেরু—সাঁওতালী। বিষ্ণুপুরে বা° নাম পাকাড়ী—শরের তুল্য তৃণ। বোধ হয়, বঙ্গের অন্যত্র নাম খড়ী। ডাঁটা সরু, কঠিন। পানের বরজে বেড়া হয়। এ কারণ চাষ ও বিক্রি হয়।

ছাঞিঁয়ন, ছাতীঅন—স° সপ্তপর্ণ। ছাতিন। ও° ছতিঅন। বৃন্দাবনে দুই বার।

ছোলঙ্গ—স° মাতুলুঙ্গ। কবি ছোলঙ্গ, দোলঙ্গ, টাভা, জাম্বীর, নারঙ্গ, কমলা, লেম্বু, এই কয়েক প্রকার নেবুর নাম করিয়াছেন। কমলা, নারঙ্গের ভেদ। জম্বীর, গোঁড়া নেবু অত্যন্ত অম্ল, ত্বক্ পুরু, অম্বল হয়। টাভা, টাবা বড়, ত্বক্ শিথিল। লেম্বু, কাগজী নেবু। স° মাতুলুঙ্গ বা° হি° ছোলঙ্গ, অন্য নাম বীজপুরা। মাতুলুঙ্গের দুই ভেদ, ছোলঙ্গ ও দোলঙ্গ। ছোলঙ্গ হি° বীজৌরা বা বেগপুরা; দোলঙ্গ হি° কর্ণা নেবু। দুয়েরই ফুল সুগন্ধ, সাদা, দলের বহিঃপৃষ্ঠ রক্তাভ। বসন্তে ফুটে। রাধা অন্যমনস্ক হইয়া নিমঝোলে ছোলঙ্গের রস দিয়াছিলেন। তিনি খোঁপায় ছোলঙ্গ ফুলের মালা পরিতেন। জয়ানন্দও ছোলঙ্গের নাম করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, দুই নেবুই রাঢ়ে অজ্ঞাত হইয়াছে। বাঁকুড়ায় এক ধনাঢ্যের বাগানে ছোলঙ্গ দেখিয়াছি। তিনি হাজারীবাগ হইতে আনাইয়াছিলেন। বোধ হয়, অধম পাতিনেবু ছোলঙ্গকে সরাইয়াছে।

জয়ন্তী—স° ॥*॥ জলপায়ী—আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের বৃক্ষ। ফলে অম্বল হয়। পশ্চিমবঙ্গে অজ্ঞাত ॥ * ॥ জাতি—স°। বা°তে সর্ব্বত্র এই নাম। ইদানীর চামেলি হি°। ও° জাঁই। জাতির আর এক স° নাম মালতী। কবি জাতি, মালতীকে বসন্তের ফুল বলিয়াছেন। চৈত্র ও বৈশাখ কবির বসন্ত। আমরা বর্ষা চারি মাস ফুল দেখি। কবির ভ্রম নয়। জল, বিশেষতঃ বৃষ্টির জল পাইলে জাতি যূথী বসন্তেও ফুটে। জাতি, নেআলী, মল্লী, মাধবী প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প উদ্যানের হইলেও বনেও আছে। কেবল গুলাল নয়। মা-ল-তী পশ্য ॥ * ॥ জাম্বীর—স° জম্বীর। ছোলঙ্গ পশ্য ॥ * ॥ জাম্বু—স° জম্বু। ও° জাম্বু। লতাজাম্বু—জাম্বুর ভেদ ॥ * ॥ জিঙ্গালরু—? ॥ * ॥ জিয়াপূত—স° পুত্রঞ্জীব। বন্য বৃক্ষবিশেষ। ছাতনার বাসলীর আদি থানে বৃহৎ হইয়াছে।

টগর—স° তগর। সামান্য টগর গন্ধহীন। বৃন্দাবনে গন্ধটগরও ছিল ॥ * ॥ টাভা—টাবা। ছোলঙ্গ পশ্য। টা-ভা বাঁকড়ী ॥ * ॥ ডগর—সামান্য গন্ধহীন টগর ॥ * ॥ ডালিম্ব, ডালিম, দাড়িম্ব, দাড়িম—স° ডালিম্ব ॥ * ॥ ডৌহাকু—স° ডহু। প্রচলিত স° নাম লকুচ। বঙ্গে কোথাও কোথাও ডেঁফল। রাঢ়ে ও বাঁকুড়ায় মাঁদার ॥ * ॥ তমাল - স°। কৃষ্ণের কেশ তমালকলিকা-সম। কিন্তু তমালকলিকা তেমন কাল নয়। আর এক স্থানে (২২৫) কবি তমালকুসুমে রাধার চিকুর দেখিয়াছেন। কুসুম শব্দে কলিকা না বুঝিলে কবির দৃষ্টিভ্রম বলিতে হইবে। তমালপুষ্প কাল নয়। পদটি কোন মন্দ কবির রচিত।

তাম্বূল—স° ॥ * ॥ তাল—স° ॥ * ॥ তিণিশ—স° তিনিশ। শিশুনিয়া পাহাড়ের কাছে একটা গাছ আছে। ওড়িষ্যায় প্রচুর। অন্য স° স্যন্দন। বাঁকুড়ায় নাম পাঞ্জন। রথের ও গাড়ীর চাকার প্রসিদ্ধ কাঠ ॥ * ॥ তিল—স°। তিলফুল রাধার নাসায় ॥ * ॥ তেজপাত—স° তেজোবতী ॥ * ॥ তেন্তুলি—তেঁতুল। ও° তেন্তুলি ॥ * ॥ থলকমল—স° স্থলকমল। রাধার চরণে, কিন্তু (২২৬) এক মন্দ কবি রাধার তনেও "মুকুলিত থলকমল" দেখিয়াছেন। এই কবি থলকমল দেখেন নাই, কমল নাম পাইয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন ॥ * ॥ থেকর—প্রচলিত নাম থৈকর, থৈকল। রংপুর হইতে আসামে প্রসিদ্ধ মুদৃঢ় তরু। ফল অম্ল। গৌহাটিতে লোকে ইহাকে অম্লবেতস মনে করে। সম্পূর্ণ ভ্রম।

অম্লবেতস—বেত্র। বেতসকে বেত্র মনে করাও বিষম ভ্রম। বেত্র কণ্টকী। সীতা ও শকুন্তলা বেতসকুঞ্জে বসিতেন, বেতের কাঁটা-ঝোঁপে নয়। রাঢ়ে থেকর অজ্ঞাত ॥ * ॥ দনা—সং দমনক, নাগদমনক। নাগদনা ॥ * ॥ দুলাল, দুলালী—সং দুর্লভা। সুগন্ধ তুলসী। বাঁকুড়া ॥*॥ দেবদারু—সং। দেবদারুর পরেই অগুরু আছে। অতএব এটি হিমালয়ের দেবদারু ॥ * ॥ দোলঙ্গ—ছোলঙ্গ পশ্য ॥ * ॥ দ্রাক্ষ, দ্রাক্ষা—সং দ্রাক্ষা। কবি দ্রাক্ষার ভেদে দ্রাক্ষ মনে করিয়া থাকিবেন ॥ * ॥ ধব—সং। ধঅ গাছ। (কৃ-কীতে নবধব ছাপা হইয়াছে।) বাঁকুড়ার বনে ॥ * ॥ ধাতকী—সং। ধাইফুল ॥ * ॥ ধুথুর—সং ধুস্তুর। ধুতুরা।

নলিন—সং ॥*॥ নাকড়ি (৮০)—পাকড়ী নাকড়ী (২০৭) পরে পরে থাকাতে নাকড়ী গঙ্গাশ্বত্থ বা গয়া-আশুত মনে হইতেছে। পাকড়ী সং পর্কটী, বাং পাকুড়। পাকুড় ও গয়া-আশুতের আকারে ও পাতায় সাদৃশ্য আছে। এই হেতু ওড়িষ্যায় পাকুড় গাছের কাছে গয়াআশুতও লাগানা হয়। নাকড়ী—না+পাকড়ী। পাকুড় নয়, কিন্তু তৎসদৃশ। মাধবাচার্য্য "অশ্বত্থ পাকুড়" লিখিয়াছেন। "নাকড়ি তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ বলে কাঢ়ী খাএ খীরে" (৮০)। টীকায় দেখিতেছি, বীরভূমে নাকড়ী নাম আছে। কিন্তু শাদা অশ্বত্থ বুঝিতে পারিলাম না। ওড়িয়া ও বাঁকড়ী নাম জড়ী (সং জটী)। দক্ষিণরাঢ়ে ও বাঁকুড়ায় নাকড়ী নাম অজ্ঞাত ॥*॥ নাগেশ্বর—সং নাগকেশর। কবি এক স্থানে নাগেশ্বরে রাধার নাভি দেখিয়াছেন। বোধ হয়, অর্ধ প্রস্ফুটিত অবস্থায়। তাহা হইলেও নাভি দেখিতে পাওয়া যাইবে না ॥ * ॥ নাড়িচা—সং নালিক। কাঠিতে নালী আছে বলিয়া নাম। ওং নাড়িচ.। কৃষ্ণ বন্য নালিত পাইয়া থাকিবেন ॥ * ॥ নারঙ্গ—সং নাগরঙ্গ। ছোলঙ্গ পশ্য ॥ * ॥ নিম—সং নিম্ব। বৃন্দাবনে নাই। থাকিলে কবি দেখিতেন, গ্রীষ্মারম্ভে ইহার ফুলের মধুর গন্ধে বৃন্দাবন আমোদিত হইত ॥ * ॥ নেআলী—সং নেপালী। নবমল্লিকা ॥ * ॥ পদ্মকাষ্ঠ—সং আয়ুর্ব্বেদে ॥*॥ পরলা—পুরুল বা ধুন্দুল। বৃহৎ লতা, প্রায় বন্য। ফল ঝিঙ্গার মতন ॥*॥ পাকড়ী—সং পর্কটী। পাকুড় ॥*॥ পাণিআল—সং পানীয়ামলক। পানিয়ালা ফল ॥ * ॥ পারলী—সং পাটলী। পাটলী, পারুল। ফুল বড় বড়, সুগন্ধ, কৃষ্ণরক্তবর্ণ। গ্রীষ্মে ফুটে। কবির বসন্ত একটু গ্রীষ্মের দিকে। কিন্তু ফুল এমন বাছিয়াছেন যে, নিজে না দেখিলে স্মরণ হইত না ॥ * ॥ পিআল—সং প্রিয়াল। ফলবৃক্ষ। বাঁকুড়ার বনে। বৃন্দাবনে দুই বার ॥ * ॥ পিণ্ডার—সং পিণ্ডারক। ফল। বাঁকুড়ার বনে, পিঁড়রা ॥ * ॥ পিপলী—সং পিপ্পলী। পিঁপুল। পিপলীকে সং পিপ্পল (অশ্বত্থ) মনে করা চলে না। গন্ধপিপ্পলী কাবাবচীনি। কিন্তু এ দেশে জন্মে না ॥ * ॥ পেঁহুটী—? ॥ * ॥ বগহুল—বকফুল। কবি অগস্ত্য নামও করিয়াছেন। রাধার কর্ণে।

বদরী—সং। কুল ॥ * ॥ বন্ধুলী—সং বন্ধুক। রাধার অধরে ॥ * ॥ বর—সং বট। সং বট., বাং বড়্ স্থানে ব-র. ওং-তে ॥ * ॥ বহড়া—বহেড়া ॥ * ॥ বহুল, বকুল—সং বকুল ॥ * ॥ বাঙ্গী—কাঁকুড়। বাঁকড়ী। অপ্রচঃ হইতেছে ॥ * ॥ বাজবারণ —সং বজ্রবৃক্ষ। বজ্রবৎ কঠিন কাঁটা আছে বলিয়া নাম। কিন্তু লোকে এক বুঝিতে আর বুঝিয়াছে। দেখা যাইতেছে, বিশ্বাসটি অল্প দিনের নয়। বাঁকুড়ায় ও ওড়িষ্যায় নাম কাঁটা সিজু। কবি বাজবারণ নাম কোথায় পাইলেন ?। * ॥ বাড়িআল—সং বাট্যালক। প্রচলিত সং নাম

বলা। বলা চারি জাতি। বেড়েলা ॥ * ॥ বাঁশ—বৃন্দাবনে নাই। কিন্তু কবির দেশে অল্প ছিল; কৃষ্ণ বাঁশী করিয়াছিলেন ॥ * ॥ বাসক—সং ॥ * ॥ বিম্বফল—সং বিম্বী ॥ * ॥ বিষকরঞ্জা—সং নাম নক্তকরঞ্জক। নাটা করঞ্জা (লতা) ॥ * ॥ বোহারী—সং বহুবার, মাঝারি গাছ, শ্লেষ্মা ফল। বাঁকুড়া ও দক্ষিণে নাম বয়ের কুঁড়ি। ছাতনায় বাসলীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটা বৃহৎ বৃক্ষ আছে। কাঁটা দিয়া ইহার পাতায় লিখিলে প্রথমে শাদা রসের অক্ষর দেখা যায়। আলো লাগিয়া অক্ষর কাল হয়। এই কারণে রসিক জনে গাছের নাম সীতাপত্রী রাখিয়াছেন। সীতা অশোককাননে এই পাতায় লিখিয়া মনোদুঃখ রামকে জানাইয়াছিলেন ॥ * ॥ ভাঁটি, ভাণ্টি—বৃন্দাবনেই দুই নাম ॥ * ॥ ভালা—সং ভল্লাতক। ভালা, ভেলা। বাঁকুড়ায় ভালা ॥ * ॥ ভিলোল—? ॥ * ॥ ভূমিচম্পক—সং। ভুঁই চাঁপা ॥ * ॥ ভেরু—বোধ হয় ওং। যো-কোষ পদ্ম ॥ * ॥ ভোজপাত—সং ভূর্জপত্র ॥ * ॥ মথুর—? বোধ হয়, নামটি মধুর। মধুর শব্দের নানার্থ ছিল ॥*॥ মধূক, মহুল, মহুলের ফুল—মহুল রাধার গণ্ডযুগলে

মন্দার—সং। পারিভদ্র। কাঁটাগাছ, অগ্নিবর্ণ ফুল। পালিটা মাদার ॥ * ॥ মরুআ—সং মরুবক ॥ * ॥ মহুকুত—কোন মধুফলের নাম হইবে ॥ * ॥ মাধবী—সং। বসন্তের প্রথমে ফুটে ॥*॥ মালতী—সং। প্রচলিত নাম, জাতি। "মালতী মল্লিকা" (১১৮); "ফুটিল গুলাল মাহ্লী, মালতী মাধবীলতা লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী" (২০৫)—সব বসন্তের ও গ্রীষ্মের আরম্ভের ফুল। (২) বর্ষা ও শরতের মালতীলতাও আছে, "মালতী মধুকর" (২০৬)—যে মালতীতে মধু থাকে। ওং মধুমালতী। বহু কাল হইতে মধুমালতী (লতা) খুজিতেছিলাম। এখন মধুমালতীর নাম মালতী হইয়া গিয়াছে। কালিকাপুরাণে দেবদেবী-প্রিয় বহু পুষ্পের নাম আছে। সেখানে মালতী ও জাতি পৃথক্। কালিকাপুরাণ আসামে ৮ম খ্রীষ্টশতাব্দে (?) প্রণীত ॥ * ॥ মাহ্লী—সং মল্লী, মল্লিকা। মল্লিকা নামও আছে। বন-মাহ্লী—বনমল্লী, অতি সুগন্ধ ॥ * ॥ মাহাকাল—সং মহাকাল। ফল বিষাক্ত

যূথী—সং। যূথীর দুই ভেদ, শ্বেত ও সুবর্ণ যূথী। কবি পীত যূথীকে কনকযূথী, হেমযূথী বলিয়াছেন। যূথী গ্রীষ্মের প্রথমে ফুটিতে পারে। লবঙ্গ পশ্য ॥ * ॥ রাঙ্গনাগর—দেখা যাইতেছে রঙ্গণের প্রকৃত নাম, রঙ্গনাগর। ফুলের সিন্দুরবর্ণ দেখিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে ॥ * ॥ রবি—সং। অর্ক, আকন্দ। কবি দুই আকন্দের নাম করিয়াছেন ॥ * ॥ রেবতী—সং। অপর সং নাম মধুক, মধুবৃক্ষ। (কি গাছ, চিনি না।) ॥ * ॥ লবঙ্গ—সং। জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের অনেক পুরাতন কবি লবঙ্গপুষ্প উল্লেখ করিয়াছেন। জয়ানন্দও লিখিয়াছেন,—"নারেঙ্গ ছোলঙ্গ বিল্ব লবঙ্গাম্রপুরে"। ভবানন্দের "হরিবংশে", পূর্ব্ববঙ্গের "পদ্মাপুরাণে," উত্তরবঙ্গের "চণ্ডিকাবিজয়ে" লবঙ্গপুষ্পের উল্লেখ আছে। শ্রীহট্টের ও চট্টগ্রামের পাহাড়ের 'লঙ্গ' কিছুতে হইতে পারে না। বৈদ্যক কোষে, সংস্কৃত কোষে লবঙ্গ অর্থে প্রচলিত সুগন্ধি দ্রব্য। একবার এক সং গ্রন্থে—বোধ হয় রঘুনন্দনে, শ্বেত যূথীর নাম লবঙ্গ দেখিয়াছিলাম। সে গ্রন্থের স্থানটি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এখন যূথী স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, লবঙ্গ শ্বেত যূথীর এক নাম বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। অমরকোষের টীকায় সর্ব্বানন্দ লিখিয়াছেন, হেমযূথী অর্থে যূথীও

আছে। অর্থাৎ যূথী শব্দে হেমযূথী বুঝাইতে পারে। তাহা হইলে শ্বেত যূথী লবঙ্গ হইতেছে। কবির উক্তির সহিত মিলাইতেছি। কবি যূথী নাম করিয়াছেন, কিন্তু যূথী ও লবঙ্গ একত্র নাম করেন নাই। পীত যূথীর নাম হেমযূথী, কনকযূথী করিয়াছেন। "কনক যূথিকা মাহ্লী লবঙ্গ সেয়তী" (২২১)। এখানে কনকযূথী ও লবঙ্গ পৃথক্। "লঙ্গ মালতীএঁ থোঁপা ভরাআঁ ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে" (১৩১)। দুই ফুল শ্বেতবর্ণ, লোটনে সুন্দর দেখাইবে। "ফুটিল গুলাল মাহ্লী মালতী মাধবীলতা, লবঙ্গ দোলঙ্গ নেআলী। সেবতী কনক-যূথী, সুথী কনক কেতকী, পারলি দুলালী॥" (২০৫)। এখানেও লবঙ্গ ও কনকযূথী পৃথক্। জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা," যূথীর বর্ণনার যোগ্য। সুগন্ধ-দ্রব্য লবঙ্গের এক নাম শ্রীপুষ্প। যূথী শ্রীপুষ্পী। আকারে ও গন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্যও আছে। শ্বেত যূথীর নাম লবঙ্গ ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

লবলী—স°। শির আমড়া, নোয়ড়। রাধা লবলীদলকোমলী ছিলেন। দল শব্দে নূতন উদ্গত পত্র। লবলীপুষ্প দেবপূজায় দেওয়া হইত॥ *॥ লেম্বু—স° নিম্বু। ছোলঙ্গ পশ্চ॥ *॥ লোচন—স° রোচন। অনেক বৃক্ষের নাম রোচন। এখানে বোধ হয় শজনা॥ *॥ লোধ—স° লোধ্র। বাঁকুড়ার বনে। অনেকে লোধ্র ও তিলককে এক মনে করেন। সেটা ঠিক নয়।

শিরীষ—স°। শিরীষ কুসুম রাধার তনুতে। এখানে কুসুম শব্দে কেশর॥ *॥ শ্রীফল—স°॥ *॥ সরল—স°। আসামের আরণ্য পীত বৃক্ষ॥ *॥ সাজ—স° সর্জ্জ। সাল। সাঁওতালী সর্জম্॥ *॥ সাড়ব—?॥ *॥ সাতকড়া—?॥ *॥ সাহড়—স° শাখোট। শাওড়া॥ *॥ সাহার—স° সহকার॥ *॥ সিঅলী, সেহালী—স° শেফালী। নেআলী সেহালী মাহ্লী রাধার হাস্তে। বৃন্দাবনে সিঅলী ও সেহালী দুই নাম। "সিঅলি কুসুমু ওড়" (২০৬) এখানে শেফালী ব্যতীত অন্য কিছু মনে হয় না॥ *॥ সিন্ধুবার—স°। নিসিন্দা। বাঁকড়ী নাম বোঁআন॥ *॥ সিহাল—স° শৈবাল। রাধার কুন্তলে। শৈবাল কেশতুল্য বটে, কিন্তু উজ্জ্বল হরিত। পূর্ব্বকালে অনেকে এবং একালে অশিক্ষিতে হরিতকে কৃষ্ণ জ্ঞান করিত। সে ভ্রমে শ্যামল রামচন্দ্রকে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বলিত॥ *॥ সুকল—?॥ *॥ সুগন্ধেশ্বরী—?॥ *॥ সুথী—স° সৌগন্ধিক। সুন্ধী, ছোট কুমুদ। মহাসুন্ধী—বড় কুমুদ॥ *॥ সুদর্শন—? তিলক? তিলকের এক নাম শ্রীমান্। তিলক বাঁকুড়ার বনে প্রচুর। তিলক-মঞ্জরী দিয়া সরস্বতীর পূজা করা হয়॥ *॥ সুন্দরী—সুন্দরবনের বৃক্ষ। বিষ্ণুপুরের নিকটে এই গাছ আছে। নাম সিন্দুরিআ। এই নাম ঠিক॥ *॥ সেআলী, সেহালী—স° শেফালী। সিঅলী নামও আছে। নেআলী সেহালী মাহ্লী রাধার হাস্তে॥ *॥ সৈনাফুল—স্বর্ণফুল। স° স্বর্ণালু॥ *॥ সোআশ—?॥ *॥ হরিড়া—স° হরীতক॥ *॥ হলদি—স° হরিদ্রা। ও°॥ *॥ হিঞ্চী—শাকবিশেষ॥ *॥ হেন্তাল—স° হিন্তাল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী*

আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রচলিত ভাষাতেই যেমন একদিকে নবীন সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে, অন্য দিকে সেই সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাহিত্যের যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা উদ্ধার করিবার, মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে তাহা প্রচার করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। ইহা ভিন্ন, যে প্রদেশের বা জাতির এক সময়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় জীবন ছিল, যাহার একটি স্বাধীন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রদেশ বা জাতির অতীত গৌরব ও পতনের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিবার জন্য প্রগাঢ় আগ্রহ চারি দিকে দেখা যাইতেছে। জ্ঞানের এই শেষ দুই ক্ষেত্রে বঙ্গের বাহিরে কোনও প্রদেশই মহারাষ্ট্রের সমান অগ্রসর হইতে পারে নাই, এত মহার্ঘ কাব্য-ইতিহাসের সম্পদ্ সংগ্রহ করিতে পারে নাই; আর, কোনও প্রদেশেই এরূপ সর্ব্ব-জন-ব্যাপক ও অফুরন্ত উদ্যম এবং ইতিহাসের প্রকৃত মৌলিক উপকরণ প্রকাশে এত বেশী সফলতা দেখা যায় না। সেই মহারাষ্ট্র প্রদেশে ২৭ বৎসর ধরিয়া অনেকবার ভ্রমণ করিয়া এবং তাহার ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া, যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহার একটি দিক্ আজ আপনাদের দেখাইব।

মারাঠী ভাষায় কাব্যসাহিত্য, আমাদের বঙ্গীয় প্রাচীনতম বৈষ্ণব সাহিত্যেরও আগে হইতে পাওয়া যায়। এই সব কবিরা সাধু সন্ত পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থগুলি রস অপেক্ষা ধর্ম্ম ও নীতির হিসাবে অধিক মূল্যবান্ ও প্রভাবময়। সুতরাং সমাজ ও জাতির ইতিহাসের পক্ষে এগুলি অমূল্য উপাদান। শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর ধর্ম্মশিক্ষাকে "প্রকৃত কর্ম্মযোগ" বা "ফলিত ভগবদ্গীতা" বলা হয়,—ইহাই তাহার যথার্থ বর্ণনা। আর, বড় বড় কবি ছাড়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তী যে শত শত কম-খ্যাত কবি মধ্যযুগে মহারাষ্ট্রদেশ অলঙ্কৃত করেন, তাঁহাদের লেখার পনের আনাই অপ্রকাশিত,—অনেক স্থলে অজ্ঞাত। কিন্তু গত চল্লিশ বৎসরের অক্লান্ত দেশব্যাপী চেষ্টার ফলে নানাপ্রকার পুরাণ কাগজ ঘাঁটিবার সময় এগুলি দু এক পাতা করিয়া আবিষ্কৃত হইতেছে; এবং এইরূপে একটি বিশাল সাহিত্য আমাদের চোখের সামনেই বিস্মৃতির অতল হইতে মাথা তুলিতেছে। মারাঠা দেশ শুষ্ক প্রস্তরময়, বাঙ্গলার মত বন্যা, ভেজা বাতাস ও উই পোকার অধীন নহে। এ জন্য সেখানে কাগজের নাশের ভয় অত্যন্ত কম। আজ এই কাব্যগুলির কথা বলিবার মত সময় নাই। মারাঠা ইতিহাসের উপাদান ও সেবকগণের কথা মাত্র আপনাদের নিকট বিবৃত করিব।

বঙ্গদেশের মতই, মারাঠা ইতিহাসের চর্চ্চা ও রচনায় একটি যুগান্তরসদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার তিনটি স্তর বা যুগ অতি পরিষ্কার ভাবে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়। প্রথমে কি ছিল, তাহা লইয়াই আরম্ভ করি। ইংরাজী শিক্ষা পাইবার আগে মহারাষ্ট্রে ইতিহাস নামে যাহা চলিত ছিল, সেগুলি দুই শ্রেণীর গ্রন্থ—(১) রাজা ও রাজন্য ঘরের নিযুক্ত মুন্সী

* ৩রা ফাল্গুন, ১৩৪১, পরিষদ্‌মন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

(চিট্‌নিস)দের রচিত কাহিনী। এগুলির মধ্যে কতক সত্য তথ্য থাকিলেও অধিক অংশই প্রচলিত গল্পে পূর্ণ। মুঘল পাদশাহদের সভায় রচিত আকবরনামা, পাদিশাহনামা, আলমগীরনামা প্রভৃতি ফারসী ইতিহাসগুলি যেমন একমাত্র সরকারী শেরেস্তার কাগজপত্র এবং ঐতিহাসিক পুরুষগণের প্রত্যক্ষ কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া লেখা, এই বখরগুলি সেরূপ নহে, একেবারে সে শ্রেণীর বাহিরে। তাই এল্‌ফিন্‌ষ্টোন এগুলিকে গুজবপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"gossiping bakhars"। আবার, প্রচলিত অনেকগুলি বখর, ঘটনার এত পরে লিখিত এবং এত হাস্যাস্পদ ভুলে পূর্ণ যে, তাহা দেখামাত্র ত্যাগ করিতে হয়।

(২) বংশকাহিনী। এগুলি রাজন্য, জমিদার ও জাগীরদারগণ নিজ বংশের স্বত্ব স্থাপন বা কুলগৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য পেশোয়া সরকার অথবা ১৯শ শতাব্দীর প্রথম পাদে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের সামনে পেশ করেন। ইহার ভিতর আট আনা কিম্বদন্তী, আর আট আনা সত্য ঘটনা বলিলে অন্যায় হয় না। এগুলির মারাঠী ভাষায় নাম—অমুকের "হকিকত, কৈফিয়ৎ, ইয়াদি বা করিনা"।

ইহা ভিন্ন সে যুগে ছিল,—(৩) ইতিহাসের কংকাল অর্থাৎ শকাবলী। এই শ্রেণীর "জেধে য্যাচি শকাবলী" শিবাজীকাল সম্বন্ধে অমূল্য। (৪) সরকারী জমাখরচের খাতা ও ডায়েরী। এগুলি সত্য, কিন্তু অতীতের একটি দিক্ মাত্র স্পর্শ করে।

ফলতঃ ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান সরকারী কাগজপত্র, যাহাকে ষ্টেট্‌পেপার ও ডেস্‌প্যাচ বলা হয়, তাহা ঐ প্রথম যুগে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা তখন অজ্ঞাতবাস করিতেছিল।

সহস্র সহস্র ব্যক্তির বংশ বা মঠ সম্বন্ধে মারাঠা-রাজের দানপত্র, দায়ভাগ (নিবাড়পত্র), এবং জুরীর মীমাংসা (মহজরনামা) এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে এবং অনেকাংশে ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এগুলি ব্যক্তিগত দলিল মাত্র (private legal deeds) ; ইহাতে তারিখ ও সমাজের অবস্থা ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না।

ইংরাজসংস্পর্শে আসিবার পর, কিন্তু মারাঠারাজ অবসান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (ধরুন ১৭৬৫—১৮১৭ খৃঃ) ফরাসীনবিস হিন্দু মুন্সীরা সাহেবদের জন্য মারাঠা ইতিহাস মারাঠী ভাষায় সংকলন করেন এবং তাহার অনেকগুলির ফারসীতে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রচিত* হয়। অনেক প্রসিদ্ধ ফারসী ইতিহাস মারাঠাদের সম্বন্ধে অধ্যায়গুলিতে এই উপকরণ ব্যবহার করিয়াছে,—যেমন প্রথম যুগের ইংরাজদের সম্বল খাজানা-এ-আমারা, সিয়ার-উল-মুতাখ্‌খরীন, মাসির-এ-আসফী প্রভৃতি। এই শ্রেণীর সর্ব্বশেষ গ্রন্থ মলহার রামরাও চিটনিসরচিত বখর ১৮১০ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। আর, মারাঠী ভাষায় রচিত তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির-গাত্রে প্রস্তরে (১৮০৩) খোদা অতি দীর্ঘ শিলালেখ। দুইটিই সমান অসার।

দ্বিতীয় যুগ, গ্রাণ্ট ডফের রাজত্ব, ১৮১৮—১৮৬৮ খৃঃ। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সাতারার ছত্রপতি এবং পুণার পেশোয়াগণের সমস্ত দপ্তর এবং অনেক পুরাতন রাজকর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত বংশের কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ পান, এবং অনেক বর্ষব্যাপী শ্রমের পর তাঁহার মারাঠা

* যথা, (১) মালকরে বখর (ফার্সীর নাম তারিখ-ই-শিবাজী, আমি ইংরাজীতে ভাষান্তর করিয়াছি)। (২) নীল বেঞ্জামিন এডমনষ্টনের জন্য ১৭৯৪ খৃঃ গুলাল রায় কর্ত্তৃক রচিত উহার অপেক্ষা ক্ষুদ্র গ্রন্থ, (৩) স্যার চার্লস্ ম্যালেটের জন্য সংগৃহীত ৩ অধ্যায়ে ইতিহাস, ১৭০০ পর্য্যন্ত।

ইতিহাস তিন ভলুমে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের প্রথম তৃতীয়াংশ অর্থাৎ শিবাজীর বংশ (১৬২৪—১৭০৭ পর্য্যন্ত) তাঁহার অজ্ঞাত অসংখ্য নূতন উপকরণ আবিষ্কারের ফলে এখন বাতিল হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ পূর্ব্ব-পেশোয়া যুগ, ১৭০৭—১৭৬১, প্রায় আট আনা খাড়া রহিয়াছে, অপর অর্দ্ধেক নূতন মারাঠী ও ফারসী কাগজপত্রের আলোকে পরিহর্ত্তব্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শেষ তৃতীয়াংশ অর্থাৎ উত্তর-পেশোয়া যুগ, ১৭৬১—১৮১৭, সম্বন্ধে ডফ্ এখনও অদ্বিতীয় রহিয়াছেন।

মারাঠা ইতিহাসের তৃতীয় স্তর আরম্ভ হইল—বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পাশ করা গ্রাজুয়েটদের স্বদেশপ্রেম ও জ্ঞানপিপাসার ফলে। যেমন আমাদের বঙ্গদেশে ঠিক সেই শ্রেণীর গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র, সাহেবদের লেখা বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া প্রথম প্রকাশ্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন, সেই মত মহারাষ্ট্রে নীলকণ্ঠজনার্দন কীর্ত্তনে (প্রায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে) গ্রাণ্ট ডফের মারাঠা ইতিহাসের উপর সন্দেহ ও দোষারোপ করিয়া তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করেন। এই আক্রমণে জ্ঞান অপেক্ষা রাগই বেশী ছিল ; যথা, তাঁহারা বলেন যে, ডফ্ সাহেব বইখানি শেষ করিবার পর তাঁহার সমস্ত আদি উপাদানগুলি পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন—পাছে কেহ তাঁহার ভুলগুলি ধরিয়া সংশোধন করে !!!

যাহা হউক, এই আবেগের ফলে মহারাষ্ট্রে নব্যশিক্ষিত সমাজে দেশের প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ উদ্ধার করিবার জন্য এক অনির্ব্বচনীয় চেষ্টা জাগিয়া উঠিল। তাহার প্রথম প্রমাণ, "কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ" নামে একখানি সাময়িক পত্র বাহির হইল, এবং যে কয় বৎসর উহা বাঁচিয়া ছিল, তাহার মধ্যে উহাতে অনেকগুলি সংস্কৃত মারাঠী ঐতিহাসিক কাব্য, বখর, এমন কি, চারি শতের অধিক ঐতিহাসিক পত্র প্রকাশিত হইল। চারি দিকে আদি ও অকৃত্রিম সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাগজপত্রের খোঁজ চলিতে লাগিল, এবং উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে এগুলি ছাপিবার জন্য রীতিমত বন্দোবস্ত হইল। পারসনিস "ভারতবর্ষ" (দুই বৎসর চলিয়াছিল) এবং "ইতিহাসসংগ্রহ" (৭ বৎসর পরে লোপ পায়) নামক দুইটি মাসিক ক্রমান্বয়ে এই উদ্দেশ্যে বাহির করেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পুণায় "ভারত-ইতিহাস-সংশোধক মণ্ডল" স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ঠিক আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মতই, শুধু ভাষাতত্ত্ব অপেক্ষা ইতিহাস ইহার মুখ্য লক্ষ্য। মারাঠী ভাষায় "সংশোধন" শব্দের অর্থ অনুসন্ধান অর্থাৎ রিসার্চ।

"কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ" নামক মাসিকের যুগ্ম-সম্পাদক কাশীনাথ নারায়ণ সানে অনেকগুলি বখর ও ঐতিহাসিক চিঠি প্রকাশ করেন। ঐ দেশে তিনিই প্রথম দীর্ঘ-পরিশ্রমী ও কীর্ত্তিবহুল ইতিহাস-সেবক। কিন্তু পুরাতন কাগজপত্র এবং অন্যান্য সাহিত্য নানা স্থানে ঘুরিয়া বাহির করিবার কাজ বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজবাড়ের জীবনব্রত ছিল ; স্বদেশ ও স্বজাতির এই সেবায় তিনি চিরকৌমার্য্য এবং দারিদ্র্য বরণ করিয়া লন। আজ তাঁহার স্মৃতি মহারাষ্ট্রে লোকপূজ্য ও অমর হইয়া আছে, সুদূরবাসী ইতিহাস-পাঠকের চিরকৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে। মারাঠা ইতিহাসের আসল চিঠিপত্র এবং সরকারী কাগজের খোঁজে তিনি আটক হইতে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত বড় শহরগুলিতে এবং অসংখ্য গ্রামে গিয়াছিলেন—প্রায় সর্ব্বত্রই পদব্রজে। এই জ্ঞানযোগের

জন্য তিনি সন্ন্যাসীর মত আহার ও শয়নের কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। "মারাঠাদের ইতিহাসের সাধনগুলি" নামক ২১ ভলুম তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান; তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য অনেক প্রবন্ধ ও পত্রসংগ্রহ আছে।

প্রথমে গোদাবরী-তীরস্থ পৈঠন নামক প্রসিদ্ধ তীর্থে এক মুদীর দোকানে মশলা-বান্ধা কাগজের মধ্যে তিনি ২১ খানি পাণিপথ-যুদ্ধকালীন পত্র আবিষ্কার করেন, আর ঐ সময়ে হত গোবিন্দ পন্থ বুন্দেলের এক কর্ম্মচারীর বংশধরের নিকট ঐ বিষয়ে ১৮২ খানি পত্র দেখিতে পান। এগুলির সহিত আরও দুই তিন স্থানের সংগ্রহ মিলাইয়া, ১৮৯৮ সালে তিনি তাঁহার "সাধনেঁ"র প্রথম ভলুম বাহির করিলেন (৩০৪ খানি পত্র, সময় ১৭৫০—১৭৬১ খৃঃ); ইহা অমূল্য ঐতিহাসিক উপকরণ বলিয়া চিরদিন গণ্য হইবে।

এই দৃষ্টান্তে দেশময় একটা সাড়া ও অনুসন্ধানের উদ্যম দ্বিগুণ বেগে সঞ্চারিত হইল : বাসুদেব বামন খরে মিরজ-শহরে বসিয়া, নিকটবর্ত্তী সাংগলীর পটবর্দ্ধন রাজার দপ্তরের বহু সহস্র ঐতিহাসিক পত্র সযত্নে সুসজ্জিত করিয়া, "ঐতিহাসিক লেখ-সংগ্রহ" নামে ১৮৯৭ সাল হইতে ছাপিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ১৪ ভলুম বাহির হইয়াছে, এবং পাণিপথের যুদ্ধ হইতে ১৮০৪ জুলাই মাস পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনিসও বহু মূল্যবান্ কাজ করিয়াছেন, কিন্তু সম্পাদক ও প্রকাশক হিসাবে। আবিষ্কারকর্ত্তা হিসাবে বিশ্বনাথ রাজবাড়ে অতুলনীয় ও অমরকীর্ত্তি।

এ পর্য্যন্ত যে সব পত্রের কথা বলিলাম, তাহার প্রায় সবগুলিই মারাঠা রাজ্যের স্থানীয় কর্ম্মচারীদের জন্য প্রেরিত, পেশোয়া অথবা তাঁহার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিকট প্রেরিত অর্থাৎ সরকারী রিপোর্ট ও ডেস্‌প্যাচ নহে ; সুতরাং এগুলি ঘটনার এক দিক্ মাত্র আলোকিত করে। এখন সকলেই জানিতে চাহিলেন যে, পেশোয়াদের দপ্তর কোথায় গেল ? সৌভাগ্যক্রমে পেশোয়াদের শতাব্দী-ব্যাপী অধিকারের সময় তাঁহাদের নিকট যে লক্ষাধিক পত্র পৌঁছে এবং যে হিসাবের খাতা ও ডায়েরী লেখা হয়, তাহা পেশোয়া রাজত্ব ধ্বংস হইবার পর (১৮১৮) ইংরাজরাজ জপ্‌ত করিয়া একটি অফিসে রক্ষা করিয়াছেন, তাহার নাম "পেশোয়া দপ্তর" ও বাড়ীটির নাম "এলিএনেশন অফিস", পুণা। এখানে মারাঠি ভাষায় ২৭ হাজার বাণ্ডিল কাগজ আছে অর্থাৎ খারোয়া দিয়া জড়ান বোচ্‌কা। প্রতি বাণ্ডিলে এক বা দেড় হাজার পর্য্যন্ত পৃথক্ কাগজ ও দলিল। এগুলির মধ্যে শিবাজী বা তাঁহার পুত্রগণের রাজ্যকালের (১৬৪০-১৭০০) কোন সরকারী কাগজ নাই, আছে শুধু পেশোয়াদের প্রতিপত্তির সময়ের (১৭০৭-১৮১৮)। সাতারা-রাজার দপ্তরে শিবাজীর পৌত্র শাহুরাজার সময়ের কিছু চিঠি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তখন পেশোয়ারাই রাজশক্তির আধার ও কেন্দ্র হইয়াছেন।

পেশোয়া দপ্তরের মারাঠী কাগজগুলি প্রথম পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের অভ্যুদয় হইতে পঞ্চম পেশোয়া নারায়ণ রাওএর হত্যা (১৭৭৩) পর্য্যন্ত অতি বিপুল আকারে এবং ধারাবাহিকরূপে পাওয়া গিয়াছে। তাহার পর হইতে কাগজপত্র এই ভাণ্ডারে যেন হঠাৎ লোপ পাইয়াছে। নারায়ণরাওএর পর তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ দাদার সহিত বারাভাইদের সুদীর্ঘ ঘরোয়া বিবাদ এবং সেই সুযোগে ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রথম মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, ১৭৭৪ হইতে ১৭৮২ পর্য্যন্ত

পুণার রাজশক্তি ওলট্‌ পালট্‌ ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সে জন্য পেশোয়া দপ্তরে প্রাপ্ত ১৭৭৪ হইতে ১৮১৮ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসরের ঐতিহাসিক কাগজ কুড়াইয়া সবে তিনখানি ছোট ছোট সংগ্রহ গঠন করিতে পারা গিয়াছে। নাম—বারাভাইদের কাজ, প্রথম মারাঠা যুদ্ধ ও পেশোয়াই-এর শেষ যুগ।

তবে, এই শেষ যুগের সরকারী কাগজ কোথায় গেল? এগুলি লোপ পায় নাই, অন্যত্র ছিল। ১৭৭৭ হইতে ১৭৯৭ পর্য্যন্ত নানা ফড়নিস পুণায় সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন সমস্ত রাষ্ট্রীয় চিঠি-পত্র পেশোয়া সরকারে পৌছিলে, তাহা প্রথমে তাঁহার হাতে আসিত এবং কাজের সুবিধার জন্য তাঁহার বাড়ীতে জমা থাকিত। পরে সেগুলি তিনি তাঁহার মেণ্‌ওয়ালী গ্রামস্থ বাটীতে পার করেন। সেখানে এগুলি এক শতাব্দীরও অধিক কাল পড়িয়া ছিল। রাজবাড়ে ঐ গ্রামে গিয়া এগুলি আবিষ্কার করেন—পড়িয়া, বাছিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সাজাইয়া রাখেন। তাহার পর দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনিস উহা হস্তগত করিয়া, অধিকাংশই তাঁহার "ইতিহাসসংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রে এবং গোয়ালিয়র দরবারের খরচে ছাপা (কিন্তু সাধারণের পক্ষে অপ্রাপ্য) পাঁচ ভলুমে প্রকাশিত করেন। বাকী বাণ্ডিলগুলি এখন সাতারা মিউজিয়মে আশ্রয় পাইয়াছে, এবং তাহা হইতে বাছিয়া ২৩২ পৃষ্ঠার এক ঐতিহাসিক পত্রসংগ্রহ গত নবেম্বর মাসে ছাপা হইয়াছে।

আর ১৭৮৬ সালে পুণায় ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করিবার পর হইতে পেশোয়া দরবারের এবং সমস্ত মারাঠা রাজ্যগুলির—এমন কি, তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিল্লী দরবার, রাজপুত রাজ্যগুলি, নিজাম ও টিপু সুলতান সম্বন্ধেও, অতি বিস্তৃত এবং সঠিক খবর রেসিডেণ্টের অফিসের হস্ত-লিখিত ইংরাজী কাগজ পত্রে, এক শত কয়েকখানি ভলুমে আবদ্ধ আছে। এই ইংরাজী ষ্টেট্‌পেপার ও রিপোর্টগুলি দিয়া ১৭৮৬ হইতে ১৮১৮ পর্য্যন্ত মারাঠীভাষার সরকারী কাগজের অভাব পূরণ করা যায়; এগুলি ঠিক পেশোয়া-দপ্তরের পরেই বসে।

পেশোয়া-দপ্তরের মারাঠী ভাষায় লেখা ঐতিহাসিক পত্র ও হিসাবের কাগজ বাছিয়া, ৪৫ ভলুমে সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়া, গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই নিজ দেশের ইতিহাসের স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় পুণা রেসিডেন্সি রেকর্ডগুলি আমার তত্ত্বাবধানে বম্বে গবর্ণমেণ্ট ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা শেষ হইতে পঁচিশ ত্রিশটি বড় বড় ভলুম লাগিবে। কারণ, এ উপকরণ প্রচুর এবং বহু প্রদেশ-সংক্রান্ত।

মারাঠা ইতিহাসের উপর সমসাময়িক আলোক পাত করে, এরূপ পর্তুগীজ ভাষার কাগজ-পত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়া, পাণ্ডুরঙ্গ পিস্থর্লে-কর (গোয়ানিবাসী গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ) জাতীয় ইতিহাসের এক অঙ্গ পরিপুষ্ট করিতেছেন।

এখন ফারসী ভাষায় রচিত উপাদানগুলির সংগ্রহ ও প্রকাশ মাত্র বাকী আছে। এ কাজটি বড় শ্রম ও ব্যয়সাধ্য। কারণ, এই শ্রেণীর উপকরণগুলি মারাঠা দেশে নাই, অধিকাংশ হস্তলিপিই সমগ্র ভারতেও নাই; তাহার জন্য লণ্ডন, অক্‌স্‌ফোর্ড, এমন কি, বার্লিনের পুস্তকাগারে যাইতে হয়।

শ্রীযদুনাথ সরকার

চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি নূতন পুথি *

চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে যে এক বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক গ্রন্থ স্বতন্ত্র আকারে বা বিভিন্ন পত্রিকায় বিবরণের মধ্য দিয়া এ পর্য্যন্ত জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে সকল গ্রন্থই যে সাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। অন্বেষণ করিলে এখনও এ বিষয়ে অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থের সন্ধান মিলিতে পারে। কিছুদিন হইল, পরিষদের পুথিশালায় চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তিনখানি গ্রন্থের পুথি শ্রীযুক্ত গোপীনাথ আঢ্য মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থ তিনখানিই আধুনিক পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে অজ্ঞাত বলিয়া মনে হয়। তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে উহাদের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১। বৃন্দাবনদাসকৃত চৈতন্যভাগবতের সংস্কৃত অনুবাদ (পুথিসংখ্যা ১৬৯১)

অনুবাদকের নাম পরিষদের খণ্ডিত পুথির মধ্যে পাওয়া যায় নাই। ইহা বৃন্দাবনদাসের স্বকৃত অনুবাদ কি না, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। পরিষদের পুথিতে গ্রন্থের আদিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের (শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রকাশিত মূল বাঙ্গালা গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের) কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে। পুথিখানি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না—তিন রকম কাগজে ইহা লিখিত। মধ্যের অংশের কাগজ আধুনিক।[১] পুথির মধ্যে কয়েকটী অধ্যায়ের পুষ্পিকা পাওয়া গিয়াছে, উহাতে গ্রন্থখানিকে উপপুরাণ বলা হইয়াছে।[২] পুষ্পিকাহীন অধ্যায়গুলিতে বৃন্দাবনদাসের ভণিতা অনূদিত হইয়াছে।[৩] রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'চৈতন্যভাগবত' নামক যে একখানি গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র।[৪] উহাতে গ্রন্থকারের কোনও নাম নাই। উহা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন খণ্ডে সমাপ্ত। মিত্র মহাশয় যতটুকু বিবরণ

---

* সন ১৩৪২ সাল, ২১শে ভাদ্র তারিখে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। প্রারম্ভ :—জগজ্জনমনোহরং জগদপূর্ব্বলীলাময়ং
হরিং হরিসমুল্লসজ্জ্বলরসাব্ধিমগ্নান্তরম্।
সুহাসমধুরাননং মধুরমালতীমালিকং
ভজে ভুবনমঙ্গলং চিরসুধায় বিশ্বম্ভরম্॥
শ্রীমচ্চৈতন্যদেবপ্রিয়গণচরণেঽনেকধাগ্রে প্রণাম-
স্তস্মাচ্চৈতন্যমীশং সুরনুতচরণং শ্রীনবদ্বীপধাম্নি।
বন্দেঽহং তং দয়ালুং স্বয়মবতরণং যস্য বিশ্বম্ভরাখ্যা
ভক্তানাং পূজনং মে বরমুপচিতিতো বাক্সমুক্তং হি বেদে॥

২। ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে উপপুরাণে আদিখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ (পত্র ৫)

৩। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রাবধূতকঃ। তয়োঃ পাদপদ্মগানে দাসবৃন্দাবনোত্তমঃ॥ (পত্র ১২)

৪। Notices of Sanskrit Mss—১।২৭০

দিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়, তাঁহার বর্ণিত গ্রন্থে চৈতন্যদেবের জীবনবৃত্তান্তের বর্ণনা নাই ; উহাতে চৈতন্যমাহাত্ম্য, চৈতন্যের অবতারত্ব প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

২। নৃসিংহকৃত চৈতন্যমহাভাগবত (পুথিসংখ্যা ১৬৯৭)

ইহা একখানি বিশাল গ্রন্থ—সংস্কৃত ভাগবত পুরাণের ন্যায় ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ। প্রতি স্কন্ধ কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। সর্ব্বসমেত ইহার অধ্যায়সংখ্যা ১২৪ (১৩+১৩+১৬+১৫+১১+৫+১০+৮+৯+১০+৫+৯)। সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে সমগ্র গ্রন্থখানিতে বর্ণিত বিষয়ের একটি অনুক্রমণিকা দেওয়া হইয়াছে। এই অনুক্রমণিকা আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, চৈতন্য সম্বন্ধে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিশেষ কোনও তথ্য গ্রন্থমধ্যে নাই। তবে চৈতন্যদেবের প্রতি গ্রন্থকারের যে বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, তাহার পরিচয় গ্রন্থের মধ্যে সুব্যক্ত। এই মনোবৃত্তির ফলেই গ্রন্থখানি হরগৌরীসংবাদরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। পরিষদের পুথিখানি খণ্ডিত ও প্রারম্ভহীন হইলেও এবং ইহাতে প্রথম চারিটী অধ্যায় না থাকিলেও এই অনুক্রমণিকা হইতে জানিতে পারা যায় যে, উড়িষ্যারাজ চৈতন্যভক্ত প্রতাপরুদ্র ও এক দণ্ডীর কথোপকথন প্রসঙ্গে মহাদেব চৈতন্যের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য অনুক্রমণিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

হর উবাচ।

আদৌ প্রতাপরুদ্রস্য সংবাদো দণ্ডিনা সহ।
পৃথিবীব্রহ্মসংবাদস্তৎপশ্চাৎ কথিতো ময়া ॥১
ঐন্দ্রদ্যুম্নমুপাখ্যানং নৈলমাধবমেব চ।
গজেন্দ্রনক্রয়োর্যুদ্ধং হরিণা তস্য মোক্ষণম্ ॥২
অবতারানুকথনং ব্রহ্মস্থানস্য বর্ণনম্।
গোলোককথনঞ্চৈব শিবগোলোকমেব চ ॥৩
বলরামস্য গোলোকং বিষ্ণুগোলোকমেব চ।
বিধাতুর্গোলোকং প্রোক্তং রাধিকাজনিরেব চ ॥৪
বিরাটস্য সমুৎপত্তির্ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকং তথা।
কৃষ্ণাবতারঃ কথিতঃ পাষণ্ডজননং তথা ॥৫
ক্ষিতিব্রহ্মাদিসংবাদো রাধয়া কৃষ্ণসঙ্গতিঃ।
অদিত্যা কৃষ্ণসংবাদঃ কুবেরস্য তপঃক্রিয়া ॥৬
অদ্বৈতজন্ম কথিতং বিশ্বরূপস্য জন্ম চ।
বিশ্বরূপস্য সন্ন্যাসং কথিতং হিমশৈলজে ॥৭
নিত্যানন্দে তস্য তেজোগমনং কথিতং প্রিয়ে।
মহাপ্রভুসমুৎপত্তিস্তদ্‌বাল্যচরিতাদিকম্ ॥৮
দুগ্ধাদিভাণ্ডভঙ্গঞ্চ তন্নামকরণাদিকম্।
তস্য চৌর্য্যং প্রকথিতং দ্বিজান্নভক্ষণং তথা ॥৯
বিদ্যারম্ভশ্চ গৌরস্য গুরুগেহে প্রবাসনম্।
জলক্রীড়াদিকঞ্চৈব গৌরাঙ্গস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০
পুরন্দরস্বর্গদর্শং তৎপ্রাণত্যাগ এব চ।
তস্য নির্হরণং প্রোক্তং মাতৃস্নেহস্য বর্দ্ধনম্ ॥১১

নিত্যানন্দবাল্যলীলা যাতঃ সঙ্গশ্চ তস্য হ।
তীর্থযাত্রা চ কথিতা নিত্যানন্দস্য বৈ পুরা ॥১২
মহাপ্রভোঃ শাস্ত্রপাঠো গঙ্গায়াং পাদপদ্মতা।
মহাপ্রভোর্বিবাহশ্চ কথিতঃ শৈলনন্দিনি ॥১৩
নবদ্বীপস্থলোকানাং স্নেহসম্বর্দ্ধনং তথা।
রামানন্দেন কবিনা বিচারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১৪
ভিক্ষুকায়ান্নদানং কোত্তরদেশগতিস্তথা।
লক্ষ্মীপ্রিয়াবিয়োগশ্চ তন্নিমিত্তবিলাপনম্ ॥১৫
বিষ্ণুপ্রিয়াবিবাহশ্চ ভক্তসঙ্গস্তথৈব চ।
মন্ত্রপ্রকাশকঃ প্রোক্তো গৌরস্য তীর্থরিঙ্গনম্ ॥১৬
অধ্যাপনা পুরা প্রোক্তা প্রেমোল্লাসস্তথৈব চ।
নিত্যানন্দেন সংযোগস্তথাদ্বৈতেন মেলনম্ ॥১৭
শ্রীমন্নিত্যানন্দভিক্ষা রাজরাজেশ্বরস্তথা।
দানাদিকথনঞ্চাত্র জগাইমোক্ষণং প্রিয়ে ॥১৮
নিত্যানন্দাদ্বৈত......বিরোধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
জলমুক্ষং মহেশানি রাত্রিসংকীর্ত্তনং তথা ॥১৯
অদ্বৈতগৌরয়োর্দ্দেবি সংবাদঃ কথিতো ময়া।
শ্রীমচ্ছুক্লাম্বরোপাখ্যা নগরে কীর্ত্তনং তথা ॥২০
প্রোল্লাসো গৌরচন্দ্রস্য ভক্তানাঞ্চ বিশেষতঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রীতিদানং তয়োঃ সংবাদ এব চ ॥২১
নাট্যারম্ভশ্চ কথিতঃ প্রাচুর্য্যেণ মহেশ্বরি।
গদাধরস্য নাট্যান্তে গৌরনাট্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২২
দেবাদীনাং বিলাপশ্চ সংবাদো মাতৃপুত্রয়োঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়ায়া গৌরস্য সংবাদঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৩
শ্রীমচ্ছান্তিপুরে গৌরগমনং কথিতং পুরা।
বামাচারিদ্বিজোপাখ্যা জলযানং তথৈব চ ॥২৪
অদ্বৈতগৌরয়োস্তত্র বিচারশ্চ মহোৎসবঃ।
মুরারিগৌরসংবাদো ব্রহ্মমোহনমেব চ ॥২৫
মুরারের্বারণং মৃত্যোঃ শবরালস্য রিঙ্গনম্।
পীঠোৎপত্তিশ্চ কথিতা পীঠস্য চ নিরূপণম্ ॥২৬
জগন্নাথস্য দেবস্য মাহাত্ম্যং পরিকীর্ত্তিতম্।
দেবানন্দেন গৌরস্য সংবাদস্তদনন্তরম্ ॥২৭
অম্বরীষস্য রাজর্ষেরুপাখ্যানং পুরাকথি।
শচ্যাঃদ্বৈতস্য সংবাদো গৌরাভিশাপ এব চ ॥২৮
ব্রতস্য কথনং দেবি নৃযজ্ঞকথনং তথা।
যবনরাজোপাখ্যানং নাট্যগোপনমেব চ ॥২৯
ঐশ্বর্য্যলীলা গৌরস্য শ্রীবাসপুত্রনির্গতিঃ।
শুক্লাম্বরস্য গৌরেণ সংবাদঃ পুনরেব চ ॥৩০

বিজয়ানন্দসংবাদঃ সন্ন্যাসচিন্তনং তথা।
বিষ্ণুপ্রিয়ারতিক্রীড়া নিত্যানন্দস্য সঙ্গতিঃ ॥৩১
শ্রীমচ্ছচীস্বপ্নদর্শং তস্যাঃ শোকপ্রবর্দ্ধনম্।
শচীশান্তিঃ প্রকথিতা বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রবোধনম্ ॥৩২
কাঞ্চনগ্রামগমনং সন্ন্যাসস্তদনন্তরম্।
মুণ্ডনং নাপিতোপাখ্যা কথিতা পর্ব্বতাত্মজে ॥৩৩
ততঃ কাশীনাথগৃহে ভিক্ষা চ পরিকীর্ত্তিতা।
ভুক্ত্বা তস্মৈ বরং দত্ত্বা প্রভোর্গমনমীরিতম্ ॥৩৪
চন্দ্রশেখরসংবাদঃ শচীদেব্যা সহ প্রিয়ে।
ফুলিয়ানগরে বাসস্ততঃ শান্তিপুরে গতিঃ ॥৩৫
শচ্যাঃ শান্তিপুরে যানং তস্যাঃ শোকস্য বর্দ্ধনম্।
বিষ্ণুপ্রিয়াবিলাপশ্চ নীলপর্ব্বতরিঙ্গনম্ ॥৩৬
গুণনিধেরুপাখ্যানং কাশীমাহাত্ম্যমেব চ।
সমুদ্রে গৌরচন্দ্রস্য ক্রীড়া চ কথিতা পুরা ॥৩৭
কাশীরাজস্য চরিতং সার্ব্বভৌমস্য সঙ্গতিঃ।
শ্রীমজ্জগন্নাথপুরে বহ্ব্যো লীলাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৩৮
বক্রনাথস্য মাহাত্ম্যং তৎক্ষেত্রস্য বিশেষতঃ।
নবদ্বীপেঽদ্বৈতগতির্মুরারেগৌরসঙ্গতিঃ ॥৩৯
শ্রীবাসস্যাভিশাপেন কুষ্ঠী চাপালপূর্ব্ব...।
গোপালঃ শ্রীপ্রভুং প্রাপ্য.........॥৪০
গৌড়দেশে গৌরচন্দ্রগমনং পুনরেব চ।
প্রতাপরুদ্রসংবাদঃ শ্রীগৌরস্য চ কীর্ত্তিতঃ ॥৪১
নিত্যানন্দস্য গমনং গৌড়দেশে প্রকীর্ত্তিতম্।
তস্য লীলা সমাখ্যাতা দ্বিজগৌরস্য সঙ্গতিঃ ॥৪২
নীলাচলে পুনর্ব্বাসো গৌরাঙ্গস্য প্রকীর্ত্তিতঃ।
সভ্রাতৃকেণ রূপেণ গৌরচন্দ্রস্য সঙ্গতিঃ ॥ ৪৩
ততো দেবি প্রকথিতং ভৃগূপাখ্যানমেব চ।
সেতুবন্ধগতিঃ প্রোক্তা গৌরাঙ্গস্য মহাপ্রভোঃ ॥৪৪
পুনস্তস্য গৌড়গতিঃ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনে গতিঃ।
শ্রীবৃন্দাবনমধ্যেঽস্য রমণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৪৫
বারাণসীগতিস্তস্য নীলাচলগতিস্তথা।
শ্রীমন্দিরপ্রবেশশ্চ গৌরাঙ্গস্য জগদ্‌গুরোঃ ॥৪৬
নিত্যানন্দবিবাহশ্চ বীরভদ্রজনিস্তথা।
গঙ্গায়া জননঞ্চৈব নিত্যানন্দস্য নির্গতিঃ ॥৪৭
বীরভদ্রস্য হ্যুৎপত্তির্গঙ্গাসন্ততিরেব চ।
গ্রন্থস্য মহিমাখ্যানং প্রোক্তমেতত্তব প্রিয়ে ॥ ৪৮
অতঃপরং গৌরচন্দ্রপদবন্দং ভজ প্রিয়ে।
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করো যোগং সমাস্থায় স্থিতঃ প্রভুঃ ॥৪৯
সমাপ্তশ্চায়ং দ্বাদশস্কন্ধঃ।

অনুক্রমণিকার অন্তে গ্রন্থকার নিজের বিস্তৃত বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং গ্রন্থ-রচনার উপকরণ ও সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অংশে গ্রন্থকারের পূর্ব্বপুরুষ বাসুদেব চৈতন্য-দেবের গুরুস্থানীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক ছিলেন মনে করা যায়। বঙ্গে নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এবং এই বাসুদেব অভিন্ন হইতে পারেন। ইনি নৃসিংহ হইতে সপ্তম পুরুষ। সুতরাং দুই জনের জীবনকালের মধ্যে আনুমানিক দুই শত বৎসরের ব্যবধান ছিল ধরিয়া লইলে নৃসিংহ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থরচনার যে অস্পষ্ট তারিখ পুথির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি শকাব্দের ১৮শ শতাব্দীতে বা খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

নৃসিংহ চৈতন্যদেবের প্রসাদেই চৈতন্যদেবের চরিত্র আলোচনা ও প্রচার করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে নৃসিংহের পূর্ব্বপুরুষ বাসুদেব সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে ভিক্ষা দান করেন এবং সেই সময় চৈতন্যদেব এই বর দেন যে, বাসুদেবের বংশধর কর্ত্তৃক তাঁহার চরিত্রকথা প্রচারিত হইবে। গ্রন্থ-রচনার জন্য নৃসিংহ বৃন্দাবনদাসের ভাষাগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তিনি ষষ্ঠীরাম আশ্রমবাগীশ নামক এক প্রখ্যাত পণ্ডিতপ্রবরের নিকট চৈতন্যদেবের চরিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাই পুষ্পিকায়[৫] গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে আশ্রমবাগীশসংহিতা। আশ্রমবাগীশ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে ব্যাসের নিকট হইতে স্বপ্নে গৌরলীলা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সকল উপকরণ অবলম্বন করিয়া রচিত এই গ্রন্থ, গোলোক আচার্য্য নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।[৬]

৫। ইতি শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতে আশ্রমাবাগীশসংহিতায়াং নারসিংহিকাং দ্বাদশস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

৬। ষষ্ঠীং বেদাঙ্গবিদ্যাং রময়তি সততং শিষ্টগোষ্ঠীষু যস্মা-
ত্তস্মাৎ ষষ্ঠ্যাদিরামো বুধকুলজজনৈর্বন্দ্যতায়াশ্চ বন্দ্যঃ।
বাগীশশ্চাশ্রমাণাং বিহরতি মহীমণ্ডলেঽখণ্ডবাক্যো
গায়ত্রীবেদসন্ধ্যাদিকমনুদিবসং গ্রাহয়ন্মন্দবুদ্ধীন্ ॥ ৫১ ॥
নায়ং ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্ন চ পুরদহনো নৈব শক্রো ন চেন্দু-
র্নায়ং ব্যাসো ন জীবঃ কথয়সি কিমিমং কামবাণপ্রমত্তম্।
ষষ্ঠীরামদ্বিজোঽয়ং কলিমলরজ…স্তকামো
বানপ্রস্থঃ সদারঃ ক্রতুবিধিসরণীস্থাপনায়া বিরাসীৎ ॥ ৫২ ॥
দুর্গাখ্যা দুর্গবস্ত্যায়নকরণতঃ নৈব সীতাগতাসা
কান্তা কামা বিরূপা কথয়সি কিমিমং কামিনীসঙ্গযুক্তম্।
তৎপুত্রো ভৈরবাখ্যো নব ইব সততং সঙ্গ…ভৈরবস্থা-
জ্জাতো বালাত্তপস্বী হৃতপররমণীসঙ্গরঙ্গপ্রসঙ্গঃ ॥ ৫৩ ॥
আদাবাশ্রমবাগীশো গত্বা শ্রীচন্দ্রশেখরে।
স্বপ্নেঽশৃণোদ্ গৌরলীলাং ব্যাসাত্তপ্রতপশ্চরন্ ॥ ৫৪ ॥

৩। চৈতন্যচিন্তামৃত (পুথিসংখ্যা ১৬৯৩)

ইহা ১১১ শ্লোকে সম্পূর্ণ চৈতন্যদেবের একটী স্তব। ইহার রচয়িতা রূপদাস কয়েকটী শ্লোকের মধ্যে (যথা ১০৪, ১০৯) নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[১] স্তবের প্রারম্ভে

তন্মুখাৎ শ্রীনৃসিংহোপি শ্রুত্বা গ্রন্থং চকার সঃ।
গৌরগোপালচরিত্রং দ্বাদশস্কন্ধসংযুতম্ ॥ ৫৫
তন্মুখাচ্ছ্রীলগোলোক আচার্য্যবংশসম্ভবঃ।
শ্রুত্বা প্রাপ্য চ তদ্‌গ্রন্থং প্রকাশীকৃতবান্ মুদা ॥ ৫৬ ॥

* * * *

বংলেখি শাকে রসসপ্তচন্দ্রে নৃসিংহদেবেন হরিং প্রণম্য।
চৈতন্যদেবস্য মহচ্চরিত্রং পবিত্রদং ভাগবতাখ্যমেতৎ ॥
বাসুদেবাগমাচার্য্যঃ কাশীবন্দর(বল্লভ ?)সংজ্ঞকঃ।
কাশী বঁা...তিসংজ্ঞেতি ভাষায়াং লৌকিকো মতঃ ॥ ১
তত্র বাসং পুরা আসীৎ বাসুদেবো মহামতিঃ।
স দদ্যাৎ প্রথমং ভিক্ষাং চৈতন্যায় মহাত্মনে ॥ ২
দণ্ডাচারং দদৌ তস্মৈ ভারতীমতমাশ্রয়াৎ।
ভিক্ষাং দত্ত্বা বরং লেভে শ্রীচৈতন্যাদপি স্বয়ং ॥ ৩

চৈতন্য উবাচ।

প্রীতোস্মি তব ভিক্ষায়াং দণ্ডাচারকৃতাবপি।
মৎকীর্ত্তিং গ্রন্থবিস্তারং তব বংশাদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৪
কৃষ্ণানন্দো ভবেৎ পুত্রো বৃদ্ধকালে মহামতেঃ।
যথা দাশরথিঃ রামং...দশরথাপ্তবান্ ॥ ৫
কৃষ্ণাত্মজস্তু সম্ভূতঃ কাশীনাথো দ্বিজো মহান্।
যশ্চৈতন্যকথাং শ্রুত্বা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ৬
তৎপুত্রঃ শ্রীলশ্রীরামঃ রামো রামগুণৈঃ সমঃ।
রামনারায়ণাখ্যশ্চ শ্রীরামস্য সুতোঽভবৎ ॥ ৭
কিঙ্করো রামপূর্ব্বশ্চ ন্যায়ালঙ্কারতৎসুতঃ।
যো রাঢ়গৌড়ে বিখ্যাতঃ স্মৃতিপৌরাণিকোবিদঃ ॥৮
তৎসুতত্রিতয়ং জজ্ঞে ঈশ্বরস্ত্রিগুণং যথা।
রঘুদেবোঽগ্রজঃ শ্রীমান্ হরিদেবস্ততঃ পরঃ ॥ ৯
শ্রীনৃসিংহস্তৃতীয়স্তু সাক্ষাদ্ব্যাসো ন চান্যথা।
যৎকৃতং কৃষ্ণচৈতন্যশ্রীমদ্ভাগবতং স্বয়ম্ ॥ ১০
শ্রুতং আশ্রমবাসীনাং ভাষা বৃন্দাবনস্য চ।
শ্রুত্বা বেদাগমং জ্ঞাত্বা চকার গ্রন্থমুত্তমম্ ॥

* * *

রাঢ়শ্রেণী নৃসিংহ অম্বলগ্রামী ॥

৭। হে দেব দেবাধিপ গৌরমূর্ত্তে বিধেহি কারুণ্যকণাং মদীশ।

কবি চৈতন্যদেবের ধ্যান করিবার জন্য—চৈতন্যচিন্তামৃত আস্বাদন করিবার জন্য চিত্ত-চকোরকে উপদেশ দিয়াছেন।[৮] একটী শ্লোকে (১০৯) পাপীর উদ্ধার সাধন করিবার জন্য চৈতন্যদেবকে অনুরোধ করা হইয়াছে। স্তবকর্ত্তা ভয় দেখাইয়াছেন যে, পাপীকে—বিশেষ করিয়া স্তবকর্ত্তাকে উদ্ধার না করিলে চৈতন্যদেবের নামে কলঙ্ক পড়িবে—তাঁহাকে আর কেহ দয়াময় বলিবে না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ক্ষীণেঽতিদীনে কিল ভক্তিহীনে শ্রীরূপদাসে চরণপ্রয়াসে ॥ ১০৪॥—১০।২ পত্র।

হে গৌরাঙ্গ দয়ানিধে করুণয়া শ্রীরূপদাসং স্বকং
প্রোদ্ধর্ত্তুং স্ব যতস্ব দেব ন হি চেন্নাম্নোঽযশস্তে ভবেৎ।
পশ্চাৎ কোঽপি দয়াময়েতি বচনং নো বক্তি তুভ্যং বিভো
তস্মাদ্ বচ্মি স্বকীয়নামমহিমস্থিত্যার্থমেবোদ্ধর ॥ ১০৯ ॥—১১।১ পত্র।

৮। প্রারম্ভ :—

যাতায়াতপরিশ্রমেণ নিয়তং শ্রান্তোঽসি মগ্নঃ সদা
মায়াপাশনিবদ্ধকণ্ঠচরণঃ কূপেতি শূন্যোদরে।
কন্যাপুত্রকলত্রবিত্তবিষয়ে তৃষ্ণাতুরাঃ স্বাদ্যতাং
রে রে চিত্তচকোর চঞ্চলমতে চৈতন্যচিন্তামৃতম্ ॥ ১
ত্রাতুং পাপিজনান্ কৃপাময়হরিঃ পাদাব্জপাংশূন্ বহূন্
মিশ্রীকৃত্য শরীরসম্ভবজলং গঙ্গাতয়া কল্পয়ন্।
ত্বং গঙ্গা ভব মোক্ষদা ক্ষিতিতলে সম্ভাষ্য সম্প্রেষ্য তাং
তত্যাজৈষ তথাপি মোক্ষবিষয়ে নোৎকণ্ঠতাং পাপিনাম্ ॥ ২

শেষ :—

যে বৈষ্ণবা গৌরপদাভিলাষাঃ কাঙ্ক্ষন্তি নিত্যাঞ্চ সুভক্তিযোগম্।
চৈতন্যচিন্তামৃতমেতদেব পিবন্তু তে মোক্ষপদং ব্রজন্তু ॥ ১১০
ধর্মার্থকামফলদৌ পরমোক্ষদৌ তৌ গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণৌ পরিচিন্তয়ন্তু।
বৃন্দাবনে ব্রজপুরে গমনং বিনৈব মোক্ষং ব্রজন্তু সহসা ভুবি বৈষ্ণবা যে ॥ ১১১

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৮৬৩)

সংবাদ পত্র

ভারত পরিদর্শক

কালীঘাট-নিবাসী যদুনাথ তর্কভূষণের সম্পাদকত্বে 'ভারত পরিদর্শক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র খুব সম্ভব ১৮৬৩ সনের গোড়ায় প্রকাশিত হয়। ইহার সঠিক প্রকাশকাল আমাদের জানা নাই; তবে ১৮৬৩ সনের জুন মাসে 'ভারত পরিদর্শন' নামে অপর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই যে 'ভারত পরিদর্শক' পত্রের অকালমৃত্যু ঘটে, ইহার প্রমাণ আছে। ১৮৬৫ সনের ২৬এ এপ্রিল তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রে জনৈক পত্রপ্রেরক লেখেন :—

> ...সকলেই জ্ঞাত আছেন যে কিছুদিন গত হইল "ভারত পরিদর্শক" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কালিঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ তর্কভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। আমরা ঐ পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব অবলোকনে এবং উহা পাঠে যে কতদূর প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম তাহা বাকপথাতীত এবং মনেং এরূপ আশা করিয়াছিলাম যে পরিদর্শক পত্রিকার অকালমৃত্যু জনিত শোক ভারত পরিদর্শন দ্বারা এককালে বিদূরিত হইবে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! আক্ষেপের কথা বলবো কি ভারত পরিদর্শনের বয়ক্রম এক বৎসর না হইতে হইতে ইহা পরিদর্শকের অনুগামী হইল।

সংবাদ ভারতবন্ধু

১৮৬৩ সনের জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১২৬৯) মুর্শিদাবাদ হইতে 'সংবাদ ভারতবন্ধু' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহা সাপ্তাহিক পত্র ছিল বলিয়াই মনে হয়। ১৮৬৩ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশ'-পাঠে ইহার প্রচারের কথা জানা যায়। 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

> বিবিধ সংবাদ। ... ১৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার। ...আমরা ভারতবন্ধু নামক এক খানি নূতন সংবাদ পত্রের কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বিশ্বমনোরঞ্জন যন্ত্রে মুরসিদাবাদে [আজিমগঞ্জে] মুদ্রিত হইতেছে। পত্র খানি চিরজীবী হইয়া ভারতের বন্ধুতা করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

'সংবাদ ভারতবন্ধু' সম্বন্ধে বালীর 'শুভকরী পত্রিকা' যে মন্তব্য করেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

...'সংবাদ ভারত বন্ধু' নামক এক খানি নূতন পত্রিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পত্রিকা বহরমপুরে প্রকাশিত হইতেছে। পত্রিকা খানির লেখা উত্তম বটে কিন্তু উহা আদালত সংক্রান্ত কথাতেই পরিপূর্ণ। যদি অতঃপর সম্পাদক মহাশয় অন্যান্য প্রস্তাব না লেখেন তবে আমরা উহাকে 'বহরমপুর গেজেট' বলিয়া ডাকিব। (৩০মাঘ ১২৬৯, ১ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা)

আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা

১৮৬৩ সনের জানুয়ারি মাস হইতে দ্বারকানাথ দাসের সম্পাদকত্বে 'আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা' নামে একখানি সপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৬৩, ১২ই জানুয়ারি তারিখে 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা। ইহা পাঠ করিয়া আমরা দুটী কারণে আহ্লাদিত হইলাম। এক, এরূপ পত্রিকা বাঙ্গলা ভাষায় এই নূতন প্রচারিত হইতেছে, এতদ্দ্বারা মহোপকার লাভ সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়, ইহা অতি সহজ ভাষায় ও সহজ রীতিতে লিখিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ দাস ইহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কলিকাতা মৃজাপুর ওলওয়েলস লেন ১ নম্বর বাটীতে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৬৩, ২২এ জুন তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে 'আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা' প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হাবড়ার সিবিল সারজন শ্রীযুক্ত ডাং রবার্ট বার্ড মহোদয়ের সাহায্যে প্রাকৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মনুষ্যদেহের কি ভাব, দেহ মধ্যে কিরূপে রোগ প্রবেশ করে, সেই রোগ হইতেই বা কি প্রকারে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার উপায় এবং নানাবিধ বিধান প্রভৃতির বিবরণ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইহার মাসিক মূল্য ॥০ অগ্রিম বার্ষিক ৫, এবং মফস্বলে মাসুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।...

হাবড়া জেনারল হাসপাতাল } শ্রীদ্বারকানাথ দাস
সাং বংশবাটী

গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা

১৮৬৩ সনের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭০) কুমারখালির বাংলা পাঠশালার পণ্ডিত হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিনাথ) 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক সমাচার পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১ জুন ১৮৬৩) লেখেন—

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা। ইহা অভিনব মাসিক সমাচার পত্রিকা। গত বৈশাখ মাস অবধি কলিকাতা অপর সর্কিউলার রোড বাহির মৃজাপুরের শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিদ্যারত্ন যন্ত্র হইতে প্রচারিত হইতেছে। কুমারখালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার ইহার সম্পাদক। গ্রামের বৃত্তান্তাদি বাহুল্যরূপে ইহাতে লিখিত হইবে। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া দেখা গেল লেখা মন্দ হইতেছে না। ইহাতে গদ্য ও পদ্য আছে। সম্পাদক যদি পরিশ্রম করিয়া লেখেন, তাহা হইলে ইহার উন্নতি হইতে পারে। ইহার মাসিক মূল্য পাঁচ আনা, বার্ষিক ৩ টাকা।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত, শ্লোকটি গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের রচিত :—

গুণালোকপ্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্ত-চন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ॥

১২৭৪ (?) সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র একটি পাক্ষিক সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে পাক্ষিক পত্র সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পরিচালনা করিয়া কাঙ্গাল হরিনাথ ঋণগ্রস্ত হন। এই কারণে নয় বৎসর কায়ক্লেশে কাগজখানি চালাইবার পর তিনি উহার প্রচার বন্ধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু সহৃদয় বন্ধুরা চাঁদা করিয়া কাগজখানি বজায় রাখেন। ১২৮০ সালের ৬ই বৈশাখ (১৭ এপ্রিল ১৮৭৩) তারিখে 'অমৃত বাজার পত্রিকা'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :—

> আমরা গত সংখ্যক গ্রামবার্ত্তা পত্রিকা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক আজ কয়েক বৎসর শারীরিক, মানসিক ও বৈষয়িক নানা কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এই পত্রিকাখানি চালান। ক্রমে ঋণগ্রস্ত হন এবং আপাততঃ তিনি ঋণ ভারে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, কাগজখানি বন্ধ করার সংকল্প করেন এবং গত পত্রিকায় সেই রূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ১লা বৈশাখে তিনি পত্রিকা সম্বন্ধে নিজ গৃহে একটি উৎসব করিয়া থাকেন। এবার সেই উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট পত্রিকা রহিত করিবার প্রস্তাব করায় তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং একটি চাঁদা করিয়া পত্রিকা খানি আপাতত রাখিয়াছেন। গ্রামবার্ত্তার সম্পাদক কুমারখালীতে একটি যন্ত্রালয় [স্থাপন করিবার] উদ্যোগ করিতেছেন।

এই সংখ্যা 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত একখানি "প্রেরিত পত্রে" প্রকাশ :—

> কুমারখালি—প্রতিবাদ।...গত কল্য গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। সাপ্তাহিক কাগজ বন্ধ হইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহার সমস্ত ব্যয় চালাইতে স্বীকার করায় সকল সভাগণে সেই ভার কুলাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।...কেষাঞ্চিৎ কুমারখালী বাসীনাম্।

১২৮০ সালের প্রারম্ভে কাঙ্গাল হরিনাথ কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র (মথুরানাথ-যন্ত্র) স্থাপন করেন; অতঃপর ঐ মুদ্রাযন্ত্র হইতেই 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' মুদ্রিত হইতে থাকে। ১২৮০ সালের ১৭ই শ্রাবণ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় প্রকাশ :—

> সংবাদ।—... আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে কুমারখালিতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং তত্রত্য স্থানীয় সম্বাদ পত্র গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা উক্ত যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে।

১২৮১ সালের মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বৈশাখ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় "১২ ভাগ—১ম সংখ্যা" লেখা আছে; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার উপর লেখা আছে "১২ ভাগ—২য় সংখ্যা"। তবে পরবর্ত্তী বৎসরের প্রথম কয়েক মাস পত্রিকা যথারীতি প্রকাশিত না হওয়ায় ১২৮২ সালের আশ্বিন সংখ্যায় লেখা আছে "১৩ ভাগ—১ম সংখ্যা"। ঐ সংখ্যায় সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতেছেন :—

গত বৎসর নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া গ্রামবার্ত্তা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তাহার তাদৃশী অবস্থাবলোকনে অনেক গ্রাহক বিদায় হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং অনেক দাতা তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। কেবল দীনপালিনী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার সাহায্যদানের উপর নির্ভর করিয়া, সে জীবন রক্ষা করিয়াছে। অন্যথা এত দিন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না। ... ... আমরা নানা কারণে আশ্বিন মাস হইতে মাসিক গ্রামবার্ত্তার নূতন বৎসর আরম্ভ করিলাম।

এই ভাবে পত্রিকা দুই বৎসর চলে। তাহার পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বৈশাখ হইতে উহার বৎসর গণনা করা হয়।

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র বয়স উনবিংশ বৎসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ১২৮৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় গ্রাহকগণকে জানাইতেছেন :—

গ্রাহকগণ! অনুগ্রহ প্রকাশে আমাদিগের মাসিক গ্রামবার্ত্তার প্রাপ্য মূল্যগুলি সত্বরে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবেন। মাসিক গ্রামবার্ত্তা যে এই হইতে বন্ধ হইল, ইহার কারণ গ্রাহকদিগকে পূর্ব্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিতে আর ইচ্ছা করি না। তবে গ্রাহকগণ রীতিমত সময়ে গ্রামবার্ত্তার দেয় মূল্য না দেওয়াই যে ইহা বন্ধ হইবার প্রধান কারণ, তাহা, বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হ'বে না।

সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা'র প্রচার প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ সালে। ১২৮৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা'র গোড়ায় সম্পাদক লিখিতেছেন :—

নানা কারণে মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু কখন সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হয় নাই ;—দুর্ভাগ্যবশতঃ গত বৎসর তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। এক দিকে ভারতাকাশে মুদ্রাশাসনী ব্যবস্থার উদ্যত বজ্রের ন্যায় গর্জ্জন * এবং তচ্ছ্রবণে 'বঙ্গভাষার সম্বাদপত্র কেবল সাক্ষীগোপাল মনে করিয়া', অন্যদিকে তাহার প্রতি লোকের অমনোযোগ, গ্রাহকগণেরও মূল্য প্রদানে ঔদাসীন্য অবলম্বন, নানা চিন্তায় উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া সম্পাদকের শয্যাশ্রয় ইত্যাদি ঘটনাসমূহ সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইবার কারণ। ... ... গ্রামবার্ত্তার কতিপয় সহৃদয় বন্ধু সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকারে যত্ন করিতেছেন। যদি তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা হইলে সত্বরেই সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, অন্যথা তাহার জীবনাশা আর নাই।

মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা' বন্ধ হইলে ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' পুনঃপ্রকাশিত হইতে লাগিল—'গ্রামবার্ত্তা'র দরদী বান্ধবগণের যত্ন ও চেষ্টায়। তখন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন রায় বাহাদুর জলধর সেন ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এই সাপ্তাহিক সংস্করণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ১২৯১ সালের† আশ্বিন মাসে।

---

* বড়লাট লর্ড লিটনের শাসন আমলে।

† কাঙ্গালের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার আমাকে জানাইয়াছেন :—"আমার পিতৃদেব বিহারীলাল কাঙ্গাল হরিনাথের আমরণ সহচর ছিলেন। তাঁহারও একখা'ন ডায়েরী আছে। তাহাতে লেখা

কাঙ্গাল হরিনাথের অপ্রকাশিত ডায়েরীতে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, তাহার সবটুকু উদ্ধৃত করায় বাধা আছে। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

> আমি শুনিলাম, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অনুবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার মর্ম্ম অবগত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত একটি কার্যালয়ও স্থাপিত হইবে। 'ঘরে নাই এক কড়া, তবু নাচে গায় পড়া'। আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া, গ্রামবাসী প্রজারা যে যে ভাবে অত্যাচরিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই। গ্রাম ও গ্রামবাসী প্রজার অবস্থা প্রকাশ করিবে বলিয়া পত্রিকার নাম 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' রাখিয়া 'গিরিশযন্ত্রে'র কর্ত্তা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে একটি শিরোমুকুট অর্থাৎ হেডিং আর একটি শ্লোক প্রস্তুত করিতে প্রতিশ্রুত করাইলাম। [১৪২৪পৃ°]
>
> কুমারখালী বাঙ্গলা পাঠশালার যে ছাত্র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পুলিনচন্দ্র সিংহ, দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করায় (প্রধান শিক্ষক আমি) আমার শ্রম অনেক লাঘব হইল। উক্ত পাঠশালার যে যে ছাত্র তখন নিজ নিজ পৈত্রিক বিষয়কার্য্য করিয়া উন্নতি প্রদর্শনে প্রশংসালাভ করিতেছেন, সেই কৈলাসচন্দ্র প্রামাণিক ও গোবিন্দচন্দ্র চাকীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অবধারিত করিলাম, তাঁহারা মূলধন সংগ্রহ করিয়া একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবেন। উক্ত পুস্তকালয় হইতে সম্বাদ পত্রিকা গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইবে। আমি পত্রিকার সম্পাদক হইয়া এবং নিজ স্কন্ধে তাহার দায়িত্ব রাখিয়া লিখিবার ভার বহন করিব। কিন্তু আর্থিক ক্ষতিবৃদ্ধির নিমিত্ত দায়ী হইব না, পুস্তকালয় যেমন লাভগ্রহণ তদ্রূপ ক্ষতিও স্বীকার করিবে। যদি পুস্তকালয় পত্রিকার নিমিত্ত বিশেষ লাভবান হয়, তবে আমি তখন ভাতাস্বরূপ কিছু কিছু পাইব। ... (১৪২৫-২৬ পৃ°)
>
> গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা প্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার সাধিত হইবে এবং তৎসঙ্গে মাতা বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নানা প্রকার আশা করিয়া পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষদিগের উক্ত নিয়মে অগত্যা বাধ্য হইয়া 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'র কার্য্য আরম্ভ করিলাম। ১২৭০ বার শত সত্তর সাল, বৈশাখ মাসে কলিকাতা গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রথমতঃ মাসে একবার চারি ফর্ম্মা করিয়া গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার প্রচার আরম্ভ হইল। প্রথম বৎসর লাভ দেখিয়া দ্বিতীয় বৎসরও পুস্তকালয় গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকার করিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে ক্ষতি হইল দেখিয়া তাহার অধ্যক্ষরা তৃতীয় বৎসরে পুস্তকালয়ের কার্য্য বন্ধ করিলেন সুতরাং গ্রামবার্ত্তা প্রচারের উপায়ও তৎসঙ্গে বন্ধ হইল। সংবাদপত্র লিখিয়া লাভবান হইব, আমি এই ইচ্ছায় তাহার কার্য্যভার গ্রহণ করি নাই। সুতরাং লাভ না দেখিয়া লাভাভিলাষী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণের ন্যায় গ্রামবার্ত্তা প্রচারের ইচ্ছা আমার সঙ্কোচিত হইল না, বরং আরও বলবতী হইয়া আমি উক্ত অনিবারিণী ইচ্ছার

আছে,—'মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হওয়ার পর, সাপ্তাহিক গ্রামবার্ত্তা আড়াই বৎসর জীবিত ছিল'।" ইহা সত্য হইলে, সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা' বন্ধ হয় ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে। কিন্তু রায়-বাহাদুর শ্রীজলধর সেনের মতে "১২৯২ সালের আশ্বিন মাসে ২২ বৎসর প্রকাশের পর, গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়া যায়।" ('কাঙ্গাল হরিনাথ', ১ম খণ্ড, পৃ° ১৫)।

অনুগামী হইয়া নিজেই তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম এবং লজ্জা ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে ধারণ করিলাম। পুস্তকালয়ের সাহায্যে দুই বৎসর গিরিশ বিদ্যারত্ন-যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' এবং তৎব্যতীত 'চারুচরিত্র' নামক একখানি পুস্তক ছাপা করিয়া আমি তাঁহার নিকট পরিচিত ও বিশ্বস্ত হইয়াছি। সুতরাং তৃতীয় বৎসরের নিমিত্ত গ্রামবার্ত্তার কার্য্য আরম্ভ করিতে আশু টাকার প্রয়োজন হইল না। ··· [১৪২৭-২৮ পৃ°]

গ্রামবার্ত্তার প্রবন্ধাদি এবং আগত পত্রে সংবাদাদি বিচার ও সংশোধন করিয়া চারি ফরমার উপযুক্ত আদর্শলিপি অর্থাৎ কাপি হাতে লিখিয়া যথাসময়ে যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করা অল্প সময়ের প্রয়োজন নহে, ইহার পর মূল্যাদি আদায় ও অন্যান্য কারণে [১৪৩০ পৃ°] এবং পত্রপ্রেরক প্রভৃতি নানা লোকের নিকট পত্রাদিও সর্ব্বদা লিখিতে ও নিজের স্ত্রীপুত্রাদির রক্ষণাবেক্ষণ সাংসারিক কার্য্য প্রভৃতিতেও অনেক সময়ের আবশ্যক হইত।··· ··· অতএব আমি শ্যাম ও কুল উভয় রক্ষা করিতে না পারিয়া ··· পাঠশালার কার্য্যরূপে মাতৃভাষার সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম এবং গ্রামবার্ত্তা প্রচারে গ্রামবাসী ও মাতৃভাষার সেবা করিতে ব্রতপরায়ণ হইলাম। জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত পাঠ্য পুস্তকাদি বিক্রয়ের পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম। [১৪৩২ পৃ°]

আমি এইরূপে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশের দ্বারা গ্রামবাসী ও গ্রামবার্ত্তার সেবা করিতেছি। গ্রামবার্ত্তার তৃতীয় বৎসর অনায়াসে অতিবাহিত হইল। চতুর্থ বৎসরে পত্রদ্বারা অবস্থা অবগত করিয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল। এক দিন দুই দিনের দূরবর্ত্তী স্থানে নিজেই গমন করিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে দুই এক জন গ্রামবৎসল ব্যক্তি নূতন গ্রাহকও হইতে লাগিলেন। আমিই লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থসংগ্রাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রীপুত্রাদি সংসারের সংসারী। দীনজনের দীনতার দিন এইভাবে দিন দিন গত হইতেছে। [১৪৩৯ পৃ°]

··· এতদিনে ক্রমান্বয়ে অনেকে বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বে অনেক ধনবানাদি সবল লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি প্রকাশ্যরূপে সহসা যে প্রকার অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে যে তদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন না, ··· গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকাই তাহার কারণ। অতএব ন্যায়বান কতিপয় গ্রামবাসী গ্রামবার্ত্তার উন্নতির নিমিত্ত একটি ভবন-সভা করিয়া মাসিক গ্রামবার্ত্তাকে পাক্ষিকরূপে প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং আপনারা সাধ্যানুসারে দুই শত হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত একদা দান অঙ্গীকারপূর্ব্বক দানপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। আমি তাঁহাদিগের আদেশ অনুসারে ··· ··· ··· [১২৭৪ ?] সালের বৈশাখ মাস হইতে গ্রামবার্ত্তা পক্ষান্তরে প্রচার করিয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম। [১৪৪২ পৃ°] প্রায় দুই মাস গত হইল কেহই টাকা আদায় করিলেন না। আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া "কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবনরক্ষা হইবে" অনন্যমনস্ক হইয়া দিবারাত্রি যে প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত চিন্তা করিলে তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারিতাম সন্দেহ নাই। ··· কুমারখালীনিবাসী রাধাগোবিন্দ মজুমদারের নিকট হইতে ১০০৲ এক শত টাকা হাওলাত লইয়া উপস্থিত বিপদের আশু প্রতিকার করিলাম। কতক দিন পরে যিনি ২০০৲ দুই শত টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনি এক শত আদায় করিলে আশু ঋণ পরিশোধিত হইল। কিন্তু এই এক শত টাকা ব্যতীত, যিনি ২০০৲ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, [১৪৪৩ পৃ°] তিনি যেমন অবশিষ্ট টাকা দিলেন না, তদ্রূপ অন্য স্বাক্ষরকারিগণ বিন্দুবিসর্গও

আদায় করিলেন না। সুতরাং কিরূপে গ্রামবার্ত্তার জীবন থাকিবে, এই এক বৎসর সেই চিন্তায় অনেক রাত্রি অনিদ্রায় গত হইতে লাগিল। উক্ত প্রকার চিন্তার পর, কোথা হইতে কোন্ বিষয়ে কি প্রকারে প্রয়োজন সাধন হইয়া গ্রামবার্ত্তার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে সমুদায় ধারাবাহিকরূপে এক্ষণে আমার স্মরণ নাই; তবে এস্থলে কেবল এইমাত্র বলিতেছি, গ্রামবাসীদিগের—হিতৈষী অনেক ধনাঢ্য লোকের বার্ষিক ও একদা দানে পাক্ষিকের পর গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব, গ্রামের ঘটনাময় সম্বাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রাজার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম্মনীতি সাহিত্য ব্যতীত পুর্ব্ববৎ আর সকলেরই [১৪৪৪ পৃ°] প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার রহিত হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি আলোচনার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে একখানি মাসিক গ্রামবার্ত্তাও প্রকাশিত হইত। [১৪৪৫ পৃ°] ... ...

কেবল সংবাদদাতা, পত্রপ্রেরক ও শ্রুতিকথার প্রতি নির্ভর করিয়া গ্রামবার্ত্তার প্রকাশ হইত না। আমরা গ্রামবার্ত্তার উপযুক্ত বার্ত্তা জানিবার নিমিত্ত কখনও গোপনে কখনও প্রকাশ্যে নানা স্থান পরিদর্শন ও দূরস্থ গ্রামপল্লী অবসর মত সময়ে সময়ে ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নামোৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর, চাকদহ ও উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা অনেক সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উক্ত উপায়ে নিজে যাহা সংগ্রহ করি ও হিমালয় প্রভৃতি নানা দিক্ দর্শন করিয়া ভ্রমণকারীগণ যাহা সংগ্রহ করিতেন, তাহা সমস্তই মাসিক গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইত। নানা প্রদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়া গ্রাম ও পল্লীবাসীদিগের যতদূর উপকার সাধন করিয়াছিল, আমি ততদূর অত্যাচারী লোকের বিষনেত্রে পড়িয়া নানা প্রকারে উৎপীড়িত ও অত্যাচরিত হইতে লাগিলাম। [১৪৬২-৩] ... ...

চারি দিকে পুস্তক বিক্রয়ের দোকান যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমার জীবিকার স্বরূপ পুস্তকালয়ের আয় ক্রমে অল্প হইয়া আসিল। যদি গ্রামবার্ত্তার প্রতি উক্ত ভার অর্পণ করি, তবে সে চলিতে পারে না, নিজের ভার নিজে বহন করিবারও আর কোন প্রকার উপায় নাই। ... এই সময়ে রংপুর তুষভাণ্ডারের রাজা রমণীমোহন রায়চৌধুরীর দান [মাসিক ১০৲] রহিত হওয়ায় মাসিক গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছিল। [১৪৯১ পৃ°] ...

রাজীবলোচন মজুমদার আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ সারগ্রাহী পরম বৈষ্ণব কুঞ্জবিহারী মজুমদারের প্রপৌত্র। রাজীবলোচন মজুমদার আমার ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র মৈত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন, একটি প্রেস অর্থাৎ মুদ্রাযন্ত্র হইলে কুমারখালী সংবাদপত্রিকা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' ইহা অপেক্ষা ভালভাবে চলিতে পারে এবং উক্ত প্রেস ধরিয়া আমাদিগের ন্যায় অনূন সাত আটটি পরিবার অনায়াসে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে। তিনি বৃন্দাবন-গমনের সময় কলিকাতায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। [১৬৭৩ পৃ°] সেই সময় গ্রামবার্ত্তার প্রেস ক্রয় করিতে আমার নিমিত্ত ৬০০৲ ছয় শত টাকা ... আমার খুড়া নবীনচন্দ্র সাহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ... উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে পত্র লিখিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "উক্ত টাকায় প্রেস করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দান করিয়াছি;

তুমি প্রেস স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের কথানুসারে যত জন নিরন্ন দুঃখী পরিবার প্রতিপালনে এবং ভালরূপে গ্রামবার্ত্তার কার্য্য চালাইতে পারিবে, আমি তোমার প্রতি ততই সন্তুষ্ট হইব।" আমি উক্ত পত্রানুসারে টাকার অধিকারী হইলে [১৬৭৪ পৃ'] 'মথুরানাথ-যন্ত্র' নামে এই বর্ত্তমান প্রেসটি, তৎকালে কলিকাতায় বন্ধুগণ ক্রয় করিয়া পাঠান। [১৬৭৫ পৃ']...

আমি প্রেস স্থাপন ও তাহা হইতে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশ এবং নিজ পরিবার ও প্রেসের কর্ম্মচারী অন্য ৬-৭টি পরিবারের অন্ন সংগ্রহ করিয়া খুড়া রাজীবলোচন মজুমদারের আদেশ পালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অর্থকৃচ্ছ্রতা পূর্ব্বে যেমন ছিল, তাহা অপেক্ষা বরং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পূর্ব্বে কেবল গ্রামবার্ত্তার নিমিত্ত চিন্তা ছিল, এখন তদ্‌সঙ্গে প্রেস চালাইবার চিন্তা উপস্থিত হইল। [১৬৮১ পৃ'] ... ...

আমি প্রেস স্থাপন ও কতিপয় বৎসর গ্রামবার্ত্তার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ক্রমেই ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিলাম,—দেখিয়া আমার ছাত্র কুমারখালীর বাঙ্গলা পাঠশালার প্রধান শিক্ষক প্রসন্নকুমার বন্দোপাধ্যায় ও অন্য কয়েক জন বন্ধুবান্ধব, আমার হস্ত হইতে 'গ্রামবার্ত্তা' গ্রহণ এবং তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, আমি পরে কাগজ পত্র আলোচনা করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব ও পরে একত্রিত হইয়া সর্ব্বসুদ্ধ ১২০০৲ বার শত টাকা ঋণ হইয়াছে। এদিকে আমার শরীর ক্রমেই বার্দ্ধক্য জরার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। অতএব, আর ঋণবৃদ্ধি হওয়া উচিত হয় না মনে করিয়া গ্রামবার্ত্তার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলাম। [১৬৮৪ পৃ']*

'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রের ফাইল।—

শ্রীভোলানাথ মজুমদার :—১২৮১, ১২৮৭-৮৮ সাল। (সম্পূর্ণ)
১২৮২, ১২৮৬ সাল। (অসম্পূর্ণ)
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—১২ ভাগ ১০ সংখ্যা (সন ১২৮১ সাল ফাল্গুন। ১৮৭৪ সাল, ইং ফেব্রুয়ারি।)

ভারত পরিদর্শন

১৮৬৩ সনের ১৫ই জুন (২রা আষাঢ় ১২৭০) তারিখে শান্তিপুর হইতে 'ভারত পরিদর্শন' নামে একখানি সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন যদুনাথ তর্কভূষণ।† ১৮৬৩, ৬ই জুলাই তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দেখিতেছি,—

ভারত পরিদর্শন। ইহা সাপ্তাহিক সমাচার পত্রিকা। শান্তিপুর কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র হইতে ২রা আষাঢ় অবধি প্রকাশিত হইতেছে। ইহার আরম্ভ দেখিয়া ভাবী উন্নতির অনুমান হইতেছে।

১৮৬৩, ৯ই নবেম্বর হইতে 'ভারত পরিদর্শন' কলিকাতায় মুদ্রিত হইতে থাকে। ১৮৬৩, ২৩এ নবেম্বর 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

* রায়-বাহাদুর শ্রীজলধর সেন মহাশয়ের অনুরোধে কাঙ্গাল হরিনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার কাঙ্গালের ডায়েরী হইতে উপরিউদ্ধৃত অংশ আমার জন্য নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

† 'ঢাকাপ্রকাশ' ১২ই জুলাই ১৮৬৩।

গত ২৪এ কার্ত্তিক [১২৭০] অবধি ভারতপরিদর্শন পত্র শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের চিৎপুরস্থ পুরাণসংগ্রহ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

'ভারতপরিদর্শন' প্রায় এক বৎসরকাল জীবিত ছিল।

ঢাকাদর্পণ

'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'র অকাল মৃত্যু ঘটে। ইহার অভাব পূরণ করিয়াছিল ঢাকার অপর একখানি সাপ্তাহিক পত্র। ইহা 'ঢাকাদর্পণ'—১৮৬৩ সনের জুলাই মাসে ঢাকা সুলভ যন্ত্র (ইমামগঞ্জ) হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩ সনের ৩রা আগষ্ট (১৯ শ্রাবণ ১২৭০) 'সোমপ্রকাশ' লেখেন :—

বিবিধ সংবাদ। ১৫ই শ্রাবণ।—……ঢাকা দর্পণ নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা পত্র খানি পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম।

অমৃতপ্রবাহিণী

'অমৃতপ্রবাহিণী' যশোহর হইতে প্রকাশিত একখানি পাক্ষিক পত্রিকা। ১৮৬৩ সনের জানুয়ারি মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬৩, ১২ই জানুয়ারি তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

অমৃতপ্রবাহিণী। এখানি পাক্ষিক পাত্রিকা। ইহাতে বিজ্ঞানাদি ঘটিত বিবিধ বিষয় লিখিত হইতেছে। লেখা মন্দ হইতেছে না। আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিয়া দেখিতেছি, এখন এসকল বিষয়ে ভাল লোকে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। অমৃত প্রবাহিণী যশোহরে হইতেছে। ইহাও এদেশের একটী শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। এত দিন মফস্বলে ঈদৃশ বিষয় সকলের অনুষ্ঠান সম্ভাবনা ছিল না।

'অমৃতপ্রবাহিণী'র সম্পাদক ছিলেন—বসন্তকুমার ঘোষ, স্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ 'অমৃতপ্রবাহিণী'র জন্মকথা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

শিশিরকুমার……কলিকাতায়…গিয়া কয়েক দিনের চেষ্টায় একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রেস সরঞ্জামসহ অতি সস্তায় হস্তগত করিলেন।…তাহার পর ছাপাখানার সরঞ্জাম-সহ শিশিরকুমার নৌকাযোগে বাটীতে আসিলেন।…গ্রাম্য সূত্রধরের সাহায্যে কাঠের প্রেসটী মেরামত করিয়া খাটান হইল।…প্রথমেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি বিষয়ক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। ইহার নাম দিলেন 'অমৃত-প্রবাহিণী পত্রিকা', আর সম্পাদকীয় ভার লইলেন বসন্তকুমার নিজে। ইচ্ছা থাকিল ক্রমে রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিবেন।

কিছুকাল 'অমৃত-প্রবাহিণী' নিয়মমত বাহির হইবার পর বসন্তকুমার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া সকলে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় কাগজ বন্ধ রাখিতে হইল।…১২৭৩ সালের ১২ই চৈত্র বসন্তকুমার পরলোকগত হইলেন। … … বসন্তকুমারের মৃত্যুর এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৭৪ সালের ফাল্গুন [১৮৬৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ডিমাই ৮ পৃষ্ঠা একখানি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অমৃতবাজারের অমৃতপ্রবাহিণী যন্ত্র হইতে প্রথম প্রকাশিত হইল। ("অমৃত বাজার পত্রিকার জন্মকথা," 'পঞ্চপুষ্প,' আশ্বিন ১৩৩৭, পৃ ৮৫৯-৬১)

সচিত্র ভারত সংবাদ

'সচিত্র ভারত সংবাদ' নামে একখানি পাক্ষিক পত্র ১৮৬৩ সনের ৩০এ নবেম্বর (১৫ অগ্রহায়ণ ১২৭০) তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। "এই পত্র কলিকাতা শিবতলার ১৬ নং ষ্ট্রীটে সাহস যন্ত্রে শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়।" ইহার কার্য্যালয় ছিল "সিকদার পাড়ার ২৩।১ নং ভবনে"।

'সচিত্র ভারত সংবাদ' পত্রের প্রথম খণ্ডের ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে এই সচিত্র পাক্ষিক পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> ভূমিকা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি সমুদয় সুসভ্য দেশ হইতেই সচিত্র সংবাদ পত্র প্রচার হইয়া থাকে, তদ্দারা ঐ সকল রাজ্যের বিজ্ঞ ও মান্য ব্যক্তিদিগের কার্য্যকলাপ ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু সকলের প্রতিমূর্ত্তি এবং অপরাপর ঘটনাদির বৃত্তান্ত সমুদায় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষ মধ্যে উক্ত প্রকার সংবাদ পত্র এক খানিও প্রচলিত না থাকাতে, যে সকল সদাশয় মহাশয় ব্যক্তি এই ভারত ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের অর্থবলে, বাহুবলে বা বুদ্ধিকৌশলে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন, ও যে সকল অপরদেশবাসী মহাত্মা ব্যক্তি এ দেশে শুভাগমন করিয়া ভারতবর্ষের উপকার ব্রতে ব্রতী হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, আর কিছু কাল এই প্রকারে অতীত হইলে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি কলাপ একেবারে বিলীন হইয়া যাইবেক। বর্ত্তমান সময়েও কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় ব্যক্তিগণ, যাঁহারা ভারতবন্ধু নামে পরিগণিত হইয়া ইহার প্রতি প্রীতি-প্রকাশে ক্ষণমাত্র বিরত না হইয়া নিয়তই বিধিমতে কল্যাণ সাধনে যত্নবান আছেন, পরিণামে তাঁহাদিগের বিচিত্র কীর্ত্তিও যে ঐ প্রকার হইয়া যাইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে ঐ সকল মহোদয় ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি বা জীবনবৃত্তান্ত কিম্বা অন্য কোন আশ্চর্য্য ঘটনার অথবা এতদ্দেশীয় কোন সুরম্য স্থানের চিত্রপট অপর দেশীয় কোন ব্যক্তি [দৃষ্টি] করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইবার মানস করিলে সচিত্র সংবাদ পত্রাভাবে তাহা সম্পূর্ণ করিতে [পারিবেন] না। অতএব সচিত্র সংবাদ পত্র এদেশ মধ্যে এক খানি প্রচলিত থাকিলে তাঁহারা অনায়াসে আপনাপন মানস সফল করিতে পারেন, ও অনন্তরবংশীয়গণ ঐ সকল ভারতবন্ধুদিগের সচিত্র চরিত্র জ্ঞাত হইয়া আপনারা স্ব স্ব দেশের উপকারসাধনে যে যত্নবান হইবেন, তাহার কোন সন্দেহই নাই, উক্ত প্রকার পত্রের দ্বারা অপরাপর যে কি রূপ উপকার দর্শিতে পারে তাহা দেশহিতৈষী বিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বিবেচনা করিবেন এস্থলে আমাদিগের বলা বাহুল্যমাত্র।
>
> সচিত্র সংবাদ পত্রের অভাব এদেশ হইতে তিরোভাব করণার্থ কয়েকজন দেশ-হিতৈষি সদাশয় মহাশয় ব্যক্তি আমাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করেন, আমরাও তাঁহাদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া "সচিত্র ভারত সংবাদ" নামে এই নবীন পত্র খানি প্রচার করিয়া অদ্য দেশ বিদেশীয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, গুণগ্রাহক ও উৎসাহ-দাতা এবং সজ্জন ব্যক্তিদিগের নয়ন পথে অর্পণ করিলাম। এই পত্র প্রতি মাসের ১৫ই ও ৩০ সে তারিখে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে দেশহিতৈষি ব্যক্তিদিগের প্রতিমূর্ত্তি ও জীবন চরিত্র এবং সচিত্র গল্প সকল ও পুরাবৃত্ত এবং পাক্ষিক স্বদেশীয় ও বিদেশীয়

সংবাদাবলী এবং অপরাপর ঘটনার সার মর্ম্ম (যাহা পাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে) তদ্বিষয় সকল সুললিত চলিত বঙ্গ ভাষায় লিখিত হইবেক,... ।

এই পত্র ইংরাজী ভাষায় প্রচার করিতে অনেকেই আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর সাধারণে ইহা পাঠ করিতে পারিবেন না, বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশস্থ ছয় অংশ লোকে ইংরাজী জানেন, অপর দশাংশ উক্ত ভাষানভিজ্ঞ। অধিক লোক যে ভাষা জ্ঞাত আছেন, ও যাহাদিগের মাতৃভাষা, তাহাতে পত্র প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ করা হইল এই পত্র যে প্রকার কোমল ভাষায় লিখিত হইবেক তাহাতে আমাদিগের দেশীয় রমণীগণও যাঁহারা এক্ষণে বঙ্গ ভাষার অন্যান্য পুরাতন গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা ইহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিদ্যানুশীলনে উৎসাহান্বিত হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

...এই পত্রের প্রতিখণ্ডে দুই খানি করিয়া প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক, ঐ প্রতিমূর্ত্তি সকল বিখ্যাত ইংরাজ ও বাঙ্গালি লিথোগ্রাফার এবং এনগ্রেভারদিগের দ্বারা প্রস্তুত করান হইতেছে,... অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬ টাকা, ষান্মাসিক ৪ টাকা, মাসিক ৷৷৵০ আনা, প্রতি খণ্ডে ।/১০ আনা নির্দ্ধারিত করা হইল।...

'সচিত্র ভারত সংবাদ' পত্রের তৃতীয় খণ্ডে "দেশহিতৈষী মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়"-এর একখানি লিথোগ্রাফ-চিত্র ও তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে।

'সচিত্র ভারত সংবাদ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—১ম ভাগ ২য় ও ৩য় খণ্ড।
রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—১ম ভাগ ১ম-৫ম খণ্ড।

মাসিক পত্র

রহস্য-সন্দর্ভ

'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র অভাব পূরণার্থ 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র ১৮৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ("১ পর্ব্ব ১ খণ্ড মাঘ; সংবৎ ১৯১৯") প্রথম প্রকাশিত হয়। কেদারনাথ মজুমদার ইহার প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে "১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ" বলিয়াছেন। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটি ও ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রচারিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র। প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

...অভিনব পত্রের অভিপ্রেত কি তাহার কিয়দংশ ইহার নামদ্বারাই অনুভূত হইবে। অধিকন্তু এই মাত্র বক্তব্য যে পূর্ব্বে 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্র যে উদ্দেশে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই পদানুসরণার্থে সজ্জিত হইয়াছে; ফলে উক্ত পত্রের গুণিগণাগ্রগণ্য সম্পাদক মহোদয় কোন অনুরোধে তাহার রহিত করাতে তাহার স্থানীভূত করিতেই এই পত্রের বিকাশ হইল—

তাহার রহিত না হইলে ইহার অনুষ্ঠান হইত না। এই রূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত নাই; অথচ এতাদৃশ কেবল-মাত্র-বিদ্যানুরাগী সাময়িক পত্র যে জনসমাজের হিতকর ও আদরাস্পদ বটে তাহা বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের সিদ্ধসঙ্কল্পতায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সঙ্খ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হইয়াছিল; এই মাসিক পত্র তদনুকরণদ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে। মধ্যে মধ্যে সৃষ্টির সমালোচনে সহৃদয়মাত্রের অনুমোদন আছে—সকলেই তাহার আখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদিগের নিকট এই সন্দর্ভ সমাদৃত হইতে পারে। অপর মনুষ্য মাত্রেরই—বিশেষতঃ পারস্য আরব তুরুষ্ক হিন্দুপ্রভৃতি জাতীয়দিগের—আখ্যায়িকা শ্রবণে বিশেষ অনুরাগ আছে; সেই আখ্যায়িকাচ্ছলে ভূত প্রেত নাগর নাগরিকার অলীক বাক্যে কাল হরণ না করিয়া সৃষ্টির সমালোচনে সৃষ্টিহইতে স্রষ্টার প্রতি মন-আকর্ষিত হইয়া পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অনুমোদন-তৎপর বলিয়াও এই পত্রের সার্থকতা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। অধিকন্তু চিত্রপট যে মনের সংস্কারক তাহা নব্য তত্ত্বানুসন্ধায়িরা স্থির করিয়াছেন; অতএব সময়ে সময়ে উত্তম চিত্রদ্বারা চিত্তানুরঞ্জন করাও ইহার উদ্দেশ্য; তদর্থে এই পত্রের প্ররোচক বঙ্গানুবাদক সমাজের আদেশে বহু শত ছবি বিলাত হইতে আনীত হইয়াছে, তাহার প্রকাশে বোধ হয় অনেকেই পরিতৃপ্ত হইবেন।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পত্রিকাখানি সম্পাদন করেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি পঞ্চম পর্ব্বের 'রহস্য-সন্দর্ভ' নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। এই কারণে ৬ষ্ঠ পর্ব্বের প্রথম সংখ্যার (৬১ খণ্ড) গোড়াতেই পাঠকবর্গের প্রতি সম্পাদকের এই নিবেদনটি আছে :—

ভূমিকা।—...রহস্য-সন্দর্ভের শেষ দ্বাদশ খণ্ড এক-বৎসরকাল-মধ্যে প্রকাশিত না হইয়া তদধিক দীর্ঘকালে পাঠকমহোদয়ের হস্তে উপনীত হইয়াছে, এবং তাহার প্রকটন সময়েরও বিশেষ অনিয়ম ঘটিয়াছে। এই ত্রুটি আমরা পূর্ব্বাবধি জ্ঞাত আছি; কিন্তু ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকায় আমরা এপর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতীকার করিতে পারি নাই।... পরন্ত এরূপ ঘটনা সাময়িক পত্রের বিশেষ প্রতিদ্বন্দী; ইহাতে অত্যুৎকৃষ্ট পত্রেরও বিশেষ হানি ঘটিয়া থাকে; এবং তাহার নিবারণার্থ আমরা সম্প্রতি এক জন সুপণ্ডিত প্রবীণ পারদর্শী আত্মীয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তিনি বহুকাল সাময়িক পত্রে অনেকের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, এবং রহস্য-সন্দর্ভের অভিধেয়ও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। তাঁহার সুপ্রশস্তলেখনী-নিঃসৃত সন্দর্ভ-কলাপে সহৃদয় মহোদয়দিগের আনন্দ সম্বর্দ্ধিত হইবেক ইহা আমরা নিশ্চয় জ্ঞাত আছি, এবং প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে রহস্যানুরাগিদিগের পরিচিত করিতেছি। এতৎখণ্ডের অধিকাংশই তাঁহাদ্বারা রচিত, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এই সন্দর্ভ নিয়মিত সময়ে পাঠকদিগের মানস পরিতৃপ্ত করে তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত থাকিবেন। এতৎ প্রস্তাবলেখক পূর্ব্বে সপ্ত-বৎসর-যাবৎ 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' ও পরে 'রহস্য সন্দর্ভের' পাঁচ পর্ব্ব নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তৎসাধনে বার্দ্ধক্যের সহিত কিঞ্চিৎ শৈথিল্যের সম্ভব অবশ্য মানিতে হইবে।...

কিন্তু ৬ষ্ঠ পর্ব্বের ৬ষ্ঠ সংখ্যার (৬৬ খণ্ড) সহিত যোজিত একটি স্বতন্ত্র "বিজ্ঞাপনে" রাজেন্দ্রলাল জানাইতে বাধ্য হইলেন যে—

সম্পাদকের অবকাশাভাবপ্রযুক্ত এই পত্রের এই খণ্ড অবধি সমাপ্ত হইল। এতৎ সম্বন্ধে কাহার কিছু প্রাপ্য থাকিলে প্রার্থনামাত্র সম্পাদক তাহা পরিশোধিত করিবেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর প্রাণনাথ দত্ত 'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি ভূমিকাস্বরূপ ৬৭ খণ্ডের গোড়ায় যাহা লেখেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

যৎকালে বঙ্গীয় সাহিত্য-চক্রে সম্ভ্রান্ত মাসিক পত্রিকার সম্যক অভাব ছিল, যৎকালে বঙ্গভাষানুরাগী সহৃদয় মাত্রেই দুই একখানি জ্ঞানগর্ভ পত্রিকার উদয় দর্শনাভিলাষী হইয়াছিলেন এবং যৎকালে গৌড়ভাষারূপ সাগরের একমাত্র নলিনী তত্ত্ববোধিনীর বহুতর পরিমল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আপত্তা বশতঃ অপার সাধারণ সকলের সম্ভোগ্য ছিল না, তৎসময়ে বহু শুভ কারিণী বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সভ্যগণ একখানি বহ্বর্থ বিকাশিনী মাসিক পত্রিকার সংস্থাপন বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে ১৭৭৬ সালে শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় উক্ত সমাজের সাহায্যে বিবিধার্থ সংগ্রহ নাম পত্র প্রকাশারম্ভ করেন ও তদবধি ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসর তিনি উক্ত পত্র প্রকাশ করত পাঠকগণকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণাদি বিবিধ বিষয়ে বিলক্ষণ পরিচিত করেন। উক্ত ছয় বৎসর কাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' যথানিয়মে প্রকাশিত হয়; কেবল মধ্যে বাঙ্গালা অনুবাদক সমাজ কিয়ৎকালের জন্য সাহায্য প্রদানে বিরত হওয়ায় উহার উদয়াভাব হইয়াছিল। ১৭৮২ শকে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদন ভার লয়েন এবং বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত যথা ক্রমে সপ্তম খণ্ডের অষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করণান্তে তৎপ্রচার বিষয়ে নিবৃত্ত হয়েন। এই রূপে বিবিধার্থ সংগ্রহের ধ্বংশ হওয়াতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় পুনর্ব্বার অনুবাদক সমাজের আনুকুল্যাবলম্বনে এই "রহস্য-সন্দর্ভ" প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া কিয়ৎকাল যথানিয়মে প্রকাশ করেন, পরে শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য আনুসঙ্গীক কারণ বশতঃ ইহা রীতিমত প্রচার করিতে অসমর্থ হয়েন। তদবধি রহস্য-সন্দর্ভের প্রচার বিষয়ে বিলক্ষণ অনিয়ম ঘটে এবং এক্ষণে বহুবিধ গুরুতর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় মিত্র মহাশয়ের অবকাশাভাব হইয়াছে এবং তজ্জন্যই তিনি ষষ্ঠ পর্ব্বের ষষ্ঠ সংখ্যায় তৎপ্রকাশে নিবৃত্ত হওনের বিজ্ঞাপন প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক জন সহৃদয় তাঁহাকে রহস্য-সন্দর্ভের বিসর্জ্জনে বিরত হইতে অনুরোধ করায় তিনি ঐ পত্র সম্পাদনের ভার আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, বিজ্ঞাপন দৃষ্টে পাঠকগণ বিশেষ জ্ঞাত হইবেন। ... শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত।

নূতন সম্পাদক ১২৭৮ সালে দুই সংখ্যা (৬৭-৬৮ খণ্ড) এবং ১২৭৯ সালে দশ সংখ্যা (৬৯-৭৮ খণ্ড) প্রকাশ করিয়া সপ্তম পর্ব্ব শেষ করেন।* তিনি 'রহস্য-সন্দর্ভে'র "নব-পর্ব্বাবলী" বাহির করিবার সঙ্কল্প করিয়া ৭ম পর্ব্বের শেষ সংখ্যার (৭৮ খণ্ডের) গোড়াতেই পাঠকবর্গকে জানাইয়াছিলেন যে—

জগদীশ্বরের প্রসাদাৎ আমরা "রহস্য-সন্দর্ভের" সপ্তম পর্ব্ব সমাপ্ত করিলাম...।

---

* কেদারনাথ মজুমদার ভুলক্রমে লিখিয়াছেন,—"প্রাণনাথ দত্ত পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া ১২৭৮ সালের ৬ষ্ঠ পর্ব্বের বাকী ছয় সংখ্যা বাহির করিয়া ১২৭৯ সালে সপ্তম পর্ব্ব রীতি মত বাহির করেন ...।" ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ° ৩৭৬)

...আমরা সসম্ভ্রমে নিবেদন করিতেছি যে ৩০ বৈশাখ হইতে "রহস্য-সন্দর্ভের"...নব পর্ব্ব প্রকাশারম্ভ হইবে...।

১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে 'রহস্য-সন্দর্ভ' "নবপর্ব্বাবলী" বাহির হইল। ইহা এক বৎসর চলিয়াছিল। সম্পাদক ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া শেষ সংখ্যা অর্থাৎ ১২শ খণ্ডের শেষে এই "বিজ্ঞাপন"টি দিতে বাধ্য হইলেন :—

বিজ্ঞাপন। আমরা যৎকালে রহস্য-সন্দর্ভের সম্পাদন কার্য্য স্কুলবুক সোসাইটির হস্ত হইতে গ্রহণ করি তৎকালে মনে করিয়াছিলাম যে 'রহস্য-সন্দর্ভ'কে নিঃসহায় দেখিয়া বঙ্গীয় বিদ্যানুরাগী ও সহৃদয় মাত্রেই তাহার রক্ষার্থ যত্নবান হইবেন। ... কিন্তু দুই চারি জন ভদ্রলোক তাঁহাদিগের নিজ নিজ সহৃদয়তা গুণে যত্নবান্ হইলে কি হইবে? আমরা সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করণের পর ছয়মাস মধ্যেই প্রায় ৭০০ গ্রাহক হইয়াছিল কিন্তু বৎসরান্তে মূল্যপ্রাপ্তি হিসাব করিয়া দেখিলাম যে শত ব্যক্তিও মূল্য দেন নাই। এই জন্য আমরা ডাকমাশুল দিয়া পত্র পাঠাইতে নিবৃত্ত হইলাম। যাহা হউক এক্ষণে যে গ্রাহকগণ রহস্য লইতেছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা প্রার্থনা করি যে তাঁহারা কৃপণতা কার্পণ্য করিলে আর ইহা চলিবে না।

'রহস্য-সন্দর্ভে'র পর্ব্বগুলি এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

১ম পর্ব্ব	মাঘ, ১৯১৯ সংবৎ	হইতে	পৌষ, ১৯২০ সংবৎ,		১—১২ খণ্ড
২য় পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২১ "	"	চৈত্র, ১৯২১	"	১৩—২৪
৩য় পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২২ "	"	চৈত্র, ১৯২২	"	২৫—৩৬
৪র্থ পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২৩ "	"	চৈত্র, ১৯২৩	"	৩৭—৪৮
৫ম পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২৭ "	"	চৈত্র, ১৯২৭	"	৪৯—৬০
৬ষ্ঠ পর্ব্ব	বৈশাখ, ১৯২৮ "	"	আশ্বিন, ১৯২৮	"	৬১—৬৬
৭ম পর্ব্ব	চৈত্র, ১২৭৮ সাল	"	ফাল্গুন, ১২৭৯ সাল		৬৭—৭৮
নব-পর্ব্বাবলী	বৈশাখ, ১২৮০ "	"	চৈত্র, ১২৮০	"	১—১২

'রহস্য-সন্দর্ভ' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—সম্পূর্ণ ফাইল।

অবোধবন্ধু

এই 'অবোধবন্ধু' একখানি মাসিক পত্র বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৬৩ সনের এপ্রিল (? বৈশাখ ১২৭০) মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩, ৬ই জুলাই তারিখে 'সোমপ্রকাশ' ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :—

অবোধবন্ধু। কলিকাতা স্কুলবুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। আমরা ইহার দুইখণ্ড পাইয়াছি। লেখা মন্দ হইতেছে না। প্রতি খণ্ডের মূল্য অর্দ্ধ আনা।

'অবোধবন্ধু'র ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইলে পুনরায় 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬৩, ৩১এ আগষ্ট লিখিয়াছিলেন :—

অবোধবন্ধু তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা। এই চতুর্থ ভাগে হেয়ার সাহেবের জীবন চরিত আছে। লেখা ক্রমশঃ উত্তম হইতেছে।

সাহিত্য সংক্রান্তি

'সাহিত্য সংক্রান্তি' একখানি মাসিক পত্র। ইহা ১৮৬৩ সনের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩, ৬ই জুলাই 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

> 'সাহিত্য সংক্রান্তি'। ইহা এক খানি মাসিক পত্রিকা। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা প্রতি সংক্রান্তিতে যোগেন্দ্রনাথ ঘোষদ্বারা স্কুলবুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবে। মূল্য দুই আনা। আমরা ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগ কিছু অধিক, পদ্য গুলি মন্দ হয় নাই। সম্পাদকেরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেশের আচার ব্যবহার ও পুলিষ প্রভৃতির দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে।

'সাহিত্য সংক্রান্তি' পত্রের ফাইল।—

কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় :—১ খণ্ড। ২ সংখ্যা। ১২৭০ সাল, ৩২এ আষাঢ়।

বামাবোধিনী পত্রিকা

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' নামে মহিলাদের পাঠোপযোগী বিষয়সম্বলিত একখানি মাসিক পত্রিকা "কলিকাতা বাইর সীমূলিয়া রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ১৬ নং বাটীতে বামাবোধিনী সভার কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন মজিলপুরের উমেশচন্দ্র দত্ত। বামাবোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ছিল ১৷৷০।

প্রথম সংখ্যার শিরোভাগে আছে :—

লেখ্য বিষয়।

১। ভাষাজ্ঞান	৬। বিজ্ঞান	১১। গৃহচিকিৎসা
২। ভূগোল	৭। স্বাস্থ্যরক্ষা	১২। শিশুপালন
৩। খগোল	৮। নীতি ও ধর্ম্ম	১৩। শিল্পকর্ম্ম
৪। ইতিহাস	৯। দেশাচার	১৪। গৃহকার্য্য
৫। জীবন চরিত	১০। পদ্য	১৫। অদ্ভুত বিবরণ

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা হইতে উপক্রমণিকা অংশটি উদ্ধৃত হইল; ইহা হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> উপক্রমণিকা। ঈশ্বর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পুরুষদের ন্যায় তাহাদের শিক্ষা বিধান যে নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন তাহাদের দুরবস্থার অবসান হইবে না, দেশের সম্যক্ মঙ্গল ও উন্নতিরও সম্ভাবনা নাই; ইহাও অনেকে বুঝিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই এই উদ্দেশে দেশহিতৈষি মহোদয়গণ স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিতেছেন, দয়াশীল গবর্ণমেণ্টও তদ্বিষয়ে সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু এ উপায়ে অতি অল্প সংখ্যক বালিকারই কিছু দিনের উপকার হয়। অন্তঃপুর মধ্যে বিদ্যালোক প্রবেশের পথ করিতে না পারিলে সর্ব্বসাধারণের হিত সাধন হইতে পারে না।
>
> বামাগণের বিদ্যা শিক্ষার কতক গুলি প্রতিবন্ধক আছে। তাহারা সময় পায় না, উৎসাহ পায় না, শিক্ষকের সাহায্যও তাদৃশ লাভ করিতে পারে না। অতএব অল্প সময়ে আপন আয়াস মতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল উপার্জ্জন করিতে পারে, এরূপ কোন উপায় না হইলে

তাহাদের লেখা পড়ার সুবিধা দেখা যায় না। আজি কালি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ হইতেছে বটে কিন্তু তাহা ইহাদের অতি অল্প উপকারে আইসে। ইতঃপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকা নামে এক খানি পত্রিকা এই অভাব পূরণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক দিবস তাহাও অদর্শন হইয়াছে। সম্প্রতি দেশ হিতোৎসাহি মহোদয়গণকে তদনুরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিতে দেখিতে পাই না। অতএব "শুভকার্য্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করাও ভাল" এই ভাবিয়া আমরা এই বামাবোধিনী পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলাম।

এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদায় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া লেখা হইবে, পত্রিকার শিরোভাগে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

বামাগণের বোধ সুলভ জন্য বামাবোধিনীর বিষয় গুলি যত কোমল ও সরল সাধুভাষায় লেখা যায় আমরা তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিব না। কথাবার্ত্তা এবং উপন্যাস বা উদাহরণচ্ছলে অনেক বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া যায়, অতএব অনেক স্থলে সে উপায়ও অবলম্বিত হইবে। আবশ্যক মতে ইহাতে নানাবিধ চিত্র ও প্রতিরূপও প্রকটন করা যাইবে।

এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া আমরা আর কিছুরই প্রত্যাশা করি না। কর্ত্তব্য সাধনই আমাদের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি ইহা সাধু সমাজে পরিগৃহীত হইয়া বামাগণের কিছু মাত্র উপকার জনক বোধ হয় তাহা হইলেই ইহার জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে প্রত্যেক সংখ্যার কণ্ঠে নূতন নূতন শ্লোক থাকিত। দ্বিতীয় সংখ্যার শ্লোকটি এইরূপ :—

সকলের পিতা যিনি করুণানিধান।
নর নারী প্রতি তাঁর করুণা সমান॥
জ্ঞান ধর্ম্মে উভয়ের দিয়াছেন মন।
নয়ন থাকিতে অন্ধ কেন বামাগণ ?

তৃতীয় বর্ষ (বৈশাখ ১২৭২) হইতে প্রত্যেক সংখ্যার কণ্ঠে কোন শ্লোক থাকিত না, কেবল নাগরী অক্ষরে লেখা থাকিত :—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

ইহার নীচে বাংলায় থাকিত :—

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারে 'বামাবোধিনী' যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মহিলাগণকে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী করিবার জন্যও 'বামাবোধিনী' ত্রুটি করে নাই। প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন। বামাবোধিনী সভাতে স্ত্রীলোকদিগের লেখা সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হইবে, এবং যোগ্য বোধ হইলে পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইবে। লেখিকাগণ সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব নাম ধাম সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিবেন।

মহিলা-লেখিকাগণকে পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষের মাঘ ১২৭১ সংখ্যা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত হইল :—

> স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদান। এদেশে এখন বিদ্যার যতই অনুশীলন হইতেছে, বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্ম যতই বিশুদ্ধ হইতেছে, লোকসকল যতই সভ্যপদবীতে উত্থান করিতেছে, ততই দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এখন এই ভারত-বর্ষমধ্যে প্রায় সকল সভ্যজনপদেই অন্যূন এক একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন কত কত স্ত্রীলোক পুস্তক রচনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে, কেহ বা স্বজাতীর উন্নতির জন্য শিক্ষয়িত্রীর গুরুভার গ্রহণ করিয়া বালিকাগণের বোধনেত্র উন্মীলন করিতেছেন, কেহ কেহ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশ পূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির আনন্দ উপস্থিত না হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বালকদিগের বিদ্যোৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যেরূপ মধ্যে মধ্যে পুরস্কারাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে, বামাগণের শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দানার্থ তাদৃশ কিছুই দেখা যায় না; কেবল বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণ মধ্যে মধ্যে পুস্তকাদি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া কিছু পরিমাণে উৎসাহিত হয়। এক্ষণে যাহারা প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়া বামাগণের মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন, তাহাদিগের উৎসাহ দানার্থে আমরা এই উপায় স্থির করিয়াছি যে, যে সকল স্ত্রীলোক নিম্ন লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের অন্যতর উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, তাহাদিগকে আগামী বৈশাখ মাসে উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রদান করা যাইবে, এবং বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকাতে রচনা সকলও প্রকাশ করা যাইতে পারে।...
>
> প্রবন্ধ
>
> ১ম। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে, ও তাহা প্রচলিত না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে?
>
> ২য়। কি কি কুপ্রথা ও কুসংস্কার তিরোহিত হইলে অস্মদ্দেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে?
>
> স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি চিকীর্ষু নিম্নলিখিত মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।
>
> শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
> (সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক)
> শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ মিত্র।
> (কলিকাতা সাধারণ পুস্তক সংগ্রহের সম্পাদক।)
> শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।
> (কলিকাতা কালেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ।)

'বামাবোধিনী পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ ১২৭০ সালের ভাদ্র হইতে চৈত্র সংখ্যায় শেষ হয়। দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয় ১২৭১ সালের বৈশাখ হইতে।

১৩১৪ সালের ৪ঠা আষাঢ় উমেশচন্দ্র দত্তের মৃত্যু হইলে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদন-ভার নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের উপর পড়িয়াছিল :—

১৯০৭-১৯০৯ সন—শ্রীসুকুমার দত্ত ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন।
১৯০৯-১৯১৪ সন— সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কুমারী উষাপ্রভা দত্ত,
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত, শ্রীদেবকুমার দত্ত, এম এ।
১৯১৪-১৯২২ ডিসেম্বর—শ্রীদেবকুমার দত্ত, কুমারী উষাপ্রভা দত্ত,
ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি।
১৯২৩—শ্রীআনন্দকুমার দত্ত, এম এ।

'বামাবোধিনী পত্রিকা' ১৩২৯ সালের চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছিল।

'বামাবোধিনী' পত্রিকার ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার :—১২৭০ হইতে ১৩২৯ সাল পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত বৎসরের।

উদ্যোগবিধায়িনী

এই মাসিকপত্রখানি ১৮৬৩ সনের সেপ্টেম্বর (?) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভার মুখপত্র ছিল। কাঙ্গাল হরিনাথের ডায়েরীতে (পৃ° ১৪৬৯) প্রকাশ :—"পাবনা হইতে তৎকালের কালেক্‌টারের মহরার বরদাকান্ত গুপ্তের লেখনীতে ও পাবনাবাসী তীর্থনাথ সাহা প্রভৃতির উদ্যোগে 'উদ্যোগবিধায়িনী'···প্রচার হইয়াছিল।" এই পত্রিকাখানির সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশ' (১৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩) লিখিয়াছিলেন :—

> উদ্যোগবিধায়িনী। এখানি মাসিক পত্রিকা। ইহা পাবনা উদ্যোগবিধায়িনী সভায় লিখিত হইয়া ঢাকার সুলভ যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহার আশ্বিন ও কার্ত্তিক দুই মাসের দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১৸০ টাকা। সভা এ বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইবেন, আমরা দুই খণ্ড পাঠ করিয়া তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (মাঘ ১২৭০) মাস হইতে এই পত্রিকাখানির কলেবর বৃদ্ধি হইলে 'সোমপ্রকাশ' (২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪) লিখিয়াছিলেন,—

> মাঘ মাস অবধি উদ্যোগবিধায়িনী পত্রিকার ১ ফর্ম্মা কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন স্থায়িত্ব লইয়া কথা।

সংযোজন

উপরের অংশ মুদ্রাঙ্কিত হইবার পর ১২৬৮ সালের (১৮৬১ সন) একখানি সাময়িক পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। পত্রিকাখানি কলুটোলার শ্রীচৈতন্যসভার মুখপত্র; ইহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

কলুটোলাস্থ শ্রীচৈতন্যসভা সম্বন্ধিনী

শ্রীচৈতন্যকীর্ত্তিকৌমুদী পত্রিকা।

শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ দাস পণ্ডিত বাবাজি
উপদেশক।

ভগবদ্গুণানুশীলনমথ সজ্জনসঙ্গমোহথ সদ্যুক্তিঃ।
এতৎ সর্ব্বং লভতে চৈতন্যসভাপ্রবেশভাগোন॥
কলিকাতা।
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক
ভবনে ষ্টান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত।
সন ১২৬৮ সাল।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ এই পত্রিকার শেষাংশটি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে পণ্ডিত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে; রামমোহন রায়ের চরিতকারের নিকট এই সংবাদের মূল্য আছে :—

… কেহ মায়াবাদ মোহে বিষ্ণুভক্তির বাধা দেয়। কেহ তাহাদের প্রতি দ্বেষবশে বেদান্তশাস্ত্রের দ্বেষ করে। বস্তুতঃ বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বিতীয় দেবতাভক্তি যাহা সংস্যসকৃৎ চৈতন্যের নিতান্ত সম্মত তাহা যে পর্য্যন্ত লোকে অবিদিত থাকে তদবধি সুমতি কোথায়? একারণ ভক্তি শাস্ত্রগণের বেদান্ত সম্মত ব্যাখ্যা প্রচার নিমিত্তে প্রভু শ্রীযুক্ত ৺উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের আবির্ভাব করেন। উক্ত মুনি বেদান্ত সম্মত ভক্তি-ব্যাখ্যা নিমিত্তে বৈদান্তিক সভামধ্যে (ব্রাহ্মসমাজে) ব্যাখ্যাতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন। অপরঞ্চ বৈষ্ণবগণের হর্ষ প্রকর্ষদায়িনী ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধিনী সভা লোকে প্রচারিত হউক ইত্যাশয়ে সাত্বতসভা প্রবন্ধ চিন্তনাদি তপস্যা করেন। সেই মহাত্মার অতুল্য তনয় ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাদি সিংহ হইয়া কুতর্ক বাদিগণের দুর্ব্বাদ সমস্তকে নিজ উজ্জ্বল বিচার দ্বারা নিরস্ত করেন। শ্রীযুক্ত ৺বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ভক্তিশাস্ত্র সভার উন্নতি সাধনার্থে তপশ্চর্য্যা করেন তাঁহার পরিচর্য্যা পরায়ণা পদ্মনাম্নী বিষ্ণুভক্তি পরায়ণা স্ত্রী বিদ্যমান ছিলেন। পরে বিষ্ণুর প্রীতি পর্য্যালোচনা করিয়া সেই বৈষ্ণবী ঠাকুরাণীর বরদেবতা অষ্টাদশ [১৯শ ?] শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে আমাকে উৎপন্ন করিলেন। পরে আমাকে ভক্তি শাস্ত্রগণের বেদান্ত অবিরুদ্ধ বিশুদ্ধ ব্যাখ্যান দ্বারা লোক হিত সাধনোদ্দেশে শিক্ষা প্রদান করেন। সেই মহাপুণ্য ব্যাখ্যান বিষয়ে শ্রীমান্ রসিকলাল শর্ম্মা ও শ্রীমান্ আনন্দচন্দ্র শর্ম্মা ইহাদিগের নিয়োগে তাহা বর্ণনা করিলাম। পরে মহান্ত শ্যাম অধিকারী আমাকে বিষ্ণু সখী নাম্নী কন্যা বৈষ্ণব বিধানে প্রদান করেন। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব পুত্র কামনাতে বৈষ্ণব বিধানে বৈষ্ণবী স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরে শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণব সভাধ্যক্ষ তোতারাম বাবাজীর প্রেরণাতে উক্ত ব্যাখ্যান বর্ণনা করিলাম। নীলমাধব হালদার প্রভৃতি মহাত্মা দ্বিজগণ তদর্থে সম্মান করিয়াছেন। পরে শ্রীমান্ কালীদাস ধর, মধুসূদন পাইন, রামসেবক মল্লিক, নকুড়চন্দ্র শীল প্রভৃতি বণিঙ্‌ মণ্ডলী আমাকে চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যাবিষয়ে ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যেষণা করেন অতঃপর সর্ব্ববেদান্ত সম্মত চৈতন্যচরিত ব্যাখ্যা করণাশয়ে প্রথমত সংক্ষেপ সূচনা করিলাম। …
(পৃ° ৫৭-৫৮)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গণিতের পরিভাষা

ভূমিকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; সেই চেষ্টার ফলে বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগের পরিভাষা প্রণয়ন করিতে পরিষৎ সমর্থ হইয়াছেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি ইতঃপূর্ব্বে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বহু শব্দ সঙ্কলিত হইয়া দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখা স্থির করিয়াছেন, সংগৃহীত পারিভাষিক শব্দগুলি পুনরালোচনা করিয়া বিধিবদ্ধ ভাবে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সকল বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন; সেই জন্য প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পাঠ্য বিষয়ের পরিভাষার এখনই প্রয়োজন হইবে। এই কারণে সংগৃহীত ও অপ্রকাশিত শব্দগুলির মধ্যে প্রবেশিকার পাঠ্য বিষয়-সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দগুলিই প্রথমে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সর্ব্বপ্রথমে গণিতের পরিভাষা পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। ইহাতে পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি ও বলবিদ্যা সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ লিপিবদ্ধ হইল। ক্রমশঃ অন্যান্য বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পারিভাষিক শব্দ পরিষৎ-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে। পরে উচ্চ গণিত ও অন্যান্য বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার উপযোগী যে সকল পারিভাষিক শব্দ পরিষৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত হইয়াছে, তাহা সুসংবদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হইবে।

পারিভাষিক শব্দ আলোচনা কার্য্যে অগ্রসর হইয়া, বিজ্ঞান-শাখা এই বিষয়ে এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত সকল সংগ্রহগ্রন্থে প্রকাশিত শব্দগুলির বিচার করিয়াছেন। পরিষৎ-পত্রিকা ভিন্ন নাগরীপ্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ, গায়কোয়াড় রাজ্য হইতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক শব্দসংগ্রহ, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গ্রন্থ, সবরমতী জাতীয় বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গণিত পরিভাষা এবং বালীগঞ্জ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হইতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক শব্দকোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (গণিত)—এই সকল গ্রন্থই পরিষদের বিজ্ঞান-শাখা বিশেষ আলোচনা করিয়া শব্দ নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত গণিত ও জ্যোতিষগ্রন্থ হইতেও পরিভাষা সংগৃহীত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত লীলাবতী, বীজগণিত ও গোলাধ্যায়, ব্রহ্মগুপ্ত-প্রণীত ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, পৃথূদকস্বামি-বিরচিত ব্রহ্মসিদ্ধান্তভাষ্য, সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দও বিজ্ঞান-শাখা আলোচনা করিয়াছেন। এই সংকলন ও প্রণয়ন ব্যাপারে বিজ্ঞান-শাখা এই কয়টি সূত্র অবলম্বন করিয়াছেন:—বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত বা পূর্ব্বে সংস্কৃত বা অন্যান্য গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন; সর্ব্বত্র শব্দগত অনুবাদ না করিয়া বহু স্থলে অর্থগত অনুবাদ করা তাঁহারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়াছেন; যে সকল ইংরাজি

বা অন্ত ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে—যে সকল শব্দ international বা সকল জাতি কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাদের অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় সংরক্ষণও বিজ্ঞান-শাখা উপযুক্ত জ্ঞান করিয়াছেন। যে সকল শব্দ নূতন প্রণয়ন করিতে হইয়াছে, তাহাও যাহাতে যথাসম্ভব সংস্কৃত ব্যাকরণানুগত এবং ভারতের সর্ব্বপ্রদেশে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহার দিকেও তাঁহারা দৃষ্টি রাখিয়াছেন।

পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নকালে বিজ্ঞান-শাখা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোনও একটি শব্দের অর্থগত অনুবাদ বেশ সন্তোষজনক হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কোনও বিষয়ের আলোচনা স্থলে উহা আদৌ সঙ্গত হয় না, যেমন—equilibrium অর্থে যদি সাম্য বা স্থিতি বলি, তাহা হইলে the forces acting at a point are in equilibriumএর অনুবাদে equilibrium শব্দের অনুবাদ বসাইয়া দিলেই চলিবে না, তখন বলিতে হইবে, এক বিন্দুতে সঙ্গত তিনটি বল স্থিরাবস্থায় রহিয়াছে। আবার the forces acting on a body keep it in equilibrium এর অনুবাদে equilibrium শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ চলিবে না; তখন বলিতে হইবে, বলগুলি একটি পিণ্ডের উপর কার্য্য করিয়া উহাকে স্থির রাখিয়াছে। এইরূপ ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে পারিভাষিক শব্দ শুধু বসাইয়া গেলেই বৈজ্ঞানিক অর্থ পরিষ্কার হইবে না, অনেক সময় সমস্ত অংশটার অর্থ লইয়া অনুবাদ করিতে হইবে।

এই তালিকায় প্রকাশিত শব্দগুলির পার্শ্বে কয়েকটি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। পরিষৎ যে সকল শব্দ প্রণয়ন বা সংকলন করিয়া প্রথম প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদের বাম পার্শ্বে তারকাচিহ্ন (*) ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল শব্দ সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যবহৃত আছে, সেই সকল শব্দের পার্শ্বে বন্ধনীর মধ্যে আকরগ্রন্থের নামের প্রতীক ব্যবহার করা হইয়াছে। (যেমন—লীলাবতী বুঝাইতে লী, বীজগণিত বুঝাইতে বী, ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত বুঝাইতে ব্র, পৃথূদক স্বামি-বিরচিত ব্রহ্মসিদ্ধান্তভাষ্য বুঝাইতে পৃ)।

Arithmetic—পাটীগণিত

Abacus—পাটী (লী)
abbreviation—সংক্ষেপ
* above par—অতিরিক্ত হারে
* abstract number—অমূর্ত্ত সংখ্যা
account—হিসাব
addition—যোগ, সংকলন
* aliquot part—একাংশ
* alligation—মিশ্রণ, সুবর্ণগণিত (লী)
amount—পরিমাণ
angle—কোণ
* annuity—সাময়িক (বৃদ্ধি)
answer—উত্তর
antecedent—পূর্ব্বরাশি

application—প্রয়োগ
approximate—আসন্ন
approximate value—আসন্ন মূল্য
area—কালি, ক্ষেত্রফল
* at par—সমহারে
average—গড়
Bankrupt—দেউলিয়া
barter—বিনিময়, ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক (লী)
* below par—উনহারে
bill of exchange—হুণ্ডি
bond—খত, তমসুক পত্র
bracket—বন্ধনী
* bracket vinculum—রেখা বন্ধনী

* bracket parenthesis—লঘু বন্ধনী
* bracket brace—গুরুবন্ধনী
* bracket double—ধনু বন্ধনী
breadth—প্রস্থ, বিস্তার
brokerage—দালালি
buy—ক্রয় করা, কেনা
by (÷)—বিভক্ত (÷)

Call money—তাগিদ কিস্তী
* capacity—অন্তর্মান
capital—মূলধন
clock—ঘড়ি
commercial discount—ব্যবসায়িক ছাড়
commission—কমিশন
complex—জটিল
compound—মিশ্র
compound interest—চক্রবৃদ্ধি সুদ
* concrete number—মূর্ত্ত সংখ্যা
consequent—উত্তররাশি
creditor—উত্তমর্ণ, পাওনাদার
criterion—বিনির্ণায়ক
cube—ঘন, ঘনফল
cube root—ঘনমূল, তৃতীয় মূল

Debenture—ডিবেঞ্চর, ঋণপত্র
debtor—অধমর্ণ, দেনদার
decimal—দশমিক
denominator—হর
—reduction to common—ভাগজাতি (লী)
difference—অন্তর (লী)
—between an integer and a fraction
—ভাগাপবাহ (লী)
digit—অঙ্ক
dimension—মাত্রা
discount—ডিস্কাউণ্ট, ছাড়
distance—ব্যবধান, দূরত্ব
dividend—ভাজ্য
division—ভাগ, হরণ (লী)
divisor—ভাজক (লী)
* duo-decimal—দ্বাদশিক

Equated time—সমীকৃত কাল
equatiou—সমীকরণ (বী)
„ —side of—পক্ষ (বী)
equivalent—তুল্য
error—ভুল, ভ্রম
even—যুগ্ম
evolution—অবঘাতন
example—উদাহরণ
exchange—এক্‌সচেঞ্জ
exercise—প্রশ্নমালা
explanation—ব্যাখ্যা
extreme—প্রান্ত

Factor—উৎপাদক, গুণনীয়ক
figure—অঙ্ক
* formula—সাংকেতিক সূত্র
fraction—ভগ্নাংশ
„ complex—জটিল ভগ্নাংশ
„ improper—অপ্রকৃত „
„ mixed—মিশ্র „
„ proper—প্রকৃত „
„ vulgar—সামান্য „
fraction, reduction to lowest terms of—অপবর্ত্তন (লী)
fund—কোষ

Gain—লাভ
* graph—চিত্রলেখ

Handnote—হ্যাণ্ডনোট
H. C. F.—গ. সা. গু.
height—উচ্চতা

Illustration—দৃষ্টান্ত
* index—ঘাতসূচক
insurance—বীমা
integer—পূর্ণসংখ্যা
interest—সুদ, কুসীদ
into (×)—গুণিত (×)
* intrinsic—যথার্থ
* inverse ratio—বিপরীত অনুপাত
invoice—চালান
involution—উদ্‌ঘাতন

L. C. M.—ল, সা, গু,
length—দৈর্ঘ্য

liability—দেনা, ঋণ
* limit—অন্তিম সীমা
local—স্থানীয়
loss—ক্ষতি

Magnitude—পরিমাণ
mean—মধ্যম
measure—সংখ্যামান
minus—বিযুক্ত
miscellaneous—বিবিধ
mixture—মিশ্রণ
money—মুদ্রা
motion—গতি
multiplicand—গুণ্য (লী)
multiplication—গুণন, পূরণ
multiplier—গুণক

Notation—অঙ্ক পাতন
note—দ্রষ্টব্য, অবধেয়
number—সংখ্যা
„ —whole—রূপ (লী)
numerator—লব

Odd—অযুগ্ম

Per cent.—শতকরা
percentage—শতকরা হার
plus—যুক্ত
policy—বীমাপত্র
power—ঘাত (ব্র)
*practice—ব্যাবহারিক নিয়ম
present worth—বর্ত্তমান দর
prime—মৌলিক
prime to each other—নিশ্ছেদ, নিরপবর্ত্ত (ব্র)
principal—মূল (লী)
problem—কূট প্রশ্ন
process—প্রক্রিয়া, পদ্ধতি
product—গুণফল
*product continued—তদ্‌গত (ব্র)
promissory note—কোম্পানীর কাগজ
proportion—সমানুপাত

Quantity—রাশি
question—প্রশ্ন
quotient—ভাগফল

Rate—দর, হার
ratio—অনুপাত
ratio of greater inequality—গুরু অনুপাত
ratio of less inequality—লঘু অনুপাত
reciprocal—বিপরীত, অন্যোন্যক
rectangle—আয়তক্ষেত্র
reduction—লঘূকরণ
recurring—পৌনঃপুনিক
remainder—অবশিষ্ট, বাকী
result—ফল
rule—নিয়ম
rule of three—ত্রৈরাশিক নিয়ম (লী)
„—inverse—ব্যস্ত ত্রৈরাশিক (লী)
rule of three, double—পঞ্চরাশিক (লী)

Sell—বিক্রয় করা, বেচা
share—অংশ
sign—চিহ্ন
significant—অর্থযুক্ত
simple—সরল
solution—সমাধান, নিষ্পত্তি
square—বর্গ, বর্গফল, বর্গক্ষেত্র
square root—বর্গমূল, দ্বিতীয় মূল
stock—ষ্টক্
subtraction—বিয়োগ, ব্যবকলন
sum—যোগফল, সমষ্টি
symbol—সংকেত

Table—তালিকা, সারণী
tax—কর, শুল্ক
term—পদ
terms, like—সমান জাতি (বী)
„—unlike—বিভিন্ন জাতি
terminating—সসীম (বী)
test—প্রমাণ, পরীক্ষা
thickness—বেধ
time—কাল, সময়
total—সমষ্টি
true discount—আসল ডিস্‌কাউণ্ট বা ছাড়

Uniform—সম

unit—একক
unitary method—ঐকিক নিয়ম
value—মূল্য
volume—ঘনমান, ঘনফল
vulgar—সামান্য
Weight—ভার, ওজন
work—কর্ম্ম, কাজ

Algebra—বীজগণিত

Abscissa—ভুজ
affected or adfected
quadratic—মিশ্র দ্বিঘাত
*alternando—একান্তর ক্রম
arithmetic series—চয় শ্রেণী
arithmetic progression—চয় শ্রেঢ়ী (লী)
*ascending order—আরোহ ক্রম
associative law—সংযোগ নিয়ম
axiom—স্বতঃসিদ্ধ
axis—অক্ষ
Base (of logarithm)—নিধান
binomial—দ্বিপদ
„ coefficient—„ গুণক
* „ expansion—„ বিস্তার
* „ expression—দ্বিপদী (পৃ)
„ theorem—দ্বিপদ সিদ্ধান্ত
biquadratic—চতুর্ঘাত
Characteristic (of logarithm)—পূর্ণক
circle—বৃত্ত
coefficient—উপগুণক
column—স্তম্ভ
*combination—সংযোগ (লী)
commensurable—পরিমেয়
*common (logarithm)—দশনিধানীয়
commutative law—বিনিময় নিয়ম
complex number—জটিল সংখ্যা
*componendo—যোগক্রম
*conic—শংকু সম্বন্ধীয়
*conjugate surd—প্রতিবদ্ধ করণী
consecutive—ক্রমিক
constant (quantity)—নিত্য
continued product—ক্রমিক গুণফল
coordinates—প্রতিষ্ঠাপক
*cross multiplication—কোণাকুণি বা আড়াআড়ি গুণন, বজ্রাভ্যাস (বী)
cubic—ঘন, ত্রিঘাত
cyclic order—চক্রবাল
Deduction—সিদ্ধান্ত (বী)
*degree (of an expression)—ঘাত
*dependent (variable)—সাপেক্ষ
*descending order—অবরোহ ক্রম
determinant—ডিটারমিনেণ্ট
difference—অন্তর
dimension—মাত্রা
direct variation—সাক্ষাৎ অনুপাত
distributive law—বিচ্ছেদ নিয়ম
*dividendo—বিয়োগ ক্রম
Eccentricity—উৎসার
*element (of a determinant)—বীজ রাশি
elimination—অপনয়ন
ellipse—বৃত্তাভাস, উনোৎসার (eccentricity less than one)
equation—সমীকরণ
„ biquadratic—চতুর্ঘাত সমীকরণ
„ cubic—ত্রিঘাত „
„ linear—একঘাত „
„ quadratic—দ্বিঘাত „
„ affected or adfected—মিশ্রদ্বিঘাত „
„ simple—একঘাত, একবর্ণ (বী) „
„ simultaneous—বহুবর্ণ (বী) „
*expansion—বিস্তার
exponential series—সূচক শ্রেণী
exponential theorem—সূচক সূত্র
expression—পদী
„—binomial—দ্বিপদী (পৃ)
„—compound—মিশ্রপদী
„—linear—একঘাতপদী
„—monomial—একপদী
„—quadratic—দ্বিঘাতপদী
„—simple—একঘাতপদী
„—cubic—ত্রিঘাতপদী
„—trinomial—ত্রিপদী (পৃ)
„ of the fourth degree—চতুর্ঘাতপদী

Factor—উৎপাদক, গুণনীয়ক
factorial—গৌণিক
factorization—উৎপাদকীকরণ, গুণনীয়ক-নির্ণয়
*formula—সাংকেতিক সূত্র
*function—সম্পর্কী
*,,—complementary—পূরক সম্পর্কী
*,,—complex—জটিল ,,
*,,—exponential—সূচক ,,
*,,—mixed—মিশ্র ,,
*,,—fundamental—মূলভূত

General—সাধারণ
general term—সাধারণ পদ
generalization—সাধারণীকরণ
geometric—গুণোত্তর
geometric series—গুণোত্তর শ্রেণী
gradient—নতিমাত্রা
*graph—চিত্র লেখ
*graphical—চিত্রিত
*graphical representation—চিত্রে বর্ণন
*Harmonic—হরাত্মক
*,, progression—,, শ্রেঢী
*,, series—,, শ্রেণী

*heterogeneous—বিষমঘাত
*homogeneous—সমঘাত
*hypothesis—স্বীকৃত তত্ত্ব
*hyperbola—অধিকোৎসার
(উৎসার = eccentricity, অধিকোৎসার—curve whose eccentricity is greater than one)

*Identity—একমূল্যতা
*imaginary—কল্পিত
*incommensurable—দুর্মেয়
*independent (variable) নিরপেক্ষ
*indeterminant—অনির্ণেয়
inequality—অসমতা
infinite—অসীম
infinity—অনন্ত
integral—অখণ্ড
inverse variation—বিপরীত অনুপাত
*invertendo—বিপর্য্যয় ক্রম
*irrational—করণীগত (under the surd)
*Joint variation—সহানুপাত

Law—নিয়ম
letter—অক্ষর
like—সদৃশ
limit—অন্তিম সীমা
linear—একঘাত
*linear dimension—একমাত্র
*linear expansion—একমাত্রিক বিস্তার
* logarithm—ঘাত প্রমাপক
* ,,—common—সাধারণ ,, দশ-নিধানীয়
,,—naperian—নেপীরিয় ,,
* ,,—natural—e-নিধানীয় ,,

Major—প্রধান
mantissa (of logrithm)—অংশক
maximum—বৃহত্তম
mean—মধ্যম
* ,,—arithmetic—চয়শ্রেণীগড়, গড়
* ,,—geometric—গুণোত্তর শ্রেণীগড়
* ,,—harmonic—হরাত্মক শ্রেণীগড়
minimum—ক্ষুদ্রতম
minor—অপ্রধান
monomial—একপদ

Natural number—অখণ্ডসংখ্যা
negative—ঋণ (বা)

Order—ক্রম
ordinate—কোটি
origin—মূলবিন্দু

* Parabola—সমোৎসার
(eccentricity equal to one)
permutation—প্রস্তার-(ণী)
,, and combination—প্রস্তার ও সংযোগ (ণী)
* permutation of digits—অঙ্কপাশ (ণী)
plotting—অঙ্কন
point—বিন্দু
polynomial—বহুপদ
positive—ধন (বা)
power series—ঘাতশ্রেণী

progression—শ্রেঢ়ী (লী)
arithmetic—চয়শ্রেঢ়ী
,,—geometric—গুণোত্তর শ্রেঢ়ী (লী)
,,—harmonic—হরাত্মক শ্রেঢ়ী
* progression, term of a—পদ, গচ্ছ (লী)
* progression, first term of a—মুখ (লী)
* ,, last term of a—অন্ত্য (লী)
* ,, middle term of a—মধ্য (লী)
* ,, common difference of an arithmetic—চয় (লী)
* ,, common ratio of a geometric—গুণ, চয় গুণ (লী)
probability—সম্ভাবনা
property (mathematical)—ধর্ম্ম
Pure quadratic—অমিশ্র দ্বিঘাত
quadrant—পাদ
quadratic—দ্বিঘাত
,,—affected. adfected—মিশ্র দ্বিঘাত
,,—pure—অমিশ্র দ্বিঘাত
,,—equation—দ্বিঘাত সমীকরণ
quantity—রাশি
,, infinite—অনন্ত (বী) রাশি
,, known—ব্যক্ত (বী) ,,
,, negative—ঋণ (বী) ,,
,, positive—ধন (বী) ,,
,, unknown—অব্যক্ত (বী) ,,
Radical (sign)—করণীচিহ্ন
* rational—অকরণীগত
(not under the surd)
rationalization—করণীনিরসন
real—বাস্তব
recurrence—পুনরাবৃত্তি
reduction—লঘুকরণ
root—মূল
root (of an equation)—বীজ, মান(বী)
row—সারি
Series—শ্রেণী
simple equation—একঘাত, সমীকরণ
simplification—সরলীকরণ
* simultaneous equation—বহুবর্ণসমীকরণ (বী)
solution—সমাধান, নিষ্পত্তি
solution (of an equation)—বীজ
squared paper—ছক্‌কাটা কাগজ
stationary—স্থির
sum of a series—শ্রেণীফল
surd—করণী (বী)
surd trinomial—মহতী করণী (বী)
symbol—চিহ্ন
symmetry—প্রতিসাম্য
symmetrical—প্রতিসম
system—পদ্ধতি
,,—decimal—দশাংশ পদ্ধতি
,,—metric—মীটর পদ্ধতি

Table—তালিকা, সারণী
term—পদ
terms, like—সমান জাতি
terms, unlike—বিভিন্ন জাতি
term of a progression—পদ, গচ্ছ (লী)
theory—বাদ
transposition—পক্ষান্তরকরণ

Unity—রূপ (লী, বী)
unknown quantity—অজ্ঞাত রাশি, অব্যক্ত রাশি, বীজ,
unlike—অসদৃশ

Variable—চল
* variation—অনুপাত
* ,, , constant of—অনুপাতের নিত্য (রাশি)

Geometry—জ্যামিতি

Acute angle—সূক্ষ্মকোণ
adjacent—সন্নিহিত
alternate—একান্তর
,, arc— ,, চাপ (লী)
,,segment— ,, বৃত্তখণ্ড
alternative proof—বৈকল্পিক প্রমাণ
altitude—উচ্চতা, উন্নতি
* ambiguous—সংশয়াত্মক
analysis—বিশ্লেষণ

angle—কোণ
„ acute—সূক্ষ্ম কোণ
„ adjacent—সংলগ্ন কোণ
„ alternate—একান্তর কোণ
„ base—ভূমিকোণ (লী)
„ complementary—পূরক কোণ
„ corresponding—অনুকোণ
„ exterior } —বাহ্যকোণ, বহিঃকোণ
external }
* „ included—অন্তর্গত কোণ
„ interior } — অন্তঃস্থ কোণ „
* „ internal }
„ internal opposite—অন্তর্বিপরীত „
„ obtuse—স্থূল „
„ opposite—বিপরীত „
„ opposite (vertically)—প্রতীপ „
„ right—সম „
„ straight—সরল „
* „ subtended—সংধৃত „
„ supplementary—সংপূরক „
„ vertical—শীর্ষ „

arc—চাপ
arc, height of—শর (লী)
area—কালি, ক্ষেত্রফল
arm—ভুজ, বাহু
axiom—স্বতঃসিদ্ধ
axis—অক্ষ
axis of projection—প্রক্ষেপণাক্ষ

Base—ভূমি, পীঠ (লী)
„ segments of—অবাধা (লী)
bisection—দ্বিখণ্ডন
bisector—দ্বিখণ্ডক
boundary—সীমা

Centre—কেন্দ্র
* „ circum—পরিকেন্দ্র
„ ex—বহিঃকেন্দ্র
„ in—অন্তঃকেন্দ্র
* „ ortho—লম্বসংপাত, লম্বসঙ্গম
„ radical—মূলকেন্দ্র

centre of gravity—ভারকেন্দ্র
* centre of inversion—বিপর্য্যাসকেন্দ্র
* centroid—মধ্যগা-সঙ্গম, মধ্যগা-সংপাত
chord—জ্যা (লী)
circle—বৃত্ত
* circumcentre—পরিকেন্দ্র
circumference—পরিধি
* circumscribed—পরিগত
* circumscribed circle—পরিগত বৃত্ত
* close approximation—অত্যাসন্ন মান
co-axial—সমাক্ষ
coincidence—সমাপতন
collinear (points) একরেখীয়
complementary (angle)—পূরক
concentric—এককেন্দ্রীয়
* concurrent—সংগত (একবিন্দুগামী)
* concyclic—একচক্রীয়
congruent—একরূপ
* conjugate—অনুবন্ধ
* constant of inversion—বিপর্য্যাসাঙ্ক
construction—অঙ্কন
contact—স্পর্শ
contrary—বিরুদ্ধ
converse—বিপরীত
converse proposition—বিপরীত প্রতিজ্ঞা
corollary—অনুসিদ্ধান্ত
* corresponding (angle)—অনুকোণ
* curve—বক্ররেখা
curved—বক্র
cycle—চক্র
* cyclic—চক্রীয়
* cyclic order—চক্রবাল (বী)

Data—উপাত্ত
decagon—দশভুজ
deduction—সিদ্ধান্ত
degree—অংশ, ডিগ্রী
diameter—ব্যাস (লী)
diagonal—কর্ণ (লী), শ্রুতি (ব্র)
diagonal scale—কর্ণীয় স্কেল
„ of quadilateralon base—পীঠ (লী)
* direct tangent—সমপার্শ্বিক সাধারণ স্পর্শিনী

direction—দিক্
* directly similar—সম্যক্ অনুরূপ
* Enunciation—প্রতিজ্ঞাখ্যাপন
equiangular—সদৃশকোণ
equidistant—সমদূরবর্ত্তী
equilateral - সমভুজ
escribed—বহির্লিখিত
ex-centre—বহিঃকেন্দ্র
ex-circle—বহির্বৃত্ত (ব্র)
exterior angle—বহিঃকোণ
external—বহিঃস্থ
external bisector—বহির্দ্বিখণ্ডক
extremity—প্রান্ত
Figure--চিত্র
* Graph—চিত্রলেখ
* graphical—চিত্রিত
* Harmonic section—হরাত্মক খণ্ড
height—উচ্চতা
hexagon—ষড়্‌ভুজ
hypotenuse—কর্ণ (লী)
* hypothesis—স্বীকৃত তত্ত্ব
Identity—স্বরূপতা
identical—স্বরূপ
image—প্রতিবিম্ব
in-centre—অন্তঃকেন্দ্র
incircle—অন্তর্বৃত্ত
inclination—অবনতি
included angle—অন্তর্ভূত কোণ
* inscribed—অন্তর্গত
inscribed circle—অন্তর্বৃত্ত
* intersection of two lines—সংপাত (ব্র)
* intersection of two circles—সম্পর্ক (ব্র)
interior angle—অন্তঃকোণ
internal—অন্তঃস্থ
internal bisector—অন্তর্দ্বিখণ্ডক
inverse—ব্যস্ত (লী)
inversely similar—ব্যস্ত সদৃশ
inversion—বিপর্য্যাস
irregular—বিষম
isosceles—সমদ্বিভুজ
„ triangle—দ্বিসম ত্রিভুজ (পৃ)
Limiting point— অন্তিম বিন্দু
line—রেখা
locus—সঞ্চারপথ, বিন্দুপথ
Major axis—অধিচাপ
measurement—মাপ
median—মধ্যগা
minor arc—উপচাপ
minute—মিনিট
Normal—স্পর্শিনী-লম্ব
Obtuse angle—স্থূলকোণ
opposite—বিপরীত
origin—মূলবিন্দু
orthocentre—লম্বসংগম, লম্বসংপাত
orthogonal—সমকোণীয়
orthogonal projection—লম্বপ্রক্ষেপ
Parallel—সমান্তরাল
parallelogram—সমান্তর চতুর্ভুজ
pedal triangle—পাদত্রিভুজ
pentagon—পঞ্চভুজ
perimeter—পরিমিতি
perpendicular—কোটি, লম্ব (লী)
plane—সমতল
point—বিন্দু
* point of concurrence—সংগমবিন্দু
polar—মেরুরেখা
pole—মেরু
polygon—বহুভুজ
postulate—স্বীকার্য্য
practical—ব্যাবহারিক, ফলিত
problem—সম্পাদ্য
projected—প্রক্ষিপ্ত
projection—প্রক্ষেপ
proof—প্রমাণ
* proportional—সমানুপাতিক
proposition—প্রতিজ্ঞা
proved—প্রমাণীকৃত, প্রমাণিত
* Quadrant—তুর্য্য(গা)
quadrilateral—চতুর্ভুজ, চতুরস্র(লী)

* quadrilateral having two equal sides—দ্বিসমচতুরস্র(পূ)
Radial axis—মূলাক্ষ
radical centre—মূলকেন্দ্র
radius—ব্যাসার্ধ (গো)
* radius of inversion—বিপর্য্যাস ব্যাসার্ধ
reciprocal—অন্যোন্যক
rectangle—আয়তক্ষেত্র, আয়ত চতুরস্র (লী)
rectilineal figure—ঋজুরেখ ক্ষেত্র
reflex angle—প্রবৃদ্ধ কোণ
regular—সুষম
rhombus—রম্বস
right angle—সমকোণ
rough approximation—স্থূলমান
ruler রুলার

Scale—স্কেল
scalene—বিষমভুজ(পূ)
secant—ছেদক
second—সেকেণ্ড
sector—বৃত্তকলা
segment (of a circle)—বৃত্তখণ্ড
segment (of a line) খণ্ড
self conjugate—স্বানুবদ্ধ
self evident - স্বতঃপ্রমাণ
semi circle—অর্ধবৃত্ত
side—ভুজ, বাহু (লী)
* sides, opposite—ভুজপ্রতিভুজ (ব্র)
similar (triangle)—সদৃশ
similarity—সাদৃশ্য
* similitude—সাজাত্য
* similitude centre of—সাজাত্য কেন্দ্র

size—আয়তন
solid—ঘন
space - স্থান, দেশ
square—বর্গক্ষেত্র, সমচতুর্ভুজ,সমচতুরস্র(লী)
straight—সরল, ঋজু
straight angle—সরল কোণ
* subtended angle—সংধৃত কোণ
superposition—উপরিপাত
supplementary (angle)—সম্পূরক
surface—তল
symmetry—প্রতিসাম্য
synthesis—সংযোজন

Tangent—স্পর্শিনী
theoretical—তত্ত্বীয়, বাদীয়
theorem—উপপাদ্য
theory—বাদ
transversal—ছেদক
* transverse tangent—বিষমপার্শ্বিক সাধারণ স্পর্শিনী
trapezium—ট্রাপিজিয়ম, সমানলম্ব চতুর্ভুজ (লী)
triangle—ত্রিভুজ, ত্রিকোণ, ত্র্যস্র (লী)
triangle, equilateral—সমত্রিভুজ (পূ)
triangle, isosceles—দ্বিসম ত্রিভুজ (পূ)
triangle, rightangled—জাত্য ত্র্যস্র (লী)
triangle, scalene—বিষম ত্রিভুজ (পূ)
trisection—ত্রিখণ্ডন

Vertex—শীর্ষবিন্দু, শীর্ষ
vertical angle—শীর্ষকোণ
vertically opposite—প্রতীপ

(ক্রমশঃ)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার পক্ষে
শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

শ্রীচারুচন্দ্র শ্রীমানী—শ্রীচৈতন্যদেবের দক্ষিণভ্রমণ। দ্বিতীয় ভাগ। নীহার এণ্ড কোং, ৯, উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

গোবিন্দদাসের কড়চায় বর্ণিত চৈতন্যদেবের দক্ষিণাপথ ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনা ও ভ্রমপ্রদর্শন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শ্রীহরিপ্রসাদ নাথ—সাঁওতালী ভাষা শিক্ষা। বংশীহারী পাব্‌লিক হেল্‌থ্ সার্‌কেল অফিস্, দিনাজপুর হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

প্রবন্ধ

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ—মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ। বঙ্গশ্রী, ভাদ্র '৪২, পৃঃ ১৭৭-৮৩।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়ান্ ফীল্ড-পত্রে রাজনারায়ণ বসু লিখিত তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বঙ্গানুবাদ।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কবিরঞ্জন। বঙ্গশ্রী, আশ্বিন '৪২ ; পৃঃ ৩৪৯-৩৫৩।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলিয়া অনুমিত কবিরঞ্জন নামক কবির পরিচয় ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—কবি এণ্টনি সাহেব। বঙ্গশ্রী, আশ্বিন '৪২, পৃঃ ৩৭৪-৩৮০।

কবি এণ্টনি সাহেবের পরিচয় ও কবিতার আলোচনা।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী—প্রাচীন শিলালিপি ও কাব্য। পরিচয়, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ১৮৩-১৯৩।

প্রাচীন শিলালিপির মধ্যে কাব্যধর্ম্মের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা।

শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ৮২-৮৮ ; ভাদ্র '৪২, পৃঃ ২৩১-৬।

কবীন্দ্র-বিরচিত পাণ্ডববিজয়, শ্রীকরনন্দীর মহাভারত, মাণিক দত্ত ও মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল—এই সকল গ্রন্থসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা।

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী—গৌড় কবি অভিনন্দ। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪২, পৃঃ ৩৯২-৩৯৬।

কবির পরিচয় ও কাব্যালোচনা।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—বিদ্যাপতি-বধ। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪২। পৃঃ ৪৪৩-৪৪৮।

বিদ্যাপতির মৃত্যুকাহিনী-সংবলিত পুঁথির পরিচয়।

মোহাম্মদ আবদুল বারি—সাধক কবি শাতালং শাহ্। মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ৭১৭-৭২০

শ্রীহট্টের গ্রাম্য কবি মুহম্মদ সলিমের পরিচয় ও কাব্যবিবরণ।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীশশধর রায়—প্রতিমা পূজা। পাবনা স্বরাজ প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য—আট আনা।

বৈদিক যুগে প্রতিমা পূজার প্রচলন ছিল না, বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থে ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সেনরাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল? ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪২, পৃঃ ৩৪০-৩৪৪।

বিক্রমপুরনামক অধুনা অজ্ঞাত এক নগরে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল—ইহাই এই প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত।

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য—প্রাচীন ভারতে রঙ্গসজ্জা। বঙ্গশ্রী, আশ্বিন '৪২, পৃঃ ৩৩৪-৩৪০।

প্রাচীন ভারতে নট-নটীদিগের বেশভূষার বিবরণ।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—পূর্ব্ব ও পশ্চিম-ভারতের চিত্রকলা। বঙ্গশ্রী, আশ্বিন '৪২, পৃঃ ৩৮১-৩৮৮।

দুই প্রদেশের চিত্রকলার তুলনামূলক আলোচনা ও বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ।

শ্রীবীরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন হিন্দুশাসনে গুপ্তচরের আধিপত্য। প্রবর্ত্তক, শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ৩৬১-৩৬৫; ভাদ্র '৪২, পৃঃ ৪৭৭-৪৮১।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে গুপ্তচর বিষয়ক বৃত্তান্তের বিবরণ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—সে-যুগের স্ত্রীশিক্ষা—খ্রীষ্টীয়ান প্রচেষ্টা (১)। ভারতবর্ষ, ভাদ্র '৪২, পৃঃ ৪১১-৪২৪।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের জন্য খৃষ্টানগণ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাদের মধ্যে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ও নেটিভ সোসাইটি, এই দুইটীর বিবরণ।

শ্রীতারাপদ দাশ—ফুলবাড়ীর মঠ। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ২৪১-৪৩।

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত ফুলবাড়ীর মঠের প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য্য ও প্রতিষ্ঠার বিবরণ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—লুৎফ-উন্নিসা বেগম। মাসিক মোহাম্মদী—শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ৬৭৪-৬।

সরকারী নথিপত্রের সাহায্যে লিখিত নবাব সিরাজদ্দৌলার মহিষীর ইতিহাস।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—অজন্তার রূপকুহেলি। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ১৯৩-২০১।

অজন্তার চিত্রকলার প্রভাব ও তৎপ্রভাববর্জ্জিত প্রাচীন বাঙ্গালার চিত্রকলার প্রভাবের আলোচনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ—হিন্দুসমাজ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ২৪৩-২৫২।

বর্ণাশ্রম বিভাগের উৎপত্তির মূলকারণ আলোচনা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটী দলিল। বঙ্গশ্রী, ভাদ্র '৪২, পৃঃ ২০৯।

১৮৩০ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহন রায় স্বাক্ষরিত একখানি ডিক্রি বিক্রয়পত্র ও উহা হইতে প্রাপ্ত রামমোহনের জীবনবৃত্তের উপকরণের আলোচনা।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—প্রাক্‌ভারতীয় রূপযান। বিচিত্রা, ভাদ্র '৪২, পৃঃ ১৮৩-১৯১।

প্রাচীন ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের শিল্পকলায় বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ। বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ৭৬-৮১; '৪২, পৃঃ ২১০-২১৮।

সংস্কৃত কলেজে মেডিকাল ক্লাস, মাদ্রাসা-কলেজে মেডিকাল ক্লাস, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের কারণ, সর্ব্বপ্রথম কোন্ বাড়ীতে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—পুরাতন কাগজপত্র অবলম্বনে এই সকল বিষয়ের আলোচনা।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—বাঙ্গলায় ইসলামের সৌধকীর্ত্তি মাসিক মোহম্মদী, শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ৭০৭-১৪।

বাঙ্গালার মুসলমানস্থাপত্যের বিবরণ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ।

দর্শন

গ্রন্থ

ব্রহ্মসূত্রম্ বা বেদান্তদর্শনম্। দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ। ৬নং পার্শিবাগান লেন হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত।

সূত্র, শাঙ্কর ভাষ্য, ভামতী ও বেদান্তকল্পতরুর মূল এবং শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থকৃত প্রথম তিনটীর বঙ্গানুবাদ ও প্রতি অধিকরণের বিস্তৃত তাৎপর্য্যনির্দেশ এবং সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকৃত ভূমিকা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীসত্যহরি দাস—জাগরণ। ১৪নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹

হিন্দুর পুরাণ, যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলির আলোচনা।

শ্রীশশধর রায়—অবতারবাদ। পাবনা সুরাজ প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য—চারি আনা।

বৈদিক সাহিত্যে অবতারবাদের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না, ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।

প্রবন্ধ

শ্রীনিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ—ন্যায়দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ। মাসিক বসুমতী, ভাদ্র '৪২, পৃঃ ৮০২-৪।

কুসুমাঞ্জলি ও বিশ্বনাথকৃত ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলি, গোতমসূত্রবৃত্তির উপক্রম ও উপসংহারে মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে যে ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার আলোচনা।

হুমায়ুন কবির—কাণ্ট ও বিজ্ঞানবাদ। পরিচয়, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ১৬৫-১৮২।

কাণ্টের বিজ্ঞানবাদের আলোচনা।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—'মান লজ্জা ভয়।' পরিচয়, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ১৯৪-২০৬।

ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অবশ্য পরিত্যাজ্য মান, লজ্জা ও ভয়ের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ—শব্দ ও অর্থ। পরিচয়, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ২৫৭-২৬২।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ—শব্দ হইতে অর্থের উৎপত্তির ক্রম প্রভৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের মতস্থাপন।

বিজ্ঞান

প্রবন্ধ

শ্রীষষ্ঠীচরণ সমাজদার—ভারতীয় আদিবিন্দু। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ '৪২, পৃঃ ২৭১-২৭৬।

যুগে যুগে নিরয়ন আদিবিন্দু আবশ্যক মত কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ নাগ—মালপাহাড়িয়া। প্রবর্ত্তক, আশ্বিন '৪২, পৃঃ ৬২৭-৬৩১।

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামবিশেষের মালপাহাড়িয়া জাতির আচার ব্যবহারের পরিচয়।

দ্বিচত্বারিংশ ভাগ] [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪২

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৸৹

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, সি-আই-ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ
রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ
ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এ-আই-বি (লণ্ডন)
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, বি-এল
শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে এম্ এ, বি-এল

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ,
চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস্-সি (লণ্ডন)
গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী
কোষাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি, ডি লিট
পুথিশালাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু বি এস-সি, জি ডি এ, আর এ,
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এফ্-আর-এস

দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ২। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ; ৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল, ৪। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ; ৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী ; ৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল ; ৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, পণ্ডিতভূষণ, ভিষক্‌শিরোমণি, শাস্ত্রী, ব্যাকরণতীর্থ ; ৮। শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ; ৯। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার ; ১০। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার ; ১১। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ; ১২। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ; ১৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, সলিসিটর ; ১৪। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই ; ১৫। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে ; ১৬। শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় ; ১৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম-এ ; ১৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; ১৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন ; ২০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষক্‌রত্ন ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। রায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ বাহাদুর ; ২৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল ; ২৭। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ এম এ।

দ্বিচত্বারিংশ ভাগ]   [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যাকরণ

ধ্বনিবিচার

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় অ-কারান্ত পদের উচ্চারণ অ-কারান্তই ছিল। তাহা পয়ারের ছন্দ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। দুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে বেশীর ভাগ স্থলেই প্রক্ষেপ অথবা লিপিকারপ্রমাদ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষরের ন্যূনতা মোটেই অপ্রচুর নহে। কিন্তু আধিক্য বড়ই দুর্লভ। নিম্নে চতুর্দ্দশ অক্ষরের আধিক্য যেখানে দেখা যাইতেছে, সেই সেই স্থল উদ্ধৃত করিয়া বিচার করা যাইতেছে।

তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে ॥ ২ ॥

এখানে 'তাহার' স্থলে 'তার' পড়িলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

সে কাজ বোলোঁ তোহ্মাক তাত কর সত ॥ ৬॥

এ স্থলে 'তোহ্মাক' স্থানে 'তোক' পড়িলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

কাহ্নাঞিঁর বচনে তোহ্মে দেহ আনুকূল ॥ ১৪ ॥

তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ ॥ ২৩ ॥

এইরূপ বহু স্থলে আঞিঁ (= আঁই), উয়ি (= উই), আয়ি (= আই) ইত্যাদি সংহিত স্বরগুলি যথাক্রমে আঁই, উই, আই, এইরূপ দ্বিস্বর (diphthong) রূপে উচ্চারিত হইত। সুতরাং ছন্দঃ ঠিকই আছে। এইরূপ উদাহরণ অনেক আছে, বাহুল্যভয়ে সবগুলি প্রদর্শিত হইল না।

বারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী ।২১ ॥

বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥ ২১ ॥

এই দুই স্থলে 'বার' পাঠ ধরিতে হইবে। 'বারহ' পদের অপেক্ষা 'বার' পদ অনেক অধিক বার ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোণ পুরাণে কাহ্ন হেন শুনিলী কাহিনী। ৩৪ ॥

এখানে 'কাহ্ন' পদ উঠাইয়া দিতে হইবে।

দানের আন্তরে কাহ্নাঞি নেহ মুতীম হার। ৩৯ ॥

এখানে 'নেহ' স্থলে 'নে' পাঠ ধরিতে হইবে।

নানা পরকার কৈল রাধা নখঘাত ডরে ॥ ৬১ ॥

সব বিপরীত হৈব রাধা তোহ্মার কাজে ॥ ৮০ ॥

এই দুই স্থলে 'রাধা' পদটি তুলিয়া দিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

ঘরক বাহ রাধা যদি না হইবে পারে। ৭০ ॥

এখানে 'ঘরক' স্থলে 'ঘর' অথবা 'বাহ' স্থলে 'বা' পাঠ ধরিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

বহিতেঁ না পারিব রাধা তুলী চাহ ভার। ৮৪ ॥

এখানে 'না পারিব' স্থলে 'নারিব' পাঠ ধরিতে হইবে।

সরূপেঁ ফুলের ধনু জুড়িল পাঁচ বাণে। ১২৭ ॥

এখানে 'জুড়িল' স্থলে 'জুড়ি' পাঠ কল্পনা করিলে ছন্দঃ বজায় থাকে। কিন্তু তাহাতে বড় বেশীরকম হস্তক্ষেপ হয়।

সব সখিগণ কাঁদে বুলি ত্রিদশের রাঅ। ১৩১ ॥

এখানে 'সব' পদটী তুলিয়া দিলে কোনই হানি হয় না।

এড় এড় কৃষ্ণ হঅ খানিএক তোহ্মে থীর। ১৩৫ ॥

এখানে 'তোহ্মে' পদটী তুলিয়া না দিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে না।

তোহ্মে কেহ্নে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী। ৮০॥

এখানে 'বহিতেঁ' স্থলে 'বইতেঁ' পড়িলে ছন্দঃ ঠিক থাকে।

ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে। ৮৫॥

এখানে হয় 'বৈব' পড়িতে হইবে, নয় 'মো' পদটি প্রক্ষিপ্ত ধরিতে হইবে।

এসব কথা কহে বড়ায়ি মনের উল্লাসে। ৯৪ ।

এখানে 'এ' পদটি তুলিয়া না দিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে না।

যত বা ফুল ফল নিল তার দেহ কৌড়ী। ১০১ ॥

এখানে 'বা' পদটি ছন্দোভঙ্গের হেতু হইয়াছে।

পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে ॥ ১২৪ ॥

এখানে 'তোহ্মার' স্থলে 'তোর' পড়িতে হইবে।

খণ্ডবিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলো গাএ। ১৪৯ ॥

এখানে 'কিবা' পদটি উঠাইয়া দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ছন্দোদোষের হেতু পাঠবিকৃতি বলিয়া মনে হয় না।

আতি কঠিন কুচ তোর মাঝা খিনী দেহা। ৩৭॥
আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥ ৪১ ॥
তোহ্মে কেহ্নে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী। ৮০ ॥
আন ভারী বেহারিব যাইব মথুরার রাজ ॥ ৮৩॥
স্থনী আইহন পড়িলা বড়ায়ির চরণে। ১২৩॥
নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন। ১৪১॥
তোহ্মা নিয়োজিল সাহুড়ী আহ্মা রাখিবারে। ৩৫ ॥
কাল উতপল নয়নে শোভসি গোআলী। ৪৩॥
কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ। ৪৩॥
এহাত না করিহ কাহ্নু মণে কিছু লাজ ॥ ৯১॥
আহ্মা মাইলে বড়ায়ি কি পুরিবে কাহ্নের আশে। ১২৯॥

উপরে যে ছন্দোভঙ্গের আলোচনা করা গেল, তাহা অ-কারান্ত শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ ধরিয়া। অ-কারান্ত শব্দের হলন্ত উচ্চারণ ধরিলে ছন্দোদুষ্ট উদাহরণগুলি প্রায় সবই ঠিক হইয়া যাইবে। শুধু পয়ার ধরিয়া বিচার করিলাম। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ত্রিপদীছন্দ প্রায় সর্ব্বত্রই দুষ্ট। সুতরাং তাহার বিচার করা গেল না।

২। শব্দের আদিস্থিত অ-কার প্রায়শই আ-কাররূপে দেখা যায়। যেমন—আঅর, আওর (< অপর); আকারণ; আজ; আঙুলি; আচেতন; আর্জ্জুন; আঞ্চল; আঞ্জলী; আনেক; আনুকুল; আতিশয়, আতী (< অতি); আথর্ব্ব; ইত্যাদি। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচনার সময় (কবির উপভাষায় অন্ততঃ) আন্ত অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ হইত।

অনুনাসিকের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যঞ্জনে অ-কারের স্থলে আ-কার পাওয়া যায়। যথা—জাম্বু, নান্দ, মাহা[1] (< মহান্), সাও। কাঙ্কন, ছান্দ, কাঞ্চ ৩৫ (অন্যত্র কাঁচ), দান্ত, পাঞ্চ, পাঞ্জর, রাঙ্ক ইত্যাদি শব্দে ঙ্, ঞ্ এবং ন্ চন্দ্রবিন্দুর স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দগুলির উচ্চারণ ছিল যথাক্রমে কাঁকন, ছাঁদ, দাঁত, পাঁচ, পাঁজর, রাঁক ইত্যাদি। উপরে উদ্ধৃত শব্দগুলিতে অনুনাসিকের সংস্পর্শ লক্ষণীয়। 'স্বর' শব্দটী একবার 'সার' রূপে পাওয়া গিয়াছে।

৩। কয়েকটি তদ্ভব শব্দের আদিস্থিত অথবা আদ্য অক্ষরস্থিত অ-কারের স্থানে অ-কার দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—অথবেথে (< অস্তব্যস্ত), কপুর (< কর্পূর), নঠ (<নষ্ট), পএর[2], রএ[3], সজাআঁ[4] (<সজ্জা), সত (<সত্য) ইত্যাদি। এই ব্যাপারেরও মূলে আছে সম্ভবতঃ অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ।

অল্প কএক স্থলে অ-কার ও-কারের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—ছুইল ১২, তুলনীয়—ছো ১৩০।

৪। তদ্ভব ও তৎসম শব্দের মধ্যবর্ত্তী অ-কার ক্বচিৎ আ-কার হইয়াছে। যথা—ময়ান (< মদন), মথান (< মথন), রআনী (< রজনী)।

৫। ই-কার ঈ-কারের মধ্যে এবং উ-কার ঊ-কারের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। যেমন—ইঙ্গিত, ঈঙ্গিত ; উজ্জল, ঊজ্জল (< উজ্জ্বল) ; উত্তর, ঊত্তর ; অনুমতি, অনুমতী ; আখি, আখী (<অক্ষি) ; করি, করী ; দুতি, দূতী ; বড়ু, বড়ূ ; ইত্যাদি।

৬। অ, আ, ই, ঈ, উ এবং ঊ-কারের নিম্নলিখিতরূপ 'সংহিতা' (juxtapositon) পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে তারকাচিহ্নিত 'সংহিতা'গুলির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প। -অআ,-অআঁ,-অই (-অয়ি)*, -অই-(-অয়ি-),-অঈ(-অয়ী)* (বড়ঈ, বড়য়ী, সবঈ), -অউ, -অঊ,-অউ,-অউ-,-আঅ,-আআঁ (< আইআঁ), আই-(আয়ি-),-আই-,-আয়ি,-আঞিঁ (-আঞি), আয়ী-, আউ-, -আউ *,-আঊ-,-আঊ*,-ইঅ-*,-ইআ,-ইআঁ,-ইউ, -ইঊ,-ঈএঁা,-ঈউ*,-ঈঊ*, -ঈঊ- *,-উঅ-*,-উআ-, -ঊআ, উই-(উয়ি-), -উই, -ঊই* (কিছুই),-উঈ *, ঊই-,(ঊয়ি-)*, -অইআঁ* -আইআঁ (-আইঞা),-আইআঁ-,আইউ (-আয়িউ),-উয়িআঁ-*,-ঈআউ-*।

দুই তিনটী দ্বি-স্বরের (diphthong) একস্বরীকরণ দেখা যায়। অই>অ, আঅ>আ, আই>আ, উই>উ।

৭। ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ প্রধানতঃ ঠিক থাকিলেও মহাপ্রাণহীনতা (deaspiration) একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। যেমন, মুড় (< মূঢ়), সাদ (<সাধ), বিন্দ-(< বিদ্ধ)।

১। 'মহা' শব্দেরও এক আধবার প্রয়োগ হইয়াছে।

২। 'পাএর' এই পদেরও প্রয়োগ আছে। পএর 'পদ' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

৩। 'রাএ' পদেরও প্রয়োগ আছে। রএ 'রব' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে।

৪। 'সজ্জা' হইতে উৎপন্ন 'সজা' আর 'সাজ্' এই দুই ধাতুর প্রয়োগই আছে।

মুড় সাপ জলের ভিতরে।
না জাণিআঁ দংশিল তোহ্মারে ॥ ১০৯ ॥
বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ। ॥ ১৪০ ॥
সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে ॥ ১৫৮ ॥

হ্ন (=ন্‌হ) এই অনুনাসিক মহাপ্রাণ বর্ণটিরও মহাপ্রাণহীন উচ্চারণ ছিল। কাহ্ন এক স্থলে 'কান' হইয়াছে ; এবং বহু স্থলে অন্ত্যানুপ্রাস হইতেও তাহাই অনুমান হয়।

তোর রূপ যৌবনে মোহিল দেব কান।
সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান ॥ ২২ ॥
কপটেঁ কহিল বড়ায়ি রাধিকার থানে।
তোহ্মার বচনে আহ্মে নিবারিল কাহ্নে ॥ ১৩ ॥
আপনা চিনহ ৩৩ ; তুলনীয়—না চিহ্নসি আহ্মা ॥ ৩৩ ॥
অসুরকুলদলন হরি মোর নাম।
এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন ॥ ৫৯ ॥ ইত্যাদি।

হ্ম (=ম্‌হ) এই মহাপ্রাণ ধ্বনিরও উচ্চারণ প্রায়ই মহাপ্রাণহীন হইত, তাহা চরণের মিল হইতে অনুমান করা যায়।

কিবা পুরুব জরমে ॥
খণ্ডব্রত কইল আহ্মে ॥ ১৫৬ ॥

'সমে' শব্দটি একবার 'সহ্মে' (১৬৬) রূপে লিখিত হইয়াছে। ইহাও উপরি-উক্ত অনুমান সমর্থন করে।

'আতত' (৩১) অতথ্য শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলে শেষের ত-কারে মহাপ্রাণের লোপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৮। পরবর্ত্তী হ-কারের সহিত সন্ধি হইয়া অনেক ক্ষেত্রে অল্পপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণ হইয়াছে। যেমন—এখো (=একহো), কভোঁ (=কবহোঁ), তোহ্মাথো (= তোহ্মাতহো), কাখো (=কাকহো), কথো (=কতহো), তভোঁ (=তবহোঁ), লইভেঁ (= লইবেহেঁ), নিহ্নে (১৪৭) (= নিল্‌হে<নিলেহে) ইত্যাদি।

৯। মূর্দ্ধন্য ণ-কারের প্রাচুর্য্য বড়ই দেখা যায়। সকল ক্ষেত্রেই যে ণ-কারের প্রাচীন উচ্চারণ বজায় ছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। মোটামুটি বলা যায় যে, ণ-কার এবং ন-কার অভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হইত। চন্দ্রবিন্দুর যথেচ্ছ ব্যবহারও অন্যতম বিশেষত্ব।

১০। য-কার ও জ-কার এক রকমই উচ্চারিত হইত। যেমন—জান, যান ; জানি, জাণী, যানি, ইত্যাদি। জ-কারের প্রয়োগই বেশী।

১১। দুইটি তিনটিমাত্র শব্দে ল-কার এবং ড়-কারের স্থলে র-কার দেখা যায়। কেরি (<কেলি ১১৭), মল্ল তোর (<তোড়) ১৭৭। 'কেলি' শব্দের প্রয়োগ বহু বার আছে, কিন্তু 'তোড়' শব্দের প্রয়োগ একেবারেই নাই। পরিলোঁ (=পড়িলোঁ) ১৩৭।

১২। নিম্নে উদ্ধৃত লিপিকারপ্রমাদপ্রসূত বানানগুলি লক্ষণীয়। চাড়ে (=ছাড়ে) ৮৩ ; ডুপেঁ (=ডুবেঁ) ১১৮ ; ধোরেঁ। (=ধরেঁ।) ১৪৩ ; থাক (=ত্যক) ১৪৩।

১৩। হ-কারের উচ্চারণ যে লোপ পাইতে বসিয়াছিল, ছন্দোবিচার হইতে

তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ছন্দোবিচারে ইহার কিছু উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে। এখানে আরও কিছু উদাহরণ দিতেছি।

দিবেহেঁ দধির দাণ সুনহ (=শুন) গোআলীনী।২০॥
বারহ (=বার) বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী।২১॥
দানের আন্তরে কাহাঞিঁ নেহ (=নে) মুতীম হার।৩৯॥
তোহ্মে কেহ্নে ভার বহিতেঁ (=বৈতেঁ) করহ বিমতী।৮০॥

১৪। অনেক স্থলেই ণ-ন-কার ও ল-কারের বিপর্য্যয় হইয়াছে। ইহার জন্য লিপিকারই বিশেষ ভাবে দায়ী বলিয়া বোধ হয়। যথা—

কাজন (=কাজল), নাঙ্গুন (=লাঙ্গুন) ৪৩, নাগ (=লাগ) ৬৫, নাগিল (=লাগিল) ৬৬, নৈল (=লইল) ৪, ৭৫, নৈলোঁ (=লইলোঁ) ১৩১, কালীয় লাগ (=নাগ) ১০৭, নেহানিলোঁ (=নেহালিলোঁ) ১৫৫, মৈনাক (=মৈলাক) ১৭১, লাম্বী—নাম্বি ১১৭, ইত্যাদি। এক স্থলে র-কার স্থলে ন-কার হইয়াছে—

নানা উপভোগে নহে (=রহে) ।৩৪॥

১৫। ক্রিয়াপদে আদ্য অক্ষরে ই-কার প্রায়ই এ-কারে পরিণত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া যদি পদটিতে একাধিক ই-কার থাকে। যথা—

লেখিলোঁ, লেখিল : লিখিলোঁ, লিখিত ; নেবারী : নিবারি, নিবারহ ; মিলি, মিলী, মিলিআঁ : মেলি, মেলী, মেলিআঁ, মেলিল, মেলিব ; ভিড়ি, ভিড়িআঁ, ভিড়োঁ : ভেড়ি।

১৬। নিম্নলিখিত স্থলে ই-কারের লোপ হইয়াছে—পুনমী (=পূর্ণিমা) ৩৫ ইত্যাদি ; মেদনী ৫৬ ; অনমীষ ১৫৫।

১৭। কতিপয় স্থলে ই-কার পরে থাকায় আদ্য-অক্ষরস্থিত উ-কার স্থলে ও-কার অথবা ও-কার স্থলে উ-কার হইয়াছে। যথা—

তুলি, তুলী, তুলিআঁ, তুলীল : তোলী, তোলে, তোলহ ; তোহ্মে, তোহ্মা-: তুহ্মি, তুহ্মী ; চোরায়িআঁ, চোরায়িল : চুরণী, চুরিণী, চুরী। এখুনি ৫০, নাচুনী ১১২ ; এই দুই স্থলে স্বরসঙ্গতির অনুরোধে অ-কার স্থানে ও-কার হইয়াছে।

১৮। বিশুদ্ধ অনুনাসিক (চন্দ্রবিন্দু) অনেক সময় অনুনাসিক বর্ণ অথবা অনুস্বার দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা—নান্দে (=নাঁদে) ; বঞ্চিমো ১৭৯ : বঞ্চিবোঁ ১৮২ ; সংপিল ১৬৩ (=সঁপিল)।

১৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকালে একাধিক স্বরের সংহতি যে পূর্ণমাত্রায় ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে গাঅ, মাঅ, নাঅ, ইত্যাদি শব্দ তখনকার কথ্য ভাষায় সুপ্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে সংহতির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

পো : পোঅ, পোহো ; চাহাঁ : চাহিআঁ ; পালি ৮০ : পাইলি ; গা : গাঅ ; নে : নেহ ; দে : দেহ ; বিণি ১৩৪ (=বিঅনী < ব্যজনিকা) ; না : নাঅ ; ঝী : ঝিউ ১৩৯ ; আণা ৫২ (=আনাহ) ; ইত্যাদি।

২০। অর্দ্ধতৎসম শব্দের পরিণতি নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণসমূহে লক্ষিত হইবে। বিপ্রকর্ষ—দরিশন ৫০ (< দর্শন) ; বরিষা ৬৩, বারিষী ১৮২ (< বর্ষা) ; পুরিণ

১৩২ (< পূর্ণ); শকত ৭১ (< শক্ত); রকত ৯৫ (< রক্ত); বিসরাম ১৭২ (< বিশ্রাম); গরভ ৬০ (= গর্ভ)।

সমীকরণ—তুটঠ(< তুষ্ট); কন্ন (< কর্ণ); সংপুন্ন (< সংপূর্ণ); সুবন্ন (< সুবর্ণ)।

সম্প্রসারণ—ধুনী ১৩৯ (< ধ্বনি)।

কৃৎ, তদ্ধিত ও স্ত্রী-প্রত্যয়

২১। ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণে -উঅ প্রত্যয় এবং পুংলিঙ্গের বিশেষণে ও পুংলিঙ্গবাচী কৃদন্ত ও তদ্ধিতান্ত বিশেষ্যে -উআ, -আ প্রত্যয় লক্ষণীয়। যথা—

ক্লীবলিঙ্গের বিশেষণ: গরুঅ জঘন; ভার গরুঅ নহে ৮০; গরুঅ মনে ১২০; সরুঅ বসনে ১১২।

পুংলিঙ্গের বিশেষণ: হাটুআ লোকেরেঁ ৯৪; তোহ্মে আতি পাপিআ কাহ্নাঞিঁ ১২৮; বুঢ়া মানুষকঁ ১৪১; পশুআ তোর গোআলা ২৮; নিদয়া বিধি ২৯৪; আগুিআ ৪২।

পুংলিঙ্গ বিশেষ্য: বাদিআর সাপ ৫৬; মজুরিআ ৭৯; তিরীবধিআ ১২৮, ১৩০; পরার নারী, ইত্যাদি; বড়ার বেভারে, ইত্যাদি; নাতিআ ৫; গুরুআ ২৩; মারন্তাক যে না মারে ১২৮; মৈলাক (মুদ্রিত পাঠে ও পুঁথিতে (?) মৈনাক; =মৃত ব্যক্তিকে) মারিলেঁ কোন মাহাসিধি হএ।১৭১।

নিম্নলিখিত স্থলে বিশেষণ পদে -আ প্রত্যয়ের অভাব দ্রষ্টব্য।—খোড় (=খোঁড়া), কাঁচ (=কাঁচা); বান্ধ (=বান্ধা) দেউ ৬৮।

২২। নির্দ্দেশক প্রত্যয় হিসাবে 'গুটি' শব্দের প্রয়োগ আছে; একটিবার মাত্র -টি প্রত্যয়ের প্রয়োগ আছে। দুগুটি বেণুআ ৭৮, ইত্যাদি; সোনার কটুআ দুটি ৩৫।

২৩। মনুষ্যবাচী স্ত্রীলিঙ্গ পদের বিশেষণে -ঈ(-ই) প্রত্যয়ের প্রচলন যথেষ্ট। অকর্ম্মক ক্রিয়ার প্রথম পুরুষে -ইল বিভক্ত্যন্ত অতীত কালের ক্রিয়াপদের কর্ত্তা মনুষ্যবাচী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইলে তাহাতে স্ত্রীপ্রত্যয় হইবেই হইবে। উদাহরণ—

বুঢ়ীঅ[৬](= বুঢ়ী) মাই ৪; একলী বুলসি কেহ্নে ৫: একলা দামোদর ১১৮; কোঁঅলী পাতলী বালী ৬; দারুণী বুঢ়ী ১১; পাটাবুকী তিরী ১৩; সব কলা সংপুনী তোঁ ২২; পামরী ছেনারি নারী হআঁ বড় আছিদরী ৩৮; বড়ি মা ১৩৮; অনাথী নারীক ১৪৩; ঠাঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ ১৮৩; ইত্যাদি।

অকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীত কালে—

বড়ায়ি চলিলী আন পথে ।৫; হরিষে মেলিলী বড়াই তাহার পাশে ।৫; সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ।৭; কোপে গরজিলী রাধা ১৩; ঘরক আইলী বড়ায়ি ১৪; তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী ।৫৫; অতি বড় ঠেঁঠালি ('চেণ্টালি' প্রথম সংস্করণ ১২৪) রহিলী মূল পথে ।৫৭; উলসিলী ('উলসিণী প্র-সং ১৭৮) গোআলার ঝী ৮২; উত্তরলী হয়িলী রাহী ১৪৩; ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু কিছু পাওয়া যায়। যথা—

৫। তুলনীয়—বুঢ় বয়সত ১৭৩।

৬। তুলনীয়—মাওঅ (=মাঅ) ১৬৭।

নহুলী যৌবন[৭] ৬, ২৫, ৩০ ইত্যাদি; নিন্দাউলী মন্ত্রে ১৪৩; দশমী দুয়ারে ১৬৬। (বড়ায়ি) চলি ভৈল রাধিকার থানে॥৭; পাঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।৩১; এবেঁ তোহ্মে আসি ভৈলা এ ভর যুবতী।১১৭; রাধা লড়িলা ঘরে ১৪৪।

উভয় সংস্করণেরই মুদ্রিত পাঠে আছে—

> রাধার বচন শুনী মাহামুনী বসিলী যোগ ধেয়ানে।
> জানিল কদম তলাত বসিআঁ আছেন্ত নাগর কাহ্নে॥ ১৭৫ (প্র-সং, ৩৭৬)।

'মাহামুনী বসিলী' এইরূপ ব্যাকরণবিরুদ্ধ পাঠ কল্পনার কোনই প্রয়োজন নাই। পুথির পাঠে আছে 'বাসলী' (১৭৫, পাদটীকা)—ইহাই প্রকৃত পাঠ। নারদ বাসলী-ধ্যানে জানিতে পারিলেন—এই অর্থ একেবারেই অসঙ্গত নহে।

পদবিচার

[১] শব্দরূপ

২৪। বিশেষ্যের বিভক্তি এইরূপ—

প্রথমা।—,-এঁ (-এ্রে,-এ্রুঁ),-এ (-য়)।

দ্বিতীয়া।—,-ক,-রেঁ,-কে (?), (-এ ???)।

চতুর্থী।—,-ক,-কে,-রে (-রেঁ,-এরে)।

তৃতীয়া।—,-এঁ (-এ্রুঁ),-এ (-এ+ত,-এঁ+হে)।

ষষ্ঠী।-র (-এর),-আর,-কের,-কার, (-ক ?)।

সপ্তমী।-এ (-এঁ,-এ+ত),-ত (-থ),-তে (-এ+তে), ক।

২৫। বিশেষ্যের বহুবচনে কোন বিভক্তি নাই। বহুবচনে হয় 'গণ,' 'কুল,' 'পাঁতি,' 'নিকর' ইত্যাদি সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করা হইয়াছে, অথবা 'সকল,' 'সব' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। যথা—দেবগণ; দেবাগণ; আভরণগণ; তমালকলিকাকুল; ইত্যাদি। সব মন্ত্রি পাত্র; সকল দেবের; সখি সব; সকল গোআলকুল; ইত্যাদি।

২৬। সর্ব্বনামের বিভক্তি—প্রথমা (বহুবচন)।—,-রা। দ্বিতীয়া। -ক,-কে,-রে, (-ত), (-এ,-এঁ ?),—। (চতুর্থী।-ক,-কে (-কেঁ), -রে (-রেঁ), -এ, (-র,-ত, তে)—। তৃতীয়া। -এ,-এঁ। ষষ্ঠী। -র, (-র+ও), -ক (?)। সপ্তমী। -ত (-তা ?), -তে, -এ।

২৭। সর্ব্বনামের বহুবচনে 'সব,' 'সক্ষ' এই সর্ব্বনামের অনুপ্রয়োগ হয় এবং ইহাতেই বিভক্তি যুক্ত হয়। কেবল তিনটি মাত্র স্থলে (দুইটি পদে) প্রথমার বহুবচনে -রা প্রত্যয় পাওয়া গিয়াছে।

২৮। বিশেষ্যের রূপ—

প্রথমা। লোক, চণ্ডীদাস, বধ; দেবেঁ, লোকেঁ, ঋষিএঁ, রাধাএঁ, সখিএঁ, দাতাএঁ, সুত্রেঁ, পুত্রেঁ, সেবকেঁ। বিধাতাএঁ; দৈবকীএ্রুঁ, যশোদাএ্রুঁ, যুবতীএ্রুঁ, রাধাএ্রুঁ, রাহুএ্রুঁ; রাধাএ্রেঁ; কংসে, আইহনে, বিধাতাএ, মাএ, কনিষ্ঠে, জনে, মানিকে; মায় যশোদায়।

৭। তুলনীয়—নআ যৌবন ১৭১।

দ্বিতীয়া। রাধা, গঙ্গা, মানুষ, আসুর, বাছা, বড়ায়ি, কাহ্ন, বোলা, দিন, রাতি, ঘর, সময়, কেশ, হিরা ; রাধাক, পুতনাক, তারাক, আহুল্যাক, বড়ায়িক, নারীক, রাধিকাক, মনমথক, দাসিক, বলিক, মাউলানীক, বেশ্যাক, উঠক (?), হিরাক, পথক, ভারক ; ছাএ (?), তাম্বুলে (?) ; কাহ্নাইকে, কাহ্নাঞিঁকে, রাধাকে, ভাগিনাকে (?), দেবকে, আপমানকে ; লোকেরেঁ ।

(চতুর্থী ।) কাহ্নক, কাহ্নাইক, কাহ্নাঞিঁক, রাধাক, রাধিকাক, বড়ায়িক, আইহনক, যশোদাক, গোবিন্দক, লক্ষীক, মাঅক, মামীক, বহুক, যুবতীক, রাজাক, মারস্তাক, মানুষক, তিরীক, নারীক, গোকুলক, মথুরাক, যমুনাক, বৃন্দাবনক, দুরক, সাগরক, ঘরক, হাটক, কাজক ; কাহ্নাঞিঁকে, কংসকে, নারীকে, তরুণীকে, খঞ্জনকে, দানকে, সুরতীকে, পানিকে, ঘরকে ; রাধিকারে, রাধিকারেঁ, কাহ্নাঞিঁরে, কাহ্নেরে, কাহ্নেরেঁ, ব্রাহ্মণেরেঁ, লোকেরেঁ, সাপেরে, চণ্ডীরে ; কংসে, কংসাসুরে, বাপেঁ মাএঁ, পোএঁ, কাজে ; দূতী, বৈরী, কংশ, ছায়া, হাট, মথুরা।

তৃতীয়া। দেবেঁ, লোকেঁ, স্তুতীএঁ, সুখেঁ, তাম্বুলেঁ, নেহাএঁ, হাথেঁ, বিকীএঁ, রতীএঁ, মতীএঁ, ধুলীএঁ, কুড়িএঁ, কড়ীএঁ, বড়সিএঁ ; মাঞঁ, হিরাঞঁ, বিণিঞঁ, শকতিঞঁ, রতিঞঁ, অযাত্রাঞঁ (?), মিছাঞঁ, সুধিঞঁ, সুরতীঞঁ, যুগতীঞঁ ; ঈঙ্গিতেঁহে ; উপাএ, রাএ, ফুলে, তাম্বুলে, মাথাএ, পাএ, পুণ্যে, চড়ে, বিবুধিএ ; হাথেক ; বুধি।

ষষ্ঠী। রাধার, যশোদার, বড়ার, বাদিআর, মথুরার ; কাহ্নাইর, কাহ্নাঞিঁর, গাইর, হাণ্ডির, দৈবকীর, বন্ধুলীর, কড়ীর, কাহ্নুর ; পোএর, পএর, পাএর, গাএর, কাহ্নের, গোকুলের, জীহের, বাহের, মাএর, বাঞঁর ; আজিকার ; নদীকের, লক্ষকের (?) ; যমুনাক।

সপ্তমী। সাগরে, মাথাএ, হৃদয়ে, দেহে, তলে, বাটে, ভোখে, যমুনাএ ; দহেঁ, মতীএঁ (?), ঝাওঁএঁ ; কংসেত, হাথেত, বাপেত, বাটেত, মনেত ; হাথত, শঙ্খত, দেহত, বাঘত, পন্থত, শোষত, কালত, পিআসত, রাধাত, কাহ্নত, যমুনাত, কলিকাত, সেজাত, খোঁপাত, খোম্পাত, মাথাত, তলাত, ভুমিত, দিঠিত, ধরণীত, পৃথিবীত, তিরীত, জানুত, বাহুত, জীউত ; পন্থথ ; লোকতে, সিসতে, কালতে, করতে, বাটতে, কালতে, ঘরতে, দহতে, নিন্দতে, রাধাতে, বড়ায়িতে, আলিতে, বাড়িতে, রজনীতে, চখুতে ; মুখেতে ; ঘরক (?)।

২৯। সর্ব্বনামের রূপ—

প্রথমা। মোঁ, মো, মোএঁ, মোঁই (??), মোঞিঁ, মোঞঁ, মোঞেঁ, মোয়ে, মোহোঁ ; আহ্মে, আহ্মেঁ, আহ্মি, আহ্মী ; তোঁ, তো, তোএঁ, তোঁএ, তোঞিঁ, তোঞঁ তোঞেঁ, তুঞিঁ ; তোহ্মে, তোহ্ম (?), তুহ্মি, তুহ্মী ; সে, সেই, সোই ; কে, কেহো, কোন, কোণ, কোহ্নো ; ও-,উ- ; এহি, এয়ি, এ-,ই- ; যে ; তেহেঁ, তেহোঁ ; সহ্মে, সহ্মেঞিঁ, সহ্মেই, সহ্মাই, সহ্মাঞিঁ, সব, সবেঁ ; দুহেঁ। নিম্নলিখিত স্থলে 'আহ্মা' এই দ্বিতীয়ার পদটি প্রথমার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে—

মথুরাপুরের মাঝে আহ্মা ভালে জানী ।৭১। (=আহ্মা জানে+আহ্মি জানি।)

(বহুবচন।) আহ্মারা ; তোহ্মারা। তোহ্মে সব ; আহ্মে সহ্মে।

দ্বিতীয়া। মোক, আহ্মাক, তোক, তোহ্মাক, তাক, তাহাক, এহাক, আপণাক, কাখো, যাক, সহ্মাক, পরক ; মোকে, আহ্মাকে, তোকে, তোহ্মাকে, তাহাকে, কাহাকে ; মোরে, আহ্মারে, তোহ্মারে, তারে ; তাএ ; তা, তাহা, এহা, কা, কেহো, কি, যা, আহ্মা, আহ্মে, তোহ্মা, সহ্মা, সহ্মে, আপণা। নিম্নলিখিত স্থলে 'তোর' এই ষষ্ঠীর পদটি দ্বিতীয়ার স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে,—

হেন বুঝোঁ জলে তোর বিগুতিল কাহ্নে ॥৭৫॥

সম্ভবতঃ ইহা 'তোরে' স্থলে লিপিকার বা মুদ্রাকরপ্রমাদ।

চতুর্থী। মোক, আহ্মাক, তোক, তোহাঁক, তোহ্মাক, তোহ্মাখো, যাক, তাক, তাহাক, তাহাকো, কাহাকো, সহ্মাক, সমাক ; মোকে, মোকেঁ, আহ্মাকে, তোকে, তোহ্মাকে, তাকে, কাহাকে, জাকে ; মোরে, আহ্মারে, তোরে, তোরেঁ, তোহ্মারে, কারেঁ, কারে, সহ্মারেঁ, সহ্মারে ; তোহ্মাএ, তাএ, কাএ ; তোহ্মাতে ; তোহ্মাখো, আহ্মা।

তৃতীয়া। তেঁ, তে, তেএঁ, আপণে।

ষষ্ঠী। মোর, মোহোর, আহ্মার, তোর, তোহোর, তোহ্মার, তোহ্মারি, তার, তাহারে, তাহার, যার, যাহার, কার, কাহার, কাহ্নো, কাহারো, ওহার, এহার, দুইহাঁর, দুহাঁর, সহ্মার, সমার, আপণার, আহ্মাক, তাহাক (?)।

সপ্তমী। মোত, আহ্মাত, তোত, তোহ্মাত, তোহ্মাখো, তাত, তাহাত, এহাত, যাত, জাহাত, সহ্মাত, এহাত ; তাতা ; মোতে, আহ্মাতে, তোতে, তোহ্মাতে, কাতে, তাতে, সহ্মাতে ; তোহ্মাএ, তাএ, জাঅ (=জাএ), তোহ্মাএ, এহাএ।

৩০। প্রথমার ও তৃতীয়ার -এঁ, -এ, -এঞেঁ, -এঞ, -য় বিভক্তিগুলি মূলতঃ একই। ইহা সংস্কৃতের তৃতীয়া বিভক্তি -এন হইতে আসিয়াছে। প্রাকৃতে ভাব ও কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ বেশী হইত ; সেই ভাব ও কর্ম্মবাচ্য বাঙ্গালায় কর্ত্তৃবাচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় তখনও কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাতন ভাব ও কর্ম্মবাচ্যের আভাস পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে কর্ত্তৃপদটীকে করণকারকের পদ বলিলেও কোন ক্ষতি হয় না। যেমন, এবেঁ দৈবকীঞঁ যত গর্ত্ত ধরিব < দেবক্যা গর্ত্তঃ ধর্ত্তব্যঃ। ঋষিএঁ বুইল < ঋষিণা উক্তম্। ইত্যাদি। -এঞঁ বিভক্তিটি কেবল আ, ই- ও ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেই প্রযুক্ত হইয়াছে। একমাত্র ব্যতিরেক হইতেছে 'রাহুঞেঁ'। 'চণ্ডীদাসে' কর্ত্তৃপদটি শুধু অন্ত্যানুপ্রাসেই পাওয়া গিয়াছে, অন্যত্র 'চণ্ডীদাস'। শুধু দুইটিমাত্র স্থলে নপুংসক লিঙ্গে এ-কারান্ত কর্ত্তৃপদ পাওয়া গিয়াছে—"মাণিকে হিরাক বিন্ধে কেবা পাতিআএ॥" "তোহ্মার আনুমতীএঁ মাণিকে হিরা বিন্ধে।" ১২২। অবশ্য অন্ত্যানুপ্রাসের স্থলে এ-কারান্ত নপুংসক কর্ত্তৃপদ বিরল নহে। যথা—তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে। ১।

৩১। বাঙ্গালায় চতুর্থী বিভক্তি বা সম্প্রদান কারকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, ইহা দ্বিতীয়া বিভক্তি বা কর্ম্মকারকের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুরাতন বাঙ্গালায় কর্ম্মকারক এবং দ্বিতীয়া বিভক্তির মধ্যে দুইটি স্তর দেখা যায়। একটি স্তর হইতেছে

পুরাতন বা মুখ্য কর্ম্মকারক ও দ্বিতীয়া বিভক্তি, আর অপরটি হইতেছে আধুনিক বা গৌণ কর্ম্মকারক ও দ্বিতীয়া বিভক্তি। এই শেষের স্তরটি মূলতঃ অধিকরণ কারক ও সপ্তমী বিভক্তি হইতে (এবং সম্বন্ধপদ হইতেও) আসিয়াছে; ইহার ব্যবহার অনেকটা সংস্কৃতের সম্প্রদানকারক ও চতুর্থী বিভক্তির মত ছিল। এই দুই স্তরের মধ্যে বিভক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রথমে খুবই স্পষ্ট ছিল। প্রথম স্তরের কর্ম্মকারকের কোন বিভক্তিই ছিল না বা নাই। মূল সংস্কৃত দ্বিতীয়া বিভক্তি কালে লোপ পাইয়াছিল বা পাইয়াছে; দ্বিতীয় স্তরের বিশিষ্ট বিভক্তি হইতেছে -ক এবং -এ; এই -এ বিভক্তি -ক বিভক্তি এবং ষষ্ঠীর -র বিভক্তিতেও যুক্ত হইয়াছে। কর্ম্মকারকের এই দুইটি ধারার স্বতন্ত্রতা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে; সেই কারণে আমি এই দুইটি স্তরকে দুইটি বিভিন্ন কারক ও বিভক্তিতে প্রদর্শন করিলাম। আমি যাহাকে চতুর্থী বিভক্তি বলিয়াছি, তাহাকে গৌণ দ্বিতীয়া বিভক্তি বলাও চলিত, কিন্তু এমন কয়েকটি বিশিষ্ট প্রয়োগ আছে, যেখানে সম্প্রদান কারক না বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিছু উদাহরণ দিতেছি।—লাখেঁ মূলেঁ বিত্ত দানকে নাঁটে। ৮৯॥ এখানে 'দানকে নাঁটে' সংস্কৃতের 'দানায় ন কল্পতেঁ (নালম্)' ইহার অনুরূপ; 'দানকে' কোনরূপেই কর্ম্মকারক বলা যায় না, সম্প্রদান বলিতেই হয়। যমুনার পাণিকে আইস। ১১১। এখানে 'পাণিকে' হইতেছে পূরাপূরি তাদর্থ্যে চতুর্থী বা final dative, সুতরাং এখানে কিছুতেই ইহাকে কর্ম্মকারক বলা চলে না।

৩২। মুখ্য কর্ম্মে -ক-বিভক্তির প্রয়োগ সর্ব্বনামের মধ্য দিয়া বিশেষ্যে আসিয়াছে। সর্ব্বনামে প্রয়োগের তুলনায় এই বিভক্তির বিশেষ্যে প্রয়োগ যৎপরোনাস্তি সামান্য। ধাতুর বা ক্রিয়াপদের অর্থ পরিবর্ত্তিত হওয়াতেই গৌণ কর্ম্ম মুখ্য কর্ম্মে পরিণত হয় এবং তাহা হইতেই মুখ্য কর্ম্মে -ক-বিভক্তির প্রয়োগ আসিয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিশেষ্য পদে মুখ্য কর্ম্মে -ক-বিভক্তির প্রয়োগ অঙ্গুলির পর্ব্বে গণিয়া শেষ করা যায়; ইহার মধ্যে আবার কতকগুলিকে গৌণ কর্ম্ম বলা চলে। প্রত্যয়হীন এবং -ক-প্রত্যয়ান্ত মুখ্য কর্ম্মের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

রাধা চিন্তিয়া মোর চৌখে নিন্দ না আইসে ॥১৪॥
রাধিকা লআঁ চল মথুরার হাটে।১৪।
রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে।১৪।

শেষের উদাহরণটিতে চাহ্ ধাতুর প্রভাবে গৌণ কর্ম্মত্বের আরোপ হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

বলে রাধাক ধরিআঁ লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে॥ ১৩।

এইরূপে—রাধাক মাইলেঁ (= হত্যা করিলে), রাধাক জিআঅ, রাধাক তেজসি, রাধাক রাখিল, রাধাক দেখিঅাঁ, রাধাক না পাআঁ, রাধিকাক কৈল পারে, রাধাক ছিফিলেক।

হেন গঙ্গা রমিল শান্তনু নাম নরে ॥৩১।
রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।৩১।
কপটে আহল্যাক রমিল সুরবরে।৩১।
গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।৩১।

মূলে চতুর্থী বিভক্তি হইতে আসিয়াছে বলিয়া এই -ক-বিভক্তির প্রয়োগ মনুষ্যবাচী শব্দেই পর্য্যবসিত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার যে কয়টি ব্যতিক্রম আছে, তাহা নিম্নে বিচার করা যাইতেছে।—"ওঠ আধর উঠক জিণী ॥" ৪। এখানে 'উঠক' পদটিকে 'জিণী' এই ক্রিয়া পদের মুখ্য কর্ম্ম অথবা 'উঠক ওঠ আধর' এই অর্থে সম্বন্ধপদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। আর উট ত জীব, সুতরাং তাহাতে মনুষ্যধর্ম্মের আরোপ কিছু বেশী কথা নহে। "মনমথক জাগাএ" ৯২—এখানে 'মনমথ' দেবতার নাম। "মাণিকে হিরাক বিন্ধে কেবা পাতিআএ" ॥ ৫৬। এই পৃষ্ঠাতেই আছে—"তোহ্মার আনুমতীএ মাণিকে হিরা বিন্ধে।" 'হিরাক' এই পদটি সপ্তম্যন্ত ধরাই শ্রেয়ঃ; 'বিন্ধ' ধাতুর কর্ম্মে অধিকরণের আভাস অস্বীকার করা যায় না। "ভাল মনে পথক না দেখে নয়নে ॥" ৫। এখানে 'পথক' = পথে। 'দেখে' এই ক্রিয়াপদের প্রভাবে -ক প্রত্যয় আসিয়া গিয়াছে। তুলনীয়—ঘরক থাকিতে চাহ কিসের আশে। ৭৮। এখানে 'চাহ' এই ক্রিয়াপদের প্রভাবে 'ঘরে' বা 'ঘরত' স্থানে 'ঘরক' হইয়া পড়িয়াছে।

মুখ্য কর্ম্মে -কে প্রত্যয় দুই চারিটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই প্রত্যয় বিশেষ করিয়া গৌণ কর্ম্ম বা সম্প্রদান কারকের বিভক্তি। উদাহরণগুলি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

হেন রূপেঁ কাহ্নাইকে কেহ্নে পরিহরী ॥ ২৭।

কাহ্নাঞিঁকে বিড়ম্বিআঁ ৮৮। কাহ্নাঞিঁকে রাখি, কাহ্নাঞিঁকে বান্ধিল,—আণী,—চাইহ।

তোলহ রাধাকে বড়ায়ি ১৩১।

হেনয়ি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে ॥ ৮৮।

ভাগিনাকে দেখি বড়ায়ি দেবতা সদৃশে। ২৪।

নপুংসক লিঙ্গে এক স্থলে মাত্র মুখ্য কর্ম্মে -কে বিভক্তি পাওয়া গিয়াছে।

কেহ্নে কর আপমানকে বাটে। ৪৯।

এখানে ছন্দঃ ঠিক রাখিতে গেলে 'আপমান্‌কে' পড়িতে হয়, সুতরাং এখানে "কেহ্নে কর আপমান বাটে" এইরূপ পাঠই কল্পনা করিতে হয়।

চতুর্থীর -রেঁ প্রত্যয় একটি মাত্র স্থলে পাওয়া গিয়াছে—

সকল লোকেরেঁ করসি পার ॥ ৭১ ॥

৩৩। মুখ্য কর্ম্মে -এ বিভক্তি বাঙ্গালা ভাষায় নাই বলা চলে। অন্ত্যানুপ্রাসের উদাহরণগুলি ধর্ত্তব্য নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অন্ত্যানুপ্রাস ব্যতিরিক্ত যে দুই স্থলে আপাতদৃষ্টিতে -এ বিভক্ত্যন্ত মুখ্য কর্ম্মপদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। সপ্তমী হইতে -এ বিভক্তি চতুর্থীতে বা গৌণ কর্ম্মে আসিয়া পড়িয়াছে।

"বিণি ঘাএ হাণী" ৩৪—এখানে 'বিণি ঘাএ' এবং 'বিণি ঘাঅ হাণী' এই দুই বাক্যাংশের জোড়কলম (contamination) হইয়াছে, সুতরাং 'ঘাএ' পদটি তৃতীয়ান্ত বলাই যুক্তিসঙ্গত।

তাম্বুলে নেহ আইহনের রাণী।

তোর বচনে জীএ চক্রপাণী ॥ ১১২ ॥

এখানে 'তাম্বুলে' লিপিকারপ্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অব্যবহিত পরেই আছে—

তাম্বুল দিআঁ মোরে বোলসী।

খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী ॥

"একেঁ চাহিলেঁ আরেঁ পায়িলেঁ" ১০০—এই স্থলে 'একেঁ,' 'আরেঁ' তৃতীয়ান্ত পদ ; সংস্কৃত 'একেন, অপরেণ।' তুলনীয়—একেঁ তিরীবধ আরেঁ রাজা দুরুবার। ১৩১।

৩৪। -ক, -কে, -রে বিভক্ত্যন্ত সর্ব্বনামপদের মুখ্য কর্ম্ম হিসাবে প্রয়োগ সুপ্রচুর। ইহার মধ্যে লক্ষণীয় ব্যাপার হইতেছে—নপুংসক লিঙ্গে -ক,-কে বিভক্ত্যন্ত সর্ব্বনামের মুখ্য কর্ম্ম হিসাবে প্রয়োগ। আধুনিক বাঙ্গালায় এই প্রয়োগ একেবারেই নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই প্রয়োগ নিতান্ত অল্প নহে। কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

যশোদার কণ্যা সেই খনে উপজিল।
নিন্দভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জাণিল॥ ৩।
সত্যেঁ সত্যেঁ করিবোঁ মো তোহ্মার বচন।
যবেঁ আন করোঁ তাক বধউ বাহ্মণ॥ ৬।
আপণে উপায় তোহ্মে কহ মোর ঠাঁয়ি॥
তাহাক করিব আহ্মে বড়ায়ি যতনে। ১২।
দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ।
যে হএ মজুরি তার তাহাকেহো নেউ॥১০॥ ইত্যাদি।

৩৫। নিম্নলিখিত অর্থবাচী ক্রিয়াপদের (মুখ্য অথবা গৌণ) কর্ম্মে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে, অর্থাৎ এগুলির কর্ম্মে -ক, -কে, -রে, -এ প্রভৃতি বিভক্তির কোন না কোনটি অবশ্যই যুক্ত হইয়াছে :—গমনার্থক, উক্ত্যর্থক, প্রশ্নার্থক, দানার্থক, রুচ্যর্থক, প্রহারার্থক, আকাঙ্ক্ষার্থক, তুষ্ট্যর্থক, পূজার্থক, ভর্ৎসনার্থক, অস্ত্যর্থক, ভীত্যর্থক, মিলনার্থক, অনুকম্পার্থক, উপহাসার্থক, এবং অর্হার্থক। ণিজন্ত ক্রিয়ার গৌণ কর্ম্মেও এই সকল বিভক্তি হয়। কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

(গমনার্থক।) মথুরাক জাএ, ঘরক আইলী, মথুরাক পার কর, মথুরাক নিবোঁ, ইত্যাদি।

(উক্ত্যর্থক।) রাধাক বুইল, রাধিকারেঁ বোল, কাএ কহিবোঁ, পোএঁ না দিল উত্তর, কংশেরে জাণাইল, কংসে করিবোঁ গোহারী, রাজাক গোচরী, ইত্যাদি।

(প্রশ্নার্থক।) রাধিকারেঁ পুছিআঁ, রাধাক পুছ, ইত্যাদি।

(দানার্থক।) কাহ্নাইক দেহ, ব্রাহ্মণেরেঁ দিলোঁ, বড়ায়িক যোগাইবোঁ, ইত্যাদি।

(রুচ্যর্থক।) কাহ্নাঞিঁকে রুচে।

(প্রহারার্থক।) বড়ায়িক চড়ে মাইল, রাধাক হাণ, ইত্যাদি। 'মারা' ধাতু হননার্থক হইলে কর্ম্ম মুখ্য হয় এবং উহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—

পরাণে মারিআঁ রাধা পাঁচশরবাণে।
এবেঁ কি বোলহ মো ছাড়িলোঁ সব দানে॥ ১৩১।

(আকাঙ্ক্ষার্থক।) পরনারীকে করহ আরতি, কাহ্নক চাহিল, মোকে মাঙ্গে, পরে কেহে মাঙ্গী, ইত্যাদি।

(তুষ্ট্যর্থক।) কাহ্নাঞিঁকে তোষ, লোকেরেঁ তোষে, নানা বোলে সে তিরিক রঙ্গে, তাক প্রবোধিতেঁ, ইত্যাদি।

(পূজার্থক।) য[মু]নাক মান রাধা ফুল সিন্দুর, চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ, তোঁহাক সেবিঞাঁ, তাহাকো করএ বহুমানে, ইত্যাদি।

(ভর্ৎসনার্থক।) বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ গালী, আহ্মাক গঞ্জিহ, তাক ভরছিলেঁ, ইত্যাদি।

(অস্ত্যর্থক।) তোক কিছু নাহিঁ বুধি, মোক ভৈল, তাক নাহিঁ, ইত্যাদি।

(ভীত্যর্থক।) তাহাকো না কর ডরে, কাখো না ডরাঅ, ইত্যাদি।

(মিলনার্থক।) তোহ্মাক মেলিব, কাহাকে মিলিল, ইত্যাদি।

(অনুকম্পার্থক।) বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে, তোকে হইবে সদয়ে, ইত্যাদি।

(উপহাসার্থক।) তোরেঁ করিব উপহাস, খঞ্জনকে উপহাসে, তোহ্মাক হাসিব সব লোক, ইত্যাদি।

(অর্হার্থক।) কাহ্নুক জুআএ, ইত্যাদি।

৩৬। বিশেষ্য, বিশেষণ, অথবা অব্যয়যোগে চতুর্থীর কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। তোহ্মাক সুখী, তাক কোপ, অনাথী নারীক কত থাকে অভিমান, তোহ্মাখো বড়ায়ি মোর হের পুটাঞ্জলী, তোক বৈরী, আহ্মাক রুষ্ট বচনে, তাক বড় লোভ আহ্মার, আহ্মাক বীর, রাধিকাক প্রতী, আহ্মাক প্রতি, তোরে মাহাদাণী, তাহাক উপায়, আহ্মাক গঢ়ে, ইত্যাদি। তোক বৈরী, তাহাক উপায়, আহ্মাক গঢ়ে ইত্যাদি স্থলে -ক প্রত্যয়ান্ত পদগুলি সাধারণতঃ ষষ্ঠ্যন্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে চতুর্থীর অর্থ সুস্পষ্ট, এবং -ক বিভক্ত্যন্ত ষষ্ঠীর অস্তিত্বের কোন স্বাধীন প্রমাণ বেশি কিছু নাই।

৩৭। স্বাধীন চতুর্থী অর্থাৎ তাদর্থ্য চতুর্থী (dativus finalis) এবং উপকারক-অনুপকারক চতুর্থীর (dativus commodi et incommodi) উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পাণিকে আইস, সুরতীকে পতিআশ, রাধাক বিচি, এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী।

৩৮। দুই চারিটি মাত্র স্থলে বিভক্তিহীন চতুর্থী পদ পাওয়া যায়। এই সকল স্থলে ছন্দোভঙ্গ আশঙ্কাতেই সম্ভবতঃ বিভক্তির প্রয়োগ হয় নাই। উদাহরণ—গোএঁ কান্দিআঁ সাস্থ জাণায়িবোঁ, কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাওঁ, আইহন জানাআঁ তোর লইবোঁ পরাণ। সর্ব্বনামের বিভক্তিহীন চতুর্থী পদ খুব বিরল নহে। যথা—তোহ্মা প্রতি, কিবা বেদশাস্ত্র আহ্মা, ইত্যাদি।

৩৯। তৃতীয়ার -এ, -এঁ (-এঁ, -ঞঁ) বিভক্তি সংস্কৃত -এন বিভক্তি হইতে আসিয়াছে। ইহার সহিত সপ্তমীর -এ বিভক্তিও মিলিয়া গিয়াছে। -এ+ত বিভক্তি সপ্তমীরও হইতে পারে, অথবা -এ+নির্দ্ধারণে 'ত' অব্যয়ও হইতে পারে। ব্যতীহার (reciprocity) বুঝাইলে সর্ব্বনামের ষষ্ঠ্যন্ত পদ তৃতীয়ান্ত পদ স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—তোর মোর মেলিআঁ করিব তার ফল, এতেকেঁ তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ, ইত্যাদি। বিভক্তিহীন তৃতীয়া দুই একটি মাত্র পাওয়া যায়। যথা—যে বুধি এড়ায়িএ রাধা সে বুধি করিব।৫৬।

৪০। ষষ্ঠীর -কার বিভক্তি কেবল 'আজিকার' এই পদেই পাওয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীতে -ক বিভক্তির শুধু একটিমাত্র নিঃসন্দিগ্ধ উদাহরণ আছে—যমুনাক তীরে। ১৪২। অপর সকল উদাহরণগুলিকে চতুর্থ্যন্ত পদ বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। উপরের উদাহরণে যমুনাক পদটি 'যমুনার' পদের স্থলে লিপিকারপ্রমাদ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। -কের

বিভক্তি পাওয়া গিয়াছে দুইটি পদে—লক্ষকের, নদীকের। 'লাখেকের' পদটি 'লাখেক (=লক্ষৈক)+এর' এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। 'লক্ষক' শব্দের প্রয়োগ আছে, সুতরাং 'লক্ষকের' পদটি -এর বিভক্ত্যন্তও হইতে পারে।

৪১। বিভক্তিহীন সপ্তমীকে মৌলিক সপ্তমী বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ ইহা সংস্কৃতের -ই এই সপ্তমীর বিভক্তিযুক্ত পদ হইতে আসিয়াছে। সপ্তমীর -এ (-এঁ) বিভক্তি প্রাক্-সংস্কৃত -ধি প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; ইহার উপর তৃতীয়া বিভক্তির প্রভাবও নিতান্ত অল্প নহে। -ত বিভক্তি সংস্কৃত অব্যয় 'অন্তঃ' হইতে আসিয়াছে। -এ+ত এবং -তে প্রকৃত পক্ষে দ্বিরুক্ত বিভক্তি; সেইরূপ -এতে ত্রিরুক্ত বিভক্তি। -থ কোন স্বতন্ত্র বিভক্তি নহে; ইহা -ত+নিশ্চয়ার্থক বা অর্থহীন 'ত' এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। সপ্তমীতে যে দুই এক স্থলে -ক বিভক্তি দেখা যায়, তাহা প্রকৃত পক্ষে চতুর্থীর প্রভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে। যথা—ঘরক থাকিতে চাহ কিসের আশে।৭৮। (৩২শ অংশ দ্রষ্টব্য।)

আপাতদৃষ্টিতে ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত একটি মাত্র পদ সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। যথা—

কদমতলের থিতী তোর মোর হৈব রতী।৩৩।

প্রকৃত পক্ষে ইহা 'কদমতলে (সপ্তমী+স্বার্থিক -র)' এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্বার্থিক -র প্রত্যয় 'আছের,' 'হৈবের' ইত্যাদি ক্রিয়াপদে পাওয়া যায়।

৪২। অপাদান কারক ও পঞ্চমী বিভক্তির কাজ প্রধানতঃ সপ্তমী বিভক্তির দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছে। উদাহরণ—ঘরত বাহির, রসত মন কর দূরে, গোআলত বড় জাতী, পূরব কালতে, নিবারিআঁ পাপত মন, জলতে উঠিলী রাহী, ইত্যাদি।

এক স্থলে ষষ্ঠ্যন্ত পদ পঞ্চমীর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।—

ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু কাঢ়ি [গেলা] মথুরা নগরক কাহ্নে॥ ১৭৮।

এখানে প্রথম চরণে একটি অক্ষর বেশী আছে, সুতরাং মূলে 'শিয়রে' ছিল, ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। অথবা, 'শিয়রে+-র (স্বার্থিক) এইরূপে 'শিয়রের' এই পঞ্চম্যর্থক পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

৪৩। সর্ব্বনামের বহুবচনে কেবল তিন স্থলে (দুইটি পদে) -রা বিভক্তি পাওয়া গিয়াছে। যথা—

তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী॥
আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব।৯৩।
আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাঁশে।
তোহ্মার হয়িবে সকল নাশে॥১২২।
হেনই সম্ভেদে সব গোপযুবতী।
বৃন্দাবন দিআঁ মথুরাক কৈল গতী॥
বিকল দেখিআঁ তথা রাখোআলগণে।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে॥১০৭।

এই -রা বিভক্তি ষষ্ঠীর -র বিভক্তি হইতে আসিয়াছে।

৪৪। বিভিন্ন কারকে বহুবচনের রূপের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।—সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে, ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে, রহিলা দেবগণ, পাপ দুষ্ট কংসে তাক সবই মারিব, তা সব মাইল কাহ্নু, সকল দেবের বোলেঁ, এ সব কাজের, সখিজন সম্ভাক বোলাইলোঁ, তা সম্ভার, আহ্মে সম্ভে, তা সমাক, তেঁ সম্ভে চোরায়িল বাঁশী, ইত্যাদি।

৪৫। সর্ব্বনামমূলক বিশেষণ শব্দ—কিছ (৭ ইত্যাদি), কিছু (<কিঞ্চিৎ, কিঞ্চ) ; দিনা কথো ৫৮ ; আর (<অপর) সংহতী এড়িব কেনমণে ॥৯৭ ; কে নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী ॥৯৯।

৪৬। কারক-বিভক্তিযুক্ত অব্যয় পদের প্রাচুর্য্য সমধিক। যথা—আধিকেঁ, এতেকেঁ, কারণে, খণেকেঁ, কিকে, কিসক, কিসকে, কিসে, কীষে, জে, ততেকেঁ, কহির, তথিত, তহিত, তেঁ, কহির, তথাঁক, কিসের, কতী ; হের, হোর।

সুনিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী ॥১১০।
হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল বুঝিআঁ দেব মুরারী ।৯৮ ॥

[২] ধাতুরূপ

৪৭। বর্ত্তমান কালের বিভক্তি—

উত্তম পুরুষ। -ওঁ (-এঁা) ('মো,' 'মোঞি' ইত্যাদি 'ময়া' পদজাত সর্ব্বনামের সহিত) ; -ই, -ইএ ('আহ্মে,' 'আহ্মি' ইত্যাদি 'অস্মাভিঃ' পদজাত সর্ব্বনামের সহিত) ; -অওঁ।

মধ্যম পুরুষ। -সি, -অসি, -অ (-ও) , -হ, -হা,—।

প্রথম পুরুষ। -এ, (-য়ি), -অএ, -অন্তি, -এন্ত, -এঁতি, -ই (-ঈ), -ইএ, (অ?)

৪৮। বর্ত্তমান ও অতীত কালে 'মো' ইত্যাদি সর্ব্বনাম কর্ত্তৃপদের সহিত -ওঁ (-ও) বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়াপদের এবং 'আহ্মে' ইত্যাদি সর্ব্বনাম কর্ত্তৃপদের সহিত -ই, -ইএ বিভক্ত্যন্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যাপারটীর প্রতি ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৮] 'মো করোঁ' এবং 'আহ্মে করি, করিএ' যথাক্রমে একবচন ও বহুবচনের প্রয়োগ হইতে আসিয়াছে। মো করোঁ < ময়া * করোমঃ ; আহ্মে করি, করিএ < অস্মাভিঃ * কর্য্যতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'আহ্মে করি, করিএ' একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কালে যথাক্রমে -বোঁ এবং -ব বিভক্তি দেখা যায়। মো করিবোঁ, আহ্মে করিব।

নিম্নোদ্ধৃত স্থলগুলিতে উপরি-উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। জাগোঁ আহ্মে ২১ ; আহ্মে ছুছন্দে বুলিলোঁ ৩৬ ; কৈলোঁ সেতুবন্ধ আহ্মে ৪৪ ; আহ্মে গেলোঁ ৪৪ ; উদ্ধারিলোঁ আহ্মে ৪৭ ; আহ্মে রাখিলোঁ ৪৭ ; ধরোঁ আহ্মে ৪৮ ; আহ্মে মারিলোঁ ৪৯ ;

৮। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৭শ ভাগ, পৃঃ ৮০-৯৪।

আহ্মে কাম্পো ৬১ ; জাণো আহ্মে ৮১ ; আহ্মে বিলসিবোঁ ৯৭ ; মো নাহিঁ নাশি ১০৩ ; আহ্মে নহোঁ ১১২ ; আহ্মে পালিলোঁ বহিলোঁ ১২৬ ; সুতিআঁ আছিলোঁ আহ্মি ১৪৬ ; আহ্মে জাণোঁ ১৪৬ ; আছিলাহোঁ আহ্মে ১৬৪ ; বোলোঁ আহ্মে ১৬৯ ; আহ্মে লয়িলোঁ ১৭৩ ; আহ্মে সুতি জাওঁ নিন্দ ১৭৮ ; আহ্মে না চাহিলোঁ ১৭৯ ; আয়িলাহোঁ আহ্মে ১৮০।

৪৯। উত্তম পুরুষের -অওঁ বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদের সহিত কোন কর্ত্তৃপদের প্রয়োগ দেখা যায় না। যথা—যবে আন করোঁ তাক বধওঁ বাহ্মণ॥৬ ; সরূপ কহওঁ যবেঁ হওসি সদয়।৮ ; দিবওঁ পরাণ ৪৬ ; ভুমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ তুহ্মি কানে। ৪৮ ; ছাওআল না দেখিহ্ মোরে রাধা ল আল জাণওঁ রতি সকল। ৫৯ ; হের তোর চুম্বওঁ বদনে। ৬৩ ; গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ ১৪৫ ; বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞি করিআঁ করুণে। ১৪৭। এখানে ওঁ অংশটিকে 'অহম্' শব্দজাত মনে হইতেছে। অতীতে -আহোঁ প্রত্যয় দ্রষ্টব্য।

৫০। -অন্তি, -এন্ত, -এঁতি এই বিভক্তিগুলি গৌরবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—পুছন্তি দেবরাজে ; সামীর নিজধন খোজন্তি কাহ্নাঞিঁ ; দধির পসার তুলিআঁ দেঁতি মাথে ; ১২২ ; ইত্যাদি।

৫১। -ই (-ঈ), -ইএ বিভক্তি সাধারণতঃ কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ আরতী না করী। ৮৫ ; লাজেঁসি হারায়িএ কাজ॥ ৮৬ ; ইত্যাদি। -ইএ বিভক্ত্যন্ত পদ অনেক সময় কর্ত্তৃবাচ্যে এবং বিধিলিঙ্ অথবা অনুজ্ঞার অর্থেও প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা—শুনীএ যবেঁ সে আইহন বীর। ২০ ; বিমতী তেজিঁআঁ মোর ধরএ ('ধর এ' দ্বি-সং) বচন। ৭৩ ; সুদৃঢ় থাকিএ এহো তোহ্মার মণে॥ ৮৫ ; ইত্যাদি।

৫২। নিম্ন-উদ্ধৃত প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদগুলিতে -অ বিভক্তি অনুমান করা যাইতে পারে। তবে পাঠে গোলমাল থাকাই অধিকতর সম্ভব। পার কর ('পারকর' দ্বি-সং), মথুরাক ঘাটোআল কহী॥ ৬৬ ; এ তোর নব যৌবনে ল আহোনিশি জাগ মোর মণে। ১০৫ ; ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে। পরিধান কর নেতবাসে॥ ১৬১ ; যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার ১৬৩। এই উদাহরণগুলির অধিকাংশেই ক্রিয়াপদটিকে মধ্যম পুরুষের ধরিলে অর্থের কোনই ব্যত্যয় হয় না।

৫৩। বর্ত্তমানের প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদে এই স্বার্থিক প্রত্যয়গুলি দেখা যায়—

(১) -র। কত না রাগ রাধা আছের মনে ১৯ ; অমূল মণিনুপুর বাজের গমনে। ৩২ ; আরপিল হেমপাট শোভের জঘনে॥ ৯০ ; আর যত বাম্ভগণ আছের কাহ্নাঞি। পতি-দিনে নানা ছান্দে বাএ সেহি ঠাই॥ ১৩৬।

(২) -ক। একটি মাত্র উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে—বিরহে পোড়েক সব গাএ। ৫১।

৫৪। মধ্যম পুরুষে -হা (বা -আহা) বিভক্তি কেবল আ-কারান্ত ধাতুতেই পাওয়া যায়। যথা—যাহা, চাহা, পালাহা, ইত্যাদি। ছন্দের অনুরোধেই এই প্রলম্বিত পদগুলির সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মধ্যম পুরুষে -ও বিভক্তি -অ বিভক্তির সংবৃত উচ্চারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। না জাণো কংস মুনিলেঁ এহাএ মরী॥ ৪০। গেলাহা মোকে দুখ দিআঁ ১৭২ —এখানে 'গেলাহা' স্থলে 'গেলা' না পড়িলে ছন্দঃ ঠিক থাকে না।

৫৫। অতীত কালে ধাতু -ইল প্রত্যয়ান্ত হয়, তাহার পর নিম্নলিখিত বিভক্তিগুলি যুক্ত হয়—

উত্তম পুরুষ। -ওঁ (ও) ('মো' ইত্যাদি কর্ত্তৃপদের সহিত); -অ ('আহ্মে' ইত্যাদি কর্ত্তৃপদের সহিত); -আহোঁ।

মধ্যম পুরুষ। -আ, -আহা, -এ (-এঁ), -এঁ+হে, -ই।

প্রথম পুরুষ। -অ, -এ (-এঁ), -আন্তি, -আন্ত, -অন্ত, -এন্ত, -আ,-ঈ,-অহে।

৫৬। -ওঁ (-ও) এবং -অ বিভক্তির প্রয়োগ বর্ত্তমান কালের -ওঁ (-ও) এবং -ই বিভক্তির ন্যায়। মো বুইলোঁ : আহ্মে বুইল। বর্ত্তমান কালের -অওঁ বিভক্তির সহিত তুলনীয় -আহোঁ বিভক্তির কর্ত্তৃপদের সহিত যে দুইবার প্রয়োগ আছে, তাহা বহুবচনের—আহ্মে, আহ্মারা। -আহোঁ যুগ্ম বিভক্তি, -আ+হোঁ। -আ বিভক্তি এককালে অতীতে সব পুরুষেই প্রযুক্ত হইত। 'হোঁ'=আমি।

৫৭। মধ্যম পুরুষে -এহেঁ বিভক্তির -হেঁ অংশটি স্বার্থে অথবা অবধারণে 'হে' এই অব্যয়-সঞ্জাত বলিয়া মনে হয়। -ই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। -ইসি কেবল এক স্থলেই বিভক্তির মত পাওয়া গিয়াছে—কেমণে মৈলিসি গোআলী॥ ১৩৩; এখানে -সি অংশটি 'সি' এই অবধারণার্থক অব্যয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৫৮। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষায় সামান্য অতীতে যেরূপ প্রথম পুরুষে অকর্ম্মক ধাতুতে -অ এবং সকর্ম্মক ধাতুতে -এ প্রত্যয় দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় সেরূপ নিয়ম দেখা যায় না। অকর্ম্মক ধাতুতে -এ (-এঁ) প্রত্যয় এবং সকর্ম্মক ধাতুতে -অ প্রত্যয় যথেষ্টই আছে। যথা—আহ্মাক পাঠায়িলে রাধা নান্দের নন্দনে; পাঠাইল তোহ্মা বেথা; তবেহোঁ আধিক রাধা বুইলেঁ বিপরীত; আর যত বুইল রাধা গরল বচনে; চড়েঁ মাইলে রাধা মোরে; ইত্যাদি।

-আন্তি, -আন্ত, -অন্ত, -এন্ত এইগুলি গৌরবে বিভক্তি। -অহে বিভক্তি কেবল এক স্থলে পাওয়া গিয়াছে—পসরিলহে মদন পাঁচবাণে। (১২৯)—এখানে -হে অবধারণে অব্যয়মাত্র।

কর্ত্তৃপদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে এবং ক্রিয়াপদটি অকর্ম্মক হইলে প্রথম পুরুষে -ঈ বিভক্তি হয়। যথা—মথুরা চলিলী রাধা; ঘরক আইলী বড়ায়ি; রাধা পড়িলী কাহ্নের বেঢ়ে; রাধিকা থাকিলী বসি আপনার ঘরে; মুরুছা গেলী রাধিকা; ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী; ইত্যাদি।

ভাষার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় -ইল প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বোক্ত রীতি ইহারই সাক্ষ্য দেয়। -ইল প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণের উদাহরণ দিতেছি। তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী॥ ইত্যাদি।

৫৯। নিম্নে উদ্ধৃত ক্রিয়াপদগুলিতে -ইল-বিভক্তির স্থানে -অল-বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। ইহা মৈথিলী (অথবা মৈথিলী হইতে উদ্ভূত ব্রজবুলী) ভাষার প্রভাব-প্রসূত না বলিয়া লিপিকারপ্রমাদে ঈকারহীন বলাই সঙ্গত। ধরল ২, জাগল ৩২, করলোঁ ১১৪, তাঁরপল (?) ১৩৫।

৬০। -ইল প্রত্যয়ান্ত ছাড়াও আর এক অতীত ক্রিয়ারূপ পাওয়া যায়। ইহা -ই (-ঈ)-কারান্ত, এবং তিন পুরুষে ইহার একই রূপ। যথা—যোড় হাথ করী বনমালী॥ ১৫৯। অধিকাংশ স্থলেই এই -ই (-ঈ)-কারান্ত অতীত বর্ত্তমানের সহিত অভিন্ন। সুতরাং -ই (-ঈ)-কারান্ত প্রকৃত অতীতের উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নিতান্তই অল্প।

৬১। দুইটি -ইত প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ (যাহা সাধারণতঃ নিত্যবৃত্ত অতীতে ব্যবহৃত হয়, তাহা) তিন স্থলে সাধারণ অতীতের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে। ৭৮; কিনা বিধি লিখিত কপালে।১৬৩; পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহিত মঙ্গলে॥ ১৪২।

৬২। স্বার্থে অথবা অবধারণে প্রযুক্ত নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলি অতীত কালের ক্রিয়াপদের সহিত যুক্ত দেখা যায় (§ ৫৩ দ্রষ্টব্য)।

(১)-র (-ইকারান্ত অতীতের সহিত), -র বা -এর (-লকারান্ত অতীতের সহিত)। হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত। সব মন্ত্রি পাত্র লঞা চিন্তির হীত॥ ২; গুরু সাপে বেঢ়িলের আলপ কালে॥ ২৪; গরু রাখি তোর কাহ্ন গেলির ভরমে। ৭০।

(২)-ক বা -এক (সকর্ম্মক ক্রিয়াপদে)। দিলেক, রাখিলেক, গঢ়িলেক, মুণ্ডিলেক, মেলিলেক, ভাঁগিলেক, করিলেক, বুলিলেক, নিলেক, জাণিলেক।

৬৩। ভবিষ্যৎ কালে ধাতুতে -ইব প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহার পর নিম্নলিখিত বিভক্তি-গুলি প্রযুক্ত হয়—

উত্তম পুরুষ। -ওঁ ('মো' ইত্যাদি কর্ত্তৃপদের সহিত); -অ ('আহ্মে' ইত্যাদি কর্ত্তৃপদের সহিত); -অওঁ।

মধ্যম পুরুষ। -এঁ, -এহে, -ই (-ঈ)।

প্রথম পুরুষ। -অ, -এ।

৬৪। উত্তম পুরুষে -ওঁ এবং -অ বিভক্তির প্রয়োগ অতীত কালের ন্যায়। যথা—নিবেদিবোঁ মোএঁ : কাটায়িব আহ্মে। -অওঁ বিভক্ত্যন্ত পদ একটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে—দিবওঁ পরাণ মো করিবোঁ আত্মঘাতী ॥৪৬। এক স্থলে ব+ওঁ > বোঁ—মো এই আকারে পাওয়া গিয়াছে। ইহাই পরে -মু রূপে পরিণত হইয়াছিল। কেমনে বঞ্চিমো মোঞে একসরী কুঞ্জে।১৭৯।

৬৫। মধ্যম পুরুষে -ই তুচ্ছার্থে। যথা—যাইবি কেনমনে। -এহেঁ = -এঁ (-এ) + হে (হেঁ) অবধারণে। যথা দিবেহেঁ দধির দাণ সুনহ গোআলীনী।

৬৬। দুই একটি মাত্র পদে ভবিষ্যতের প্রত্যয় -ইব- স্থলে -এব, -অব- (-হব-) প্রত্যয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা কি মৈথিলীর প্রভাব? উদাহরণ—তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে। তা দেখিতেঁ প্রাণ জাএব মোরে॥১৫৯; রতি জাণবোঁ ১০; তাক পাঅবোঁ ১৫৪; লাগ পাহবোঁ ('পাইবোঁ' মুদ্রিত পাঠ) ১৫৬।

৬৭। ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদে স্বার্থে অথবা অবধারণে প্রযুক্ত নিম্নোক্ত পদাংশ বা প্রত্যয়গুলি দেখা যায়—

(১) -র (এবং -এর ?) :—বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর ॥২৪ ; ভিন কি দিবোঁর এ বাট বহী ॥৮৯ ; লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দাণ ॥১২৯ ; নান্দ গোপ সুণিলেঁ হৈবের কোণ গতী ।৩৯।

(২) -ক (এবং -এক ?) :—হৈবেক, হইবেক, করিবেক, ছিণ্ডিবেক, নহিবেক, সিঞ্চিবেক, ইত্যাদি। পাছে তোক নিবোঁক বিলাসে ॥১৩৩। উত্তম পুরুষে এই একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে।

৬৮। নিত্যবৃত্ত অতীতে ধাতুতে -ইত প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাহার পর নিম্নলিখিত বিভক্তিগুলির প্রয়োগ হয়—

উত্তম পুরুষ। -ওঁ, -আহোঁ। যথা—জাণিতোঁ, না+আসিতোঁ ; যাইতোঁ ; কেবল একটিমাত্র স্থলে -আহোঁ বিভক্তি পাওয়া যায়—ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ ॥১২২। এ স্থলে কর্ত্তৃপদের অপ্রয়োগ দ্রষ্টব্য।

মধ্যম পুরুষ। -এঁ। যথা, খাইতেঁ।

প্রথম পুরুষ।—অ। যথা, হৈত, থাকিত।

৬৯। বর্ত্তমান অনুজ্ঞার বিভক্তি এইগুলি—

মধ্যম পুরুষ। -অ, -অহ, -আহা (যথা—পালাহা) -আহ (<-আ ; যথা—জাণা ৫২, জিআ ১৩২) যথা—বিলাহ।

প্রথম পুরুষ। -উ, -উক, -উর।

৭০। প্রথম পুরুষে -উ বিভক্তির পর স্বার্থিক -ক প্রত্যয়ের প্রয়োগ সুপ্রচুর ; স্বার্থিক -র প্রত্যয়ের প্রয়োগ একটিমাত্র—ছারেঁ খারেঁ যাউর ('যাউক' মুদ্রিত পাঠ) যোবন ১৬৮।

৭১। অনুনয়ার্থে -ইআ (-আ)+র প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি মধ্যম পুরুষের পদ পাওয়া যায়। যথা—কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ। আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর স্বরূপ ॥৬ ; সরূপ কহওঁ যবেঁ হওসি সদয়। আপণার মুখে মোকে দিআর আভয় ॥৮ ; একবার দিআর মেলানী ॥৫৩ ; ঝাঁট করী বাঁশীগুটি দিআর আহ্মার ॥১৪৭ ; কর্পূরবাসিত রাধা খাআর তাম্বুল ।৩৪ ; আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার ॥১৫৬। আণিআঁ দিআর জগন্নাথে ॥১৮৩ ; মুকুলিল কুঞ্জ নেআলী। আগ বড়ায়ি। আণিআর বনমালী ॥১৫৫। প্রথম পুরুষে এইরূপ একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে—এড়ু দামোদর ঝাঁট জাওঁ ঘর দিআরু মোকে মেলানী ।১৮ ; এখানে 'দিআরু' লিপিকরপ্রমাদ হইলেও হইতে পারে। উত্তম পুরুষেও এইরূপ একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে—দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে ।১১৫। ভবানন্দের হরিবংশে একাধিক বার 'দিয়ার' পদ পাওয়া গিয়াছে—হাসিয়া সুন্দরী রাধা দিয়ার বিদায় ; মোরে দিয়ার বিদায় ; কলসী দিয়ার মোর [ভূমিকা, পৃঃ ২৵৹—২৵৹] ; পদকর্ত্তা যাদবেন্দ্রের একটি পদে উত্তম পুরুষে 'কহিলার' পদের প্রয়োগ আছে—জে বল সে বল তুমি কহিলার স্বরূপ বানি কানাই বিনে নাহি জাব গোঠে। [সংকীর্ত্তনামৃত, পৃঃ ৩০]।

এই -আর বিভক্তির সহিত আছের, গেলির ইত্যাদি পদের -র প্রত্যয় বা পদাংশের কোন সম্বন্ধ নাই। অনুমান হয়, এই -আর বিভক্তি 'পার' ধাতু হইতে আসিয়াছে। দিআর

< দিআ+ পার; কহিআরোঁ < কহি+পারোঁ। পারা ধাতু হইতে অনুনয়ের ভাব সহজেই সিদ্ধ হয়, এবং এই ধাতু যে অন্যান্য ক্ষেত্রে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজের স্বরূপ হারাইয়াছে, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। 'কর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা এই হিসাবে একটু দুরূহ হয়। [Origin and Development of the Bengali Language (=ODBL) পৃঃ ৯৯৫-৯৬ দ্রষ্টব্য।]

৭২। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার বিভক্তি :—মধ্যম পুরুষ, -ইহ। প্রথম পুরুষ, বর্ত্তমানের মত।

৭৩। কতকগুলি ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষের পদে স্বার্থিক -লি প্রত্যয় পাওয়া যায়। যথা—করিহলি, দিহলি, গড়াহলি, চলিহলি। [ODBL পৃঃ ৯৯৭ দ্রষ্টব্য।]

৭৪। কর্ম্ম ও ভাব-বাচ্য হইতে উদ্ভূত বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় -ইউ (-ইউ) বিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ নিতান্ত অল্প নহে। প্রায় সকলগুলিই উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ। জাইউ, জাণউ, যাইউ, যাইউ; করিউ, করিউ, লইউ, করায়িউ, লড়িউ, পুছিউ। [ODBL পৃঃ ৯১৯-২০ দ্রষ্টব্য।]

নিম্নলিখিত স্থলে ক্রিয়াপদটি মধ্যম পুরুষের পদ বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন।—

আহ্মার বচন রাধা পরিভাব মণে।

যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখিগণে ॥ ১১৭

৭৫। নিম্নলিখিত স্থলে 'সিঞ্চউ' পদটি ভাববাচ্যে বর্ত্তমান অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষে প্রযুক্ত হইয়াছে,—

এথাঁ আণ সঙ্কে আহ্মে দেখী। আমৃতেঁ সিঞ্চউ দুই আখী ॥ ৯২

৭৬। লিঙর্থে, ভবিষ্যদর্থে এবং বর্ত্তমানার্থে -হে বিভক্ত্যন্ত কয়েকটি প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ আছে। যথা—মারিহে; করিহে; নিবারিহে; জুড়িহে; বুলিহে; মিলিহে; সুইহে (?) ৬৬। [ODBL পৃঃ ৯৬৪-৬৫ দ্রষ্টব্য।] এই পদগুলি যথাক্রমে মারিএ, করিএ, নিবারিএ, জুড়িএ, বুলিএ, মিলিএ, এবং সুইএ, এই কর্ম্ম ও ভাববাচ্যের পদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। হ-কারের উচ্চারণ সর্ব্বত্র না হওয়ায় এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে হ-কারের বৃথা আগম হইয়াছে।

৭৭। যুক্ত-ক্রিয়াপদের প্রয়োগ খুবই অল্প। নিম্নলিখিত পদগুলি পাওয়া গিয়াছে। শুণিআছ ৮১; পাতিআছে ৬৫; লইছে ৭০; রহিলছে ৮৮, ১২১; ফুটিলছে ৯৪; চিন্তিতেঁ আছে ৯৩; নিআঁছিস ১৫০; রাখিআঁ ছিল ৭৬, আলিছিল ১৬৪, বসিআঁ আছেন্ত, বসিআঁ আছে ১৭৫, সুতিআঁ আছিলোঁ ১৪৬।

নিম্নলিখিত দুইটি উদাহরণে যুক্তক্রিয়াপদের প্রথম অংশটি বিশেষ্য—

বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ।

আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞি রহাএ ॥ ৫৭ ॥

ধিকচুক কাহ্নাঞি সে কালীনাগে। ১০৭ ॥

চিন্তিতেঁ আছে এবং বসিআঁ আছে, এই দুইটি উদাহরণ ছাড়া অন্যত্র সর্ব্বত্রই আছ্ ধাতুর স্বরবর্ণের লোপ হইয়াছে। 'পাতিআছে' এ স্থলে 'পাতিআ+ছে' এইরূপ গ্রহণ করা চলে।

৭৮। বর্ত্তমান বা শত্রর্থ অসমাপিকার বিভক্তি হইতেছে -ইতেঁ (-য়িতেঁ)। যথা—করিতেঁ, কাঢ়িতেঁ, জায়িতেঁ, বসিতেঁ।

৭৯। ল্যবর্থ অসমাপিকার বিভক্তি হইতেছে -ইআঁ (<-আঁ) এবং -ঈ (-ই,-য়ি)। যথা—চিন্তিআঁ; পাঠাইআঁ, পাঠাআঁ; লআঁ; শুণী; দেখি; গুণী; পায়ি।

৮০। অতীত অসমাপিকার বিভক্তি হইতেছে -ইলেঁ। যথা—করিলেঁ, খোজিলে।

৮১। তুমর্থ অসমাপিকার বিভক্তি এইগুলি—

(১)-ইব+আ+ক (চতুর্থী বিভক্তি): জায়িবাক নান্দে; দিবাক পারোঁ।

(২)-ইব+আ+র (চতুর্থী বিভক্তি): জাইবার না দিলি মথুরার হাটে ৩৬।

(৩)-ইব+আ+রে -(রেঁ) (চতুর্থী বিভক্তি): জীবারে নারহ যবেঁ; নিবারেঁ; তোষিবারে।

(৪) ইতেঁ: জাইতেঁ দেহ; জায়িতেঁ নিষধিল।

(৫) -ইলেঁ: হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথা॥ ৮৩॥

৮২। ধাতুরূপের আদর্শ,—

আছ ধাতু

	(১) বর্ত্তমান	(২) সামান্য অতীত
উত্তম পুরুষ—	আছোঁ, আছো, আছি	আছিলোঁ, আছিলো, আছিলাহোঁ
মধ্যম পুরুষ—	আছহ, -ছিস[৯]	আছিলাহা, ছিলা[১৬]
প্রথম পুরুষ—	আছে, আছএ, -ছে[১০], আছের	আছিল, আছিলা, -ছিল[১১]

(৩) বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

প্রথম পুরুষ—আছু, -ছুক[১২]
আছ (?)[১৩]

(৪) বর্ত্তমান অসমাপিকা— -ছিতে[১৪]

(৫) ল্যবর্থ অসমাপিকা— -ছিআঁ[১৫]

আই, আ[ই]স ধাতু

	(১) বর্ত্তমান	(২) সামান্য অতীত	(৩) নিত্যবৃত্ত অতীত
উত্তম পুরুষ—	আসী	আইলোঁ, আয়িলোঁ, আইলাহোঁ, আয়িলাহোঁ	-আসিতোঁ[১৭]
মধ্যম পুরুষ—	আইস, আয়িস	আইলা, আইলাহা	
প্রথম পুরুষ—	আইসে	আইল, আয়িলা, আইলী, আয়িলী	

৯। নির্আছিস ১৫০। ১০। লইছে ৭০; রহিলছে ৮৮, ১২১; ফুটিলছে ১৪।
১১। রাখিআঁছিল ৭৬; আলিছিল ১৬৪। ১২। ধিকছুক ১০৭। ১৩। আছ নরলোক ২৮। 'আছু' পদটি লিপিকরপ্রমাদে এই স্থলে 'আছ' হওয়াই সম্ভব।
১৪। তো হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে। ৫৭॥ ১৫। আগুছিআঁ ৫৭।
১৬। এত খন কথা ছিলা এড়িআঁ আন্ধারে। ৬২॥
১৭। তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে ১০৩।

(৪) ভবিষ্যৎ

উত্তম পুরুষ—আসিবোঁ, আসিব

প্রথম পুরুষ—আসিব, আসিবেঁ, আসিবে, আসিবেক

(৫) অনুজ্ঞা বর্ত্তমান

প্রথম পুরুষ—আইসু, আসু

(৬) অনুজ্ঞা ভবিষ্যৎ

মধ্যম পুরুষ—আসিহ

(৭) বর্ত্তমান অসমাপিকা—আসিতেঁ[১৮]।

(৮) ল্যবর্থ অসমাপিকা—আসিআঁ, সিআঁ[১৯], আসি, আসী।

কর্ ধাতু

(১) বর্ত্তমান

উত্তম পুরুষ—করোঁ, করো, করি

মধ্যম পুরুষ—করসি, করসী, করহ

প্রথম পুরুষ—করে, করন্তি, করিএ

[কর্ম্মবাচ্য] করিহে [ঐ]

(২) সামান্য অতীত

উত্তম পুরুষ—করিলোঁ, কইলোঁ, কইল, কৈলোঁ, কৈলো, কৈল,

মধ্যম পুরুষ—করিলি, করিলেঁ, কইলি, কইলে, কৈলী, কৈল, কৈলে, কৈলেঁ,

প্রথম পুরুষ—করিল, করিলে, করী, কইল, কইলে, কৈল, কৈলে, করিলান্ত।

(৩) ভবিষ্যৎ

উত্তম পুরুষ—করিবোঁ, করিব

মধ্যম পুরুষ—করিবেহেঁ

প্রথম পুরুষ—করিবেঁ, করিবে, করিবেক

(৪) বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

উত্তম পুরুষ—করিউ, করিউ

মধ্যম পুরুষ—করহ, কর

প্রথম পুরুষ—করু,

(৫) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

মধ্যম পুরুষ—করিহ, করিহলি

(৬) বর্ত্তমান অসমাপিকা—করিতেঁ

(৭) অতীত অসমাপিকা—করিলেঁ

(৮) ল্যবর্থ অসমাপিকা—করিঞাঁ, করিআঁ, করি, করী

(৯) তুমর্থ অসমাপিকা—করিবাক

হো [হ, ভো] ধাতু

(১) বর্ত্তমান

উত্তম পুরুষ—হওঁ, -হোঁ[২০], হইএ

মধ্যম পুরুষ—হওসি, হসি, হঅ, হয়

প্রথম পুরুষ হএ, হয়ে, -হে[২১]

(২) সামান্য অতীত

উত্তম পুরুষ—হইলোঁ, হইলো, হয়িলাহোঁ, হয়িল, হৈলাহোঁ, হৈলোঁ, ভৈলোঁ, ভয়িলোঁ, ভইলোঁ

মধ্যম পুরুষ—হয়িলা, হয়িলাহা, হৈলা, ভৈলা

প্রথম পুরুষ—হয়িল, হৈল, ভইল, ভৈল, ভৈলা, ভয়িলা, হয়িলী, ভইলী, ভৈলী

১৮। আসিতেঁ তোহ্মাক দিবোঁ কোল ॥৮৬॥ ১৯। রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে ॥ ১১।

২০। নহোঁ। ২১। নহে।

(৩) নিত্যবৃত্ত অতীত

প্রথম পুরুষ—হৈত

(৪) ভবিষ্যৎ

উত্তম পুরুষ—হৈবোঁ, হয়িব

মধ্যম পুরুষ—হইবেঁ, হইবি

প্রথম পুরুষ—হইব, হয়িব, হয়িবে, হৈব, হৈবে, হৈবেঁ, হৈবের

(৫) বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

মধ্যম পুরুষ—হ[২২]

প্রথম পুরুষ—হউ, হুউ, হউক

(৬) বর্ত্তমান অসমাপিকা—হইতে (হতেঁ), হয়িতেঁ (হৈতেঁ)

(৭) অতীত অসমাপিকা—হৈলেঁ, হয়িলেঁ, ভৈলেঁ

(৮) ল্যবর্থ অসমাপিকা—হইআঁ, হআঁ, হঞা, হয়িআঁ, হয়ি, ভয়িঞা, ভৈআঁ, ভৈঁ[২৩]

জা (যা) ধাতু

(১) বর্ত্তমান

উত্তম পুরুষ—জাওঁ, জাই, জাইএ, যাই, যাওঁ

মধ্যম পুরুষ—জা[২৪], যাহা

প্রথম পুরুষ—জাএ ; জাইএ, জাই (ভাববাচ্য) ; যাএ

(২) ভবিষ্যৎ

উত্তম পুরুষ—জাইবোঁ, জাইব, যাইবোঁ

মধ্যম পুরুষ—জাইবি, যাইবেঁ, জাইবেঁ

প্রথম পুরুষ—জাইবে, জাএব

(৩) নিত্যবৃত্ত অতীত

উত্তম পুরুষ—যাইতোঁ।

(৪) বর্ত্তমান অনুজ্ঞা

উত্তম পুরুষ—জাইউ, জাইউ, যাইউ, যাইউ।

মধ্যম পুরুষ—জাঅ, যাইউ[২৫], জাহা

প্রথম পুরুষ—জাউ, জাউ, যাউক

(৫) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা

মধ্যম পুরুষ—জাইহ

(৬) বর্ত্তমান অসমাপিকা—জাইতে, যাইতে, জাইতেঁ, যাইতেঁ

(৭) ল্যবর্থ অসমাপিকা—জাই

(৮) তুমর্থ অসমাপিকা—জাইবারে. জাইবার, যাইবাক, জাইতেঁ

৮৩। ণিজন্ত ক্রিয়াপদের প্রয়োগ—

এভোঁ না করাইলেঁ মোর রাধা দরশনে ॥ ১৪ ॥ দান খুজিতেঁ মোকে দেখায়সী ('দেখাযসী' দ্বি-সং) সহী। ৫৩ ॥ কত দাপ দেখায়সি (দেখানসি উ-সং) মোরে। ৪১ ॥ কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে ॥ ৫০ ॥

অণিজন্ত পদ অনেক সময় ণিজন্তের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥ ৬ ॥

৮৪। ভাব ও কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে দ্রষ্টব্য।

এবেঁ তোকে দেখিএ রূপসে। ২১ ॥ দান সাধিএ রতি পতিআশে। ২৮ ॥ লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই ॥ ৩৩ ॥ তোহ্মে জাইবেঁ মার ১৬ ॥ ললাটলিখিত খণ্ডন না জাএ না ছাড়ে নান্দের পোএ ॥ ১৮ ॥ বল করিতেঁ মেদনী উলটি জাএ ৫৪ ॥ মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ভাঁগি জুণি জাএ। ৬১ ॥ ততেকেঁ সুখাল

২২। নহ ৫২। ২৩। ভৈগেল।

২৪। দধি বিকে জা আজি মথুরার রাজ। ৬৩ ॥ ২৫। যমুনাক যাইউ রাধা ১১৭।

গেল মোর মাহাদাণে ৮৩॥ আসত নিফল দুখ সহন না জাএ। ১৮॥ আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লএ চীর ॥ ১৩৫ ॥

ক্রিয়াবিশেষণ এবং অব্যয় পদের প্রয়োগ

৮৫। -ইল প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদ ক্রিয়াবিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

যে দেব স্মরণে পাপবিমোচনে দেখিল হএ মুকতী। ১॥ কুসুমিত লতাকুঞ্জে বেঢ়িল বিবিধ গুঞ্জে মনমথ করে ঝঙ্কারে ॥ ১৬ ॥

৮৬। 'কৈলী (কৈলি, কলি)' পদটি 'কিন্তু' অর্থে পাঁচ বার ব্যবহৃত হইয়াছে।

পাছে কৈলী না পাইবেঁ দেব ঋষীকেশে ॥ ৪৬ ॥ পাছে কৈলি (কৌল প্র-সং) না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে ॥ ৮৮ ॥ আজী কৈলি আথাণ্ডর করিবেক রাধা ॥ ১৪১॥ আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে ৩৮ ॥ পাছে কলি কাহ্নাঞি বিরহদুখ পাইবেঁ ॥ ১৮৪ ॥

৮৭। 'জণি (জনি, জণী, জুণি, জুনি, জুনী)' নিষেধার্থক অব্যয়রূপে বহু বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

সে জণি এহাক শুনে ৩৮ ; ছিণ্ডি জুণি জাএ কাহ্নাঞি সাতেসরী হারে ॥৬১॥ ইত্যাদি।

'পাছে' পদটিও দুই চারি বার নিষেধার্থক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা

নিজপতি আছে মোর ঘরে। তার হাথে কাহ্নাঞি পাছে মরে ॥ ৩০ ॥ এড় এড় কৃষ্ণ হঅ থাণিএক তোহ্মে থীর। আতিশয় বেগেঁ পাছে বুক লএ চীর ॥১৩৫॥

৮৮। নিম্নলিখিত উদাহরণে বহুব্রীহি সমাস লক্ষণীয়—

হেন গতি গাএঁ ঘরক জায়িবোঁ কেমনে হয়িবে নিস্তার ॥ ৬০ ॥

৮৯। সংযোজক অব্যয়ের অব্যবহার—

সাহুড়ী সামির থানে আনুমতী পাআঁ।৬৬॥ বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে ॥ ৭৪ ॥ ঝাঁট গিআঁ আনাওঁ আইহন কংসরাএ। ৪১ ॥

৯০। অবধারণ, অনিশ্চয় ইত্যাদি অর্থে এবং বাক্যালঙ্কার হিসাবে প্রযুক্ত অব্যয়ের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

[সি :] এসি আছে জীবার উপাএ। ১২৫ ॥ তবেঁসি কহিহ সব কথা আদিমূল ॥ ৭ ॥ তোহ্মে সি আহ্মার ভেলা ১ ॥ এহাতে সি দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ ॥ ২৭ ॥ দেখিতেঁসি পাইএ কাহ্নাঞি ভক্ষিতেঁ না পাই। ৩৩ ॥ হেন সি বেভারে ৩৫ ॥ [সে :] বাহুড়িআঁ চল সে নিলজ বনমালী ॥ ১০ ॥ [স :] হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ।৩০॥ ভয়িলোঁ স বিকলী ১১৮॥ কথো দিন থাকিলেঁ মো দিতোঁ স মানাআঁ॥ ১৩১ ॥ [-হো,-ও,-হ :] গালি হো সাহুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী ॥১২॥ বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ। ২২ ॥ কোনোহো দানীর পোএঁ না দিল উত্তর ॥৪৫॥ আত্মাপিহো অপযশ তার পরচরে। ৩১ ॥ কথাঁ হো নাহিঁ শুনী দেহে বসে দান ॥২৭॥ তাহারো পরাণ লআঁ ৪৪ ॥ তাহাকো করএ ৯৩॥ [বা :] সুণিআঁ বা কি বুলিবে ঘরের গোআল। ১৬ ॥ কিছু বা কহিল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ কপোলে কৈল চুম্বনে। ১১৫ ॥ আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ ॥:৪১ ॥ কেবা পাতিআএ ৪১ ॥ [-ই,-য়ি] ছান্দের দড়ী সবই হারাইলোঁ ৩৮ ॥ এথোই না ধরে কাহ্নাঞিঁ উমত আকার ॥ ৫৬ ॥ আপণেয়ি বোল কিছু ৬৫ ॥ সোই মথুরাপুরী আহ্মার ঘর ॥ ৭১ ॥ এগুনি বুলিবোঁ ৫০ ॥ [না :] নটক কাহ্নাঞি কপটমতী কত না পাতসি মায়া। ৪৭ ॥ কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে। ১৫৩ ॥ [ত :] তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মেত মাউলানী ॥ ৩৪ ॥ কেহোত পুরুষ নাহিঁ এথা কিসে লাজা ॥১১১ ॥ আহ্মার বচনে পুতা নেবারত মনে। ১২২ ॥ ছাড়িতেঁ না পারে সে তো কদমের তল ॥ ১৬১ ॥ [যে :] আহ্মে যে কৃষ্ণ হরি বনমালী ৪৭।

পুথির এবং মুদ্রিত (দ্বিতীয় সংস্করণের) কতকগুলি আপাতভ্রান্ত পাঠের সংশোধন নিম্নে দেওয়া গেল। সংশোধিত পাঠ বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত হইল।

সময় উপেখিআঁ (=অপেখিআঁ) ১ ; খোণেকেঁ (=খণেকেঁ) ১ ; উন্নত গণ্ড কপোল (=কপোল গণ্ড) খীনে ৪ ; রস ণিরকারণে (=রমণীর কারণে) ১০ ; হাণে (=হেন) কুলে ১৩ ; দণ্ডীদাসে (চ—) ১৩ ; কৌণোঁ (=কৈলোঁ) ২৩ ; গোআলী...দড়া। গিরি...মোথড়া॥ (=...দড়ী।...গোবালী॥ পুথি) ২৩ ; হাক (=যাক প্র-সং) ২৫ ; নহে (=রহে) ৩৪ ; কর কূলআঁ (=কর কুত লআঁ) ৪৯ ; তাহার হোতিত নহে আহ্মার মরণ (=তাহার উচিত নহে আহ্মার রমণ) ৫৬ ; হরিএঁ (=হরিষেঁ) ৬০ ; ভাবে (=ভারে) ৮২ ; তবায়স্তাবিকঃ কুতঃ (=তবায়স্তারিকঃ কৃতঃ) ৮২ ; খরাখরমুবাচ (=খরাক্ষরমুবাচ) ৮৮ ; আর (=আহ্মার) ১০৫ ; কালীর সাপ (=কালীয়) ১০৯ ; বড়ায়ি (=বড়ুয়ি) ১১৯ ; করি তলে (=করতলে) ১২০ ; তিন উপকার (=তিল) ১০৪ ; তোহ্মাত (=তোহ্মাতে পুথি) ১২২ ; বিসরিল (=বিরসিল পুথি) ১৩৭ ; বুঢ় (=বড় পুথি) নয়নে ১৩৭ ; রতিঞঁ (=রাতিঞ) পোহাইবোঁ ১৩৯ ; হারা (=তাহার) উদ্দেশে ১৪১ ; সঘনে (=গমনে) ১৪৬ ; না শুণিলোঁ তোর বোল আঁজাইতেঁ (=লআঁ জাইতেঁ) পাণী ১৬৫ ; তোহ্মা সহ্মে (=সমে) কেলি ১৬৬ ; যা য়ানাহী না জাণে (=যা নাহী জাণে) লোক ১৮১। ন-কার ল-কারের বিপর্য্যয় বিস্তর আছে। বাহুল্য বোধে সেগুলি প্রদর্শিত হইল না।

শ্রীসুকুমার সেন

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৮৬৪-৬৫)

সাপ্তাহিক পত্র

বিজ্ঞাপনী

১৮৬৫ সনের মার্চ মাসে ঢাকা হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার প্রকাশকাল জানা যায় :—

> The Week. *Thursday, 23rd March.* We have received the first number of a new vernacular paper started in Dacca called the Begaponi or the *Advertizer.* We are glad to notice that the quandum capital of Mahomedan Bengal is getting strong in its press. (The *Hindoo Patriot* for 27 March 1865).

'বিজ্ঞাপনী' পত্রের অধ্যক্ষ ছিলেন গিরিশচন্দ্র রায়। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 'ঢাকা-প্রকাশে'র কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই নূতন সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক হন।

১১ই কার্ত্তিকের 'বিজ্ঞাপনী'তে সম্পাদক ব্রাহ্মধর্ম্মের সপক্ষে কিছু লেখায় হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার জনৈক সভ্য বিষয়টি 'বিজ্ঞাপনী' পত্রের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র রায়ের গোচর করেন। এই ব্যাপারে সম্পাদক স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সনের ১৭ই নবেম্বর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এই প্রসঙ্গে লেখেন :—

> অবগতি হইল, ইতিপুর্ব্বে বিজ্ঞাপনীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সাপক্ষে কিছু লিখিত হওয়াতে, ঢাকাস্থ প্রাচীন সম্প্রদায় তৎ অধ্যক্ষ গিরিশ বাবুকে অনুযোগ করেন, গিরিশ বাবু সম্পাদককে ভবিষ্যতে উক্ত রূপ লিখিতে নিষেধ করিবাতে স্বাধীনচিত্ত সম্পাদক কার্য্য পরিত্যাগ করেন। সেই কারণে বিজ্ঞাপনী এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। পুনর্ব্বার উক্ত সম্পাদক পুর্ব্বমত স্বাধীন চিত্ততা লাভ করাতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এ-পর্য্যন্ত 'বিজ্ঞাপনী' পত্র ঢাকায় প্রকাশিত হইতেছিল। ১৮৬৬ সনের প্রথম ভাগে 'বিজ্ঞাপনী' প্রেস ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয় এবং সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও ঢাকা ত্যাগ করেন। ১৮৬৬ সনের ২২এ এপ্রিল (১০ বৈশাখ ১২৭৩) 'ঢাকাপ্রকাশে' নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হয় :—

> বিজ্ঞাপন। এতদ্দারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে "বিজ্ঞাপনী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমার নিকট কয়েক খণ্ড মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তক এবং কয়েকখানি পত্রিকা রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহার২ তাহাতে স্বত্ব আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পুর্ব্বক ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রালয়ে আমার নিকট তত্ত্ব করিয়া লইয়া যাইবেন। শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ রায়।

এই বিজ্ঞাপনের ঠিক নীচেই ময়মনসিংহ বিজ্ঞাপনী প্রেসের একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত আছে। উহা পাঠে জানা যায়, উক্ত প্রেস ও 'বিজ্ঞাপনী' পত্রিকা ঢাকায় ছিল; বিজ্ঞাপন প্রকাশের কিছু পূর্ব্বে প্রেস ও পত্রিকা ময়মনসিংহে লইয়া যাওয়া হয়।

হিন্দু হিতৈষিণী

১২৭২ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৫) মাস* হইতে ঢাকায় 'হিন্দু হিতৈষিণী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের উদয় হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন—হরিশ্চন্দ্র মিত্র। 'হিন্দু হিতৈষিণী' প্রকাশিত হইলে 'হিন্দু পেট্‌রিয়ট' লিখিয়াছিলেন :—

> The Week. *Wednesday, 12th April.* We have received the first number of a Bengali periodical, entitled the *Hindoo Hetoisheenee,* and published in Dacca. The avowed object of this paper is to defend the Hindoo religion and ceremonies. (17th April 1865).

'হিন্দু হিতৈষিণী' ঢাকার একমাত্র সমাচার-পত্র নহে। এই সময়ে ঢাকায় আরও কয়েকখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ১৮৬৫, ১৯এ এপ্রিল তারিখে ঢাকার সমাচার-পত্র সম্বন্ধে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

> ...এক্ষণ ঢাকায় কয়েকটী বাঙ্গলাযন্ত্র এবং বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রচার হইয়া দেশের মহতী মঙ্গল সাধন হইতেছে। নীলকর হিতাকাঙ্ক্ষী বিখ্যাত ফর্ব্বস সাহেব অতি প্রথমে ঢাকায় একটী ইংরাজী মুদ্রাযন্ত্র ও তাহা হইতে ঢাকা নিউস প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।... ঢাকাতে এক্ষণ তিনখানি সাপ্তাহিক বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রচার হইয়া থাকে। কলিকাতায় যে যে বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকাপ্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে। হিতৈষিণীর অবস্থা তাদৃশ সন্তুষ্টজনক নহে।

'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকা ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী সভার মুখপত্র ছিল। ১৮৬৫ সনের ১১ই জুলাই তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' প্রকাশ :—

> ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী সভা। অল্প দিন হইল ঢাকায় হিন্দু হিতৈষিণী নামে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তত্রত্য সুশিক্ষিত ব্রাহ্মদিগের দৈনন্দীন উন্নতি দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থে প্রাচীন সম্প্রদায়িরা এই সভা করিয়াছেন। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকাখানি এই সভার মুখস্বরূপ; বিধবাবঙ্গাঙ্গনার লেখক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রিকাখানি লিখিতেছেন। হরিশ বাবু এতকাল চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবাদের সাপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এক্ষণ তাহাদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্ত্তন অনন্তবনীয়!

'হিন্দু হিতৈষিণী' ঘোর ব্রাহ্মবিরোধী ছিল। 'ঢাকাপ্রকাশ' তখন ব্রাহ্মমতাবলম্বী পত্রিকা ছিল; এই কারণে 'হিন্দু হিতৈষিণী' সময়ে সময়ে 'ঢাকাপ্রকাশে'র বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৬৫ সনের ২৫এ আগষ্ট 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' মন্তব্য করিয়াছিলেন :—

> ঢাকা প্রকাশ ও হিন্দু হিতৈষিণীর যারপর নাই বাক্যযুদ্ধ চলিতেছে। হিতৈষিণী জন্মিয়া অবধি ঢাকা প্রকাশের বিরুদ্ধে চলিতেছেন। সারমেয় ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হইতেছে। হিতৈষিণী

* "ঢাকা হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার মুখপত্র", 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকার প্রকাশকাল "১২৭১ সাল" বলিয়া কেদারনাথ মজুমদার উল্লেখ করিয়াছেন ('বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৪২১ পাদটীকা)। ইহা ঠিক নহে। তিনি অন্যত্র (পৃ. ৩৬৩) আবার 'হিন্দু হিতৈষিণী'কে "মাসিক পত্রিকা" বলিয়া বসিয়াছেন।

যে প্রকার লিখিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমরা হিতৈষিণী পাঠ করিয়া রসরাজের বিরহজনিত দুঃখের কথঞ্চিৎ নিবারণ করিতে পারিব।

পুনরায় ১৮৬৬, ৩১এ মার্চ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 'হিন্দু হিতৈষিণী' সম্বন্ধে লেখেন :—

> হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদক ও হিন্দু সমাজ।—হিন্দুহিতৈষিণী সম্পাদক আজি কালি স্বীয় নামের উপযুক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। হিতৈষিণী জন্ম পরিগ্রহ করিয়া অবধি ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়া আসিতেছেন।

কয়েক বৎসর 'হিন্দু হিতৈষিণী' পরিচালন করিবার পর হরিশ্চন্দ্র মিত্র একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। ইহা "ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে" হইতে প্রকাশিত "মিত্র-প্রকাশ। সাহিত্যবিষয়ক পত্র"। প্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্রে ইহার প্রকাশকাল "১২৭৭, ৩০ বৈশাখ" (১৮৭০, মে) দেওয়া আছে।

কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন :—

> তিনি [হরিশ্চন্দ্র] হিন্দু হিতৈষিণীর কার্য্য ত্যাগ করিলে বাবু আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত হিতৈষিণীর সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১২৮৪ সাল পর্য্যন্ত হিন্দু হিতৈষিণী পরিচালিত হইয়াছিল। *

রাজনীতি সংগ্রহ

'রাজনীতি সংগ্রহ' একখানি সাপ্তাহিক সমাচার-পত্র ; ১২৭২ সালের ৬ই বৈশাখ (১৭ এপ্রিল ১৮৬৫) কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়। মহারাণী স্বর্ণময়ী ইহার স্থায়িত্বের জন্য এক শত টাকা দান করেন। ১৮৬৫ সনের ১৫ই মে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' এই সাপ্তাহিক পত্রখানির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

> রাজনীতি সংগ্রহ নামক একখানি নূতন সংবাদ পত্রিকা সম্প্রতি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে. আমরা তাহার তৃতীয় সপ্তাহের পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার সম্পাদক শ্রীযুত বাবু রামগোপাল বসু মল্লিক মহাশয়, প্রতি সোমবার ভবানীপুর চড়কডাঙ্গার অপূর্ব্ব রত্নোদয় যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্পাদক মহাশয় ইহাতে যেসকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যদিস্যাৎ পরমেশ্বর প্রসাদাৎ উহা রক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে যথার্থই দেশের উপকার হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। [তিন] সপ্তাহের পত্রিকারই আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, আমরা সাদর পূর্ব্বক ইহার সার মর্ম্ম সমুদয় পাঠকবর্গের গোচরার্থ সম্পাদকীয় উক্তিস্থলে গ্রহণ করিলাম। তত্ত্বকথা, সুসঙ্গীত, রাজনীতি, বহুবার্ত্তা, বিজ্ঞাপন এবং ব্যাকরণ, অভিধান, ইতিহাস, উপাখ্যান, কাব্য, নাটক প্রভৃতি প্রায় ১৫।১৬টী সর্ব্বসাধারণের পরমোপকারজনক ও বিজ্ঞানসূচক বিষয় সকল প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে কি পত্রের কলেবর 'দীর্ঘ' এবং দুই ফরমায় প্রকাশ হইতেছে, তজ্জন্য ভরসা করি, অনেক বিষয় কিঞ্চিৎ করিয়া লেখা হইতে পারে। ফলতঃ বর্ত্তমান কালের গতিক দেখিয়া আবার মনে২ বিবিধ আশঙ্কাও উপস্থিত হয়, কি জানি, পাছে অচিরকাল মধ্যে লীলা সম্বরণ করে। কারণ এক্ষণে সংবাদ পত্রের অনেক গৌরবের হানি হইয়াছে, আর সে সকল দিন নাই, সে মনুষ্য নাই এবং তাদৃশ উৎসাহও নাই, কিম্বা অর্থ দিয়া সাহায্য করে, তেমন পরোপকারী বদান্যবর লোকও দেখিতে পাই না। আমরা কতিপয় বৎসরের মধ্যেই দেখিলাম যে, বহুবিধ সমাচার পত্রের যেমন জন্ম, তেমনি মরণ হইয়াছে, যাহাকে এক বৎসর কাল জীবিত দেখিয়াছি, তাহাকে মনে করিয়াছি যে, ইহা বহুকাল প্রকাশ

* 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য,' পৃ. ৪২১ পাদটীকা।

হইতেছে, নতুবা ছয় মাসের অধিক কাহাকেও ভারতভূমে অবস্থিতি করিতে হয় নাই। যাহা হউক, আমাদিগের প্রার্থনা এই যে, সংবাদ পত্রের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয়, ততই দেশের উপকার হইতে পারে। বিশেষতঃ উহাতে লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি, দিকদর্শন এবং সভ্যভবাতা প্রভৃতি অনেক বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের সম্ভাবনা আছে যে হেতু বহুবিধ শাস্ত্রের আলোচনা এবং মর্ম্ম প্রকাশ হইয়া থাকে, কেবল সমাচারই প্রকটিত হয় এমন নহে। যাহা হউক, রাজনীতি সংগ্রহ সম্পাদক মহাশয়, যেরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিলেই তিনি দশের নিকট অবশ্যই যশের ভাগী হইবেন, আর তাঁহার পত্রিকা জনসমাজে সমাদরণীয় হইতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইতেছে এক্ষণে যাহাতে চিরস্থায়ী হইতে পারে, তাহার চেষ্টা দেখা আবশ্যক।

এই রাজনীতি সংগ্রহের জন্ম দিবস ৬ই বৈশাখ সোমবার, ইতি মধ্যেই দুই ফরমার হিসাবে তিন সপ্তাহের পত্রিকা প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে সম্পাদক মহাশয়ের প্রশংসা অবশ্যই করা যাইতে পারে। প্রথম সংখ্যায় পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মস্তোত্র, পদ্য, সঙ্গীত, তৎপরে উপক্রমণিকা এবং সম্পাদকের আত্মবৃত্তান্ত তদনন্তর প্রাণীতত্ত্ব। দ্বিতীয় সংখ্যায় আইন, রাজনীতি, প্রেরিতপত্র, বিজ্ঞাপন। তৃতীয় সংখ্যায় কতকগুলীন পদ্য, আইন প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি প্রকটিত হইয়াছে, যতগুলীন বিষয় বর্ণিত হইল, ইহার একটীও অপ্রয়োজনীয় নহে, সকলই দেশের উপকারজনক বলিতে হইবে। যাহা হউক এই দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সম্পাদক মহাশয় যেন লব্ধকাম হন।...

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র আশঙ্কাই শেষে ফলিয়াছিল। 'রাজনীতি সংগ্রহ' দুই মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই; ১৮৬৫ সনের ৯ই আগষ্ট তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পাঠে তাহা জানা যায়।*

হিন্দুরঞ্জিকা

ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধার জন্য কতকগুলি সাময়িক পত্রের উদ্ভব হয়। আবার এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-স্রোত রোধ করিবার জন্য কয়েকটি হিন্দু সভা-সমিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রস্বরূপ এক-একখানি পত্রিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুরঞ্জিকা' অন্যতম। 'হিন্দুরঞ্জিকা' প্রথমে মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশ্রীনাথ সিংহ রায়। ১২৭২ সালে, খুব সম্ভব পৌষ মাসে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র জন্ম। ১৮৬৫ সনের ১১ই ডিসেম্বর (২৭ অগ্রহায়ণ ১২৭২) তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 'হিন্দুরঞ্জিকা' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

হিন্দু হিতৈষিণীর বিজ্ঞাপন স্থলে দৃষ্ট হইল, বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে 'হিন্দুরঞ্জিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। শ্রীযুত শ্রীনাথ সিংহ রায় উহার সম্পাদক। হিন্দু ধর্ম্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল উহাতে ক্রমশঃ প্রচার হইবে। হিন্দুদিগের এই সকল কার্য্য দ্বারা আমরা পরম সুখী হই। কিন্তু তাঁহারা অসাময়িক পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন।

১২৭৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৬৮) মাস হইতে সাপ্তাহিক রূপে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র নবপর্য্যায় প্রকাশিত হইতে সুরু হয়। ১৮৬৮ সনের ১৩ই এপ্রিল তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে 'হিন্দুরঞ্জিকা'র সাপ্তাহিক রূপ ধারণ করিবার কথা জানা যাইবে :—

হিন্দুরঞ্জিকা। বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে থাকিবে। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুসমাজের সংবাদ-

* 'ভারতবর্ষ', ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৫১।

পত্রোপযোগী বিবিধ বিষয় লিখিত হইবে। আয়তন ৬ ফর্ম্মা ; মূল্য বার্ষিক ৫ টাকা ; এতদ্ব্যতীত প্রদেশীয় গ্রাহকগণকে বার্ষিক ডাকমাশুল ৩ টাকা দিতে হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলে পত্রিকা পাইতে পারিবেন।

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা | শ্রীশ্রীনাথ সিংহ রায়
১২৭৪। ৫ই চৈত্র | বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক।

নবপর্য্যায় 'হিন্দুরঞ্জিকা'র কণ্ঠে এই শ্লোকটি আছে :-

ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ॥

১৩৪১ সালের ২১এ জ্যৈষ্ঠ (৬৫ ভাগ, ৫ম সংখ্যা) তারিখের নবপর্য্যায় 'হিন্দুরঞ্জিকা'য় এই পত্রিকার জন্মকথা বিবৃত হইয়াছে ; ইহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

নবপর্য্যায় হিন্দুরঞ্জিকার দীর্ঘ ৬৫ বৎসরের কর্ম্মময় কাহিনী।... অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল বাংলার মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র সহরে বসিয়া রাজসাহীর কতিপয় উৎসাহী সাহিত্যিক...এই হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকাখানির মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন...।

...কলিকাতায় তদানীন্তন হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া হিন্দু যুবকগণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। দলে দলে হিন্দুগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন। এই স্রোত রোধ করিবার জন্য—এবং হিন্দুধর্ম্মের আদর্শকে সুগঠিত ভাবে প্রচার করিবার জন্য রাজসাহীতে একটি ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত এই হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

"বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা" এখনও সগৌরবে নিজ কার্য্যে রত আছে—এই ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই অবৈতনিক ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ হিন্দুরঞ্জিকা পরিচালনা করেন।...

বর্ত্তমান ধর্ম্মসভা গৃহ হিন্দুরঞ্জিকার কার্য্যালয় ১২৭২ সালে নাটোরাধিপতি রাজা আনন্দনাথ রায় বাহাদুর নির্ম্মাণ করেন। তাহেরপুরের রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর উক্ত সভার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন। তখন রাজসাহীতে কোনও প্রেস ছিল না। কাজেই ১২৭২ [১২৭৮ ?] সাল পর্য্যন্ত এই সভার পত্রিকা হিন্দুরঞ্জিকা ও ব্যবস্থাদি ঢাকা ও অন্যান্য স্থান হইতে মুদ্রিত করা হইত। হিন্দুরঞ্জিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ সিংহ। হিন্দুরঞ্জিকা তৎকালে মাসিক পত্রিকা ছিল। ঢাকায় ছাপা হওয়াতে অসুবিধা ও বায়াধিক্য হইতে থাকায় ১২৭৮ সালে রাজসাহীর দুবলহাটীর রাজা হরনাথ রায় চৌধুরী রাজা উপাধি লাভ করিয়া সভার এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে পুস্তক, সংবাদপত্র ও ব্যবস্থাদি মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র খরিদ করিতে এক হাজার টাকা ও গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় ভার বহন করেন। তাঁহার অর্থে প্রেস আনয়ন করা ও গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই সময় হইতে হিন্দুরঞ্জিকা পত্রিকা রাজসাহী হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন পত্রিকায় সাধারণের জাতীয় বিষয়ের স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা প্রকাশিত হইত। ঐ ব্যবস্থা ধর্ম্মসভার কার্য্যকরী সমিতি আচার্য্যের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া প্রকাশ করিতেন। পত্রিকায় তখন কেবল মাত্র সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। রাজনীতি বা অন্য কোন রকম বিষয় তখন প্রকাশিত হইত না। ধর্ম্মশাস্ত্রের অনভিজ্ঞতারূপ তমঃ নাশ করিবার উদ্দেশ্য আছে বলিয়া হিন্দুরঞ্জিকার প্রেসের নাম তমোঘ্ন যন্ত্রালয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল।

'হিন্দুরঞ্জিকা' এখনও চলিতেছে। **(ক্রমশঃ)**

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানন্দের হরিবংশের প্রাচীন সংস্করণ ও কবির জন্মস্থান

ভবানন্দের হরিবংশের এক মনোজ্ঞ সংস্করণ বিগত ১৩৩৯ সালে ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতঃপূর্বে রায় মহাশয় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য়' এই কবি ও তাঁহার কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকেরই ধারণা—গ্রন্থখানি অপরিচিত ও অপ্রকাশিতপূর্ব। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। শ্রীহট্টে এই গ্রন্থ (অন্ততঃ পক্ষে ইহার সঙ্গীতাংশ) সাধারণ লোকের মধ্যে বিশেষ পরিচিত। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে সিলেটী নাগরী অক্ষরে ইহার সঙ্গীতাংশের এক সংস্করণ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংস্করণের আখ্যাপত্র এইরূপ,—

আল্লাহুগণী

মুজমা রাগ হরিবংশ

প্রথম খণ্ড।

মায়ে তনের বারমাশী।

৺ দিন ভবানন্দ ও অন্যান্য ফকিরানের দ্বারা

রচিত

শ্রীমহাম্মদ আফজল মিয়ার দ্বারা সংগৃহীত।

'পরকাশকের আরজ'এ প্রকাশক মহাশয় জানাইয়াছেন,—

"হরিবংশ পেরমরশ শুনল শমন্দ ॥
রচনা করিআছিল দিন ভবানন্দ *
পেরমরশ রংগরশ ভকতিরশ আর ॥
ভবানন্দ বিনে তারে বুঝি উঠা ভার *
তাহার পেরমের পেরমী জেই জন হএ ॥
শেই শে বুজিতে পারে রশ শমুদএ *
তন রাধা মন কানু বিধাতার লিলা ॥
লুকে বুজিতে কইলা রাধা কানাইর খেলা *
মুর শংগে জদি পরভুর পেরম না হইত ॥

১। বঙ্গাব্দ ১৩৩২। ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১।

না জনমিত ভব মহী শুইনাকার রইত *
তনে মনে দুহে জদি পেরম না হইত ॥
ওরুপ শরুপ কাএআ কিছু না জানিত *
পেরম ওমুইল্ল ধন ভাই শুনহ শবাই ॥
পেরম বিনে কিছু মাতর চিনন না জাএ *
না বুজিআ পড়িলে কিবা হএ হিত ॥
রাগ রংগেতে খালি আকুল হএ চিত *
ওনেক লুকের আমি খাইশ দেখিআ ॥
তেকারনে লেখি আমি পএআর ছাড়িআ *
লুক শব পড়িআ খুশি হইবে দিলেতে ॥
আমাকে করিবে দুআ ইমানে থাকিতে *
এগারশ ছাপান্নই আটাইশ পউশেতে ॥
লেখিছিল এক হিন্দু পুথি বাংগালাতে *
ওনেক মেহনতে আমি শে পুথি পাইনু *
লেখেছিল জেমতে সেমতে উঠাইনু *
আর এক পুস্ত মর মহামনদ জকি নাম ॥
তিনির নাগরি পুথি এক পাইলাম *
আর আর পুথি শব একতর করিআ ॥
লেখিলাম ভালমতে দুরুস্ত করিআ *
ইহাতে জদি ভুলচুক পাইবেক খাতা ॥
মেহের কিরআ (করিআ ?) মুজে করিবেন আতা *
আর কি লেখিমু ভাই শবাকে ছালাম ॥
জানিবেন ছুট বড় জতেক ইছলাম *
দিন মহামনদ আফজল জান মেরা নাম ॥
ছিরিহটট জিলার মইধে শুআইটুলা মুকাম *"

প্রকাশক তাঁহার দ্বিতীয় আরম্ভে লিখিয়াছেন,—

"তের শত তের শালে হইআছে ছাপ ॥
পরকাশকের ভুল খাতা করিবেন মাপ *"

উপরোক্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই হরিবংশ হিন্দুগণ বাঙ্গালায় এবং মুসলমানগণ নাগরী অক্ষরে লিখিতেন এবং এই উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই ইহার যথেষ্ট প্রচার আছে। প্রকাশক তাঁহার মুসলমান ভাইদিগের মধ্যে ইহার যথেষ্ট 'খাইশ' (demand) দেখিতে পাইয়াই ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন। প্রকাশকের সহিত কথোপকথনে জানিতে পারা গেল যে, তাঁহার মতে ভবানন্দ আউলিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনা এইরূপ,—

"পরথমে আরমভি নাম পরভু নিরাকার ॥
জাহার ওশিম রাইজ্জ ওতি শুবিস্তার *
মুনি রিশি আদি জত জার পেরমে মজে ॥
পেরমভাবে ভকতিরসে সদাএ জারে পুজে *
মহাপুরুশ কত শত আশিআ ভবে ॥
উরধপদে অনুক্কনে জার পদ সেবে *
হেন নিরঞ্জন পরভু বুঝি নিরবুংশ ॥
শংখেপে রচিল পুইন শুলক হরিবংশ *
ভারতভুমিতে জনমে রাজা জনমেজএ ॥
পরিককিত ওউরশে জনম শারদা তনএ *
শিরিংগ মুনি শাপে হই ওতি ভোগ ॥
করমাগত শুনিলেন গিতা ভাগবত *
ওশটাদশ ভারত শুনে কিশনের কাহিনি ॥
জনমেজএ শুনে কহে বিআশ মহামুনি *
হরিবংশ পুইনকথা ওমিরতলহরি ॥
রাধাকিশনের পেরম ওতি মাধুরি *
শুনিআ হরিশ রাজা জিংগাশে আবার ॥
বিনএপুরবক কহে করি পরিহার *
চারি বেদে জত কথা কহিলা মহামুনি ॥
বিস্তারিআ হরিবংশ শুনান আপনি *
এ বড় বিশএ মুনি জিংগাশিলে তুমা ॥
ছিরি ওংগে কিমতে লিন হইল তিলত্তমা *"

তবে ইহাতে আখ্যানভাগ বাদ দিয়া কেবল গানগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। অনেকগুলি গানই মিলিয়া গেল, তবে মাঝে মাঝে পাঠভেদ রহিয়াছে। এই উভয় পুস্তক হইতে একটি গানের নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হরিবংশ (১৩ পৃষ্ঠা)।

বসন্ত রাগ।

"না বোল না বোল কাহ্নাই না হয় উচিত।
ছাওয়াল হইয়া কথা কহ বিপরীত ॥ধ্রু॥ (৫৮৫)
বাটোয়ারি কর কাহ্নাই ঘাটের কূলে বসি।
কেশ হনে এড় হাত ভাঙ্গিব কলসি ॥
বনে থাক ধেনু রাখ কিবা জান আর।
হৃদয়ে না দিও হাত ছিড়া যাইব হার ॥
সব সখী গেল ঘরে রহিলুঁ একেশ্বর।
শাশুড়ী ননদী আগে কি দিমু উত্তর ॥

মুজমা রাগ হরিবংশ (৬-৭ পৃষ্ঠা)।

"না বল না বল কানাই রে না হয় রে উচিত ॥
ছাবাল হইয়া তুমি কেনে বল বিপরিত * ধুআ *
বাটওআরি কর তুমি ঘাটের কুলে বশি ॥
কেশ হনে ছাড় হাত ভাংগিব কলশি *
বনে থাক ধেনু রাখ কিবা জান আর।
রিদয়ে না দিও হাত ছিড়িব গলার হার *
শব শখি ঘরে গেলা রহেনু একাশর ॥
শশুড়ি ননদির আগে কি দিমু উত্তর *

মাতুলবনিতা তোর শুন রে কাহ্নাই।	মাতুলবনিতা তর শুন রে কানাই ॥
পথ ছাড়ি দেও মোরে জল লইয়া যাই ॥	পন্থ ছাড়ি দেও ঘরে জল লইয়া জাই *
কানু বলে কায্য নাহি এসব সম্বন্ধে।	কানু বলে কাজ নাই এ শব শমন্দে ॥
দান দিয়া ঘরে যাও বলে ভবানন্দে ॥" (৫৯৫)	দান দিয়া ঘরে জাও বলে ভবানন্দে *"

মুজমা রাগ হরিবংশে বিভিন্ন কবির এইরূপ মোট ১৭০টি গান ও তনের (তনুর) বারমাসী বা দেহতত্ত্বের গান সংগৃহীত হইয়াছে। এতন্মধ্যে ১৪৯টি গান 'দীন ভবানন্দ' এবং একটি 'দীন' ভণিতাযুক্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হরিবংশে ১২৫টির বেশী গান নাই। উভয় হরিবংশে প্রায় সত্তরটি গানের মিল পাওয়া যায়। মুজমা রাগের ৭১ সংখ্যক গানটিতে 'গউর' (চৈতন্যদেব), 'আল্লা' ও 'ছালাম' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গানটি ঢাকার হরিবংশে নাই। এই গানটি প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও হিন্দু ভবানন্দের রচিত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিতেছে।

মুজমা রাগে ভবানন্দের ভণিতাযুক্ত গানগুলিতে অনেকগুলি রাগ ও রাগিণী ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—বসন্ত, মইউর (ময়ূর), ধানসী, তুড়ি, বড়ারি, বিলাওল (বেলোয়ার), পটমঞ্জরি, নট, সুহি, কেদার, সামঘড়া (শ্যামগড়া), ভাটিওল, কামুদ (কামোদ), গান্দার, বেহার, ছিরি (শ্রী), সিন্ধুরা, আশওয়ারি, বাওরি, মনভুলা, মউরি (ময়ূরী বা মধুরী), করুনাল, পাহাড়ি, মিনতি, জলসম্বাদ, সারংগ, উদাএতুড়ি, বিআঘড়া, কুনজরি, বনবাসি, ভুপালি, কইলান (কল্যাণ), বউবনড়ি, কানেসর, গমআর, করুণা, কামরুপ, রংগিল, লওআর, করুনাট, বাউল, নাগুদা, হেমতুড়ি, সাম, মাল্লার, করুণা ভাটিওল, মধুপুরি, আহির, ভাড়িওল ও রাগ ভুরের (প্রভাতী)। ইহা ভিন্ন ঢাকার হরিবংশে আরও কতকগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—গৌরী, ভৈরব, ধামাইল, নাগুদা ভাটিয়াল, নাগুদা কাফি, নাগুদা খোলতা, মালসী, সায়র, ভাটিয়ল বসন্ত, মোহন কামোদ, বিভাস, গামট্ট, সুহিবেলয়ার, নাগুদা তুড়ি, সোমমোহন, হেম ভাটিয়ল, হেমমঞ্জরী, দুঃখী ভাটিয়াল, বিভাস নাগুদা, হেমতুড়ি, দুঃখী বড়ারী, প্রেমবরাড়ী ও মালশী।

কবির জন্মস্থান লইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যায়। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় হরিবংশের ভাষা ও রস-ভাবের আলোচনা দ্বারা কাব্যখানাকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ও শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ, কুমিল্লা বা পশ্চিম-শ্রীহট্টে রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন[২]। ঠিক অনুরূপ প্রমাণে আবার কেহ মনে করেন, কবি রাঢ়বাসীও হইতে পারেন।[৩]

কবি ভবানন্দকে আমরা শ্রীহট্টবাসী বলিয়াই মনে করি শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকার শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে[৪] শ্রীহট্টবাসী গ্রন্থকার ও তাঁহাদের কৃত গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে দীন ভবানন্দের নাম পাওয়া যায়। এই ভবানন্দ হরিবংশ ভিন্ন পদ্মাপুরাণ, লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয় ও সঙ্গীত-রচয়িতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন

২। ভূমিকা, ৪৮/০ পৃষ্ঠা। ৩। প্রবাসী, ১৩৩১, মাঘ, পৃঃ ৫.।
৪। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, উত্তরাংশ, ৪র্থ ভাগ, পরিশিষ্ট, ১১ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থ-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় যে পুথিগুলি অবলম্বন করিয়া এই 'হরিবংশ' কাব্যখানি সম্পাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'গ'-চিহ্নিত পুথিখানিই সর্ব্বপ্রাচীন। এই পুথির শেষে লিখিত আছে,—"নিজ পুস্তক শ্রীভবদেব সর্ম্মনঃ হস্থ অক্ষর শ্রীহরবল্লব দেবদাসঅস্ত ইতি সন ১০৯৬ সাল মাহে ২১ আশ্বিন রোজ সাং মৌজে বতরি। সাং পং কুরস মৌ বেতকান্ধি। জথা দৃষ্টং তথা লখীতং লেকক নাস্তি দুসকং। রবিবার৫।" ইহার প্রাপ্তিস্থান ময়মনসিংহ জেলা, সুতরাং সতীশবাবু ইহা ময়মনসিংহের পুথি বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে কুরস (বর্ত্তমান কুরশা) পরগণা ও বেতকান্ধি মৌজা শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত। ইহা হইতে বুঝা যায়—হরিবংশের প্রাচীনতম পুথি শ্রীহট্ট জেলায় লিখিত। তাহা ছাড়া, শ্রীহট্টে হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ লোকের মধ্যে এই গ্রন্থের বহু প্রচলন দেখিয়াও কবিকে শ্রীহট্টের লোক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারাও কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়াই মনে হয়। ভবানন্দ লিখিয়াছেন,—

"খনে খনে হালে খনে হয় কাইত।
ছাওয়াল ভাগিনা নহে হাওরের ডাকাইত॥ ২০৮৩

হাওর শ্রীহট্ট জেলার একটি বিশেষত্ব। অচ্যুতবাবু লিখিয়াছেন৬—"হাওর শব্দটি শ্রীহট্টেই শুনা যায়। প্রান্তর ইহার ঠিক অনুবাদ না হইলেও উহার অনেকটা ভাব প্রকাশ করিতে পারে। বর্ষার অনতিগভীর জলমগ্ন ভূভাগ—যাহার অধিকাংশই হেমন্তে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাকেই এতদঞ্চলে হাওর বলে।" এই অংশের পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—"'হাওর' শব্দটি বোধ হয় 'সাগরের' অপভ্রংশ। ফলতঃ বর্ষায় হাওরগুলিকে এক একটি সাগরের ন্যায় দেখায়।" অচ্যুতবাবু শ্রীহট্টের ২৫টি হাওরের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ভিন্ন আরও বহুতর হাওর আছে। এত হাওর আর কোথায়ও আছে বলিয়া জানি না।

ভবানন্দ গামারী কাঠের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"ভাঙ্গা নাও নহে মোর গামারীর সার।
আছুক মানুষ হস্তী ঘোড়া করি পার॥"২০৫৯

শ্রীহট্টের জঙ্গলে গামারী বা গম্ভারীকাঠ পাওয়া যায়, সুতরাং শ্রীহট্টে গামারীর সারের প্রচলন থাকা খুব সম্ভবপর। কিন্তু রাঢ়ের কোথাও গামারীর সারের নৌকার প্রচলন থাকার কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে কি?

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

৫। ভূমিকা, ।০ পৃঃ।
৬। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, পূর্ব্বাংশ, ১ম অং, ২য় ভাগ, ১৪-১৫ পৃঃ।

গণিতের পরিভাষা

[গত সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

Mechanics—বলবিদ্যা

* Acceleration—বেগোপচয়
* ,, , angular—কৌণিক ,,
* ,, , areal—ক্ষেত্রীয় ,,
* ,, , centre of—বেগোপচয়-কেন্দ্র
* ,, , tangential—স্পর্শীয় বেগোপচয়
* ,, , total—সমগ্র বেগোপচয়
* ,, , uniform—সমবেগোপচয়
* ,, , variable—অসম বেগোপচয়
* accelerated motion—বর্দ্ধমান গতি
* accelerating force—বর্দ্ধমান বল
* advantage—সুবিধা, সৌকর্য্য
* alternative (proof)—বৈকল্পিক
* amplitude (of vibration)—প্রসার
* anticlock-wise—বামাবর্ত্ত
* angular acceleration—কৌণিক বেগোপচয়
* angular velocity—কৌণিক বেগ
* apparent—অবাস্তব

application (of force)—প্রয়োগ

arm (of couple)—বাহু

* at rest—স্থির

attraction—আকর্ষণ

* ,, , mutual—পরস্পরাকর্ষণ

,, , of gravitation—মাধ্যাকর্ষণ

* Atwood's machine—এটুড যন্ত্র

average—গড়

* axis of projection—প্রক্ষেপাক্ষ

axle—নাভিদণ্ড

Balance—তুলা

,, , beam of a—তুলাদণ্ড

,, , spring—স্প্রিং তুলা

* ,, , torsion—মোটন তুলা

beam—দণ্ড

* body—পিণ্ড

Capacity—ধারকত্ব, সামর্থ্য

centre of gravity—ভারকেন্দ্র

* of inertia—জড়কেন্দ্র
* of mass—জড়মান-কেন্দ্র
* , mean—মধ্যকেন্দ্র
* of motion—গতিকেন্দ্র
* of oscillation—দোলনকেন্দ্র
* of pressure—চাপকেন্দ্র
* of suspension—অবলম্বনকেন্দ্র
* centrifugal force—কেন্দ্রাপসারী বল
* centripetal force—কেন্দ্রাভিমুখ বল
* c. g. s. system—মেট্রিক পদ্ধতি

circular motion—বৃত্তাকার গতি

* clock-wise—দক্ষিণাবর্ত্ত
* coefficient of elasticity—স্থিতিস্থাপকতার উপগুণক
* coefficiant of friction—ঘর্ষণোপগুণক

collision—সংঘর্ষ

common—সাধারণ

* component force—সাধন বল
* component velocity—সাধন বেগ
* compasses, pair of—কর্কট
* composition of forces—বলসংকলন
* compressibility—সঙ্কোচ্যতা
* compression—সঙ্কোচন

cone—বৃত্তসূচী, শঙ্কু

* cone of friction—ঘর্ষণশঙ্কু

conical pendulum—শঙ্কুদোলক

* conservation—নিত্যতা
* conservation of energy—শক্তিসমষ্টির নিত্যতা
* ,, of matter—পদার্থসমষ্টির নিত্যতা
* conservative system of forces—নিত্য বলসমবায়

* constant—নিত্য
* constrained—অবরুদ্ধ
* constrained motion—অবরুদ্ধ গতি
coplaner—একতলীয়
* counter clock-wise—বামাবর্ত্ত
* couple—যুগ্ম, যমল

Density—ঘনতা
* ,, relative—আপেক্ষিক গুরুত্ব
depression—অবনতি
differential (pulley)—বিভেদক
direct impact—সম্মুখ সংঘাত
direction—দিক্
* dividers (a pair of)—সূচকর্কট
double weighing—ফেরফার ওজন
dynamic—গতিসম্বন্ধীয়
dynamics—গতিবিদ্যা
dyne—ডাইন

Efficiency—দক্ষতা
efficient—দক্ষ
* effort—চেষ্টাশক্তি
elastic—স্থিতিস্থাপক
elasticity—স্থিতিস্থাপকতা
elasticity, modulus of—স্থিতিস্থাপকতার উপগুণক
energy—শক্তি
* ,, available kinetic—প্রযোজ্য প্রকট-শক্তি
* ,, conservation of—শক্তিসমষ্টির নিত্যতা
,, dissipation of—শক্তি অপচয়
* ,, kinetic—প্রকট শক্তি
,, mechanical—যান্ত্রিক শক্তি
* ,, potential—প্রচ্ছন্ন শক্তি
engine—ইঞ্জিন
* equilibrium—স্থিরাবস্থা
* ,, neutral—উদাসীন ,,
* ,, stable—স্থায়ী ,,
* ,, unstable—অস্থায়ী ,,
equivalent pendulum—তুল্য দোলক
experiment—পরীক্ষা

Force—বল
,, complementary—পূরক বল
,, coplaner—একতলীয় বল
* ,, component—সাধন বল
* ,, external—বহির্বল
,, gravitational—মাধ্যাকর্ষণ
* ,, internal—অন্তর্বল
* ,, like—সমমুখ বল
,, opposite—প্রতিমুখ বল
,, parallel—সমান্তর বল
* ,, resolved—বিশ্লিষ্ট বল
* ,, resultant—সিদ্ধ বল
* ,, unlike—প্রতিমুখ বল
forces, centre of—বলকেন্দ্র
* ,, parallelogram of—বলসমান্তরিক
* ,, triangle of—বলত্রিভুজ
forces, polygon of—বল বহুভুজ
* formula—সাংকেতিক সূত্র
,, general—সাধারণ সূত্র
* frequency—কম্পন সংখ্যা
friction—ঘর্ষণ
,, angle of—ঘর্ষণ কোণ
,, coefficient of—ঘর্ষণোপগুণক
,, cone of—ঘর্ষণশঙ্কু
,, couple—ঘর্ষণ-যমল
,, rolling—আবর্ত্ত-ঘর্ষণ
,, sliding—বিসর্প-ঘর্ষণ
,, wheel—ঘর্ষণ-চক্র
fulcrum—আলম্ব

* Generalization—সাধারণীকরণ
* graduation—ক্রমাঙ্ক চিহ্ন, ক্রমাঙ্ক চিহ্ন লিখন
gradient—নতিমাত্রা
gravitation—মাধ্যাকর্ষণ
,, laws of—মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম
* gravity—ভূমধ্যাকর্ষণ
,, centre of—ভারকেন্দ্র

* Harmonic motion—ছন্দোবদ্ধ গতি
,, , simple—সহজ ,,
* hodograph—বেগোপচয়-চিত্র

horizon—ক্ষিতিজ
* horizontal—ক্ষিতিজ সমান্তরাল
  „ force— „ বল
horse-power—অশ্ব-ক্ষমতা, হর্স্‌পাওয়ার
hypothesis—স্বীকৃত মত

Image—প্রতিবিম্ব
* „, real—মূর্ত্ত প্রতিবিম্ব
* „, virtual—অমূর্ত্ত প্রতিবিম্ব
impact—সংঘাত
* „, direct—সম্মুখ সংঘাত
* „, oblique—তির্য্যক্‌ সংঘাত
* impulse—নোদন
* „, moment of—নোদন ভ্রামক
* impulsive force—নোদন বল
inclination—নতি
* inclined—ক্রমনিম্ন
* „ plane—ক্রমনিম্ন সমতল
independence—নিরপেক্ষতা
in-elastic—অস্থিতিস্থাপক
* inertia—জড়তা
* initial position—আদিস্থান
* „ velocity—আদিবেগ
instant—ক্ষণ
* instantaneous—তাৎকালিক, ক্ষণিক
intensity—তীব্রতা
  „ of force—বলতীব্রতা
* interval—অবকাশ

Kinetic—গতিসম্বন্ধীয়
* „ energy—প্রকট শক্তি
kinetics—গতিবিদ্যা

Lamina—পাত
law—নিয়ম
level—সমতল
* lever—দণ্ডযন্ত্র
* „, arms of—দণ্ডভুজ
  „, compound—জটিল দণ্ডভুজ
* „, fulcrum of—দণ্ডালম্ব
like forces—সমমুখ বল
line of impact—সংঘাত-রেখা
litre—লিটর
load—বোঝা

Machine—যন্ত্র
machinery—যন্ত্র
magnitude—পরিমাণ
* mass—জড়মান
* material body—জড়পিণ্ড
* material particle—জড়কণা
measurement—মাপ
mechanical—যান্ত্রিক
  „ advantage—যান্ত্রিক সৌকর্য্য
  „ energy—যান্ত্রিক শক্তি
moment—ভ্রামক
  „, torsion—মোটন ভ্রামক
momentum—মোমেণ্টাম
  „, angular—কৌণিক মোমেণ্টাম
moment of momentum—মোমেণ্টামের মোমেণ্ট
motion—গতি
* „, accelerated—বর্দ্ধমান গতি
* „, angular—কৌণিক গতি
* „, circular—বৃত্তীয় গতি
* „, curvilinear—বক্ররেখা গতি
* „, constrained—অবরুদ্ধ গতি
* „, rectilinear—সরল গতি
* „, retarded—ক্ষয়মান গতি
* „, retrograde—বক্রগতি
* „, unifom—অপরিবর্ত্তনশীল গতি
* „, varied (variable) পরিবর্ত্তনশীল গতি

Neutral—উদাসীন
  „ equilibrium—উদাসীন স্থিরাবস্থা
normal acceleration—অভিলম্ব বেগোপচয়

Oblique impact—তির্য্যক্‌ সংঘাত
observation—পর্য্যবেক্ষণ
oscillation—দোলন
  „, centre of—দোলনকেন্দ্র
oscillating motion—দোলন
parallelogram of forces—বলসামান্তরিক
  „ of velocities—বেগসামান্তরিক
particle—কণা

pendulum—দোলক
* „ , bob of—দোলক দুল
* „ , compound—স্থূল দোলক
* „ , length of—দোলক দৈর্ঘ্য
* „ , simple—আদর্শ দোলক
period—কাল
„ of oscillation—দোলনকাল
* „ of simple hormonic motion—সহজ ছন্দোবদ্ধ গতিকাল
„ of rotation—পরিভ্রমণ কাল
* „ of revolution—ভগনকাল (স্থ)
„ of vibration—কম্পনকাল
* periodic motion—পুনরাবর্ত্তিনী গতি
phase—দশা
„ difference—দশান্তর
physical—প্রাকৃতিক
pitch, step (of screw)—প্যাঁচের অন্তর
* pivot—বিবর্ত্তন-কীলক
plane—সমতল
* plumb bob—ওলন দুল
plumb line—ওলন দড়ি
position—অবস্থিতি
potential energy—প্রচ্ছন্ন শক্তি
poundal—পাউণ্ড্যাল
power—ক্ষমতা
„ , horse—অশ্বক্ষমতা
* principle—মত
projection—প্রক্ষেপ
* projectile—ক্ষিপণি
projected—প্রক্ষিপ্ত
pull—টান
* pulley—কপিকল
push—ঠেলা
* pyramid—সূচী
* „ , frustrum of—কবন্ধসূচী

* Range—ক্ষেত্র
* „ of projectile—ক্ষিপণিক্ষেত্র
reaction—প্রতিক্রিয়া
real—বাস্তব
recoil—প্রত্যাগতি
recurrence—পুনরাবৃত্তি
relative—আপেক্ষিক
„ motion— „ গতি
„ velocity—„ বেগ
repulsion—বিকর্ষণ
* restitution—প্রত্যানয়ন
* „ , coefficient of—প্রত্যানয়ন-উপগুণক
* resistance—রোধ
* resolution—বিশ্লেষণ
„ of forces—বলবিশ্লেষণ
„ of velocities—বেগবিশ্লেষণ
* rest—বিরাম
* „ , absolute—নিরপেক্ষ বিরাম
* „ , relative—সাপেক্ষ বিরাম
resultant—সিদ্ধ
„ force——সিদ্ধ বল
„ velocity—সিদ্ধ বেগ
* retardation—বেগোপচয়
„ , angular—কৌণিক বেগোপচয়
revolution—ভগন (গো)
rigid—দৃঢ়
„ body—দৃঢ়পিণ্ড
rigidity—দৃঢ়তা
rolling—গড়ানো, আবর্ত্তন
rolling friction—আবর্ত্তন-ঘর্ষণ
rotation—পরিভ্রমণ
„ , axis of—পরিভ্রমণাক্ষ
rough—অমসৃণ

Scale-pan—পাল্লা
screw—স্ক্রু
„ machine—স্ক্রু যন্ত্র
sense—দিক্
sensitive (a.g., balance)—সূক্ষ্ম
simple harmonic motion—সহজ ছন্দোবদ্ধ গতি
„ , mean position of—„ গতির মধ্যস্থান
sliding—বিসর্প, বিসর্পণ
„ friction—বিসর্প-ঘর্ষণ
slope—ঢালু স্থান
smooth—মসৃণ

space—স্থান, দেশ
* specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব
* speed—গতি
spin—ঘূর্ণন
spring—স্প্রিং
* stable—স্থায়ী
* „ equilibrium—স্থায়ী স্থিরাবস্থা
static—স্থিতিসম্বন্ধীয়
statics—স্থিতিবিদ্যা
stationary—স্থির
steel-yard—তুলদাঁড়ি, দণ্ডতুলা
string—দড়ি, রজ্জু
substance—বস্তু
support—আশ্রয়
„ point of—আশ্রয়বিন্দু
surface—তল
„ area—তলক্ষেত্রফল
„ , curved—বক্রতল
„ , plane—সমতল
suspension—প্রলম্বন, ঝুলন
Tension—টান
thread (of a screw)—প্যাঁচ
thrust—ঘাত
time—কাল
„ , periodic—ভগনকাল
torsion—মোটন
„ balance—মোটন তুলাযন্ত্র
* „ head—মোটন কেন্দ্র
* trajectile—ক্ষিপণি
* trajectory—ক্ষিপণি পথ
transmission—সঞ্চালন
„ of pressure—চাপসঞ্চালন
transmissibility—সঞ্চালনসামর্থ্য
true balance—আদর্শ তুলা
Uniform—সম, অপরিবর্তনশীল
* „ motion———„ গতি
„ velocity———„ বেগ
unit—একক
unlike forces—প্রতিমুখ বল
* units, absolute system of—নিরপেক্ষ একক
* units, derived—উদ্ভূত একক
* „ , fundamental—মৌলিক একক
* unstable—অস্থায়ী
Variable—পরিবর্তনশীল
„ motion—„ গতি
„ velocity—„ বেগ
velocity—বেগ
„ , absolute—নিরপেক্ষ বেগ
„ , angular—কৌণিক বেগ
„ , relative—সাপেক্ষ বেগ
„ , rectilinear—সরলরেখীয় বেগ
„ , uniform—অপরিবর্তনশীল বেগ
„ , variable—পরিবর্তনশীল বেগ
* velocities, composition of—বেগ-সঙ্কলন
* „ , parallelogram of—বেগ সামান্তরিক
* „ , polygon of—বেগ বহুভুজ
* „ , resolution of—বেগ বিশ্লেষণ
* „ , triangle of—বেগ ত্রিভুজ
vertical—উল্লম্ব, ঊর্দ্ধাধঃ
vibration—কম্পন
wedge—কীলক
weight—ভার, ওজন, তুলামান
wheel—চক্র
wheel and axle—চক্র ও নাভিদণ্ড
windlass—চরকি
work—কার্য্য
„ , unit of—কার্য্যৈকক

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার পক্ষে

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

সাহিত্য-বার্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্ম—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্ম সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলা শব্দতত্ত্ব। দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিভিন্ন পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলি এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ

শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। বঙ্গশ্রী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ৫২৩-৫৩১ ; অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৬৪৬-৬৫০ ; পৌষ '৪২, পৃঃ ৮২৪-৩০।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং চণ্ডীমঙ্গলকার মুকুন্দরাম ও মনসামঙ্গলকার বংশীদাস প্রভৃতির কাব্যের আলোচনা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ—কুর্‌আন-অনুবাদ আলোচনা। মাসিক মোহাম্মদী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ১২৮-১৩০।

বিভিন্ন অনুবাদককর্ত্তৃক কুর্‌আন শরীফের সুরা বকরার ৬০ আয়তের কৃত অনুবাদের ভ্রম প্রদর্শন ও শুদ্ধ অনুবাদ নির্দেশ।

মাহ্‌বুব-উল আলম—চট্টগ্রামের মুসলমানদের বাঙ্গালা অক্ষর-পরিচয়। মাসিক মোহাম্মদী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ৩৮-৩৯।

অক্ষর পরিচয়কালে অক্ষরের আকৃতিসূচক যে বর্ণনা শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার পরিচয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—জবালা। প্রবাসী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৪১১-৪১৪।

ছান্দোগ্যোপনিষদে জবালার উপাখ্যানাংশের শঙ্করাচার্য্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বর গুপ্তের আমলের স্ত্রীকবি। দেশ, ৭ই অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৬৩-৬৬, ২৮এ অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ২৬৫, ২৬৬।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি ঈশ্বর গুপ্তের আমলের ঠাকুরাণী দাসী ও অনঙ্গমোহিনী দাসী নাম্নী দুই জন মহিলা কবির পরিচয় ও কবিতা।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ পালিত—বাঙালীর পল্লীজীবন-পুনর্গঠনে ডাক-চরিত্রের উপকারিতা। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ২০৮-১৩।

বর্ত্তমান জীবনে ডাকের বচনগুলির উপযোগিতা প্রদর্শন।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু—চণ্ডীদাসের রাধা। মাসিক বসুমতী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৩৭২-৩৭৮।

চণ্ডীদাসবর্ণিত রাধার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভাষাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা। প্রবাসী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৩১৩-১৪।

এক দেশের ভাষায় অন্য দেশের শব্দব্যবহারের রীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন—বৃহত্তর বঙ্গ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশ গুপ্ত—Aspects of Bengali Society from Old Bengali Literature. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে যে উপকরণ পাওয়া যায়, এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সেগুলি সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে কয়েকটী সমস্যা। বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৬৬৬-৬৭৪।

সনাতন গোস্বামী সম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে উপলভ্যমান বৃত্তান্তের আলোচনা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—শ্রীচৈতন্যের বিদ্যাশিক্ষা। ভারতবর্ষ, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ৭৭০-৭৭৩।

চৈতন্যদেবের বিভিন্ন শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যের নানা স্থানে যে সকল উল্লেখ আছে, সেইগুলি এই প্রবন্ধে সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী। প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ২৬-৩০।

রঘুনাথদাস স্বকৃত গ্রন্থে নিজের এবং অন্যান্য বৈষ্ণবসাধকগণ সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহার আলোচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—চৈত্র বা হিন্দু মেলা। দেশ, ১২ই পৌষ '৪২, পৃঃ ৪২৪-৪২৮।

১৮৬৭ ও পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত চৈত্র বা হিন্দু মেলার বিবরণ। কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ, স্বদেশীয় খেলা ধূলা, আমোদ প্রমোদ, ভারতবর্ষজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী, সভাসমিতির অধিবেশন প্রভৃতি এই মেলার অঙ্গের বিবরণ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে—কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ। বঙ্গশ্রী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ৫৫৩-৫৬০; অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৭৪৫-৪৭; পৌষ '৪২, পৃঃ ৭৭৯-৮৪।

মেডিক্যাল কলেজ খুলিবার পরবর্ত্তী ঘটনা, প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারীর পরিচয়।

শ্রীমতিলাল দাশ—প্রাচীন ভারতে সাক্ষী ও সাক্ষ্য। মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ১০৩-১০৯।

এই প্রবন্ধে সাক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থের বচন সঙ্কলিত ও আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীমতিলাল দাশ—প্রাচীন ভারতের লেখ্য-পরীক্ষা। বঙ্গশ্রী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৮২০-২৩।

প্রাচীন ভারতের স্মৃতিগ্রন্থে দলিলের প্রামাণ্য বিচার সম্বন্ধে যে সব কথা আছে, তাহাদের আলোচনা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—হুগলী জেলার ইতিহাস। মাসিক বসুমতী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ১২৪-১৩০।

হুগলী জেলার বস্তু ও ব্যক্তিসম্পর্কে প্রাচীন সংবাদপত্রে প্রাপ্ত বিবরণের সঙ্কলন।

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ—দিব্য-প্রসঙ্গ। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪২, পৃঃ ৬৮-৬৮।

পাল-রাজাদের সমসাময়িক কৈবর্ত্ত দিবা বা দিব্যোক বিদ্রোহী ছিলেন না; তিনি রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—এই বিষয় এই প্রবন্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো—খলিফা আব্দুল্লা অল্-মামুন। প্রবাসী, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ১১১-১১৫।

মুসলমান মনীষী মামুনের জীবন-কাহিনীর বর্ণনা।

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—বৃহত্তর ভারতে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাব। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ১৮৭-১৯৯।

দ্বীপময় ভারত, ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালা সংস্কৃতির প্রভাবের নিদর্শন আলোচনা।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা—প্রাচীন ভারতীয় অট্টালিকা। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪২, পৃঃ ১৯-২০।

বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত প্রাচীন অট্টালিকার বিবরণ ও তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী আলোচনা।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ—বাংলার পালশিল্পের ক্রমবিকাশ। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ২৫৪-২৫৭।

বাঙ্গালার পালশিল্পের মূল উৎস গুপ্তযুগের অতুলনীয় শিল্পপ্রথায় নিহিত—সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—মোগল চিত্রকলায় ইসলামের ইন্দ্রজাল। বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ১০৮-১১৪।

মোগলচিত্রকলার বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ ও ইহাতে ভারতীয় ভাবের প্রভাব প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়—বাংলার আলপনা ও অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রাবলী। প্রবর্ত্তক, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ১৩১-১৩৫।

তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের নির্দ্দেশ।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন—চৈনিক চিত্র-কলায় ভারতীয় ঐশ্বর্য্য। মাসিক বসুমতী, পৌষ '৪২, পৃঃ ৪৮০-৪৮৮।

বিভিন্ন যুগে চীনদেশের চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন ও যুগবিশেষের চিত্রের উপর ভারতীয় প্রভাব নির্দ্দেশ।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু—ভারতের অতিপ্রাচীন অতীতের সন্ধান। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৮০৯-৮২২।

পুরাণের ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদন এবং পুরাণ হইতে অতিপ্রাচীন অতীতের (খ্রীঃ পূঃ ৫১৫৮—৪৩৫ অব্দের) ইতিবৃত্ত জানিতে পারা যায়, এইরূপ সূচনা প্রদান—এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন—আয়ুর্ব্বেদইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৮৬০-৮৬৪।

আয়ুর্ব্বেদীয় অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যবহৃত অস্ত্রাদির বিবরণ।

শ্রীরাধারমণ গঙ্গোপাধ্যায়—প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষ। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ '৪২, পৃঃ ৮৫৪-৮৬০।

কৃষক, কৃষিপ্রণালী, কৃষিবলদ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের রীতি-নীতি দুর্ভিক্ষের প্রতিকূল ছিল এবং ফলতঃ প্রাচীন ভারতে দুর্ভিক্ষ কম ছিল—এই সিদ্ধান্তই এই প্রবন্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দর্শন

প্রবন্ধ

শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ—নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে চরকমতের ব্যাখ্যা ও প্রতিবাদ। উত্তরা, আশ্বিন '৪২, পৃঃ ২০৫-২১২।

শান্তরক্ষিতকৃত তত্ত্বসংগ্রহ, কমলশীলকৃত তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা এবং চরকসংহিতার চক্রপাণিকৃত টীকায় চরকোক্ত 'যুক্তি' নামক প্রমাণের যে খণ্ডনমণ্ডন করা হইয়াছে, তাহার আলোচনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ—আশ্রমধর্ম্ম ও হিন্দুজীবন। ভারতবর্ষ, পৌষ '৪২, পৃঃ ১-৯।

হিন্দুর আশ্রমধর্ম্মের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন ও মূলরহস্য নিরূপণ।

— বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী —

(মূল্যতালিকা—পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

১। **চণ্ডীদাস-পদাবলী** ১ম খণ্ড
সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ২॥০ ও ৩৲

২। **শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী** নব-সংস্করণ
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ— ৩॥০ ও ৪॥০

৩। **শ্রীশ্রীপদকল্পতরু** ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত—৫৲ ও ৬॥০

৪। **চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন**
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত—
দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৲ ও ৪৲

৫। **সংকীর্ত্তনামৃত**—দীনবন্ধু দাসের
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ॥৵০

৬। **কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর**
অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ সম্পাদিত — ১৲ ও ১।০

৭। **রসকদম্ব**—কবিবল্লভ-রচিত
অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲ ও ১॥০

৮। **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—
১।০ ও ১॥০

৯। **লেখমালানুক্রমণী** (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ)
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ॥০, ৳০

১০। **ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস**
(Gizot)
অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১৲, ১॥০

১১। **নেপালে বাঙ্গালা নাটক**
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১।০

১২। **জ্যোতিষদর্পণ**
শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১৲, ১।০

১৩। **মাথুর কথা**
৺পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২॥০

১৪। **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
প্রথম খণ্ড— ২৲ ও ২।০
দ্বিতীয় খণ্ড— ৩৲ ও ৩।০
তৃতীয় খণ্ড— ২॥০ ও ৩।০

১৫। **হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা** ২ খণ্ডে
ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এবং ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲ ও ৫৲

১৬। **ন্যায়দর্শন** বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ
৬॥০ ও ৮॥০

১৭। **সর্ব্বসংবাদিনী** বৈষ্ণব দর্শন
শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত—
১৸০ ও ২।০

১৮। **কৌলমার্গ-রহস্য**
৺সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ সঙ্কলিত—
১৷৵০ ও ১॥০

১৯। **সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম** ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত- ১০৲

উদ্ভিদ্ জ্ঞান ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ
শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত—১॥০ ও ২।০

২১। **কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন**
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত ৳০, ১৲

২২। **মহাভারত** (আদিকাণ্ড)
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

২৩। **শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল**
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত
১৲, ১॥০

২৪ **গোরক্ষ-বিজয়**
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত ॥০, ৳০

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

২১ নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থ পুরাণ প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুন্সী ও শ্রীকালিদাস মুন্সী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বঙ্গাব্দ ১৩৪২

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এই সংখ্যার মূল্য ৫০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

স্তর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম এ, সি-আই-ই

সহকারী সভাপতিগণ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ
রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর
শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু এম এ
ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী
শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এম এ
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত এম এ, এ-আই-বি (লণ্ডন)
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, বি-এল
শ্রীযুক্ত সুধাংশুকান্ত দে এম্ এ, বি-এল

পত্রিকাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ

চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এস্-সি (লণ্ডন)

গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী

কোষাধ্যক্ষ—অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত এম্ এ, বি এল, পি-এইচ ডি, ডি লিট

পুথিশালাধ্যক্ষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু বি এস-সি, জি ডি এ, আর এ
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় এফ-আর-এস

দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম ; ২। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ; ৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল, ৪। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সাহিত্যবন্ধু ; ৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী ; ৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল ; ৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, পণ্ডিতভূষণ, ভিষকশিরোমণি, শাস্ত্রী, ব্যাকরণতীর্থ ; ৮। শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ; ৯। কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালঙ্কার ; ১০। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার ; ১১। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ; ১২। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ ; ১৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন বি এ, সলিসিটর ; ১৪। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই ; ১৫। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে ; ১৬। শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায় ; ১৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এম-এ ; ১৮। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ; ১৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন ; ২০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী ভিষকরত্ন ; ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী ; ২২। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ ; ২৩। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ ; ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ; ২৫। রায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বি-এ বাহাদুর ; ২৬। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল ; ২৭। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী বি-এ, সলিসিটর ; ২৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

দ্বিচত্বারিংশ ভাগ] [চতুর্থ সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী কাব্যতীর্থ এম এ সঙ্কলিত

মূল্য—সদস্যপক্ষে—৫৲ সাধারণপক্ষে—৬।০

………এই গ্রন্থ এবং ইহার বিস্তৃত ইংরাজী ভূমিকা হইতে বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও বিশেষ প্রয়োজনীয় সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ও বাংলার বাহিরের পণ্ডিত মণ্ডলী এইগুলি আলোচনা করিলে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।……শনিবারের চিঠি (মাঘ, ১৩৪২)

বিগত পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সংস্কৃতি কোন্ ধারায় বহিয়াছিল, এই পুথিগুলিতে তাহা পরিব্যক্ত। বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর একটি অপবাদ যে, বেদ-উপনিষদ্ চর্চ্চা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে কখনও ছিল না। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত বেদ-উপনিষদের আলোচনামূলক এমন কিছু কিছু পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা দ্বারা বাঙ্গালীর এই বহুদিনপুষ্ট অপবাদের অনেকাংশে ক্ষালন হইবে।………চিন্তাহরণ বাবু পুস্তকের ভূমিকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া—গত পাঁচশত বৎসরের বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সঙ্গে আত্ম-বিস্মৃত বঙ্গজনকে পরিচিত করাইয়া দিয়া তাহাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছেন।…………দেশ, ১১ই মাঘ, ১৩৪২।

বিভিন্ন বিভাগক্রমে গ্রন্থগুলির নাম এই বিবরণগ্রন্থে বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতি বর্ণানুযায়ী সজ্জিত হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থের পুথি অন্যত্র পাওয়া যায় নাই, তাহাদের নাম তারকাচিহ্নিত করিয়া দেওয়ায় পরিষদে কি কি অজ্ঞাতপূর্ব গ্রন্থের পুথি আছে, তাহা জানিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কোনও পুথি অন্যত্র বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে কি না, তাহার ইঙ্গিত সংক্ষিপ্তভাবে প্রত্যেক পুথির বিবরণের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। আলোচিতপূর্ব গ্রন্থবিশেষের কোনও বৈশিষ্ট্য পরিষদের পুথিতে থাকিলে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুদীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকায় পরিষৎ-সংগ্রহের নানা বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পরিষৎ-সংগ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খবর জানিতে হইলে তাহা বিস্তৃত ও সুসজ্জিত এই বিবরণগ্রন্থের মধ্য হইতে অতি সহজেই জানিতে পারা যাইবে।………আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪২

Dr. S. K. De, M. A., D. Litt. of the University of Dacca :—This well-printed Catalogue of a little known but in some respects important collection of Sanskrit manuscripts,...has been compiled with admirable care and thoroughness by Professor Chakravarti, whose interest in manuscripts is well known..................... We congratulate the Parisat and the able editor on the successful accomplishment of this laborious and exacting work. *(Modern Review,* March, 1936, P: 323).

Dr. B. C. Law, M. A., Ph. D. :—The author's introduction, which is very learned, gives an account of some important Mss. The tabular form containing useful descriptions of Mss. is undoubtedly of immense help to scholars. *(Indian Culture, Vol II. P. 828)*

Dr. Sunitikumar Chatterji, M. A., D. Litt (Lond) :—Prof. Chakravarti shows himself in an admirable form in the present work. Here [in the introduction] he has pointed out for us all that we should know about the treasures we have in the Parishad collection of Sanskrit Mss....This 45 page introduction forms very informative reading even for an ordinary man of culture. *(Indian Historical Quarterly Vol. XII,* pp, 157-9)

HINDUSTAN TIMES (Delhi) :—..........Prof. Chakravarti is, therefore, to be congratulated on his editing and bringing out this catalogue of the collection, so long ignored. While going through this volume, one is much impressed with the care the editor has taken in making this publication as thorough and exhaustive as possible. The plan followed in the preparation of this catalogue will convince one that the editor has spared no pains in making this publication extremely useful.........(March 30. 1936)

বিনয়কুমার সরকারের বাংলা বই

(১৯২৬ সনের পর প্রকাশিত)

১। **একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র**

প্রথম ভাগ :—নয়া সম্পদের আকার-প্রকার, ৪৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০

দ্বিতীয় ভাগ :—ধনবিজ্ঞানের নয়া-নয়া খুঁটা, ৭১০ পৃষ্ঠা, ৪৪টা ছবি, মূল্য ৪৲।

২। **নয়া বাঙ্গলার গোড়াপত্তন**

প্রথম ভাগ :—জ্ঞানকাণ্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১৫টা ছবি, মূল্য ২॥০।

দ্বিতীয় ভাগ :—কর্ম্মকাণ্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

৩। **বাড়তির পথে বাঙালী**, ৬৩৬ পৃষ্ঠা, ৪৫টা ছবি, মূল্য ৩॥০।

৪। **স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি** (জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ২৩০ পৃষ্ঠা, ২৲।

৫। **ধনদৌলতের রূপান্তর** (ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ১॥০।

৬। **পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র** (জার্ম্মাণ গ্রন্থের তর্জ্জমা), ৩৪৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০।

৭। **হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন**, ৩৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

৮। **"বর্ত্তমান জগৎ"**—গ্রন্থাবলী (বার খণ্ডে, ৪৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)

ষষ্ঠ খণ্ড,—বর্ত্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য, ৪৫০ পৃষ্ঠা, ৫০টা ছবি, মূল্য ৩৲।

সপ্তম খণ্ড,—চীনা সভ্যতার অ, আ, ক, খ, ১৫০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

অষ্টম খণ্ড,—প্যারিসে দশ মাস, ৩১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

নবম খণ্ড,—পরাজিত জার্ম্মাণি, ৭০০ পৃষ্ঠা, ৯৪টা ছবি, মূল্য ৬৲।

দশম খণ্ড,—সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা, ৪টা ছবি, মূল্য ৸০।

একাদশ খণ্ড,—ইতালিতে বার কয়েক, ৩০২ পৃষ্ঠা, ৬টা ছবি, মূল্য ১॥০।

দ্বাদশ খণ্ড,—দুনিয়ার আবহাওয়া, ২৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৲।

বি সিংহ অ্যাণ্ড কোং

২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার :—"শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক অতিপ্রাচীন দলিল খুঁজিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায় ও যত্নের ফলে এই দেশী ভাষার সংবাদপত্রের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।...... প্রত্যেক পত্রিকার সঠিক তারিখ সহ ইতিহাস, সম্পাদক ও মুদ্রাকরের পরিচয়, লেখার নমুনা এবং দশখানা প্রাচীনতম সংবাদপত্রের এক পৃষ্ঠার ব্লক-চিত্র দেওয়া হইয়াছে।......এইরূপ চেষ্টা, দারিদ্র্য, শিক্ষিত সমাজের অবহেলা প্রভৃতি কত কত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদের দেশের "চতুর্থ এষ্টেট" আজ শির উচ্চ করিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা জানিতে হইলে, বঙ্গে—তথা নিখিল-ভারতে—ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে অভিনব উন্মেষ হইয়াছে তাহার ইতিহাস লিখিতে হইলে, এই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (তিন ভাগ) এবং "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" অমূল্য মৌলিক উপাদান। সেই চারিখানি গ্রন্থের সহিত এই সদ্য প্রকাশিত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস"কে স্থান দিতে হইবে, কারণ ইহাও অমূল্য।" ('আনন্দবাজার পত্রিকা' ২ চৈত্র ১৩৪২)

ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে :—"It is needless to inform those who are already familiar with his [Mr. Banerjee's] writings that it maintains the same high standard of skilful and accurate workmanship.......

The periodical is an important and necessary expression of modern civilization. Even if its ephemeral vision is not always unclouded, it reflects at the same time the peculiar temper and character of a specified age and place; and, properly examined, it furnishes a valuable aid to the historian as a contemporary, and by no means, negligible record. It cannot be doubted, therefore, that it is necessary to reconstruct a sober and systematic history of the periodical literature of the nineteenth century Bengal, out of which the Bengal of the present century has evolved. The Bangiya Sahitya Parishat deserves the gratitude of the Bengali-reading public by entrusting the work to Mr. Bandopadhyaya, than whom there is none at the present day possessing a more intimate and detailed knowledge of the subject." (Modern Review, April 1936)

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ :—"পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল ঘাঁটিয়া বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসরণ করিয়া গ্রন্থকার শ্রমসাধ্য অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন।...এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় সাংবাদিক ও সাংবাদপত্র সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের যথেষ্ট সাহায্য হইবে। এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই গ্রন্থ সযত্নে পাঠ ও রক্ষা করা উচিত।" ('প্রবাসী', চৈত্র ১৩৪২)

আচার্য্য আর্য্যভট ও ভূভ্রমণবাদ*

আচার্য্য বরাহমিহির লিখিয়াছেন,—

> "ভ্রমতি ভ্রমস্থিতেব ক্ষিতিরিত্যপরে বদন্তি নোড়ুগণঃ।
> যদ্যেবং শ্যেনাদ্যা ন খাৎ পুনঃ স্বনিলয়মুপেয়ুঃ॥
> অন্যচ্চ ভবেদ্ভূমেরহ্না ভ্রমরহংসা ধ্বজাদীনাম্।
> নিত্যং পশ্চাৎপ্রেরণমথাল্পগা স্যাৎ কথং ভ্রমতি॥"১

"অপরেরা বলেন, পৃথিবী ভ্রমযন্ত্রারূঢ় (গোলকের) ন্যায় আবর্ত্তন করিতেছে, গ্রহনক্ষত্রাদি নহে। যদি তাহাই হইত, শ্যেনাদি (পক্ষিগণ) আকাশ হইতে নিজ নিজ নিলয়ে ফিরিতে পারিত না। আরও (দোষ দেখ), ভূভ্রমণই যদি দিনরাত্রির কারণ হইত, তবে দ্রুত ভ্রমণ হেতু ধ্বজাদি সর্ব্বদা পশ্চিমগামী হইত। অপর পক্ষে, ভ্রমণবেগ স্বল্প হইলে (এক অহোরাত্রে পৃথিবী সম্পূর্ণ) আবর্ত্তন করিতে পারিত না।"

এতদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যায়, বরাহমিহিরের (৪২৭ শকাব্দ) পূর্ব্বে ভূভ্রমণবাদ হিন্দুস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু উহার প্রথম প্রবর্ত্তক কে, কে বা কাহারা উহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই তাঁহার লেখা হইতে জানা যায় না। ৫৫০ শকে আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্তও ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করেন। তিনি বলেন,—

> "প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি কুতো ব্রজেৎ কমধ্বানম্।
> আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ॥"২

'যদি "পৃথিবী এক প্রাণে৩ এক কলা গমন করে," তবে কোন্ পথে কোথায় যায়? যদি পৃথিবীর আবর্ত্তন মাত্রই হয়, তবে অত্যুচ্চ অট্টালিকাদি ভাঙ্গিয়া পড়ে না কেন?'

আচার্য্য আর্য্যভটের গ্রহগণিতসিদ্ধান্তে দোষারোপ-প্রসঙ্গে৪ ব্রহ্মগুপ্ত ভূভ্রমণবাদে এই দোষ দিয়াছেন। সুতরাং প্রকরণ-বলে অনুমান হয়, ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটকেই ভূভ্রমণবাদের প্রচারক মনে করিতেন। ব্রহ্মগুপ্তের টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামীও (৭৮৬ শক) তাহাই বুঝিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৭এ ফাল্গুন (১৩৪২) দিবসের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। বরাহমিহির-প্রণীত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,' জর্জ থিবো এবং সুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ (কাশী, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) ১৩৷৬—৭ শ্লোক।

২। ব্রহ্মগুপ্ত-প্রণীত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' (সুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, কাশী, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ) ১১৷১৭

৩। এক প্রাণ=এক দিনের ২১৬০০ ভাগের এক ভাগ।

৪। ব্রহ্মগুপ্ত স্বকৃত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' আর্য্যভটের জ্যোতিঃসিদ্ধান্তের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল দোষের কতিপয় আর্য্যভটের গ্রন্থে বস্তুত নাই। কোথাও তাঁহার নিজের বুঝিবার ভুলে, আর কোথাও বা ভাস্করাদির ভুল ব্যাখ্যার অনুসরণে ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

"যোঽয়মভিপ্রায় আর্য্যভটস্য যথা ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্। তদর্থমিদং তৎসূত্রং 'প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ' ইতি।"[৪]
'আর্য্যভটের অভিপ্রায় এই,—ভপঞ্জর স্থির রহিয়াছে; পৃথিবীই ক্রমাগত আবর্ত্তনদ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির দৈনন্দিন উদয়াস্ত সম্পন্ন করে। এই বিষয়ে তাঁহার সূত্র এই,—'প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ' অর্থাৎ পৃথিবী এক প্রাণে এক কলা গমন করে।'

উৎপল ভট্ট বা ভট্টোৎপল (৮৮৮ শক) লিখিয়াছেন,—"যদুক্তমাচার্য্যার্য্যভটেন" ইত্যাদি;[৬] অর্থাৎ 'আচার্য্য আর্য্যভট যে বলিয়াছেন' ইত্যাদি। ঐ স্থলে তিনি আর্য্যভটের একটা বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৭] নৃসিংহ (১৫৪৩ শক) লিখিয়াছেন,—"আর্য্যভটগণ বলেন, গ্রহগণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে। নক্ষত্রসমূহ স্থিরই আছে। পৃথিবী এক নাক্ষত্র দিনে একবার পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করে। তদ্দ্বারাই গ্রহনক্ষত্রাদির পূর্ব্ব দিকে উদয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত সংঘটিত হয়। প্রবহ বায়ুর কল্পনা ব্যর্থ। বৃদ্ধ আর্য্যভট বলেন,—'অনুলোম-গতির্নৌস্থঃ'।[৮]

এইরূপে দেখা যায়, ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫২০ শক) প্রমুখ অনেক হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌গণের মতে, আর্য্যভট ভূভ্রমণবাদের প্রচারক ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ পার্শী জ্যোতিষী, ঐতিহাসিক এবং পর্য্যটক আল্‌বিরুনি ভারতবর্ষে আসিয়া (৯৩৯-৯৫২ শক) এখানকার জ্যোতিষিগণের নিকট হইতে তাহাই অবগত হইয়াছিলেন।[৯] প্রাচীন কালে, এদেশে আর্য্যভট নামে একাধিক জ্যোতিষী ছিলেন। তাই প্রশ্ন, ভূভ্রমণবাদী আর্য্যভট কে? এ পর্য্যন্ত সকলে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন যে, তিনি 'আর্য্যভটীয়' (রচনাকাল ৪২১ শক) নামক সুবিখ্যাত গ্রহগণিত গ্রন্থ-রচয়িতা আচার্য্য আর্য্যভটই (জন্ম ৩৯৮ শক), অপর কেহ নহেন। তাহাতে শঙ্কা করিবার কিঞ্চিৎ হেতু সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। উহার আলোচনা করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

৫। পৃথূদকস্বামি-রচিত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র টীকা এখন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। পুনাতে ডেকান কলেজের পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহে উহার প্রথম দশ অধ্যায় আছে। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারেও কতকাংশ আছে। (I B 6 সংখ্যক পাণ্ডুলিপি)। তাহারই একখানি প্রতিলিপি লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তকাগারে রহিয়াছে। আমরা এখানে এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপির উপযোগ করিয়াছি। তাহার ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৬। বরাহমিহির-প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা,' উৎপল ভট্ট-রচিত ভাষ্য সহ, সুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, দুই খণ্ড, কাশী, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ; ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭ 'আর্য্যভটীয়,' গোলপাদ, ৯ শ্লোক।

৮। ভাস্করাচার্য্য (দ্বিতীয়) রচিত 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' ও তাহার বাসনাভাষ্য, নৃসিংহকৃত 'বাসনা-বার্ত্তিক' এবং মুনীশ্বর-প্রণীত 'মরীচি' নামক টীকা সহ মুরলীধর ঝা কৃত সংস্করণ, ১ম খণ্ড, কাশী, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ; ১১৩ পৃষ্ঠা। নৃসিংহ এ স্থলে 'আর্য্যভটীয়ে'র গোলপাদের ৯ম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অপর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন,—"আর্য্যভটেন যদ্ভূভ্রমণমভ্যুপগতং" ইত্যাদি। (১১৮ পৃষ্ঠা)।

৯। *Alberuni's India*, **English translation by Edward C. Sachau, in two volumes. 2nd ed., 1910, London, Vol. I, pp. 276 et sqq.**

'আর্য্যভটীয়ে' ভূভ্রমণ এবং ভভ্রমণ—উভয় বাদের স্বপক্ষে উক্তি পাওয়া যায়। প্রথম পক্ষে আর্য্যভট লিখিয়াছেন,—

"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥"—'আর্যভটীয়', গোলপাদ, ৯ শ্লোক।

'যেমন অনুলোমগামী নৌকায় আরূঢ় ব্যক্তি (নদীতীরস্থ) অচল বস্তুকে বিলোমগামী দেখে, তেমনই লঙ্কায় (অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের নিরক্ষদেশে) অবস্থিত ব্যক্তি অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে দেখে।'

গ্রহাদির যুগভগণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, এক মহাযুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ সৌর বর্ষে পৃথিবীর ভগণ ১৫৮২২৩৭৫০০বার। (গীতিকাপাদ, ৩ শ্লোক)। অপর কথায়, এক সৌর বর্ষে পৃথিবী ৩৬৬'২৫৮৬৮ বার ঘোরে।

ভভ্রমণ পক্ষে 'আর্য্যভটীয়ে' নিম্ন প্রকার উক্তি আছে,—

"উদয়াস্তময়নিমিত্তং নিত্যং প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তম্।
লঙ্কাসমপশ্চিমগো ভপঞ্জরঃ সগ্রহো ভ্রমতি॥"—গোলপাদ, ১০ শ্লোক।

'প্রবহ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া ভপঞ্জর গ্রহগণের সহিত লঙ্কায় সমবেগে পশ্চিমাভিমুখে নিত্য আবর্ত্তন করিতেছে। তাহাই (গ্রহনক্ষত্রাদির) উদয়াস্তের হেতু।'

"ভাবর্ত্তাশ্চাপি নাক্ষত্রাঃ"—কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোক।

'(এক মহাযুগে) নাক্ষত্র দিবস ভচক্র আবর্ত্তনের সমান।'

"প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ"—গীতিকাপাদ, ৬ শ্লোক।

'এক প্রাণে ভচক্র এক কলা গমন করে।'

পূর্ব্বে "Two Aryabhatas of Al-Biruni" নামক প্রবন্ধে (*Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, vol. XVII, 1926, pp. 59-74) আমরা দেখাইয়াছি যে, আর্যভট সম্বন্ধে আল্‌বিরুনি অনেক ভ্রম করিয়াছেন। এখন দেখিতেছি যে, ব্রহ্মগুপ্তের সম্বন্ধেও তিনি নানা ভুল করিয়াছেন। ভূভ্রমণ সম্বন্ধে 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র বচন উদ্ধৃত করিতে গিয়া এক স্থলে তিনি বরাহমিহিরের নাম, অপরত্র আর্যাভটগণের নাম (২৭৬-৭ পৃষ্ঠা) তাহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত বরাহমিহিরের উক্তি উদ্ধারপূর্ব্বক স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। উহার কিছুই সত্য নহে। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' ঐ সকল নাই। আর্যভটের গ্রন্থ তিনি দেখিতে পান নাই। সুতরাং তাঁহার লেখা সম্বন্ধে ঐরূপ ভুল খুব গুরুতর মনে না করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' এবং 'খণ্ডখাদ্যক', পৃথূদকস্বামীর (ও বলভদ্রের) টীকা সহ, তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। তিনি হিন্দুজ্যোতিষীর নিকট সেগুলি পড়িয়াছিলেন। উহাদের প্রাচীন আরবী ভাষান্তরও তিনি দেখিয়াছিলেন। এবং নিজেও উহাদের, অন্ততঃ কতকাংশের, পারসী ভাষান্তর করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে এ প্রকার মারাত্মক ভুলের জন্য তাঁহাকে কি বলা যায়? যাহা হউক, তিনি যে লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মগুপ্ত সেই গ্রন্থের অপর এক স্থানে লিখিয়াছেন, 'আর্যভটের অনুযায়িগণ মনে করেন যে, পৃথিবী চলিতেছে ('moving') এবং ভপঞ্জর স্থির আছে" ইত্যাদি (২৭৭ পৃষ্ঠা), তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। উক্তিটা মূলে ভুল বটে। যেহেতু 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে' তেমন কোন বচন নাই। কিন্তু ভূভ্রমণবাদের প্রচারক হিসাবে আর্যভটের নাম তাঁহার হিন্দু শিক্ষকগণের নিকট না শুনিলে আল্‌বিরুনি ব্রহ্মগুপ্তের মুখে ঐ কথা বসাইতে পারিতেন না। ইহাও বলা উচিত যে, এক স্থলে তিনি আর্যভটকে ভভ্রমণবাদী বলিয়াছেন। "এ বিষয়ে (ভপঞ্জরের ভ্রমণ বিষয়ে) লাট, আর্যভট এবং বশিষ্ঠ একমত। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, পৃথিবীই ভ্রমণ করে, সূর্য্য স্থির আছে।" (২৮০ পৃষ্ঠা)

এই শেষোক্ত বচনের পাঠ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কার্ন এবং শ্রীউদয়নারায়ণ সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'আর্য্যভটীয়ে' "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" পাঠ আছে।[১০] কোলব্রুক এবং শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতও সেই পাঠ ধরিয়াছেন।[১১] এবং তাহাই 'আর্য্যভটীয়ে'র মূল পাঠ বলিয়া অধুনা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত। প্রাচীন আচার্য্যগণের মধ্যে ব্রহ্মগুপ্ত ও পৃথূদকস্বামীর লেখায় ঐ পাঠ পাওয়া যায়। যদিও ব্রহ্মগুপ্ত স্পষ্টতঃ বলেন নাই যে, তিনি আর্য্যভটের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন, তথাপি তিনি যে বস্তুতঃ তাহা করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পৃথূদকস্বামী স্পষ্টতই বলিয়াছেন, "তদর্থমিদং তৎসূত্রং 'প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ' ইতি।" আমাদের নিকট 'আর্য্যভটীয়ে'র তিনখানি পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি আছে। তাহার একটাতে আর্য্যভটের শিষ্য ভাস্কর[১২] কৃত খণ্ডিত ভাষ্য আছে। উহা ত্রিবাঙ্কুররাজের পাণ্ডুলিপিশালা হইতে সংগৃহীত। অপরটাতে সূর্য্যদেব যজ্বকৃত 'ভটপ্রকাশিকা' নামক টীকা আছে। উহা মাদ্রাজ সরকারের পাণ্ডুলিপিশালা হইতে প্রাপ্ত। তৃতীয়টাতে সম্পূর্ণ মূল এবং 'দশগীতিকা'র সূর্য্যদেব যজ্বকৃত টীকা আছে। উহা আদিয়ারস্থ থিওসফিক্যাল সোসাইটির পাণ্ডুলিপিশালা হইতে আনাইয়াছি। এই তিন পাণ্ডুলিপিতে মূলে "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ" পাঠ আছে এবং টীকাতে এই পাঠানুযায়ী মূল শ্লোকের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[১৩] ভাউদাজী 'আর্য্যভটীয়ে'র তিনখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহার একটাতে সোমেশ্বরকৃত টীকাও ছিল। ঐগুলিতে তিনি "ভঃ" পাঠ পাইয়াছিলেন।[১৪] পরমেশ্বর-(১৩৫২ শক) কৃত 'ভটদীপিকা' নাম্নী মুদ্রিত টীকাতেও "ভঃ" পাঠ ধরিয়া মূলের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কেরল নীলকণ্ঠ-(১৪০১ শক) কৃত 'আর্য্যভটীয় মহাভাষ্যে'ও ঠিক তাহাই আছে। এইরূপে দেখা যায়, ভাস্কর, সোমেশ্বর, সূর্য্যদেব, পরমেশ্বর এবং নীলকণ্ঠ,—'আর্য্যভটীয়ে'র এই পাঁচ জন[১৫] টীকাকার "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ" পাঠ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই দুই পাঠান্তরের কোন্‌টা 'আর্য্যভটীয়ে'র প্রকৃত মূল পাঠ, তাহা নিরূপণ করিতে হইবে।

১০। 'আর্যাভটীয়' পরমেশ্বরের টীকা সহ, কার্ন-কৃত সংস্করণ, লীদেন (হলান্দ), ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ; পরমেশ্বরের টীকা ও হিন্দী ব্যাখ্যা সহ, শ্রীউদয়নারায়ণ সিংহকৃত সংস্করণ, মজফরপুর, ১৯৬৩ সম্বৎ।

১১। H. T. Colebrooke, *Miscellaneous Essays*, London, 1873, vol. II, p. 345 foot-note; শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৮১৮ শকাব্দ, পুনা, ১৯৬ পৃষ্ঠা।

১২। ভাস্কর সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে হইলে লেখকের "The Two Bhaskaras" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। *Indian Historical Quarterly*, Vol, VI, 1930, pp. 727-736)

১৩। ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, (প্রথম) ভাস্কর-বিরচিত আর্যাভটীয়-ভাষ্যের যে অংশ এ পর্যান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার অপর চারি স্থানেও "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ" বচন পাওয়া যায়। যথা, ৩।১ ও ৪।৪ শ্লোকের ভাষ্যে এক এক বার, এবং ৩।৫ শ্লোকের ভাষ্যে দুই বার।

১৪। Bhau Daji, "Brief Notes on the Age and Authenticity of the Works of Aryabhata, etc, *Journ. Roy. Asiat. Soc.*, 1865, pp. 392 et sqq.

১৫। 'আর্যাভটীয়ে'র অনেক টীকাকার ছিল। ঐ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে লেখকের "আচার্য্য আর্যাভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ১২৯-১৫৮ পৃষ্ঠা)।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আচার্য্য আর্য্যভটের লেখাতে মূলে "ভূঃ" ছিল ; ভূভ্রমণবাদ-বিরোধী কোন টীকাকার বা অপর কেহ উহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া "ভঃ" গ্রহণ করিয়াছেন।[১৬] এ প্রকার অনুমানের সমর্থনে তাঁহারা আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্তের "প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। ইহার বিরুদ্ধে এই বলা যায় যে, (প্রথম) ভাস্কর 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের শিষ্য। তিনি ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা প্রাচীন। তাহা পৃথূদকস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন।[১৭] সুতরাং ভাস্কর-ধৃত পাঠকে উপেক্ষা করা যায় না। বরং উহাই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। এই পর্য্যন্ত ভাস্কর-ভাষ্যের একটা ব্যতীত অপর কোন পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলেও, লেখকদোষ বলিয়া তাহার পাঠকে উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। ভাস্করের অন্য লেখা হইতেই তাহা নিঃসংশয়রূপে দেখা যায়। ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

"অস্মাকমাচার্যেণ স্বতন্ত্রান্তরাবিরুদ্ধপ্রক্রিয়াপ্রতিপাদনার্থমিদমুক্তম্। 'ভাবর্ত্তাশ্চ নাক্ষত্রাঃ' ইতি। কা চ স্বতন্ত্রান্তরপ্রক্রিয়া। প্রাণেনৈতি কলাং ভমিতি। প্রাণেন কলাং ভং গচ্ছতীতি।"[১৮]

'আমাদের আচার্য্য স্বীয় তন্ত্রান্তরের অবিরুদ্ধ ক্রিয়া প্রতিপাদনার্থই এই প্রকার বলিয়াছেন,— '(এক মহাযুগে) নাক্ষত্র দিবস ভচক্র আবর্ত্তনের সমান'। তাঁহার সেই তন্ত্রান্তরপ্রক্রিয়া কি? "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ"; অর্থাৎ এক প্রাণে ভচক্র এক কলা গমন করে।' এখানে "ভঃ" পাঠ ভ্রষ্ট বলা যাইতে পারে না। কেন না, অপর কোন পাঠ গ্রহণ করিলে ভাস্করের উক্ত মন্তব্যের মর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং স্বীকার করিতেই হয় যে ভাস্কর নিজেই ঐ পাঠ মৌলিক বলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই সকল কারণে আমরা মনে করি যে, ভাস্কর (প্রথম) ও তদর্ব্বাক্ টীকাকারগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ" পাঠকেই 'আর্য্যভটীয়ে'র মূল পাঠ বলিয়া গ্রহণ করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমীচীন।

এখন এক নূতন শঙ্কার উদয় হয়। ব্রহ্মগুপ্ত ও পৃথূদকস্বামী "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচন কোথায় পাইয়াছিলেন? প্রথমে বলা উচিত যে, 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র "প্রাণেনৈতি কলাং ভূর্যদি" ইত্যাদি শ্লোকের ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত পাঠ শুদ্ধই। কিছুতেই উহাকে ভ্রষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্মগুপ্তের মূল রচনায় "ভঃ" থাকিতে পারে না। যেহেতু, তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ শ্লোকের তৃতীয় চরণস্থ "আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেৎ" বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ পাঠ গ্রহণ করিলে ব্রহ্মগুপ্তের সমালোচনা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। ঐ বিষয়ে তাঁহার প্রতিবাদের কিছুই থাকে না। সুতরাং বলিতেই

১৬। দৃষ্টান্তস্বরূপে বাল্টর য়ুগেনে ক্লার্ক কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত *The Aryabhatiya of Aryabhata* (চিকাগো, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) এর ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ক্লার্ক মনে করেন যে, টীকাকার পরমেশ্বরই ঐ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। 'আর্যাভটীয়ে'র অপর প্রাচীন টীকা দেখেন নাই বলিয়া তিনি পরমেশ্বরের উপর ঐ অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন। ভাস্কর, সোমেশ্বর এবং সূর্য্যদেব, তিন জনেই পরমেশ্বর অপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহারাও "ভঃ" পাঠ ধরিয়াছেন।

১৭। পূর্ব্বোক্ত "The Two Bhaskaras" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৮। 'আর্যাভটীয়', কালক্রিয়াপাদ, ৫ম শ্লোক (ভাস্কর-ভাষ্য)। আমাদের পাণ্ডুলিপিতে যেমনটি আছে, তেমনটিই দেওয়া গেল। পাঠশুদ্ধি করা গেল না। অভিজ্ঞ পাঠক অনায়াসে তাহা করিতে পারিবেন।

হইবে যে, ব্রহ্মগুপ্ত স্বয়ং "ভূঃ" পাঠ দিয়াছিলেন।[১৯] উহা পরবর্ত্তী কালে আসে নাই। ব্রহ্মগুপ্তের প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে তাঁহার টীকাকার পৃথূদকস্বামী তাঁহার গ্রন্থে ঐ পাঠই পাইয়াছিলেন। যদিও ব্রহ্মগুপ্ত সাক্ষাৎভাবে বলেন নাই যে, তদুক্ত "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচনটি আর্য্যভটের, কিন্তু তাঁহার রচনার প্রকরণ হইতে তাহাই বুঝা যায়। পৃথূদকস্বামী স্পষ্টতই তাহা বলিয়াছেন। এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে, ব্রহ্মগুপ্ত আর্য্যভটের গ্রন্থে "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচন পাইয়াছিলেন। পৃথূদকস্বামীও নিশ্চয় উহাকে আর্য্যভটের মৌলিক রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। অন্যথা তিনি উহার জন্য ব্রহ্মগুপ্তের উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়িতেন না। আরও দু এক স্থলে তিনি ঐরূপে ভিত্তিহীন বলিয়া ব্রহ্মগুপ্তের অন্যায্য দোষারোপের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, ব্রহ্মগুপ্ত বা পৃথূদকস্বামী কেহই স্পষ্টত বলেন নাই যে, 'আর্য্যভটীয়ে' তিনি ঐ বচন পাইয়াছিলেন। ঐরূপ অনুমান করিবার কোন অপরোক্ষ বা পরোক্ষ হেতুও তাঁহাদের লেখায় পাওয়া যায় না। সেই হেতু ব্রহ্মগুপ্ত এবং পৃথূদকস্বামী আর্য্যভটের ঐ বচন কোথায় পাইয়াছিলেন, তাহা বিনির্ণয় করা অতিদুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

এই কঠিন বিষয়ের সমাধানার্থ তিনটা নিগমন অনুমান করা যাইতে পারে। হয় ত (১) 'আর্য্যভটীয়ে'র যে যে পাণ্ডুলিপি ব্রহ্মগুপ্ত বা পৃথূদকস্বামী দেখিয়াছিলেন এবং ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" পাঠ ছিল। উহা লেখকদোষজনিত, কাহার স্বেচ্ছাকৃত বা অপর যে কোন প্রকারেই জাত হউক না কেন, উহাই তাঁহারা পাইয়াছিলেন এবং মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথবা, (২) 'আর্য্যভটীয়' ব্যতিরিক্ত আর্য্যভট-বিরচিত অপর কোন গ্রন্থে তাঁহারা ঐ উক্তি পাইয়াছিলেন। অথবা, (৩) 'আর্য্যভটীয়'-কার হইতে ভিন্ন কোন আর্য্যভটের গ্রন্থে তাঁহারা উহা পাইয়াছিলেন।

এতন্মধ্যে প্রথম অনুমান কষ্টকল্পনা-দোষে দুষ্ট। বিভিন্ন কালের এবং বিভিন্ন প্রদেশের[২০] দুই ব্যক্তির ব্যবহৃত একই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে একই প্রকারের ভুল পাঠ ছিল, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? অধিকন্তু ব্রহ্মগুপ্ত এবং পৃথূদকস্বামী উভয়েই ভাস্করকৃত 'আর্য্যভটীয়'ভাষ্য দেখিয়াছিলেন, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভাস্করের

১৯। ভাউদাজী গুজরাট হইতে "ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র একখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। উহার লিপিকাল ১৫৪৪ শক। উহাতে আছে,—

"প্রাণেনৈতি কলাং ভং যদি তৎ ক কুতো ব্রজেত কিমধ্বানম্।
আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেন্ন পতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ॥"

ইহার প্রথম পঙ্‌ক্তির পাঠ নিঃসন্দেহ ভ্রষ্ট। বিশেষতঃ উপরিউক্ত কারণে ব্রহ্মগুপ্ত-রচিত মূলে "ভং" অথবা তাহার সংশোধিত পাঠ "ভঃ" থাকিতে পারে না।

২০। আচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শকে তাঁহার 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' রচনা করেন। তিনি ভিল্লমাল (বর্ত্তমান রাজপুতনায় মারবাড় রাজ্যের অন্তর্গত ভিন্‌মাল নামক) প্রদেশস্থ জনৈক রাজার সভাজ্যোতিষী ছিলেন। তাঁহার টীকাকার চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী ৭৮৬ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি কান্যকুব্জে বসিয়া 'ব্রাহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্তে'র টীকা রচনা করেন।

মতে 'আর্য্যভটীয়ে'র মূল পাঠ "প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ।" পূর্ব্বেই তাহা সিদ্ধ করা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও তাঁহারা "ভঃ" স্থলে "ভূঃ" পাঠ মৌলিক মনে করিয়াছিলেন বলিয়া কল্পনা করা দুঃসাহসমাত্র। দ্বিতীয় অনুমানও প্রথম অনুমানের ন্যায় দোষযুক্ত। 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের রচিত অপর জ্যোতিগ্রন্থবিশেষের সম্ভাব আধুনিক কালের কোন কোন লেখক অনুমান করিয়াছেন সত্য। কিন্তু সেই অনুমানের বিরুদ্ধে অনেক শঙ্কা হইতে পারে। তাহার কিছু কিছু আমরা অন্যত্র প্রদর্শন করিয়াছি।[২১] এতদবস্থায় উক্ত দ্বিতীয় অনুমান গ্রহণ করা নিরাপদ্ মনে হয় না। সুতরাং এইরূপে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে উক্ত তৃতীয় অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। উহাও সম্পূর্ণ সংশয়বিহীন নহে বটে। তবে উহাকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ মনে হয়। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা পরে করা যাইবে। তৎপূর্ব্বে অপর একটা বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করা সঙ্গত এবং আবশ্যক মনে হয়।

ভূভ্রমণ, কি ভভ্রমণ, কোন্‌টাকে 'আর্য্যভটীয়'কার বাস্তব মনে করিতেন, অধুনা তাহা নির্দ্ধারণের উপায় কি? তাঁহার শিষ্য এবং ভাষ্যকার (প্রথম) ভাস্করের মতে, তিনি ভভ্রমণবাদী ছিলেন। সূর্য্যদেব, পরমেশ্বর প্রভৃতি পরবর্ত্তী টীকাকারগণও তাহাই বলেন। এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, একমাত্র কেরল নীলকণ্ঠ নামে ভাষ্যকার তাঁহাকে ভূভ্রমণবাদী বলিয়াছেন। তিনি ১৪০১ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং ভাস্করাদি হইতে অর্ব্বাচীন। অতএব তাঁহার মতামত ভাস্করাদির মতামত হইতে অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য। অপর কোন কোন প্রাচীন জ্যোতিষীও 'আর্য্যভটীয়'কারকে ভূভ্রমণবাদী বলিয়া গিয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাহার পুনর্ব্বিচার করিতে প্রয়াস করিব।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, "আর্য্যভটীয়ে" ভূভ্রমণসূচক দুইটি উক্তি আছে। একটা ভূভগণ বিষয়ক; অপরটা "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ" ইত্যাদি। ভূভ্রমণের বিপক্ষে ভভ্রমণবাচক তিনটা প্রমাণ তাহাতে আছে। এখন আমরা দেখাইব যে, ভূভগণের উল্লেখ হেতু কাহাকেও ভূভ্রমণবাদী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। হিন্দু জ্যোতিষসিদ্ধান্তে 'ভূদিন' গণনার রীতি প্রচলিত আছে। ভূভ্রমণবাদী এবং ভূস্থিরবাদী উভয়বিধ জ্যোতিষীই কুদিনের উল্লেখ করেন এবং জ্যোতিষিক গণনায় তাহার উপযোগ করেন। জ্যোতিষসংহিতা পঠনেচ্ছু শিষ্য কোন্ কোন্ গুণসম্পন্ন হইবেন, তাহার বিবৃতি করিতে গিয়া আচার্য্য বরাহমিহির লিখিয়াছেন,—তিনি "ভূভগণ-ভ্রমণসংস্থানাদিতে"ও অভিজ্ঞ হইবেন।[২২] সাধারণতঃ

২১। লেখকের "আচার্য্য আর্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; বিশেষরূপে তাহার ১৩৭-১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২২। মূলে আছে,—"ভূভগণভ্রমণসংস্থানাদ্য"। উৎপল ভট্ট উক্ত পদকে এই প্রকারে বিশ্লেষণ করিয়াছেন,—ভূসংস্থান+ভগণভ্রমণসংস্থান+আদি। তাঁহার লেখা এই,—"ভূভগণেতি। ভূমেঃ সংস্থানাভিজ্ঞঃ। ভূমেঃ সংস্থানং জানাতি।...তথাচ ভগণস্য নক্ষত্রচক্রস্য ভ্রমণসংস্থানং চ জানাতি।" ইত্যাদি। 'ভূভগণ+ভূভ্রমণ+ভূসংস্থান+আদি,' এ প্রকার বিশ্লেষণই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু তাহাতে বরাহমিহির ভূভ্রমণবাদী হইয়া পড়েন। 'ভূভ্রমণসংস্থান+ভগণভ্রমণসংস্থান+আদি' প্রকারে বিশ্লেষণও উৎপলের বিশ্লেষণ হইতে ভাল মনে হয়। 'ভূভ্রমণসংস্থান='কুদিনসংস্থান'।

ভূদিন ও সাবন দিন অভিন্ন। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন,—"সাবনদিবসাঃ কুদিবসাঃ বা।"[২৩] অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়[২৪] মনে করেন, 'কুদিন' সংজ্ঞার মূলে পৃথিবীর গতির সম্ভাব নিহিত রহিয়াছে। কেন না, ঐ প্রকারের অপর জ্যোতিষিক সংজ্ঞার মূলেও তদ্রূপ ভাব আছে। যথা, 'চান্দ্র দিন'=চন্দ্রের গতিজন্য দিন; 'সৌর দিন'=সূর্য্যের গতি-জন্য দিন; 'নাক্ষত্র দিন'=নক্ষত্রের গতিজন্য দিন। সেইরূপ, শ্রীযুত রায় বলেন, 'কুদিন' সংজ্ঞার মৌলিক অর্থ 'কু অর্থাৎ পৃথিবীর গতিজন্য দিন' মনে করাই উচিত। তাঁহার এই ব্যাখ্যা খুবই স্বাভাবিক ও সমীচীন মনে হয়। প্রাচীন টীকাকার মক্কিভট্টও (১২৯৯ শক) বস্তুতঃ সাক্ষাৎভাবে সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা,—

"ভূমিঃ প্রাঙ্‌মুখী ভ্রমতি সা চ যাবত্তাবতো বারান্ ক্ষিতিজে রবিনা সহ সম্বধাতে তাবন্তি সাবনদিনাদি ভূদিনানীত্যুচ্যন্তে।"[২৫]

ভাস্করাদি 'আর্য্যভটীয়ে'র টীকাকারগণও প্রকারান্তরে সেই কথা স্বীকার করিয়াছেন। ভূদিন ও ভদিন ভিন্ন। (দ্বিতীয়) ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

"ইনোদয়দ্বয়ান্তরং তদর্কসাবনদিনম্।
তদেব মেদিনীদিনং ভবাসরস্তু ভভ্রমঃ॥"[২৬]

ব্রহ্মগুপ্ত বলেন,—"রবিভগণোনা ভানাং সাবনদিবসাঃ কুদিবসাঃ বা।" যাহা হউক, কুদিনের উল্লেখ এবং ব্যবহার করিতে দেখিয়া যেমন বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি জ্যোতিষি-গণকে ভূভ্রমণবাদী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না, তেমন ভূভগণের উল্লেখ হেতু অবধারণ করা যাইতে পারে না যে, 'আর্য্যভটীয়'কার প্রকৃতই ভূভ্রমণবাদী ছিলেন। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে 'আর্য্যভটীয়'কারের মতামত নির্দ্ধারণ করিতে মাত্র একটা বচনই বাকী থাকে।

যাহা স্বসিদ্ধান্তবিরোধী মতের সূচনা করে, যাহা অপরিহার্য্যও নহে, সেই 'ভূদিন' সংজ্ঞাটি ভূস্থিরবাদিগণ কেন গ্রহণ করিয়াছেন, চিন্তনীয়। শ্রীযুত রায় মনে করেন, ঐ সংজ্ঞাটি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুজ্যোতিষসিদ্ধান্তে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী ভূস্থিরবাদিগণও তাহাকে বাদ দিতে পারেন নাই। অন্যার্থ করিয়া তাঁহারা উহাকে রাখিয়াছিলেন। (প্রথম) ভাস্করাদি 'আর্য্যভটীয়ে'র প্রাচীন টীকাকারগণ এ বিষয়ে নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ভূভগণ সম্বন্ধে (প্রথম) ভাস্কর বলেন,—

"ভচক্রপ্রতিনিবদ্ধানি নক্ষত্রাণি তস্য ভচক্রস্য প্রবহাক্ষেপবশাদপরাং দিশমাসাদয়ন্তি। নক্ষত্রাণি গ্রহবৎ স্বগত্যা প্রাঙ্‌মুখীং ভ্রমন্তীমিব পশ্যন্তীত্যনয়া যুক্ত্যা ভুবোর্ভগণনির্দ্দেশঃ। প্রাক্ যত্র তে গ্রহাঃ বিবস্বদাদয়ঃ প্রাঙ্‌মুখা ভ্রমন্তি। যদ্যপি ভপঞ্জরঃ প্রবহাক্ষেপাদপগচ্ছন্তি দিশং তথাপোতে স্বগত্যা প্রাঙ্‌মুখমেব গচ্ছন্তি।"

এই উক্তির প্রথমার্দ্ধ ভাস্করের ভাষ্যের অপর এক স্থলেও পাওয়া যায়।[২৭] তথায় 'গ্রহবৎ

২৩। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত।'

২৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, "এদেশে ভূভ্রমবাদ", সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ৪৭-৫১ পৃষ্ঠা।

২৫। শ্রীপতিবিরচিত 'সিদ্ধান্তশেখর', মক্কিভটের আংশিক টীকা সহ, পণ্ডিত শ্রীববুআ মিশ্রকৃত সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ, ১৷৩৯ শ্লোকের টীকা; ২৫ পৃষ্ঠা।

২৬। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি', বাপুদেব শাস্ত্রী কৃত সংস্করণ, মধ্যমাধিকারে কালমানাধ্যায়, ২০ শ্লোক, ১০ পৃষ্ঠা।

২৭। 'আর্য্যভটীয়', কালক্রিয়াপাদ, ৫ শ্লোকের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

স্বগত্যা' স্থলে 'ভুবঃ স্বগত্যা' পাঠ আছে মাত্র। কিন্তু উহা ভুল। তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ঐ বিষয়ে সূর্য্যদেব যজ্বার উক্তি কথঞ্চিৎ বিস্তৃত। সেই হেতু উহা অতি সুখবোধ্য। উহাতে কোন প্রকারের অস্পষ্টতা দোষ নাই।

"যুগকুভগণাঃ পূর্ব্ববৎ জাতাঃ খাশ্বরেঘদ্রিরামাশ্বিযমাষ্টতিথয়ো ভুবঃ। নন্বচলায়াঃ ভূমেঃ কথং ভগণোপদেশঃ। উচ্যতে—ভচক্রস্থানি প্রত্যঙ্মুখানি নক্ষত্রাণি ভচক্রস্য প্রবহাক্ষেপবশান্নিত্যং পশ্চিমং দিশং গচ্ছন্তি। স্বাবস্থিতাং ভূমিং স্বগত্যা প্রাঙ্মুখং ভ্রমন্তীমিব পশ্যন্তি। যথা পরং পারং প্রাপয়ন্তঃ নাবমারূঢ়াঃ পুরুষাঃ নৌগমনবশাৎ পরং পারং প্রতি যান্তঃ তমেব পরং পারং স্বগত্যা প্রতিমুখং যান্তং পশ্যন্তি, অনয়া দৃষ্ট্যা ভচক্রস্যৈব পরিবর্ত্তিকং ভূমাবধ্যস্য ভগণোপদেশঃ।"[২৮]

পরমেশ্বরও প্রায় ঐ প্রকারই বলিয়াছেন,—

"ভূমির্হ্যচলেতি প্রসিদ্ধা তস্যাঃ কথমত্র ভ্রমণকথনম্। উচ্যতে, প্রবহাক্ষেপাৎ পশ্চিমাভিমুখং ভ্রমতো নক্ষত্রমণ্ডলস্য মিথ্যাজ্ঞানবশাদ্ভুমের্ভ্রমণং প্রতীয়তে। তদঙ্গীকৃত্যেহ ভূমের্ভ্রমণমুক্তং। বস্তুতস্তু ন ভূমের্ভ্রমণমস্তি। অতো নক্ষত্রমণ্ডলস্য ভ্রমণপ্রদর্শনপরমত্র ভূভ্রমণকথনমিতি বেদ্যং। বক্ষ্যতি চ মিথ্যাজ্ঞানং 'অনুলোমগতির্নৌস্থঃ'" ইত্যাদি।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়,—ভাস্কর, সূর্য্যদেব এবং পরমেশ্বরও স্বীকার করেন যে, ভূভগণের মূলে ভূভ্রমণতত্ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু তাঁহারা অধিকন্তু মনে করেন যে, তদ্দ্বারা আর্য্যভট ভূভ্রমণবাদ অঙ্গীকার করেন নাই। ভপঞ্জরের বাস্তব গতিকে ভূমিতে অধ্যস্ত করিয়াই তিনি ভূভ্রমণের তথা ভূভগণের উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিমাভিমুখী আবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের বা তাহাতে অবস্থিত ব্যক্তির মনে হইবে যে, সে নিজে স্থির আছে, পৃথিবীই পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে। আর্য্যভট ঐ প্রকার কল্পনাদৃষ্টিতেই ভূভ্রমণের কথা বলিয়াছেন। অধ্যাসজনিত বলিয়া উহা মিথ্যাজ্ঞান। পরমেশ্বর স্পষ্টতই তাহা কহিয়াছেন।

ভাস্কর লিখিয়াছেন, ভূভগণ কল্পিত হইলেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে গ্রহগণিতগ্রন্থে তাহার উপদেশের প্রয়োজন আছে। ঐ প্রকার দুচারিটা প্রয়োজনও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।[২৯] এতদ্দ্বারা বোধ হয়, তিনি বলিতে চাহেন যে, আর্য্যভট ব্যবহারাপেক্ষায় ভূভ্রমণের বর্ণনা করিয়াছেন। সূর্য্যদেব মনে করেন যে, অন্য গ্রন্থের ভগণবর্ণনার সঙ্গে একবাক্যতা রক্ষার অভিপ্রায়েই আর্য্যভট পৃথিবীর ভগণের কথা অসত্য হইলেও ভপঞ্জরের ভগণ তাহাতে অধ্যস্ত করিয়া, বর্ণনা করিয়াছেন।[৩০] এ সম্বন্ধে পরমেশ্বরের অভিমত ভিন্ন।

২৮। আদিয়ারস্থ পাণ্ডুলিপির এই পাঠ। আমাদের অপর পাণ্ডুলিপির পাঠও প্রায় এই প্রকার। তাহার এখানে ওখানে পদের বা বিভক্তির ভেদ আছে মাত্র। কিন্তু তদ্ধেতু টীকাকারের মন্তব্যের মর্ম্ম গ্রহণে কোন বেগ পাইতে হয় না।

২৯। ভাস্কর লিখিয়াছেন, "কিং পুনর্ভূভগণোপদেশে প্রয়োজনমিত্যাহ,—রবিভূযোগাৎ ভূদিবসানয়নং নৈতদস্তি প্রকারান্তরনিষ্পন্নত্বাৎ কুদিবসানাং যদ্যপায়মেব কুদিবপ্রতিপত্তেরুপায়ঃ স্যাৎ তথাপ্যুপদেশগৌরবান্ন যুজ্যতে। কা উপদেশগুরুতা উচ্যতে। 'কু ঙিশিবুণ্লখ্ৃ' ইতি কুভগণোপদেশঃ রবিভূযোগা ভূদিবসা ইতি দিবসোপদেশঃ কথং তর্হি বিধীয়তে। উচ্যতে ভূদিবসপ্রমাণনির্দ্দেশঃ। এবং লঘুতরপ্রকারঃ। তস্মান্নৈকং প্রয়োজনম্ উপদেশস্যৈতাবতা কারণং ভবিতুমর্হতি। অন্যদপি প্রয়োজনান্তরমস্তীত্যাহ" ইত্যাদি। ('আর্য্যভটীয়,' গীতিকাপাদ, ৩ শ্লোক, ভাস্কর-ভাষ্য)।

৩০। "কুতঃ প্রাক্স্বশক্ত্যা প্রাঙ্মুখং গচ্ছতাং গ্রহাদীনাং তদ্গমনকৃতাঃ পরিবর্ত্তাঃ (ভূ)ভগণা ইত্যুপদিশ্যন্তে। প্রাগ্ভগণৈরেকবাক্যতায়ৈ চ ভচক্রস্য প্রত্যগ্ভগণা ভূমাবধ্যস্যোপদিষ্টাঃ ইত্যবগন্তব্যম্।" (সূর্য্যদেব যজ্বা)।

এখন আমরা 'আর্য্যভটীয়ো'ক্ত ভূভ্রমণসূচক অপর প্রমাণের পরীক্ষা করিব। "অনুলোমগতিনৌস্থঃ" ইত্যাদি বাক্যের গোড়ায় যে পৃথিবীর ভ্রমণের কথা বর্ত্তমান আছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু আর্য্যভট কোন্ অভিপ্রায়ে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যথাযথ নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। কেন না, উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী "উদয়াস্তময়নিমিত্তং" ইত্যাদি শ্লোকে অতি স্পষ্টবাক্যে তিনি ভচক্রের ভ্রমণের কথা বিবৃত করিয়াছেন। একই নিশ্বাসে এবম্প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি তিনি কেন করিলেন? প্রাচীনেরা এ বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা জল্পনা করিয়াছেন। আমরা প্রথমে তাহার বিবরণ দিতেছি।

"অনুলোমগতিনৌস্থঃ" ইত্যাদি বচন সম্বন্ধে (প্রথম) ভাস্করের অভিমত জানা নাই, তাঁহার ভাষ্যের যে পাণ্ডুলিপি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা খণ্ডিত। তাহাতে ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা নাই। সূর্য্যদেব বলেন, নৌকার দৃষ্টান্ত দ্বারা আর্য্যভট ভূভ্রমণাধ্যাসের উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূভ্রমণকে বাস্তব বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই। তাঁহার লেখা এই,—

"ভচক্রপরিবর্ত্তানাং ভূমাবধ্যাসোপদেশকারণমাযায়া আহ,—'অনুলোমগতিনৌস্থঃ,...। তথা লঙ্কায়াং সমপশ্চিমগানি ভানি ভূস্থিতাচলানি বস্তূনি প্রাঙমুখং গচ্ছন্তি পশ্যন্তি।"

পরমেশ্বরের মতও তাহাই। তিনি আরও মনে করেন, ভূভ্রমণকে অধ্যাস বলিয়া প্রতিপাদনে আর্য্যভটের গূঢ় অভিপ্রায় ছিল। তাঁহার আগেকার কোন কোন জ্যোতিষী ভূভ্রমণকে বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ঐ মতবাদ খণ্ডনার্থ আর্য্যভট প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভূভ্রমণ অধ্যাসমাত্র। এইরূপে তিনি লিখিয়াছেন,—

"ভূমেঃ প্রাগ্গমনং নক্ষত্রাণাং গত্যভাবঞ্চেচ্ছন্তি কেচিৎ। তন্মিথ্যাজ্ঞানবশাদিত্যাহ, অনুলোম-গতিনৌস্থঃ...তথা ভানি নক্ষত্রাণি লঙ্কায়াং সমপশ্চিমগানি কর্ত্তৃভূতানি অচলানি ভূমিগতাস্যচলবস্তূনি কর্ম্মভূতানি বিলোমগানীব প্রাচীং দিশং গচ্ছন্তীব পশ্যন্তি। লঙ্কাদিবিষুবদ্দেশে হ্যেব নক্ষত্রপঞ্জরস্য সমপশ্চিমগত্বম্। এবং তারাণাং মিথ্যাজ্ঞানবশাদুৎপন্নাং প্রত্যাগ্গমনমঙ্গীকৃত্য ভূমেঃ প্রাগ্গতিরভিধীয়তে। পরমার্থতস্তু স্থিরৈব ভূমিরিত্যর্থঃ।"

অপর পক্ষে আচার্য্য উৎপল ভট্টের লেখা দৃষ্টে প্রতীতি হয়, তিনি যেন মনে করেন যে, ঐ শ্লোকে আচার্য্য আর্য্যভট পূর্ব্বপক্ষ বিস্তার করিয়াছেন। কেন না, উহার উল্লেখপূর্ব্বক (যদুক্তমাচার্য্যার্য্যভটেন, 'অনুলোমগতিনৌস্থঃ' ইত্যাদি) তাহার খণ্ডনার্থ (অত্রায়ং পরিহারঃ ইত্যাদি) তিনি বরাহমিহির, পুলিশ এবং ব্রহ্মগুপ্তের বচনের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য-ভটীয়ে'র "উদয়াস্তময়নিমিত্তং" ইত্যাদি বচনেরও অনুবাদ করিয়াছেন। 'আর্য্যভটীয়'কে বিরুদ্ধোক্তি-দোষদুষ্ট বলিয়া প্রদর্শন করতঃ তাহার প্রামাণ্যগৌরব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায় উৎপল ভট্টের নিশ্চয়ই ছিল না। কারণ, তিনি কতিপয় স্থলে উহার বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শেষোক্ত শ্লোক তিনি সিদ্ধান্ত পক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্লোককে তিনি পূর্ব্বপক্ষ মনে করিতেন, বলিতেই হইবে। তাঁহার পূর্ব্বে পৃথূদকস্বামীও

'আর্য্যভটীয়'কারকে বরাহমিহিরাদির সঙ্গে ভভ্রমণবাদের পক্ষে উল্লেখ করিয়াছেন।[৩১] তিনি ভূভ্রমণবাদে বিশ্বাস করিতেন। ব্রহ্মগুপ্ত তাহাতে যে দূষণ দিয়াছেন, তিনি তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। অতি স্পষ্টবাক্যে পৃথূদকস্বামী নিজেকে আর্য্যভটের পক্ষপাতী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।[৩২] অথচ তিনি ভূভ্রমণবাদের বিরুদ্ধে 'আর্য্যভটীয়ে'র প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের নৃসিংহের লেখার ভঙ্গী দৃষ্টে মনে হয়, তাঁহার মতও যেন কতকটা উৎপল ভট্টের মতের অনুকূল।[৩৩]

ভাস্করাদি 'আর্য্যভটীয়ে'র টীকাকারগণের ব্যাখ্যা যুক্তিসহ নহে। ভূভ্রমণকে অধ্যাস বলিয়া মনে করিতে অতি কষ্টকল্পনা করিতে হয়। গতিমান্ যানাবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে পার্শ্বস্থ অচল বস্তুকে বিপরীতদিকে চলনশীল এবং নিজেকে অচল বলিয়া ভ্রমাধ্যাস হইতে দেখা যায়। কিন্তু গতিহীন যানারূঢ় ব্যক্তির অধ্যাস হয় না যে, সে স্বয়ং সচল এবং পার্শ্বস্থ গতিমান্ বস্তু অচল। ব্যাবহারিক জগতে ঐ রকমের কোন দৃষ্টান্ত নাই। সেই প্রকার বস্তুতই যদি পৃথিবী স্থির এবং ভচক্র ভ্রমণশীল হইত, পৃথিবীস্থ ব্যক্তির বিপরীতরূপ, অর্থাৎ পৃথিবী ভ্রমণশীল এবং ভচক্র স্থির,—এরূপ অধ্যাস হইত না। আমাদের ব্যাবহারিক কিংবা প্রাতিভাসিক জগতে সেই প্রকার ভ্রম হয় না। একমাত্র ভচক্রস্থ ব্যক্তিরই সেইরূপ অধ্যাস হইতে পারে। টীকাকারেরাও তাহা স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমরা পৃথিবীর বাসিন্দা। ভচক্র-বাসীর ভ্রম আমাদিগেতে আরোপ করিয়া কষ্টকল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? যাহা প্রতীতিগোচর হয়, তাহারই সত্যাসত্য নির্দ্ধারণার্থ বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা প্রতীতিগোচর হয় না, তাহার কল্পনাপূর্ব্বক আলোচনা উহার লক্ষ্য নহে। অদৃষ্ট-তত্ত্বের সন্ধান করিতে গেলে বিচার-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। নতুবা তত্ত্বনির্ণয় হইতে পারে না। "দৃষ্টাৎ অদৃষ্টসিদ্ধিঃ"—দৃষ্ট দ্বারা অদৃষ্টের অনুমান করিতে হয়। এক অদৃষ্টের দ্বারা—যাহার সম্ভাবনা পূর্ব্বে যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে দৃষ্ট সহায়ে প্রমাণিত হয় নাই, এমন অসিদ্ধ অদৃষ্টের দ্বারা,—অপর অদৃষ্টের অবধারণ হইতে পারে না। কল্পনার সৌধ নির্ম্মাণ করিলে তাহা সত্য হয় না। বিজ্ঞানশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই তাহা নহে। আর্য্যভট যদি সত্য সত্যই পৃথিবীকে স্থির বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তিনি ভূভ্রমণের কষ্টকল্পনা করিলেন কেন? তাঁহার টীকাকারেরা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তিনি ভূভ্রমণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কল্পনা করেন নাই।

৩১। পৃথূদকস্বামী লিখিয়াছেন,—"অন্যে তু পুনরন্যথা ব্যাচক্ষতে। ভূগোল এব প্রাঙ্মুখো ভ্রমতি ভপঞ্জরঃ সোড়ুচক্রঃ স্থিরঃ।...তস্মান্ন ভূর্ভ্রমতি ভচক্রমেব ভ্রমতি প্রবহানিলাক্ষিপ্তং। তথা বরাহমিহিরাণাং ... তথাচার্যাভটঃ 'উদয়াস্তমযানিমিত্তক্ষিতিজ্ঞানক্ত (?) এব আর্যারূঢ়ে সূত্রার্থঃ। তথা চ পৌলিশে সিদ্ধান্তে" ইত্যাদি। (বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পাণ্ডুলিপি, I, B 6,—৩ পৃষ্ঠা)।

৩২। আর্যাভটের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রহ্মগুপ্ত কর্ত্তৃক ভূভ্রমণবাদে প্রদত্ত দূষণের ব্যাখ্যার পর পৃথূদক মন্তব্য করিয়াছেন,—"অস্মাকং পুনরার্যাভটীয়পক্ষঃ প্রতিভাতি" ইত্যাদি।

৩৩। নৃসিংহ লিখিয়াছেন,—"আর্যাভটেন যস্তু ভ্রমণমভ্যুপগতং তত্র বরাহোক্তোঽয়ং দোষঃ...ঈদৃশভূমিশক্তি-কল্পনাগৌরবাদেব বৃদ্ধবাশিষ্টমতং বৃদ্ধার্যেণ স্বীকৃতম্। 'উদয়াস্তময়নিমিত্তং" ইত্যাদি। ('বাসনা-বার্ত্তিক', পূর্ব্বোক্ত সংস্করণ, ৩১৮ পৃষ্ঠা)।

তাঁহার পূর্ব্ব হইতে ভূভ্রমণবাদ এদেশে প্রচলিত ছিল। তিনি "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকে উহাকে অধ্যাসরূপে প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন মাত্র। যদি তাহাই সত্য হয়, ঐ শ্লোকের অভিপ্রায় যদি বস্তুত উহাই হয়,—সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে—তাঁহার ঐ চেষ্টা বৃথা হইয়াছে বলিতে হইবে। আর্য্যভটের মত প্রগাঢ় বিদ্বান্ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ জ্যোতিষী কি বুঝিতে পারিলেন না যে, প্রতিপক্ষকে নিরাস করিবার জন্য তিনি অযৌক্তিক কল্পনা করিয়াছেন? ইহা নিশ্চয়ই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, ঐ প্রকারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মহামহারথিগণও কখন কখন ঐ প্রকার সাধারণ রকমের ভুল করিয়াছেন।

"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ সরল এবং সহজ। নৃসিংহ সত্যই বলিয়াছেন, উহা স্পষ্টার্থক; যদিও তিনি তদুক্ত তত্ত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ("স্পষ্টগতাবপি...")। উহার বক্তব্য, "অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্" (তেমনই লঙ্কায় অবস্থিত ব্যক্তি অচল নক্ষত্রসমূহকে সমবেগে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে দেখে) অর্থাৎ ভসমূহ বস্তুতঃ অচল হইলেও আমাদের নিকট সচল প্রতীয়মান হয় কেন, তাহার যুক্তি প্রদর্শন করা। ভাষ্যকারেরা যেমনটি বুঝাইতে চাহেন, অচল পৃথিবীকে সচল মনে হওয়ার কথা উহাতে নাই। প্রকৃত পক্ষে উহাতে ভসমূহই অচল ("অচলানি ভানি") বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, পৃথিবী নহে। এই শ্লোকের দ্বারা অনায়াসে অবধারণ হয় যে, প্রতীয়মান ভভ্রমণ অধ্যাস মাত্র, সুতরাং মিথ্যা; ভূভ্রমণই বাস্তব। চলমান নৌকার দৃষ্টান্তে উহাকে পরিষ্কার ও দৃঢ় করা হইয়াছে। পৃথূদকস্বামী, উৎপল ভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণও উহার মর্ম্মার্থ এপ্রকার বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন। বাক্যের শ্রুতার্থ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুতার্থের কল্পনা করা সাধারণতঃ বিচার-শাস্ত্রের মতে দোষ। কোন বিশেষ ও সঙ্গত কারণ থাকিলে স্থলবিশেষে তাহাও করা যায় বটে। আলোচ্য স্থলে সে প্রকার কোন অসাধারণ কারণ দেখা যায় না। সুতরাং শ্রুতার্থ গ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে উচিত। তবে উৎপলাদি অনুমান করেন যে, আর্য্যভট ঐ শ্লোকে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়াছেন মাত্র, সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন নাই। তাঁহাদের এই অনুমান প্রকৃত কি না, 'আর্য্যভটীয়'কারের অভিপ্রায় সত্য সত্যই উহা ছিল কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা যায় না। তবে টীকাকারগণের ব্যাখ্যা অপেক্ষা, এই ব্যাখ্যা আর্য্যভটের সুযশের পক্ষে বরং ভাল।

আধুনিক লেখকেরা, পৃথূদকস্বামি-প্রমুখ প্রাচীন ভাষ্যকারগণের ন্যায়, "অনুলোম-গতির্নৌস্থঃ" ইত্যাদি শ্লোকের শ্রুতার্থই গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা, অপর পক্ষে মনে করেন, আর্য্যভট প্রকৃত পক্ষে ভূভ্রমণবাদীই ছিলেন। উহাতে তিনি সিদ্ধান্তপক্ষে ভূভ্রমণ-বাদের উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী "উদয়াস্তময়নিমিত্তং" ইত্যাদি বাক্যে তিনি ভভ্রমণ-বিষয়ক প্রচলিত প্রাচীন মতবাদ অভ্যুপগমপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। ভূভ্রমণ, কি ভভ্রমণ, যে কোন বাদই অঙ্গীকার করা যাউক না কেন, জ্যোতিষজগতের ব্যবহারে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হয় না এবং বিঘ্নও হয় না।[৩৪]

৩৪। পৃথূদকস্বামীও সেরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—"এবমপি সব্যাপসব্যসিদ্ধিস্তুল্যৈব।"

সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রতিভাত হয় যে, গ্রহনক্ষত্রাদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তন করিতেছে। তাহাকে প্রকৃত বলিয়া অভ্যুপগম করিলে জ্যোতিসতত্ত্ব আয়ত্ত করা সহজ হয়। সেই হেতু আধুনিক কালেও, যখন ভূভ্রমণ সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিকের মনে কিঞ্চিৎমাত্রও সন্দেহ নাই, পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতির গ্রহগণিত-বিষয়ক পাঠ্য গ্রন্থে ভভ্রমণাপেক্ষায় তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়। সে প্রকার বলা যাইতে পারে যে, আচার্য্য আর্য্যভট প্রকৃত পক্ষে ভূভ্রমণে বিশ্বাস সত্ত্বেও ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সুগম হেতু ভভ্রমণবাদ অভ্যুপগম করিয়াছেন। এই আধুনিক ব্যাখ্যা 'আর্য্যভটীয়'কারের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাকেও একেবারে শঙ্কাবিহীন বলা যায় না। যাঁহারা পরমার্থতঃ ভূভ্রমণবাদী, অথচ ব্যাবহারিক সৌকর্য্যার্থ ভভ্রমণ অভ্যুপগম করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রবহ বায়ুর কল্পনা ব্যর্থ। স্বাভাবিক অধ্যাস হেতু আপনা হইতেই ভচক্র ঘুরিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু 'আর্য্যভটীয়'কার স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, প্রবহ বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ("প্রবহেণ বায়ুনা ক্ষিপ্তম্") ভচক্র পরিভ্রমণ করিতেছে। তিনি কি প্রচলিত মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই গতানুগতিক ভাবে সে প্রকার করিয়াছেন? উৎপল ভট্টাদি প্রাচীন লেখকগণ কেন আধুনিক লেখকগণের অনুসৃত প্রকারে আর্য্যভটের বিবক্ষিত মর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহাও বিবেচ্য।

'আর্য্যভটীয়ে'র উক্তির মর্ম্মাভিপ্রায় সম্বন্ধে যে তিন পক্ষের সম্ভাব উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে—ভাস্করাদির পক্ষ, উৎপলাদির পক্ষ এবং আধুনিক লেখকের পক্ষ—তাহার কোন্‌টি সত্য সত্যই গ্রন্থকারের বিবক্ষানুযায়ী হইয়াছে, স্বতন্ত্রভাবে তাহার নির্ণয় করা বর্ত্তমান সময়ে দুঃসাধ্য। একটা কথা এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে হয়। (প্রথম) ভাস্কর আর্য্যভটের শিষ্য ছিলেন। কোন্ বিষয়ে গুরুর অভিমত কি ছিল, তাহা জানা শিষ্যের পক্ষে যতটা সম্ভব, অপরের পক্ষে, বিশেষতঃ পরবর্ত্তী কালের কাহারও পক্ষে ততটা সম্ভব নহে। সুতরাং আর্য্যভটের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে ভাস্করের মতামত বিশেষ শ্রদ্ধা ও বিবেচনার যোগ্য। চতুর্ব্বেদাচার্য্য পৃথূদকস্বামী পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভাস্করও কোন কোন স্থলে আর্য্যভটের লেখার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হন নাই। তাই উহাদের কদর্থ করিয়াছেন। আলোচ্য স্থলেও যে তিনি সে প্রকারে ভ্রম করেন নাই, বলা যায় না। সূর্য্যদেব, পরমেশ্বর প্রভৃতি পরবর্ত্তী টীকাকারগণ নির্ব্বিচারে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। তথাপি, 'আর্য্যভটীয়'কার ভভ্রমণবাদী ছিলেন, ভূভ্রমণকে তিনি অধ্যাস মনে করিতেন,—ভাস্করের এই অভিমত গ্রাহ্য মনে করি। কারণ, তাহার পক্ষে অপর প্রমাণও পাওয়া যায়। আর্য্যভটের অপর শিষ্য আচার্য্য লল্ল[৩৫]ও ভূভ্রমণকে মিথ্যাজ্ঞান বলিয়াছেন এবং তাহার খণ্ডনার্থ প্রযত্ন করিয়াছেন।[৩৬] তাঁহারা সম্ভবত গুরুর নিকট হইতে উহা

৩৫। আচার্য্য লল্ল আচার্য্য আর্য্যভটের অন্তেবাসী শিষ্য কি না, সে বিষয়ে কেহ কেহ শঙ্কা করেন। লেখকের "আচার্য্য আর্য্যভট ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যবর্গ" প্রবন্ধে তাহার আলোচনা হইয়াছে। শঙ্কাকারিগণ, তাঁহাদের স্বপক্ষে কোন সবল প্রমাণ এ পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতে পারেন নাই।

৩৬। লল্ল-প্রণীত 'শিষ্যধীবৃদ্ধিদ', সুধাকর দ্বিবেদী কৃত সংস্করণ, কাশী, ১৯৪৩ সম্বৎ, মিথ্যাজ্ঞানাধ্যায়, ৪২-৪ শ্লোক। গ্রহভ্রমসংস্থাধ্যায়, ৩ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

শিখিয়াছিলেন।[৩৭] কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহারা স্পষ্টতঃ কিছু বলেন নাই। আল্‌বিরুনির লেখা হইতে জানা যায়, আচার্য্য লাটদেবও ভূভ্রমণবাদী ছিলেন।[৩৮] লাটদেবও আর্য্যভটের শিষ্য এবং "সর্ব্বসিদ্ধান্তগুরু" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এ বিষয়ে পাণ্ডুরঙ্গস্বামী প্রভৃতি আর্য্যভটের অপর শিষ্যবর্গের অভিমত জানা নাই। পৃথূদকস্বামী, উৎপল ভট্ট প্রভৃতি অন্য প্রাচীন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিগণও 'আর্য্যভটীয়'কারকে ভূভ্রমণবাদী বলিয়াছেন। এতগুলি বিশ্বস্ত লেখকের সম্মত বলিয়া আমাদেরও তাহা স্বীকার করা উচিত। বিশেষতঃ তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করিবার মত কোন অকাট্য প্রমাণও জানা নাই। সুতরাং ইহা মানিতে হইবে যে, আর্য্যভট পূর্ব্বপক্ষরূপেই ভূভ্রমণবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তখন ফলে ফলে ইহাও সিদ্ধ হইবে যে, "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচনের মূল সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় পক্ষই অবলম্বনীয়।

'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের (৪২১ শক) পূর্ব্বে এদেশে ভূভ্রমণবাদ প্রচলিত ছিল। নানা দিক্ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কত কাল পূর্ব্বে উহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখন আমরা যথাসম্ভব তাহার আলোচনা করিব। যত দূর জানা যায়, বৈদিক যুগে উহা হিন্দুস্থানে বহুল প্রচারিত ছিল বোধ হয়। ঋগ্বেদে পৃথিবীবাচী যতগুলি শব্দ পাওয়া যায়, তাহাদের বিশেষ পর্য্যালোচনা করতঃ অধ্যাপক শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী[৩৯] ১৩১০ বঙ্গাব্দে দেখাইয়াছেন যে, উহাদের কতিপয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গতিনির্দ্দেশক। গতি আছে বলিয়াই পৃথিবীর ঐ ঐ নাম হইয়াছে। অপর কতিপয় পৃথিবীবাচী বৈদিক শব্দে পৃথিবীর গতির অনুকূলে বা প্রতিকূলে কিছুই বুঝা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাউক। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০।৩১।৬,১০) 'পৃথিবী' অর্থে 'গো' শব্দের প্রয়োগ আছে। আচার্য্য যাস্ক লিখিয়াছেন, "গো এইটি পৃথিবীর নাম, যেহেতু ইহা দূরে গমন করে। আরও যেহেতু ইহাতে জীবগণ বিচরণ করে, সেই হেতু ঐ নাম করা হইয়াছে। 'গম্' ধাতু বা গা ধাতুর উত্তর 'ও' প্রত্যয় করিলে 'গো' হয়।"[৪০] শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, আমার ধারণা হয়, পৃথিবীর গতি সুবহুপূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণের বিশেষরূপে বিদিত ছিল, অন্যথা এক গতিক্রিয়া লইয়া তাঁহারা পৃথিবীর এতগুলি নাম করিতেন না।" তিনি আরও বলেন, আচার্য্য যাস্কের কথায় বোধ হয়, তাঁহার সময়েও পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে লোকের কোন বিপ্রতিপত্তি ছিল না। তাঁহার পরে সন্দেহের উৎপত্তি

৩৭। যাঁহারা লল্লকে আর্য্যভটের শিষ্য স্বীকার করিতে আপত্তি করেন, তাঁহাদের একটা যুক্তি এই যে, আর্য্যভটের শিষ্য হইলে লল্ল গুরুর ভূভ্রমণবাদে দোষ দিতেন না। এখন দেখা যাইতেছে যে, আর্য্যভটের অপর শিষ্যেরাও তাহা স্বীকার করেন নাই। আর্য্যভটও সম্ভবতঃ উহা খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের ঐ আপত্তি নির্ম্মূল।

৩৮। *Alberuni's India*, vol. I, p. 280. আলবিরুনির এই উক্তি কতটা বিশ্বাস্য বলা যায় না। লাটদেবের গ্রন্থ এখন লুপ্ত। অপর কাহারও লেখায়ও এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কিছু পাওয়া যায় নাই। সুতরাং উহা যাচাই করিবার উপায় নাই।

৩৯। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, "বেদে পৃথিবীর গতি",—'ভারতী', ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ৭৯৮-৮০৩ পৃষ্ঠা।

৪০। "গৌরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ং ভবতি, যদ্দূরং গতা ভবতি, যচ্চাস্যাং ভূতানি গচ্ছন্তি গাতের্বৌকারো নামকরণঃ।" (নিরুক্ত, ২।২।১)

হইয়া থাকিবে। আধুনিক সংস্কৃত কোষে পৃথিবীবাচক 'অচলা' ও 'স্থিরা' শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈদিক অভিধানে (নিঘণ্টুতে) ঐ দুই শব্দ নাই। ঐ দুই শব্দযুক্ত কোন বৈদিক বচনও পাওয়া যায় না। অপর একজন লেখক, 'পর্য্যবেক্ষক' ছদ্মনামে, বৈদিক প্রমাণ সহায়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন।[৪১]

বৈদিক ঋষি জানিতেন যে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কতিপয় বেদমন্ত্রের[৪২] আধারে লাডবিগ এই অনুমান করেন। সেই প্রকারে প্রমাণান্তর সহায়ে অধ্যাপক শ্রীযুত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বলেন, ভূভ্রমণও তাঁহাদের বিদিত ছিল।[৪৩] তাঁহার সিদ্ধান্ত সারতঃ এই :—

১। পৃথিবী (স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর) আবর্ত্তন করিতেছে। (ঋগ্বেদ, ১।১৮৫।১)। সেই জন্য ঋগ্বেদে পৃথিবীর একটা নাম 'উরূচী' (৭।৩৫।৩)। সায়নাচার্য্য বলেন, 'উরূচী' অর্থ 'বিবর্ত্তমানা পৃথিবী'।

২। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে। (৬।৯।১)

৩। সূর্য্যই পৃথিবীকে আবর্ত্তিত করিতেছে। (৬।৮।৩; প্রসঙ্গতঃ ৮।৬।৫ দ্রষ্টব্য)

৪। চক্রনেমিস্থ মানুষের নিকট যেমন চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থির বস্তুসমূহ ঘূর্ণায়মান বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আমাদের প্রতীতি হয় যে, সূর্য্য ও ভচক্র ঘুরিতেছে। (১।১৬৪।১৯)

৫। আবর্ত্তন ব্যতীত পৃথিবীর গমনও আছে। তাই তাহাকে 'অর্জ্জুনী' ও 'বিচারিণী' বলা হয় (৫।৮৪।২)। সায়নাচার্য্য বলেন, 'অর্জ্জুনী' অর্থ 'গমনশীলা' এবং 'বিচারিণী' অর্থ 'বিবিধচরণশীলা পৃথিবী'।

৬। পৃথিবীর গমনের কারণ সূর্য্য। (৪।৫৬।৩; প্রসঙ্গতঃ ৪।৪২।৩; ৪।৫৪।৪, ১।১৬০।৪ দ্রষ্টব্য)

৭। পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখী, স্বর্গীয় ও বিস্তীর্ণ পথ পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। (১০।১১০।৪)

শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণসমূহকে সঙ্গত ও বিশ্বাস্য মনে করিয়া ডাক্তার একেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[৪৪]

যাহা হউক, বৈদিক যুগের সকল আর্য্যঋষিগণ পৃথিবীর গতি স্বীকার করিতেন মনে হয় না। কেন না, কোন কোন 'ব্রাহ্মণ'গ্রন্থের বচনে প্রমাণ হয় যে, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে।[৪৫] শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৪৬] পরবর্ত্তী কালে এই মতবাদই বিশেষভাবে হিন্দু সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্যপ্রদক্ষিণের কথা প্রায় সকলেই তখন বিস্মৃত হইয়াছিল। ইতিহাসপুরাণাদিতে দেখা যায়, পৃথিবী স্থির; সগ্রহ ভচক্রের আবর্ত্তন হেতু পৃথিবীতে দিন রাত্রি প্রভৃতি হয়।[৪৭]

৪১। 'পর্য্যবেক্ষক', "বেদে পৃথিবীর গতি", 'ভারতী', ১৩১০ বঙ্গাব্দ, ১০৯৭-৯ পৃষ্ঠা।

৪২। 'ঋগ্বেদ,' ৪।২৮।২৩; ৫।৩৩।৪; ১০।৩৭।৩ এবং ১০।১৩৮।৪

৪৩। অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, "ঋগ্বেদে পৃথিবীর আবর্ত্তন, সূর্য্যপ্রদক্ষিণ,"—'ভারতবর্ষ,' ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, ৭ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৭২৯—৭৩৫ পৃষ্ঠা।

৪৪। Ekendranath Ghosh, "Studies on Rigvedic Deities—Astronomical and Meteorological," *Journ. Asiat. Soc. Beng.*, 1932; p. 11.

৪৫। যথা,—'শতপথ ব্রাহ্মণ,' ৮।৭।২।৫; ২।২।৩।৯; ১০।৫।৪।১৪; 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,' ১।১।২০

৪৬। 'শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত,' বঙ্গানুবাদ ও টীকা সমেত, শ্রীবিজ্ঞানানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, ৩০৫ পৃষ্ঠা।

৪৭। যথা,—'মহাভারত,' নীলকণ্ঠকৃত টীকা সমেত, পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং 'বঙ্গবাসী' কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৮২৬ শকাব্দ, শান্তিপর্ব্ব, ৩৬।১৬

'মহাভারতে'র অন্যত্র (স্বর্গারোহণপর্ব্ব, ৫।২৩) আছে যে, ভগবান্ অনন্ত যোগবলে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।

'মহাভারতে' আছে,[৪৮] আবহ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়াই চন্দ্রসূর্য্যাদির উদয়াস্ত হয়।[৪৯] হিন্দুদিগের জ্যোতিষগ্রন্থেও ভভ্রমণবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। বশিষ্ঠ, শাকল্য, ময় এবং পুলিশ-কৃত জ্যোতিষসিদ্ধান্তে তাহা পাওয়া যায়। ইহাঁদের সকলে 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের (৪২১ শকের) পূর্ব্বকালের। তদর্ব্বাক্ কালের বরাহমিহির, (প্রথম) ভাস্কর, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, (দ্বিতীয়) ভাস্কর প্রভৃতি জ্যোতিষীরাও ভভ্রমণবাদী। তাঁহাদের অনেকে ভূভ্রমণবাদে দোষারোপ করিয়াছেন।[৫০]

এই পরবর্ত্তী কালে আর্য্যভট নামে জনৈক জ্যোতিষী পৃথিবীর গতিবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন বৈদিক মতবাদ প্রচার করিতেন বোধ হয়। তাঁহার গ্রন্থ অধুনা বিলুপ্ত। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত এবং পৃথূদকস্বামীর লেখা হইতে তাঁহার সদ্ভাবের কথা আমরা জানিতে পারি। তাঁহাদের অনূদিত "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচন তাঁহারই মনে হয়। তাঁহারই অনুসরণে পৃথূদকস্বামী (৭৮৬ শক), মক্কিভট্ট (১২২৯ শক) এবং কেরল নীলকণ্ঠ (১৪০১ শক) ভূভ্রমণবাদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভট অপেক্ষা প্রাচীন। এই অর্ব্বাচীন আর্য্যভট "অনুলোমগতির্নৌস্থঃ" ইত্যাদি বাক্যে সেই প্রাচীন আর্য্যভটের উক্তি পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। প্রাচীন "প্রাণেনৈতি কলাং ভূঃ" বচনকে

৪৮। "আবহো নাম সংবাতি দ্বিতীয়ঃ শ্বসনো নদন্ ॥৩৭॥
উদয়ং জ্যোতিষাং শশ্বৎ সোমদীনাং করোতি যঃ।" (শান্তিপর্ব্ব, ৩২৮ অধ্যায়)

এক হিসাবে এই বচনটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান 'মহাভারতে'র মতে উহা পরমর্ষি ব্যাসের। তিনি স্বীয় পুত্র শুকদেবের নিকট উহা বলিয়াছিলেন। ব্যাসরচিত আদি মহাভারতে বা ভারতাখ্যানে উহা ছিল কি না, বলা যায় না। থাকিলে আমাদের শঙ্কা দৃঢ়ীভূত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সায়নাচার্য্যের ভাষ্য এবং আধুনিক কতিপয় লেখকের ব্যাখ্যা মতে, কোন কোন বেদমন্ত্রে পৃথিবীর আবর্ত্তন ও সূর্য্যপ্রদক্ষিণের উল্লেখ আছে। ভগবান্ যাস্কের নিরুক্তি এত স্পষ্ট ও নিশ্চিত যে, তাহাও উপেক্ষা করা যায় না। তদ্বলে স্বীকার করিতে হয় যে, অন্ততঃ কোন কোন বৈদিক ঋষি পৃথিবীর গতি মানিতেন। বেদব্যাস কেন বিপরীত মত প্রচার করিলেন? ভূভ্রমণবাদীর পক্ষে আবহ (বা প্রবহ) বায়ুর কল্পনা নিরর্থক। বেদমন্ত্রের মর্ম্মার্থ কি তিনি জানিতেন না?

আলোচ্য স্থলে মহর্ষি ব্যাস প্রবহাদি সপ্ত বায়ু এবং তাহাদের বিশেষ বিশেষ কার্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। পিণ্ডস্থ প্রাণাদি বায়ুর সঙ্গে তাহাদের সম্পর্কও উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে তিনি পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে, ক্ষুদ্রে ও বিরাটে সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূভ্রমণ স্বীকার করিলে ঐ সাদৃশ্য থাকে না। তথাকথিত এই দার্শনিক সাদৃশ্য রক্ষার জন্য, পরবর্ত্তী কালে ভূভ্রমণবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছিল কি না, বিবেচ্য।

৪৯। জ্যোতিষগ্রন্থের মতে, ভচক্র আবর্ত্তনের কারণ প্রবহ বায়ু; আবহ বায়ু নহে।

৫০। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা,' ১৩।৫—৭; 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত,' ১১।৭, ২১।৫৯; পৃথূদকস্বামিকৃত 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে'র টীকা, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি, ৩ পৃষ্ঠা; ভট্টোৎপলকৃত 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি,' ৫৭-৯ পৃষ্ঠা; 'সিদ্ধান্তশেখর,' ১।৯, ৩৯; ১৫। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি,' মধ্যমাধিকারে কালমানাধ্যায়, ১৩-৪ শ্লোক; 'বাসনাবার্ত্তিক' (পূর্ব্বোদিত গ্রন্থ, ১১৩—৯ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিগণ ভূভ্রমণবাদের বিরুদ্ধে কি কি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সারসংগ্রহের জন্য শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ-লিখিত "Motion of the Earth as Conceived by the Ancient Indian Astronomers" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (*Bull. Cal. Math. Soc.*, vol. XVII, 1926, pp. 173—82).

কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া স্বমতানুযায়ী করতঃ তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রাণেনৈতি কলাং ভঃ"। এ সমস্তই অবশ্য অনুমান মাত্র। কিন্তু আর্য্যভট ও ভূভ্রমণ বিষয়ে যে সকল সমস্যার উল্লেখ ও আলোচনা পূর্ব্বে করা গিয়াছে, এই অনুমান ব্যতীত উহাদিগের সুসমাধানের অপর কোন অধিকতর সঙ্গত উপায় দেখা যাইতেছে না। অন্ততঃ সেই নিমিত্ত উহাকে আপাততঃ অঙ্গীকার করা আমরা সমীচীন মনে করি। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে আমরা অন্যত্র[৫১] দেখাইয়াছিলাম যে, 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের পূর্ব্বে আর্য্যভট নামে অপর একজন জ্যোতিষী বর্ত্তমান ছিলেন। 'আর্য্যসিদ্ধান্ত' বা 'মহা-আর্য্যসিদ্ধান্ত', সংক্ষেপে 'মহাসিদ্ধান্ত'-প্রণেতা আর্য্যভট (৮৭২ শক প্রায়) বৃদ্ধ আর্য্যভট নামে তাঁহারই উল্লেখ করিয়াছেন।[৫২] অধুনা ভূভ্রমণবাদ প্রচারের ইতিহাস আলোচনা দ্বারাও আমরা ঐ নামের একজন জ্যোতিষীর অস্তিত্বের সন্ধান পাইতেছি। তাঁহারা অভিন্ন ব্যক্তি কি না, বিবেচ্য।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত।

৫১। Bibhutibhusan Datta, "Two Aryabhatas of Al-Biruni", *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. XVII, 1926, pp. 59-74.

৫২। 'মহাসিদ্ধান্ত,' সুধাকর দ্বিবেদিকৃত সংস্করণ, কাশী, ১৯১০ খৃঃ, ১৩।১৪

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১৮৬৪-৬৭)

মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র

রচনাবলী

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (পৌষ ১২৭০) মাসে রংপুর হইতে 'রচনাবলী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৬৪, ২৫এ জানুয়ারি তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> রচনাবলী। মাসিক সম্বাদপত্রিকা। রঙ্গপুর কাকিনিয়া শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রালয় হইতে পৌষ মাস অবধি প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ॥০ আনা। প্রথম খণ্ডের লেখা দেখিয়া ভাল মন্দ কিছুই বুঝা গেল না।

কাব্যপ্রকাশ

১৮৬৪ সনের জানুয়ারি (মাঘ ১২৭০) মাসে ঢাকা মোগলটুলি হইতে হরিশ্চন্দ্র মিত্র 'কাব্যপ্রকাশ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি থাকিত :—

> সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
> কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃ সহ॥

'কাব্যপ্রকাশে'র প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬৪, ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লেখেন :—

> কাব্যপ্রকাশ। এখানি মাসিক পত্রিকা। আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে কৌরবদিগের দ্যূতক্রীড়া, বীরবাক্যাবলী, জয়দ্রথ নাটক প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে। লেখা মন্দ নহে। পত্রিকামধ্যে পদ্যের ভাগই অধিক। রহস্য ও উপকথাও ইহার অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাতে সম্বাদ বা কোন নূতন প্রস্তাব নাই। ঢাকাদর্পণ সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র ইহা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা ঢাকার [ইমামগঞ্জের] সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। হরিশ বাবু অনেকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি।

'কাব্যপ্রকাশ' পত্রের ফাইল।—

> উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—১ম পর্ব্ব, ২য় সংখ্যা (শকাব্দা ১৭৮৫ ফাল্গুন)।

পাবনাদর্পণ

১৮৬৪ সনের মার্চ (ফাল্গুন ১২৭০) মাসে পাবনা হইতে 'পাবনাদর্পণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ১৮৬৪, ২৮এ মার্চ 'সোমপ্রকাশ' লিখিয়াছিলেন :—

পাবনাদর্পণ। এখানি মাসিক সমাচারপত্রিকা। পাবনার কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি গত ফাল্গুন মাস হইতে এতৎপ্রচারণ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া ভাল মন্দ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতে পারে না। ইহা কলিকাতা গুপ্তযন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইতেছে, বার্ষিক মূল্য ২।০ দুই টাকা চারি আনা।

শিক্ষাদর্পণ ও সম্বাদসার

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে ১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে 'শিক্ষাদর্পণ ও সম্বাদসার' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানি ফুলস্কেপ আকারের, প্রতি সংখ্যায় আট পৃষ্ঠা থাকিত। ইহার প্রতি খণ্ডের মূল্য দুই আনা এবং বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা ছিল। প্রত্যেক সংখ্যায় দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত। প্রথম সংখ্যা 'শিক্ষাদর্পণ ও সম্বাদসারে' প্রকাশিত ভূমিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশপাঠে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে:—

যে সকল দেশে বিদ্যাচর্চ্চার বাহুল্য এবং বিদ্যালয় এবং শিক্ষক সংখ্যার আধিক্য হইয়াছে, সর্ব্বত্রই শিক্ষাপ্রণালী-প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদপ্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা সকল প্রচারিত হইতে থাকে। যে ব্যাপারটী দেশের অবস্থাবিশেষ ঘটিলে স্বতঃই ঘটে, তাহার কারণান্তর অনুসন্ধান করা এক প্রকার নিষ্প্রয়োজন বলিলেই হয়। দেশের সেই অবস্থাবিশেষই তাহার কারণ।

বাঙ্গালা দেশের এক্ষণে সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে কিনা, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। কিন্তু আমাদিগের মনে এই শিক্ষাদর্পণ প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় উদিত হইবার এবং কে কে ও কত ব্যক্তিই বা ইহার গ্রাহক হইবেন তাহা নিশ্চয়রূপে না জানিয়াও ইহা লিখিতে, ছাপাইতে এবং নানা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতু দেশের উল্লিখিতরূপ অবস্থার সংঘটন অথবা আমাদের মনের ভ্রম মাত্র, এই দুই বই আর কিছুই হইতে পারে না। ঐ দুইটীর মধ্যে কোনটী প্রকৃত কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই আমাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য।

১৮৬৯ সনের ১৬ই এপ্রিল হইতে ভূদেব বাবু 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বারা 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রয়োজন মিটিতেছিল; সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পরের মাস হইতে 'শিক্ষাদর্পণে'র প্রচার রহিত করেন। *

ধর্ম্মপ্রচারিণী

১২৭১ সালের গোড়ার দিকে "বেহালা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিণী নাম্নী একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশেষ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয় তাহাই এই সভার উদ্দেশ্য"। † এই সভার মুখপত্রস্বরূপ একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয়। পত্রিকাখানির নাম 'ধর্ম্মপ্রচারিণী'—১২৭১ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হয়। ১২৭১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র "পুস্তক প্রাপ্তি"-বিভাগে প্রকাশ:—

---

* 'শিক্ষাদর্পণ' পত্রের বিস্তৃত বিবরণ কেদারনাথ মজুমদারের 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৩৮৪-৯১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

† 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' আষাঢ় ১৭৮৬ শক।

ধর্ম্ম প্রচারিণী পত্রিকা বেহালা ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিক মূল্য /• আনা।

'ধর্ম্মপ্রচারিণী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ গুহ।*

ধর্ম্মতত্ত্ব

১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক (১৮৬৪, অক্টোবর) মাস হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র আদর্শে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৭৮৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল ; ইহা হইতে এই মাসিকপত্র-প্রকাশের উদ্দেশ্য বুঝা যাইবে :—

> বিজ্ঞাপন। ধর্ম্মতত্ত্ব-নাম্নী মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতি ; ধর্ম্মতত্ত্ব ; সামাজিক উন্নতি ; ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ; নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা ; সাধুদিগের জীবন ; বেদ পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক হইতে সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক ভাব ; এই সমুদায় ঐ পত্রিকার লেখ্য বিষয়। উহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ২॥০ টাকা এবং ষাণ্মাসিক ১।০ এক টাকা চারি আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি সংখ্যার মূল্য।• আনা।...
>
> ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক।
>
> কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৮৭ শকের আশ্বিন সংখ্যায় 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র প্রথম বর্ষ শেষ হয়। এই সংখ্যার শেষভাগে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—

> বিজ্ঞাপন।...নিবেদন এই যে অনেকের প্রদত্ত অগ্রিম মূল্য আশ্বিন মাসে শেষ হইয়াছে, অতএব তাঁহারা আগামী বৎসরের মূল্য এবং ডাক মাসুল শীঘ্র প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।...

'ধর্ম্মতত্ত্ব' নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না। এই কারণে পত্রিকার উপরে "মাসে"র উল্লেখ না করিয়া "সংখ্যা" সন্নিবিষ্ট করা হইতে লাগিল। ১৭৮৮ শকের আষাঢ় মাসের পরবর্ত্তী সংখ্যায় "২২ সংখ্যা"র উল্লেখ আছে। এই ২২ সংখ্যায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> বিজ্ঞাপন। নানা কারণ বশতঃ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশবিষয়ে নিতান্ত অনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, এজন্য আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ আছি, এখনও আমরা দেখিতেছি যে কারণে ধর্ম্মতত্ত্ব মাসে মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয় নাই এখনও সে সমুদায় সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ধর্ম্মতত্ত্বকে মাসিক না রাখিয়া সংখ্যানুযায়ী করাই পরামর্শ সিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থাতে ধর্ম্মতত্ত্বকে সংখ্যানুযায়ী করিবার অপর একটী প্রয়োজন এই যে তাহা না করিলে ইহাতে সাময়িক ঘটনাসকল সন্নিবেশ পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হয়। এক্ষণে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইতেছে পূর্ব্বমাসীয় পত্রিকা সকলে তাহা সন্নিবেশিত করা কোন মতেই সংগত হয় না। আমাদের পত্রিকা মাসের গণনায় এতাবৎকাল পশ্চাদ্বর্ত্তী থাকাতে আমরা অভিনব ঘটনাবলি প্রায় কোনকালেই যথাসময়ে প্রকাশ করিতে সমর্থ হই নাই। এই সমস্ত বিবেচনার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা এই পত্রিকায় মাস পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সংখ্যাই সন্নিবিষ্ট করিলাম।...

* "সংবাদ প্রভাকরে বাংলার পুরাতনী"—'ভারতবর্ষ,' ভাদ্র ১৩৩৯, পৃ. ৪৬০।

কিন্তু "২৯ সংখ্যা"র তারিখ দেখিতেছি "১৫ চৈত্র ১৭৮৯"।*

মাসিক 'ধর্ম্মতত্ত্ব' দ্বিভাষিক পত্র ছিল। ইহাতে বাংলা অংশ ছাড়া কয়েক পৃষ্ঠা ইংরেজীও থাকিত। ইংরেজী অংশে ধর্ম্মতত্ত্বমূলক ইংরেজী পুস্তক-পত্রিকার কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা হইত। পত্রিকায় সম্পাদকের নাম নাই।

১৭৯০ শকে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নূতন আকারে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। তৃতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা (১লা মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৭৯১ শক) পত্রিকার গোড়ায় আছে :—

> ধর্ম্মতত্ত্ব। 'পাক্ষিক' ধর্ম্মতত্ত্ব অদ্য দয়াময়ের প্রসাদে এক বৎসরকাল অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। এক বৎসরের মধ্যে ইহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। পত্রিকার বাহ্য সৌন্দর্য্য এবং নিয়মিত সময়ে বাহির হওয়া সম্বন্ধে অনেক ত্রুটি থাকিলেও ইহার লিখিত বিষয় সকল দ্বারা অনেকে উপকৃত হইতেছেন শুনিয়া আমাদের পরিশ্রম সফল বোধ হইতেছে।

এই সংখ্যায় পত্রিকার "শিরোভূষণ"-স্বরূপ নিম্নের শ্লোকটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

> সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং ।
> চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
> বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরম সাধনং।
> স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

এই শ্লোকটি অদ্যাবধি পাক্ষিক 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র কণ্ঠে শোভা পাইয়া থাকে।

'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রের রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল :—

> ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি।...মহাত্মা রামমোহন একটী মহান লক্ষ্য সংসিদ্ধ করিবার জন্য ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদীয় স্বদেশবাসিগণকে তেত্রিশকোটী দেবতার আরাধনা হইতে একেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করাই সেই মহান লক্ষ্য। এই বিশাল ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য সেই তরুণবয়সেই অদ্ভুত পরিশ্রম সহকারে তিনি ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মতত্ত্বের অন্ধতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পরিশেষে এই সত্যটী উপলব্ধি করত তদীয় স্বদেশবাসিগণের নিকট প্রচার করিলেন যে, একমাত্র নিরাকার নির্ব্বিকার পরমেশ্বরের উপাসনাই বেদান্ত শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি যে অদ্বৈত অর্থাৎ জগদ্‌ব্রহ্ম মতের পোষক ছিলেন না, তাহার প্রমাণ তিনি আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে প্রতীতি হইবে যে, তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান প্রত্যেকের ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরমেশ্বরের উপাসনা বিধির প্রমাণ সকল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অল্প দিবসের মধ্যে কর্ণাট প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশেও তাঁহার নাম প্রচারিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে অসামান্য শাস্ত্রী সকল তাঁহার সহিত বিচার করিবার জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু সত্যের অপরাজিত বলে এবং তদীয় অদ্ভুত

---

* কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র স্বরূপ ১৭৮৬ শকের (১৮৬৪) অগ্রহায়ণ হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইতে থাকে। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' প্রথম বৎসর মাসিক রূপে পুস্তকাকারে বাহির হইয়া কিছুদিন বন্ধ ছিল। তারপর ১৭৮৯ শকের মাঘ মাস হইতে (২য় বর্ষ) পাক্ষিকরূপে বাহির হইতেছে। আমরা ধর্ম্মতত্ত্বের ১ম ও ২য় বর্ষের পত্রিকা কোথাও খুজিয়া পাই নাই।" (পৃ. ৩১৬-১৭)

মজুমদার-মহাশয়ের এই বিবরণ যে ঠিক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তত্ত্বদর্শনপ্রভাবে সকলেই পরাস্ত হইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে ফিরিয়া আসিত। এইরূপে প্রথমে বঙ্গদেশে কতকগুলি লোক রামমোহন রায়ের মতাবলম্বী হইলেন এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক রেবারেণ্ড আদম ত্রিদেবের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন।

প্রায় পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল ভারতবর্ষে একেশ্বরের উপাসনা বদ্ধমূল করিবার আশয়ে তাঁহার মতানুগামীদিগকে লইয়া একটী উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতি বুধবারে সন্ধ্যার পর এই সভার অধিবেশন হইয়া বেদ হইতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্লোক সকল অধীত হইত ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশও প্রদত্ত হইত, এবং পরিশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। যে ব্রাহ্মসমাজরূপ বিশালবৃক্ষ এক্ষণে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ছায়াদান করিতেছে এইরূপে রামমোহন রায় ভারতে তাহার বীজ বপন করিলেন। আমরা এক্ষণে যে গৃহের আশ্রয়ে রহিয়াছি, তাহা গঠন করিতে যে তাঁহাকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা সেই মহাপুরুষই জানেন। যে দেশের কোটীকল্প লোক তেত্রিশকোটী দেবতার ভক্ত সেখানে একেশ্বরের উপাসনা প্রচার করা, অপবিত্রতার বিষম দুর্গন্ধ জনিত আত্মার মহামারির মধ্যে বিমল ধর্ম্মনীতি সংস্থাপন করা, নিবিড় ভ্রম-তমসাচ্ছন্ন আকাশকে সত্যের কিরণে সমুজ্জ্বল করা যে কেবল ঈদৃশ অসাধারণ ব্যক্তিদিগেরই আয়ত্তাধীন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু বোধ হয় রামমোহন রায়ের অনুচরগণ তাঁহার ধর্ম্মের যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহার লোকান্তর হইলে কিয়ৎকাল ব্রাহ্মসমাজ অবসন্নপ্রায় হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় এক্ষণকার প্রধান আচার্য্য মহাশয় সেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগ দিলেন। তদীয় সম্মিলন-নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের সুখের দিন প্রত্যাগত হইল। তিনিই এদেশে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করিলেন, এবং সেই সভার অধীনে কলিকাতা নগরে একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তত্ত্বজ্ঞানপূরিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাসে মাসে প্রচারিত হইতে লাগিল। বেদ যে কিয়দ্দিন অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল ক্রমে সে বিশ্বাসও দূরীকৃত হইবার উপক্রম হইল। তন্ন তিতন্ন করিয়া চারি বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য চারিজন যুবক কাশীতে প্রেরিত হইলেন, এবং বেদবেদান্তে ব্যুৎপন্ন হইয়া তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে প্রতিপন্ন হইল যে, হিন্দুদিগের বেদ শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া কোন ক্রমে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। রাজা রামমোহন তদীয় অনুচরগণকে দলবদ্ধ করিবার চিন্তা করেন নাই। ভিন্ন২ জাতীয় লোকে একত্রে আসিয়া উপাসনা করিবে এই অভিপ্রায়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। যখন ক্রমশঃ বহুতর লোক ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে এক সূত্রে বন্ধন করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং তৎস্বাক্ষরকারীরা ব্রাহ্ম নামে আখ্যাত হইলেন। উন্নতির পর উন্নতি লক্ষিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শাখা ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৭৮১ শকের চৈত্র মাসের মধ্যে ভারতবর্ষস্থ ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা প্রায় সার্দ্ধ সহস্র হইল এবং এই অল্পকাল মধ্যে ত্রিশটী শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সংবাদ আসিল।

এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নবোদ্যমপূর্ণ কৃতবিদ্য যুবকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয়ে আনয়ন করিবার জন্য একটী সাপ্তাহিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার বৈকালে ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় তলগৃহে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইত; তৎকালে তথায় যে বিচিত্র দৃশ্য নয়নগোচর হইত তাহা মনে হইলে এখনও হৃদয় উৎফুল্ল হইতে থাকে। কলিকাতা নগরের কৃতবিদ্য নব্য সম্প্রদায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রেরা অনিমেষ নয়নে তিন চারি ঘণ্টাকাল দর্শন-শাস্ত্রের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ঐক্য বিষয়ক বক্তৃতার প্রতি শ্রবণপাত করিতেন—ইহা সামান্য উৎসাহকর ব্যাপার নহে। অপর কার্য্যেতেও

এই ব্রহ্মবিদ্যালয় বিপুল ফল প্রদান করিয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নব্য সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়াছে। আপনাদের পরস্পর সম্বন্ধ আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ক কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসঙ্গত সভা সংস্থাপিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক ক্ষুদ্র২ পুস্তক ইংরাজী ভাষাতে প্রণীত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং সম্বাদ পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, ইউরোপ ও আমেরিকাতেও এই সকল পুস্তক আদরের সহিত পরিগৃহিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের সাধারণ লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য প্রচারক নিযুক্ত হইলেন এবং অল্পদিন হইল, পুর্ব্ববাঙ্গলা-নিবাসী একেবারে বেয়াল্লিশটী পরিবার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।...

'ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা'র ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ:—প্রথম বর্ষ (মাসিক) ১৭৮৬ শক কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ; ১৭৮৭ শক বৈশাখ—আশ্বিন।

দ্বিতীয় বর্ষ ১৭৮৭ শক কার্ত্তিক-চৈত্র; ১৭৮৮ শক বৈশাখ-আষাঢ়; ২২, ২৪-২৮ সংখ্যা; ২৯ সংখ্যা (১৫ চৈত্র ১৭৮৯)।

তৃতীয় ভাগ (পাক্ষিক) হইতে পরবর্ত্তী অনেক বৎসরের কাগজ।

সত্যান্বেষণ

প্রধানতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে এই বৎসর কয়েকখানি সাময়িক পত্রের জন্ম হয়। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 'সত্যান্বেষণ' নামে আর একখানি ২৪ পৃষ্ঠার মাসিক পত্র বউবাজার সমাজ হইতে ১৮৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে (মাঘ, ১৭৮৬ শক) কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার "অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০, ডাকমাশুল সমেত ৩৲।" প্রথম সংখ্যায় "সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্য" প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

> ষোড়শমাস অতীত হইল, ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত কলিকাতার অন্তঃপাতী বৌবাজারে একটী ব্রহ্মোপাসনালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার সায়ংকালে সেই স্থানে যথানিয়মে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসকগণ বিবেচনা করিলেন, আমরা ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা যে অনুপম নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি ভ্রাতৃগণকেও তাহার অংশভাগী করা বিধেয়। পরন্তু যে কোন প্রকারে হউক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করাই সেই গুরুতর অভিপ্রায় সংসাধনের একমাত্র উপায়। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা এই সত্যান্বেষণ পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। নিরবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ বা অনুশীলন থাকিলে ইহা সাধারণের প্রীতিকর হইবে না, আশঙ্কা আমরা এই পত্র ধর্ম্ম প্রস্তাবের সহিত নানাবিধ হিতকর প্রস্তাবে প্রপূরিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, পরন্তু ইহা সাধারণের নিকট কতদূর আদরণীয় হইবে তাহা বলিতে পারি না।...

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের নাম দিতেছি, যথা—"চৈতন্যের জীবন বৃত্তান্ত," "যাবাদ্বীপের ইতিহাস," "হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান"। 'সত্যান্বেষণ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন জগন্মোহন তর্কালঙ্কার। প্রথম সংখ্যার মলাটের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "বিজ্ঞাপনে" লিখিত আছে:—

> এই সত্যান্বেষণ পত্র ব্রহ্মোপাসনালয়ের সম্পত্তি হইবেক।
>
> শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার
>
> সম্পাদক।

'সত্যান্বেষণ' পত্রের ফাইল।—

রামদাস সেনের লাইব্রেরি, বহরমপুর :—১ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা (শক ১৭৮৭, শ্রাবণ)

কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় :—১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা (মাঘ, শক ১৭৮৬)

পরিদর্শন

১২৭১ সালের মাঘ (?) মাসে 'পরিদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রচারিত হয়। ১৮৬৫ সনের ১৬ই জানুয়ারি তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যে-সকল পুস্তক ও পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে 'পরিদর্শন' পত্রিকার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> *Acknowledgments*....Puridurshun, a Monthly Magazine in Bengalee, Calcutta.

বিদ্যোন্নতিসাধিনী

১২৭১ সালের ৩১ শ্রাবণ (১৮৬৪ সন) ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরে 'বিদ্যোন্নতি-সাধিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রতিষ্ঠাতা সেরপুরের জমিদার গোবিন্দকুমার চৌধুরী ও হরচন্দ্র চৌধুরী। "বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষার সবিশেষ আলোচনা করা এই সভার মুখ্যোদ্দেশ্য। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হইয়া রজনী দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। সভ্যেরা তথায় ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষার আলোচনা, বক্তৃতা প্রদান ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন।" *

এই সভার মুখপত্রস্বরূপ 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১২৭২ সালের আষাঢ় (১৮৬৫ জুন) মাস হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা কিন্তু সভার সম্পত্তি ছিল না। † পত্রিকাখানি ঢাকার বিজ্ঞাপনী-যন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "ভূমিকা"র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> অত্রত্য বিদ্যোন্নতি সাধিনী সভার নিমিত্তে আমরা এই পত্রিকা প্রচারণ ব্রতে কৃত সংকল্প হইয়াছি। ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম ও দেশোন্নতি সাধনই আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্য পরন্ত নানাবিধ প্রবন্ধ, নূতন গ্রন্থ এবং অন্যভাষা হইতে অনুবাদিত নানা বিষয়ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক। বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য রচনাই সমধিক উপযোগী, সুললিত ও সুশ্রাব্য। এজন্য আমরা প্রচলিত সরল গদ্যে পত্রিকা প্রচারণে মনস্থ করিয়াছি। উৎকট ও দুরবগাহ কঠিনং শব্দাড়ম্বর আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের তত দূর বিদ্যারও জোর নাই। আমরা প্রার্থনা করি, লোকের কুৎসা কীর্ত্তন, সত্যের অপলাপ, অনুচিত পক্ষপাত, বৃথা বাক বিতণ্ডা ভ্রমেও যেন আমাদের লক্ষিত না হয়।...
>
> ...আমরা এক্ষণে ৮ পেজি ফর্ম্মার দুই ফর্ম্মা কলেবরে পত্রিকা মাসিক নিয়মে প্রচারণে

---

* 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী,' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪।

† ১৮৬৫ সনের ১২ই জুন তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই পত্রিকার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাহাতে আছে :—

> "The newspaper is to be very shortly published every month for the Sherpore 'Biddonnoti Sadhini Sobha' established in 1864, but not as a property to the same by the undersigned....G. & H. Brothers Proprietors."

প্রবর্ত্ত হইলাম! উৎসাহ পাইলে পাক্ষিক, সপ্তাহিক, এমন কি, দৈনিক পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।...

...এই পত্রিকার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১৸০ ও ডাক মাশুল সমেত ২।০ টাকা মাত্র।...

হরচন্দ্র চৌধুরী 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' সম্পাদন করিতেন। ইহা এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ১২৭৩ সালে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—এই যুগ্মসংখ্যা বাহির হইবার পর ইহার প্রচার রহিত হইয়াছিল। কেদারনাথ মজুমদার তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' পুস্তকের ৪০৫-৪০৬ পৃষ্ঠায় 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যার সূচী দিয়াছেন।

মজুমদার-মহাশয় লিখিয়াছেন :—

ঢাকার 'বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে' পত্রিকা মুদ্রিত হইয়া শেরপুর হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক তাহা প্রকাশিত হইত। হরচন্দ্রবাবুই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।...মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে বিদ্যোন্নতি-সাধিনী পত্রিকা উঠিয়া গেলে তিনি মুদ্রাযন্ত্রের অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এবং সেই বৎসরই (১২৭৩ সালে) আরও কতিপয় ভদ্র লোকের সহযোগে হরচন্দ্রবাবু ঢাকার বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই যন্ত্র হইতে ময়মনসিংহের প্রথম সংবাদ পত্র 'বিজ্ঞাপনী' পরিচালিত হইতে থাকে।" (পৃঃ ৪০৩-৪-৪)

'বিজ্ঞাপনী' পত্রের বিবরণে আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ঢাকার বিজ্ঞাপনী-যন্ত্র ১২৭৩ সালের বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। ইহার কিছু পরেও 'বিদ্যোন্নতি-সাধিনী' পত্রিকার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের যুগ্মসংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে পত্রিকাখানি বন্ধ করিতে হয়—এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ময়মনসিংহ হইতে সাপ্তাহিক 'বিজ্ঞাপনী' প্রকাশিত হইতে থাকায়, সম্ভবতঃ স্বত্বাধিকারীরা 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পত্রিকাখানি বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার সম্পত্তি ছিল না।

'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' পত্রিকার ফাইল।—

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীহট্ট :—১ম-৯ম সংখ্যা।

হিন্দুরঞ্জিকা

১২৭২ সালের শেষভাগে 'হিন্দুরঞ্জিকা' প্রথমে মাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হয়; তাহার পর সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী

'সত্যজ্ঞান-প্রদায়িনী' একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। ১৮৬৫ সনের জুলাই (১২৭২ শ্রাবণ) মাস হইতে ইহা প্রকাশিত হয়। জোড়াসাঁকো প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে ইহার আবির্ভাব হয়। ১৭৮৭ শক, জ্যৈষ্ঠ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত 'বিজ্ঞাপন'টি দেখিতেছি :—

অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোদ্দীপন কল্পে যদিও ইদানীং অশেষোপায় অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু এই বিষয়ে সমধিক উন্নতি সাধনোদ্দেশে এই রূপ সঙ্কল্পিত হইয়াছে, যে আগামী শ্রাবণ মাস হইতে 'সত্য-জ্ঞান প্রদায়িনী' নাম্নী বিবিধোপদেশ গর্ভা একখানি ত্রৈমাসিক পুস্তক কলিকাতা যোড়াসাঁকোস্থ প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকে

পত্র সংখ্যা ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ পৃষ্ঠা হইবে, ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।...

প্রাত্যহিক ব্রাহ্মসমাজ
যোড়াসাঁকো রতন বসাকের
গার্ডেন ষ্ট্রীট ৪৭ সংখ্যক ভবন।

শ্রীলালমাধব মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক।

১৭৮৭ শক, কার্ত্তিক সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় "নূতন পুস্তক" বিভাগে এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যার সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসক

বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক ও সাময়িক পত্রের অভাব অনুভব করিয়া—বিশেষতঃ মেডিকেল কলেজের বাংলা-বিভাগের ছাত্রদিগের উপকার সাধন করিবার উদ্দেশ্যে—১৮৬৫ সনের শেষাশেষি 'চিকিৎসক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারের আয়োজন হয়। ১৮৬৫, ২৬এ ডিসেম্বর তারিখে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

> নূতন পত্র।—আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে প্রকাশ করিতেছি মেডিকেল কলেজের বাঙ্গলা ক্লাশের ছাত্রগণ "চিকিৎসক" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিবেন। ইহাতে যে যে বিষয় লিখিত হইবে, ইহার নামই তাহার পরিচয় প্রদান করিবে। বাঙ্গালা ক্লাশের ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া মফস্বলে গেলে যখন তাঁহাদিগের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার অথবা আলোচনার আর বিশেষ উপায় নাই, তখন এই পত্রখানি তাঁহাদের পরম উপকারী হইবে। আমরা উহার অনুষ্ঠানপত্র পাইয়াছি চিকিৎসকপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

১৮৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে 'চিকিৎসক' প্রকাশিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে। ১৮৬৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন :—

> অত্রত্য মেডিকেল কলেজ হইতে "চিকিৎসাপত্র" নামে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্র প্রকাশ হইয়াছে। টিকিয়া গেলে হয়।

সর্ব্বার্থ সংগ্রহ

'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' একখানি "বিচিত্র রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি ও শিল্পশাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধাত্মক মাসিক পত্র।" ১৮৬৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে এই মাসিক পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "সম্পাদকীয় উক্তি"র নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য জানা যাইবে :—

> সম্পাদকীয় উক্তি।...এই পত্রিকাতে বিবিধ প্রসঙ্গ সন্নিবেশ করা স্থির করিলাম। বিলাতে লিজর আওয়ার কি কাসেল্স ফেমিলি পেপর প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা আছে ইহাও প্রায় তদনুযায়ী হইবেক। ইহাতে সাহিত্য নীতি বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ প্রতি মাসে থাকিবেক এবং সংস্কৃত কাব্য নাটক প্রভৃতির অনুবাদ ও বাঙ্গালা কবিতা সময়ে সময়ে প্রকাশ করা যাইবেক। বাঙ্গলা ভাষায় আমাদিগের এ দেশে এ প্রকার পত্র নাই, বোধ হয় এ সংগ্রহ অনেকের মনোরমা হইতে পারে।...
>
> এই পত্রখানি আখ্যান মঞ্জরী নামে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম,...সেই নাম পরিবর্ত্তন করা গেল।

'সর্ব্বার্থ সংগ্রহ' পত্রের ফাইল ।—

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি :—১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬ সাল)।

নবপ্রবন্ধ

১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৬৬, সেপ্টেম্বর) "যোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট ১৮।২ নম্বর বাটী হইতে" তিনকড়ি ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 'নব-প্রবন্ধ' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা "সাহিত্য, কাব্য, ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ প্রকাশক মাসিক পত্র" ; ইহার "মাসিক মূল্য ।০, অগ্রিম বার্ষিক ২॥০" ছিল।

'নব-প্রবন্ধ' পত্রের কণ্ঠে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

> সদর্থসন্দোহ বিচারসন্ধঃ প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুসন্ধঃ।
> সমস্ত সামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ ॥

'নব-প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাসে শেষ হয়। দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হয় ১২৭৪ সালের বৈশাখ মাসে; এই সংখ্যার গোড়ায় "ভূমিকা"তে প্রকাশ :—

> সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের করুণাবলে আমাদের নব-প্রবন্ধ নবম মাসে পদার্পণ করিল। ১২৭৩ সালের শেষ হওয়াতে আমরাও নব-প্রবন্ধের প্রথম খণ্ড শেষ করিলাম,...

'নব-প্রবন্ধে'র রচনার নিদর্শন :—

> **নাটকাভিনয়।** এ দেশে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল নাটকাভিনয় ও গীতাভিনয়ের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এরূপ আমোদ যে পূর্ব্বকালীন জঘন্য হাপআকড়াই ও পাঁচালীর অপেক্ষা মঙ্গল-জনক তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কতগুলি অভিনয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ও কতগুলি বালক মিলিয়া ইহাকে জঘন্য পেসাদারের যাত্রার অপেক্ষাও জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা অতি কদর্য্য পুঁতুলনাচওয়ালাদের ন্যায় লোকের বাটীতে২ ইষ্টেজ ফিট করিয়া লুচিমোণ্ডা ও মদ মারিয়া বিশুদ্ধ নাট্যামোদকে কলঙ্ক দোষে দুষিত করিতেছে। পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে সেই২ নাটকগুলির ও সমাজের নাম উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিলেই অনায়াসেই জানিতে পারিবেন। রত্নাবলী, শর্ম্মিষ্ঠা, ও বিধবাবিবাহ নাটকাভিনয়ের পর বহুকাল এদেশে নাট্যাভিনয় স্থগিত হইয়াছিল, ইহা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম আছে। তৎপরে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ-নাট্যালয়ে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় প্রদর্শিত হইলে কলিকাতায় নাটকের বাজার এককালে আগুন হইয়া উঠিয়াছে।
>
> বিশুদ্ধ নাট্যামোদ যে এদেশে বহুকাল স্থায়ী হইবে তাহার অনুমাত্র ভরসা নাই। আমরা প্রায় প্রত্যেক নাট্যালয়ে গমন করিয়া তাহার সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছি যে, যেসকল অভিনেতৃগণ অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদের অধিকাংশই সৌখীন, নেহাত ইয়ারলোক ও সৌখীন অভিমানে পরিপূর্ণ। সর্ব্বদা তাহাদের মনের মত মন যোগাইতে না পারিলে অথবা কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে অমনি মুখ খান ভার করিয়া বসেন এবং অভিনয়েও আর তাদৃশী আস্থা প্রকাশ করেন না। কেহ কেহ "ড্যাম থিয়েটর" বলিয়া রঙ্গস্থল হইতে বাহির হন, আর ভুলেও সেপথে পদার্পণ করেন না। আমরা কোন কোন বিশেষ রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি, অধ্যক্ষ মহাশয় দৈবাৎ সে দিবস ভোজ ও পানীয় দ্রব্য আহরণ করিতে পারেন নাই, রিহিয়ারসেলের পর সৌখীন বাবুরা যখন দেখিলেন যে আজ ওদিগের বিষয় কিছুই নাই, তখন

একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া এই আপনার নাটক নিন্ বলিয়া নাটক পুনঃপ্রদান পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হন। দেখিয়া শুনিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের চক্ষুঃস্থির, অনেক কষ্টে ইহাদের একপ্রকার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, পুনর্ব্বার নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে থিয়েটর হওয়া ভার, বিশেষতঃ কতগুলো জঘন্য থিয়েটরের দৌরাত্ম্যে লোক পাওয়াও অতি দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যক্ষ মহাশয় এইরূপ বিবেচনার পর করযোড়ে বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন। ভাই আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে তোমরা মাপ কর, আমি এখনি সমুদয় আয়োজন করিতেছি। আয়োজনের নাম শ্রবণ মাত্রেই সৌখীন বাবুরা বলেন, "হঁ। এখন বলি থিয়েটর।"

অভিনয় সংক্রান্ত সৌখীন বাবুদিগের তো দশা এই, ইহাদিগের দ্বারা যে বহু কাল নাট্যাভিনয় এ দেশে প্রচলিত থাকিবে, সে আশা আমাদিগের দুরাশা মাত্র। আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ্য স্থলে নাট্য মন্দির প্রস্তুত করুন, বেতনভোগী নট নটী রাখুন, এবং টিকিট বিক্রয় করুন তাহা দ্বারা অভিনয়ের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, উদ্বর্ত্তন হইয়া অভিনয় খাতায় জমা হইলে ক্রমশঃ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পারিবে। এবং টাকার প্রত্যাশায় অভিনেতৃগণও সবিশেষ মনোযোগ দ্বারা অভিনয় কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া, দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারগ হইবেন। ('নবপ্রবন্ধ', শ্রাবণ, ১২৭৪। আগষ্ট, ১৮৬৭)।

'নব-প্রবন্ধ' মাসিক পত্রের ফাইল।—

বহরমপুর, রামদাস সেনের লাইব্রেরি :— ১ম ও ২য় বর্ষ।
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :— ২য় বর্ষ (১২৭৪ সাল)
কাসিমবাজার-রাজ লাইব্রেরি :— ৩য় বর্ষ (১২৭৫ সাল)

বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা

১৮৬৬ সনের সেপ্টেম্বর (? আশ্বিন ১২৭৩) মাসে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'বর্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি বর্দ্ধমান মহাজনটুলী ১১৭ নং ভবনে আর্য্যযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। ১২৭৩, ২২এ আশ্বিন তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রে এই মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

মুর্শীদাবাদ সংবাদসার

'মুর্শীদাবাদ সংবাদসার' একখানি পাক্ষিক পত্র ; খুব সম্ভব ১৮৬৬ সনের ডিসেম্বর (পৌষ ১২৭৩) মাসে বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ৭ জানুয়ারি ১৮৬৭ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পত্রে প্রকাশ :—

সংবাদসার। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। মুরসিদাবাদ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

তত্ত্ববিকাশিনী

১৮৬৭ সনের জানুয়ারি মাসে 'তত্ত্ববিকাশিনী অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। এই মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে 'রহস্য-সন্দর্ভ' লেখেন :—

"তত্ত্ববিকাসিনী অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" এই অভিধানে এক খানি নূতন মাসিকপত্র বর্ত্তমান ইংরাজী বৎসরের প্রথমাবধি প্রকটিত হইতেছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পোষকতা করণ ; পরন্তু ইহাতে নূতন কবিতা, মাসিক সংবাদ, পৃথিব্যাদির বিবরণ

বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়া থাকে।...('রহস্য-সন্দর্ভ', ৪ পর্ব্ব, ১৯২৩ সংবৎ, ৪০ খণ্ড, পৃ. ৪৮)

পল্লী-বিজ্ঞান

'পল্লী-বিজ্ঞান' বিক্রমপুর হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় মাসিকপত্র ; ইহার পূর্ব্বে 'সংস্কার সংশোধিনী' অল্পদিনের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল।* "ঢাকার অন্তঃপাতি জৈনসার বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত" রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ১২৭৩ সালের মাঘ (১৮৬৭, জানুয়ারি) মাস হইতে 'পল্লী-বিজ্ঞান' প্রকাশ করেন। "এই মাসিকপত্রিকা ঢাকা মোগলটুলির সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ঢাকা—জৈনসার বিদ্যালয় হইতে শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।"

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশিত হয় :—

১। ভূমিকা
২। পল্লীবিজ্ঞান
৩। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা
৪। সময়
৫। গ্রাম্য বিদ্যালয়
৬। দেশের প্রচলিত অব্দ
৭। ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত
৮। গতবর্ষীয় মহামারী এবং জৈনসার ডিস্পেন্সারী
৯। সেনেটরী কমিশন।

পত্রিকাখানি অর্থোপার্জ্জনের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। ইহার "১০০ শত খণ্ড বিনা মূল্যে বিতরণীয়" ছিল। তৃতীয় সংখ্যার গোড়ায় এই "বিজ্ঞাপন"টি প্রকাশিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।—এই পত্রিকা খানি যাদৃশ অকিঞ্চিৎকর, ইহার কোন মূল্য প্রত্যাশা না করিয়া এক শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ আশয়ে আমরা পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলাম। এক্ষণে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই দেশীয় বিদেশীয় যে সংখ্যক ব্যক্তি গ্রহণেচ্ছুক হইয়াছেন, তাহাতে ১০০ খণ্ডের অনেক অধিক ছাপাইবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রতিনিয়তই ছাপাইতে হইবে। সুতরাং কিছু না কিছু মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইল। তৎপক্ষে দুটী কারণ এই, আদৌ সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি পত্রিকা গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, বিনামূল্যে গ্রহণ তাঁহাদের নিতান্ত বাঞ্ছনীয় নয়। বরং আমরা তাহাতে একপ্রকার অনুযোজ্য হইয়াছি। এমন কি পত্রিকার কত মূল্য দিতে হইবে, কেহ কেহ পত্রদ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়াও পাঠাইয়াছেন এবং কোন২ সম্পাদক প্রভৃতিও কিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ফলতঃ ১০০ খণ্ড পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনানুসারে বিতরণ করিতে হইবেই হইবে। অতএব পত্রিকা সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কতিপয় নিয়ম করা গেল।

১। পূর্ব্বে যে ১০০ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণের নিয়ম করা গিয়াছিল, তাহা স্কুল ও চতুষ্পাঠী সমূহে এবং যাঁহারা ঐরূপ পত্রিকা পাওয়ার বাসনায় প্রথমতঃ ডাক টিকিট পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিতরিত হইবে।

২। ঐ ১০০ খণ্ডের অধিক যাহা বাহির হইবে তাহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য প্রেরণের ব্যয় সহ বার্ষিক ২ টাকা ; তাহা অগ্রিম পাওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

---

* শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে'র ৩৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, 'পল্লী-বিজ্ঞান'ই "বিক্রমপুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পত্রিকা"। ইহা ঠিক নহে।

৩। এই মূল্যদ্বারা যে কিছু টাকা উৎপন্ন হইবে, তাহা কাহারও নিজের স্বত্ব হইবে না, তাহা অত্রস্থ বিদ্যালয়ের সম্পত্তি স্বরূপ হইয়া বিদ্যালয়টীর এবং পত্রিকার উন্নতির পক্ষেই ব্যয়িত হইবে।

শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র একাদশ সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লেখা হইয়াছে :—

দেশের হিত, সাধারণের হিত, শিক্ষা ও বিদ্যার চর্চ্চা, স্বাস্থ্য বৃদ্ধির উপায় যাহাতে হইতে পারে এবং আর যে কোন বিষয়ের সহিত পল্লী সমূহের বিশেষতঃ বিক্রমপুরের মঙ্গল অনুস্যূত থাকে তাহার চর্চ্চাই একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র প্রথম ১০ সংখ্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়। একাদশ সংখ্যা হইতে সম্পাদন-ভার পড়ে জৈনসার বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক আনন্দকিশোর সেন মহাশয়ের উপর। একাদশ সংখ্যার গোড়াতেই মুদ্রিত "বিজ্ঞাপন"টি উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা হইতে সম্পাদক-পরিবর্ত্তনের বিষয় জানা যাইবে :—

বিজ্ঞাপন।—গত মাঘ মাসাবধি পল্লীবিজ্ঞান প্রচারারম্ভ হয়। এ দশ মাস কাল আমরা কোনরূপে কাগজখানি চালাইয়াছি। আমরা যে প্রকারের লোকই কেন না হই, আমাদের সময় নিতান্ত অমূল্যবান নয়। আমাদের প্রতি একটী বিদ্যালয়ের ভার ন্যস্ত আছে। তাহার উন্নতির উপায় দেখা এবং তাহার তত্বাবধারণই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এতকাল উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায়, অনুষ্ঠিত বিষয় অবশ্য আমাদিগকেই দেখিতে হইয়াছে। দেশের হিতৈষী—সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অথচ নিজে নিস্পৃহ হন, এমন কোন উপযুক্ত পাত্র ঘটে কি না যে তৎপ্রতি সচ্ছন্দান্তঃকরণে পত্রিকা খানির ভার অর্পণ করিতে পারি, এজন্য আমরা নিতান্ত ব্যগ্র ছিলাম। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকিশোর সেন মহাশয় অনুকম্পা পুরঃসর এ পত্রিকাখানির ভার গ্রহণেচ্ছুক হওয়ায়, আমরা এ মাস [অগ্রহায়ণ] হইতে ইহার সম্পূর্ণ ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিলাম। ইহাতে পত্রিকার সহিত আমাদের যে একটী সম্বন্ধ, যদিও বা কার্য্যতঃ তাহার অভাব হইল, তথাপি পত্রিকার উন্নতিপক্ষে আমাদের ক্রটী হইবে না। গ্রাহক এবং পাঠক মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন এই, তাঁহারা পল্লীবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্রাদি পাঠাইতে ঢাকার অন্তঃপাতী জৈনসার বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকিশোর সেন মহাশয়ের সম্বোধনে প্রেরণ করেন। মূল্য ও ডাক মাসুলের মুদ্রাও তাঁহারই নিকট পাঠান।

শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায়।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র দ্বাদশ সংখ্যা হইতে শিরোভূষণ-স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত চারি পংক্তি কবিতা প্রকাশিত হইত :—

গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ।
তোষিতে ত্রাসেতে দক্ষ বঙ্গের সমাজ॥
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত।
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত॥

১২৭৫ সালে 'পল্লী-বিজ্ঞান' উঠিয়া যায় বলিয়া জানা যায়।

'পল্লী-বিজ্ঞানে'র রচনার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

বিক্রমপুরের এদশা কেন ?… বিক্রমপুরের প্রাচীন জল প্রণালী সমস্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, রাজপথ সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা সর্ব্বনাশা (পদ্মা) বক্ষস্থলকে বিদীর্ণ করিয়া বিক্রম-পুরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, কত যে কীর্ত্তিকলাপ উদরসাৎ করিয়াছে তাহা কি বলিব ! এক্ষণে কীর্ত্তিনাশার উত্তর পারই প্রকৃত বিক্রমপুর গণ্য, উহাতে *৪৫৭টী গ্রাম। অধিকাংশ গ্রামই বনাকীর্ণ। যেরূপ এপারে, দক্ষিণ পারের গ্রাম সমূহও ঐ প্রকার বনাকীর্ণ। সমুদয় বিক্রমপুরের গ্রাম সংখ্যা যত, ব্যবহার যোগ্য পুষ্করিণী তাহার শতাংশের একাংশও নাই। একে নানা প্রকার বনারণ্য এবং বৃক্ষাদিতে বিশুদ্ধ বায়ু অবরোধ করিতেছে, তাহাতে উত্তম পানীয় জল একেবারে অভাব বলিলে হয়। আবার বৃহৎ২ জলা ও জলগও আদিতে অপরিমিত জলমলাদি সঞ্চিত হইয়া দেশটীকেই একেবারে সমস্ত রোগের আকর—এমন কি শ্মশানভূমি প্রায় করিয়া তুলিয়াছে।

…কোন মাঠ, কি ক্ষেত্র মধ্যে দাঁড়াইয়া চারিদিগে দৃষ্টি করিলে কেবল অরণ্যময়ই দেখা যায়। তাহাতে যে লোকালয় আছে তাহার লক্ষণ কিছুই দর্শন হয় না। পূর্ব্বাংশে রাজাবাড়ী রামপাল, মহাকালী ইত্যাদি, উত্তরে ইছাপুর শ্যালদী বয়রাগাদী প্রভৃতি, দক্ষিণে কীর্ত্তিনাশা দক্ষিণ যশ্‌শা ভোজেশ্বর প্রভৃতি স্থান এমন কি সে সে অঞ্চলগুলিই মনে করিলে আমাদের এ লেখা অবস্থা সম্মত কিনা প্রতীত হইবেক।

…নানা কারণে দেশটী নিতান্তই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে, কেবল এমন নয়, উপযুক্ত পথ ও জল প্রণালী অভাবে কৃষিকার্য্য এবং বাণিজ্য ব্যবসায় এবং সাধারণ গতায়াতের সমূহ ব্যাঘাত হইতেছে ! তবে কি না গতায়াত কে করিবে !…তিন দিক প্রায় লোক শূন্য হইয়াছে। এক দিকে এবং মধ্যে যে কতকগুলি লোক আছে, তাহাদিগেরও দিন২ সংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। গত মারিতেই প্রায় ৩।৪ হাজার লইয়া নাবিয়াছে। সুতরাং গতায়াতই বা কে করে এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ই বা কাহার জন্য।…

'পল্লী-বিজ্ঞান' পত্রের ফাইল।—

ইয়ং মেন্স লাইব্রেরি, জৈনসার, ঢাকা :—প্রথম বর্ষ হইতে দ্বিতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৫) পর্য্যন্ত। ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যাটি খণ্ডিত। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই সংখ্যাগুলি ব্যবহার করিবার সুযোগ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ম :—১ম বর্ষ, ১০-১১শ সংখ্যা ; ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

অবোধ-বন্ধু

১৮৬৩ সনের এপ্রিল মাসে 'অবোধ-বন্ধু' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়—এ-কথার উল্লেখ পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় করা হইয়াছে। এই 'অবোধ-বন্ধু' কিছুদিন চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ১২৭৩ সালের ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭) মাসে 'অবোধ-বন্ধু' পুনঃ-প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইহার প্রথম সংখ্যার উপর "১ খণ্ড ১ সংখ্যা" দেখিতেছি। প্রথম সংখ্যার গোড়ায় আছে :—

স্বদেশের যে প্রকারে হোতে পারে হিত
সাধ্যমত চেষ্টা করা সবার উচিত।
তিল সম হেন কাজ যদি মনে লয়,

---

* শ্রীনগরের অন্তঃপাতী ২৩০
রাজাবাড়ী ২২৭

তথাচ নিরস্ত থাকা, যুক্তি যুক্ত নয় ;
কি জানি সহস্র মাঝে যদি কোন জন
সামান্য সে ক্ষুদ্র কাজে উপকৃত হন।

আরম্ভ।

সূর্য্য যেমন অস্তমিত হইলে আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের নিকট অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতে ছিল। এক্ষণে তাহা পুনর্ব্বার সর্ব্বসমীপে উদয় হইতেছে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা প্রখরতর কর বিস্তার করিয়া যাহাতে তমসাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ মনকে সমুজ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা উদ্দীপ্ত করে তাহাই আমাদের একান্ত বাসনা। শীতকালে যখন শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক হয়, যখন শীতল বায়ু বহমান হইয়া সকলকেই কম্পিত করিতে থাকে, তখন যেমন ভানুর তীক্ষ্ণতর কিরণ প্রাণী দেহের শীত নিবারণ করে, সেইরূপ এই অবোধ-বন্ধু, যদ্যপি কোন একটী বালক বালিকা কিম্বা অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিবূহের অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত দুশ্ছেদ্য ও অভেদ্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে বিদূরিত করে, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম ও যত্নের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে ; এতদ্ভিন্ন এই ক্ষুদ্র অবোধ-বন্ধু যদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজ্ঞসমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, আমরা আশাতীত ফল লাভ করিব।

'অবোধ-বন্ধু'র প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে শেষ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হয় ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাসে। দ্বিতীয় ভাগ প্রথম সংখ্যার গোড়ায় "নব বর্ষ" সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা হইতে জানা যাইবে যে, কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন :—

নব বর্ষ।··· ১২৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে অবোধ-বন্ধু প্রকাশিত হইয়া গত ১২৭৪ সালের মাঘ মাসে তাহার এক বর্ষ পূর্ণ হয়। এক্ষণে নানা কারণ এবং সুবিধা বশতঃ বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম মাস হইতে অবোধবন্ধুর দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইল। ইহার ক্ষুদ্র কলেবর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে আমরা যেরূপ করিবার মানস করিয়াছিলাম, তাহা রহিত করিয়া এইরূপ আকারে প্রকাশ করিলাম।···

উপসংহার কালে, যে সকল ভ্রাতা ভগিনী গত বর্ষে আমাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এবং আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম এস্থলে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি অবোধবন্ধুর জন্য এরূপ শারীরিক ও মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন যে অবোধবন্ধু চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিল।

দ্বিতীয় বর্ষ (১২৭৫ সাল) হইতে 'অবোধ-বন্ধু' পত্রের কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

করবদরসদৃশমখিলং ভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'অবোধ-বন্ধু'র সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁহার বহু রচনা এই মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় ভাগ নবম সংখ্যা

(পৌষ ১২৭৫) হইতে তিনি এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হন। তৃতীয় ভাগ, প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৭৬) 'অবোধ-বন্ধু'র গোড়ায় নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে :—

বিজ্ঞাপন।

১২৭৬ সাল, ১৫ই বৈশাখ।

আমি ১২৭৫ সালের পৌষ মাসের সংখ্যা অবধি অবোধবন্ধুর স্বত্বাধিকার শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীকে প্রদান করিয়াছি।...

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
অবোধবন্ধুর ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী।

'অবোধ-বন্ধু'র এক জন প্রধান লেখক ছিলেন আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। তাঁহার বহু রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

['পূর্ণিমা'র] কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধ বন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম ; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ* ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল ; নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত† বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।‡ ('পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায় পৃ. ২০১-০২)

'অবোধ-বন্ধু' পত্রের ফাইল।—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ :—১ম খণ্ড (ফাল্গুন ১২৭৩—শ্রাবণ ১২৭৪)
২য় ভাগ (বৈশাখ—চৈত্র ১২৭৫)
৩য় ভাগ (বৈশাখ—চৈত্র ১২৭৬)

অবকাশ-বন্ধু

'অবকাশ-বন্ধু' একখানি মাসিক পত্র ; ১২৭৪ সালের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৮৬৭) মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকা লেখেন : —

অবকাশ-বন্ধু, মাসিক পত্র।—শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। কলিকাতা দরমাহাটা হইতে আশ্বিন মাস অবধি ইহা প্রচারিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রস্তাব লিখিত হইতেছে। প্রস্তাবগুলি মন্দ হইতেছে না। আশ্বিন মাসের পত্রে পাঁচটী প্রস্তাব আছে, তন্মধ্যে জন্মভূমি, কিংকাজৌ পশু, এবং যৌবনের উন্নত আশা, এই তিনটী উত্তম ; কিন্তু যত সংক্ষেপে উহার বর্ণনা হইয়াছে, তাহাতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভাবগুলিও প্রকাশ হয় নাই। আয়তনের ক্ষুদ্রত্বের এই একটী প্রধান অভাব।...এই পত্রের মাসিক মূল্য তিন পয়সা। (কার্ত্তিক, ১২৭৪, পৃ. ২২৪)।

---

* "পৌল ভর্জ্জীনী"—'অবোধ-বন্ধু' পৌষ-চৈত্র ১২৭৫ ; পৌষ-চৈত্র ১২৭৬।
† "নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত"—'অবোধ-বন্ধু' বৈশাখ-শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭৬।
‡ "ডুয়েল্"—'অবোধ-বন্ধু' অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

সংযোজন

'বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস' প্রবন্ধের শেষ অংশ লিখিত হইবার পর নিম্নের দুইখানি সাময়িক পত্র সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ জানা গিয়াছে :—

বিজ্ঞানমিহিরোদয়

১২৬৪ সালের বৈশাখ মাসে 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি; ইনি 'কলিকৌতুক নাটক' রচয়িতা। 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পত্রের কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

পুষ্ণন্নেষ প্রতিক্ষণং খলু হরিশ্চন্দ্রং নিজৈরশ্মিভির্ভিন্দন্ সান্দ্রতমাংসি দুষ্কৃতধিয়ামর্থান্ সমুদ্দীপয়ন্।
শ্রীনারায়ণ পূর্ব্বশৈলশিখরাদুদ্যন্ কজাংস্তোষয়ন্ সদ্বিজ্ঞান বিলোচনোহি মিহিরঃ শ্রীমান্নভঃ ক্রামতি॥

দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 'বিজ্ঞানমিহিরোদয়' পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার তারিখ "১লা বৈশাখ ১২৬৫ সাল।" এই সংখ্যার গোড়ায় সম্পাদক পত্রিকাখানিকে 'পাক্ষিক' করিবার কারণস্বরূপ লিখিতেছেন :—

> আমাদিগের যেসকল বিষয়ে লেখনী পরিচালনের অভিপ্রায় আছে, তাহা সমুদায় এই ক্ষুদ্রকায় পত্রে সুসিদ্ধ হওয়া সাধ্য হয় না, এজন্য আমরা অসামান্য গুণসম্পন্ন গণ্য মান্য গ্রাহকগণের করুণা-বিতরণে কার্পণ্য প্রকটন সম্ভাবনা না করিয়া প্রতিমাসে বারদ্বয় মিহিরোদয়ের প্রকাশে প্রযত্ন ধারণ করিয়াছি…।

লোক লোচন চন্দ্রিকা

১২৬৪ সালের আষাঢ় মাস হইতে 'লোক লোচন চন্দ্রিকা' নামে একখানি মাসিকপত্র ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। ১২৬৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'বিজ্ঞান-মিহিরোদয়' পত্রে প্রকাশ :—

> লোক লোচন চন্দ্রিকা।—কি আনন্দের বিষয়! দিন২ সময় অতি সুন্দর হইতেছে! নির্ম্মল বিদ্যারশ্মি নিবিড় অজ্ঞান-তমস্বিনী ভস্মরাশি করিতেছে, ভণ্ডামির কাল গেল, গণ্ড ভণ্ডেরা এক্ষণ গণ্ডেমুণ্ডে করাঘাত করিয়া সাবধান হউন, ক্রমে নির্ম্মল সাধুকাল সমাগত হইতেছে, সাধুলোকেরা সুকোমল সাধুভাষা-পরিপুরিত পত্রিকাদি প্রকটনে দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তদ্দ্বারা দেশীয় লোকের মনের মহান্ধকার স্বরূপ কুৎসিত কুসংস্কার-কুজ্ঝটিকা ক্রমে নিষ্কাশিত হইতেছে। অধুনা মহানগরী কলিকাতাতে সময়ে২ নব২ পত্রিকাদি প্রকটিত হইয়া দেশের বিদ্যোন্নতি-পক্ষে মহোপকার বিস্তার করিতেছে, আমাদিগের তরুণ মিহিরোদয়ের সহজাত নবীন "সর্ব্বার্থ প্রকাশিকা" পাঠে আমরা যে প্রকার আনন্দ-লাভ করিয়াছিলাম, বিগত আষাঢ় মাসে প্রকাশিত নবীন "লোক-লোচন-চন্দ্রিকা" নামক মাসিক পত্রিকা দর্শনে সেইপ্রকারে নয়ন মনঃ বিনোদে প্রফুল্ল হইল, তাহাতে যে সমস্ত হিতকর বিষয় প্রকটিত হইয়াছে তত্তাবৎ সুকোমল সুধাপ্রায় সাধু ভাষায় অতি সুন্দররূপে বিন্যস্ত হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় জননী ভাষার সুপুত্র শ্রেণীস্থ হইলেন, তাঁহার নবীন "লোক-লোচন-চন্দ্রিকা" দর্শনে অনেকের জ্ঞান-লোচন উন্মীলন হয়, অতএব হে দেশীয়গণ, নবীন "লোক-লোচন" আলোচনে নয়নরোচন ও অজ্ঞানমোচন সহ নবীন সম্পাদকবরের নবানুরাগ-অঙ্কুরে উৎসাহবারি সেচন করুন্। এই পত্রিকা কলিকাতার আহিরীটোলা নিবাসি শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহার মাসিক মূল্য (/০)

সমাপ্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দীন চণ্ডীদাসের রাসলীলা*

পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস ভণিতায় রাসলীলার মাত্র দুইটি পদ সংগৃহীত রহিয়াছে। তাহাদের একটি "শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি", এবং অপরটি "রমণীমোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি। ইহারা রাসের প্রারম্ভসূচক পদমাত্র। চণ্ডীদাস-রচিত রাসের অন্যান্য পদ পাওয়া না গেলে এই ধারণা করা অসঙ্গত হইত না যে, চণ্ডীদাস রাসের ঐ দুইটি পদই মাত্র রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসের ১৩৪টি পদ মুদ্রিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চণ্ডীদাস রাসলীলা অবলম্বনে পালার আকারে অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন।

১৩০৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৮১ পৃষ্ঠা) নীলরতন বাবু একখানা প্রাচীন পুথি হইতে রাসলীলার প্রায় ৭০টি পদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে, রাসের প্রথম পদটি "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদি ক্রমে আরম্ভ হইয়াছে, অথচ পদকল্পতরুতে রাসের প্রারম্ভসূচক যে দুইটি পদ মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা ঐ পুথিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি?

১৩৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১ পৃষ্ঠা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথি অবলম্বনে আমরা দীন চণ্ডীদাস-রচিত এক বৃহৎ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূত কতকগুলি পদ প্রকাশিত করিয়াছি। তাহার ৩৭৬ সংখ্যক পত্রের শেষ পদটি এই ভাবে আরম্ভ হইয়াছে,—

গৌণরাস কহিল এবে কহি মহারাস
শুনহ শ্রবণ পাতি।
আগে কহিয়াছি পঞ্চ অধ্যায়ের
ব্রহ্মরাত্রি হয় তথি॥

এই পদটি উক্ত কাব্যের ১০৮০ সংখ্যক পদ। উক্ত চারি পঙ্‌ক্তির পরেই ৩৭৬ সংখ্যক পত্র শেষ হইয়াছে। ইহার পরে ৩৭৭ সংখ্যক পত্রটি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী ৩৭৮ সংখ্যক পত্রে একটি পদের শেষের অংশ ১০৮২ সংখ্যা-চিহ্নিত হইয়া—

..........ছিল সখীর সহিত
করিতে রসের রঙ্গ।
কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে.............।

ইত্যাদি রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মধ্যবর্ত্তী ৩৭৭ সংখ্যক পত্রে ১০৮০ সংখ্যক পদের শেষের অংশ, ১০৮১ সংখ্যক পদ, এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের প্রথমাংশ

---

* ১৩৪২।১৭ই অগ্রহায়ণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

ছিল। উক্ত ১০৮২ সংখ্যক পদের শেষের অংশ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ইহা পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসলীলার দ্বিতীয় পদটির (রমণীমোহন, বিলসিতে মন ইত্যাদি পদের) শেষের অংশ মাত্র। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের ১০৮২ সংখ্যক পদটিই পদকল্পতরুতে রাসের দ্বিতীয় পদরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে মাত্র একটি পদ (অর্থাৎ ১০৮১ সংখ্যক পদ) পাওয়া যাইতেছে না, আর পদকল্পতরুতেও ইহার পূর্ব্বে রাসের একটিমাত্র পদ উদ্ধৃত রহিয়াছে। অতএব এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় যে, পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসের প্রথম পদটি (অর্থাৎ শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি ইত্যাদি পদ) দীন চণ্ডীদাস-রচিত উক্ত কাব্যের ১০৮১ সংখ্যক পদ মাত্র। ১০৮০ সংখ্যক পদের পরে এবং ১০৮২ সংখ্যক পদের পূর্ব্বে রাসের প্রারম্ভসূচক মাত্র ঐরূপ একটি পদই সন্নিবিষ্ট থাকা সম্ভবপর। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস-ভণিতার রাসের যে দুইটি পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা দীন চণ্ডীদাস-রচিত কাব্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, ১৩০৫ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় নীলরতন বাবু রাসের যে পালা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম পদটি "রমণীমোহন, রমণী মোহিতে" ইত্যাদিরূপে পাওয়া যায় কেন? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলিয়াছি যে,—"আমাদের মনে হয়, কবি প্রথম খণ্ডেও রাস বর্ণনা করিয়াছিলেন" (পৃষ্ঠা ২৮৴০ দ্রষ্টব্য)। আমাদের এইরূপ ধারণা করিবার কারণ এই যে, প্রথম খণ্ডের অনেকগুলি পদে রাসলীলার উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

কানন নিকুঞ্জে করিলে কালিয়া
কামিনী সহিতে রাস।—২৪৩ পদ।
উজাগর নিশি উদিত এ বাসি
উপরে শুনিএ তান।
উনমত হৈয়া আইল ধাইয়া
উঠানি গোপীর প্রাণ॥—২৪৭ পদ
রাস-অনুরাগে যে জনা রহল
তার কি পরাণ রয়॥—২৬৯ পদ

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রথম খণ্ডেই দীন চণ্ডীদাস একবার রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০৮০ সংখ্যক পদে তিনি স্পষ্টই তাঁহার পূর্ব্বরচিত রাসপালার কথা বলিয়াছেন।

সুতরাং কবির উক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি গ্রন্থের প্রথম ভাগেও রাসলীলা বর্ণনা করিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন। আবার পদমধ্যেও ইহার নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর রবে উন্মত্ত হইয়া ব্রজগোপীরা কি ভাবে বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা ১০৮২ সংখ্যক পদে (পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসের দ্বিতীয় পদে, অথবা নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯৩ সংখ্যক পদে) পাওয়া যায়। কেহ শিশু ফেলিয়া, কেহ বা রন্ধন পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু এই জাতীয় বর্ণনাই পুনরায় নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৪০২ সংখ্যক পদে পাওয়া যাইতেছে, যথা— "কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি, পিয়াইতে ছিল স্তন" ইত্যাদি। দীন চণ্ডীদাসের

কাব্যের যে সকল পদ ১৩৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ১০৮৪ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, গোপীগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব এই পালাতে পুনরায় নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের উক্ত ৪০২ সংখ্যক পদের কোনই স্থান নাই। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নীলরতন বাবু রাসলীলার যে ১৩৪টি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা দুইটি পালা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুইটি পালার আরম্ভ কিরূপে হইয়াছিল, সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে।

প্রথম অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী পালা

প্রথম পদ—রমণী মোহন, রমণী মোহিতে, ইত্যাদি। ইহা নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯৪ সংখ্যক পদ।

দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী পালা

প্রথম পদ—শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি ইত্যাদি। ইহা পদকল্পতরুর ১২৯১ সংখ্যক পদ, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯২ সংখ্যক পদ, এবং দীন চণ্ডীদাস-রচিত বৃহৎ কাব্যের ১০৮১ সংখ্যক পদ।

দ্বিতীয় পদ—রমণীমোহন, বিলসিতে মন, ইত্যাদি। ইহা পদকল্পতরুর ১২৯২ সংখ্যক পদ, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসের ৩৯৩ সংখ্যক পদ, এবং দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্যের ১০৮২ সংখ্যক পদ।

তৃতীয় পদ—কোন সখী করে কেশের বন্ধনে ইত্যাদি। ইহা দীন চণ্ডীদাসের বৃহৎ কাব্যের ১০৮৩ সংখ্যক পদ।

চতুর্থ পদ—প্রবেশিল যত আহীর রমণী, ইত্যাদি। ইহা দীন চণ্ডীদাসের ১০৮৪ সংখ্যক পদ।

তৎপর এই পালাটি নীলরতন বাবুর ৪২৭ সংখ্যক পদ হইতে রাধার মানের প্রসঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির কোন অনুলিপি নীলরতন বাবুর হস্তগত হয় নাই বলিয়া পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত রাসের উক্ত দুইটি পদ কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে ধারণা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। এই জন্যই তিনি পদকল্পতরুর ঐ দুইটি পদ প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে স্থাপন করিয়া নিজের আদর্শ পুথির প্রথম পদটি তৃতীয় স্থানে স্থাপন করতঃ পদাবলী সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি পালা কি কি আদর্শে বর্ণিত হইয়াছিল, তাহারও কিছু কিছু নিদর্শন দীন চণ্ডীদাস রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বৃহৎ কাব্যের পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০৮০ সংখ্যক পদে তিনি পঞ্চ অধ্যায় ও ব্রহ্মরাত্রির কথা* বলিয়াছেন।

---

* 'পঞ্চ অধ্যায়ের' দ্বারা রাস পঞ্চাধ্যায় (অর্থাৎ ভাগবতের দশম স্কন্ধের উনত্রিংশ হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়-বর্ণিত রাসলীলার) ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। "ব্রহ্মরাত্রি" শব্দটিও উক্ত ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে পাওয়া যায়। "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে" (ভাগবত, ১০।৩৩।৩৮) ইত্যাদি। অর্থাৎ রাসলীলা করিতে করিতে যখন নিশার অবসান হইয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকাল উপস্থিত হইল, তখন গোপীগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কবি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, তিনি ভাগবত অনুসরণ করিয়া রাসের প্রারম্ভ হইতে গোপীগণের গৃহে গমন পর্য্যন্ত রাসলীলা পূর্ব্ববর্ত্তী পালায় বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত পাঁচ অধ্যায়ে আছে,—রাসবিহারার্থ গোপীগণের আগমন, উক্তি-প্রত্যুক্তি, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, গোপীগণের বিলাপ, কৃষ্ণের আবির্ভাব এবং বিহার। এই সকল ঘটনা প্রথম পালায় বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া দীন চণ্ডীদাস বলিতেছেন। ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহাই দ্বিতীয় পালার অন্তর্গত। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে রাসলীলার যে সকল পদ আছে, তাহাতে ইহার অতিরিক্ত প্রধান ঘটনা—রাধার অভিমান, এবং কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার কুঞ্জে যাইয়া তাঁহার মানভঞ্জন। বেণীসংহার নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনায় 'কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু' ইত্যাদি শ্লোকে রাধার মানের ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহার ভঞ্জন-প্রয়াসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শ্লোকটি পদ্যাবলীতেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের গোপীবেশ ধারণের উল্লেখও পদ্যাবলীর একটি শ্লোকে পাওয়া যায় (বহরমপুর সং, ২৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। গোপীবেশ ধারণ করিয়া রাধার মানভঞ্জনের উল্লেখ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি শ্লোকেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা,—"কেয়ং শ্যামা স্ফুরতি সরলে গোপকন্যা কিমর্থম্" ইত্যাদি। এই সকল আদর্শ অবলম্বনে দীন চণ্ডীদাস পরবর্ত্তী রাসের পালা রচনা করিয়া থাকিবেন।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু

দক্ষিণ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার*

গন্ধবংস[১] নামক পুস্তকের মতে ভারতবর্ষে (জম্বুদ্বীপে) পালি-বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে তিনটী প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহাদের নাম কাঞ্চীপুর, দক্ষিণাপথের অন্তর্গত অবন্তী এবং ব্রহ্মদেশের অরিমর্দ্দন। বুদ্ধঘোষলিখিত অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভাষ্য মনোরথপূরণী গ্রন্থের নিগমনেও পালি সাহিত্যের কেন্দ্ররূপে দক্ষিণ-ভারতবর্ষের কাঞ্চীপুর এবং অপরাপর দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনোরথপূরণীর নিগমনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন বুদ্ধঘোষ এবং জ্যোতিপাল কাঞ্চীপুর নগরে একত্র বাস করিতেন, তখন তাঁহার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই ভাষ্য বুদ্ধঘোষ প্রণয়ন করেন।[২] পপঞ্চসূদন নামক মজ্ঝিমনিকায়ের ভাষ্যের নিগমনে বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি বুদ্ধমিত্তের সহিত মধুরপট্টনে একত্র বাস করিতেন, তখন তাঁহার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এই ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।[৩] মধুরপট্টন এবং বর্ত্তমান মদুরা অভিন্ন।

গন্ধবংসে অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। বুদ্ধঘোষ ভদন্ত নামক স্থবির কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অঙ্গুত্তরনিকায়ের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন[৪] এবং জ্যোতিপাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সারত্থপকাসিনী নামক সংযুক্তনিকায়ের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন[৫]।

বুদ্ধঘোষ কাঞ্চীপুর নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার রাজার কথা কিছুই বলেন নাই। বিনয়পিটকের ভাষ্য সমন্তপাসাদিকার[৬] নিগমনে তিনি বলিয়াছেন যে, রাজা সিরিনিবাস বা শ্রীপালের রাজত্বকালে তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। চূড়বংসের[৭] মতে বুদ্ধঘোষ লঙ্কায় বাসকালে মহানামের রাজত্বসময়ে বিসুদ্ধিমগ্‌গ এবং আরও অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদত্ত এবং বুদ্ধঘোষ আচার্য্য সঙ্ঘপাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই একই ভাষায় সঙ্ঘপালের

---

* ১৩৪২। ১৫ই চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একাদশ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। J. P. T. S., ১৮৮৬, ৬৬-৬৭।

২। আযাচিতো সুমতিনা থেরেন ভদন্তজোতিপালেন কাঞ্চিপুরাদিসু ময়া পুব্বে সদ্ধিম্ বসন্তেন।

৩। আযাচিতো সুমতিনা থেরেন ভদন্তবুদ্ধমিত্তেন পুব্বে মধুরসুত্তপট্টনম্হি সদ্ধিম্ বসন্তেন পরবাদ-বিদ্ধংসনস্‌স মজ্‌ঝিমনিকায় সেট্‌ঠস্‌সেবাহম্ পপঞ্চসূদনীমট্‌ঠকথম্ কাতুম্ আরদ্ধো। এই ভাষ্যের শ্যামদেশীয় সংস্করণে ময়ূরসুত্তপট্টন এই পাঠ পাওয়া যায়।

৪। অঙ্গুত্তরনিকায়স্স অট্‌ঠকথা গন্ধো ভদন্ত নাম থেরেন সহ আজীবকেন আযাচিতেন বুদ্ধঘোসাচরিয়েন কতো। গন্ধবংস, পৃঃ ৬৮।

৫। এতিস্‌সা করণত্থম্ থেরেন ভদন্তজোতিপালেন যাচমানেন মং সুভভূতেন যং সমধিগতম্।—গন্ধবংস—পৃঃ ৬৮।

৬। পালয়ন্তস্‌স সকলম্ লোকদীপম্ নিরব্বুদম্ রঞ্ঞো শ্রীনিবাসস্‌স শ্রীপাল যসস্‌সীনো সমবিসতিমে খেমে জয়সমবড্ঢিয়ে অয়ম্ আরদ্ধা একবিসম্হি সম্পত্তে পরিনিট্‌ঠিতা।

৭। পৃঃ ১৭ (Pali Text Society Series)।

গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন।[৮] বুদ্ধঘোষের আদিবাসস্থান ছিল মগধ। তিনি পরে কাঞ্চীপুর এবং অনুরাধপুরে বহু যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

কাবেরী জেলার অন্তর্গত উরগপুর-(বর্ত্তমান উরউর)বাসী বুদ্ধদত্ত একজন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ টীকাকার ছিলেন। তাঁহার পুস্তকের নিগমনে চোলরাজ্যের ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কলম্ববংশজাত রাজা অচ্যুতবিক্রান্তের[৯] রাজত্বকালে বুদ্ধদত্ত সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছিলেন :—(১) উত্তরবিনিচ্ছয়, (২) বিনয়বিনিচ্ছয়, (৩) অভিধম্মাবতার, (৪) রূপারূপবিভাগ এবং (৫) মধুরত্থবিলাসিনী (বুদ্ধবংসটীকা)। বিনয়বিনিচ্ছয়ের গণ্ঠীপদবর্ণনায় অচ্যুত এবং নারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১০] এই দুইটী একই ব্যক্তির নাম। বিনয়বিনিচ্ছয়ের পাণ্ডুলিপিতে কলম্ব নামের তিনটী বানান পাওয়া যায়,--সাধারণতঃ কলম্ব, কিন্তু কোন কোন স্থলে কলন্ত এবং কলন্তের প্রয়োগ আছে। যখন বুদ্ধদত্ত পূজনীয় সুমতি বুদ্ধসীহ এবং সঙ্ঘপাল স্থবিরগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কাবেরী জেলায় তাঁহার সমস্ত পুস্তক প্রণয়ন করেন, তখন ইহা স্থির নিশ্চিত যে, তিনি তাঁহার পুস্তকে কলম্ববংশীয় রাজারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

গন্ধবংস[১১] হইতে জানা যায় যে, বুদ্ধদত্ত তাঁহার শিষ্য সুমতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অভিধম্মাবতার পুস্তক রচনা করেন; সঙ্ঘপাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি উত্তরবিনিচ্ছয় এবং জিনালঙ্কার পুস্তকদ্বয় প্রণয়ন করেন; বুদ্ধসীহ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিনয়বিনিচ্ছয় এবং বুদ্ধবংসের টীকা তিনি লেখেন।

গন্ধবংসে[১২] বহু বৌদ্ধ আচার্য্যের নামের তালিকা দেওয়া আছে। ইহাঁরা সকলেই দক্ষিণ-ভারতবর্ষের লোক এবং কাঞ্চীপুরে পালিপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে দশ জন বৌদ্ধ পণ্ডিতের তালিকা দিলাম :— (১) বুদ্ধদত্ত, (২) আনন্দ, (৩) ধর্ম্মপাল,

---

৮। Buddhadatta's Manuals, ২য় ভাগ, ৩০৩ :—

খন্তি-সোরচ্চ-সোসীল্য-বুদ্ধি-সদ্ধা-দয়াদয়ো।
পতিট্ঠিতা গুণা যস্মিন্ রতনান' ইব সাগরে॥
বিনয়াচারযুত্তেন তেন সক্কচ্চ সাদরম্।
যাচিতো সঙ্ঘপালেন থেরেন থিরচেতসা॥

Visuddhimagga, ২য় ভাগ, ৭১১-৭১২ :—

ভদন্তসঙ্ঘপালস্স সুচিসল্লেখবুত্তিনো।
বিনয়াচারযুত্তস্স যুত্তস্স পতিপট্টিয়ম্॥
খন্তিসোরচ্চমেত্তাদি-গুণভূষিতচেতসো।
অজ্ঝেসনম্ গহেত্বা ব করোন্তেন ইমম্ ময়া॥

৯। কলম্ভকুলবংসজাতে অচ্চুতবিক্কমনামে চোড়রাজিনী চোড়রট্ঠম্ সমনুসাসন্তে অয়ম্ বিনিচ্ছয়ো ময়া আরদ্ধো এব সমাপিতো চাতি। Buddhadatta's Manuals, ১ম ভাগ, ১৩৭—৮, ১৪০ ; ২য় ভাগ, ২২৯, ৩০৩।

১০। অচ্চুতস্স নারায়ণস্স বিয় বিক্কমম্ এতস্সাতি অচ্চুতবিক্কন্তো। Buddhadatta's Manuals, ১৪০।

১১। পৃঃ ৬৯।

১২। পৃঃ ৬৬।

(৪-৫) দুই জন অবিদিত পুব্বাচরিয় (পূর্ব্বাচার্য্য), (৬) মহাবজিরবুদ্ধি, (৭) চুল্লবজিরবুদ্ধি,' (৮) দীপঙ্কর, (৯) চুল্লধম্মপাল এবং (১০) কস্‌সপ (কাশ্যপ)। সাসনবংস পুস্তক হইতে জানা যায় যে, সিংহল দ্বীপের সন্নিকটে তামিল রাজ্যে অবস্থিত পদরতীর্থে ধর্ম্মপাল বাস করিতেন। পরমত্থবিনিচ্ছয়ের নিগমনে ধর্ম্মপালকে তম্বরট্ঠবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তম্বরাষ্ট্র এবং তাম্রপর্ণীরাজ্য বা দক্ষিণ-ভারতবর্ষের টিনেভেলি অভিন্ন। ধর্ম্মপাল তাম্ররাষ্ট্রের অন্তর্গত তাঞ্জাম্ নগরে বাস করিতেন।[১৩]

ইঁহাদের পুস্তকের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বুদ্ধদত্ত—বিনয়বিনিচ্ছয়, উত্তরবিনিচ্ছয়, অভিধর্ম্মাবতার, রূপারূপবিভাগ, বুদ্ধবংসঅট্ঠকথা এবং জিনালঙ্কার।

২। আনন্দ—অভিধম্মট্ঠকথার মূল টীকা।

৩। ধর্ম্মপাল—নেত্তিপকরণঅট্ঠকথা, পরমত্থদীপনী (ইতিবুত্তকের ভাষ্য), উদান, চরিয়াপিটক, থের-থেরী-গাথা, বিমান-পেতবত্থু, বিসুদ্ধিমগ্‌গটীকা, চারিটী নিকায়ের অনুটীকা, ধম্মপদট্ঠকথার অনুটীকা, জাতকট্ঠকথার টীকা, নিরুত্তিপকরণট্ঠকথার টীকা, বুদ্ধবংসট্ঠকথার টীকা।

৪-৫। দুই জন অবিদিত পূর্ব্বাচার্য্য—নিরুত্তিমঞ্জুসা এবং মহানিরুত্তিসঙ্খেপ।

৬। মহাবজিরবুদ্ধি—বিনয়গণ্ঠি (পাঁচটী বিনয় পুস্তকের নির্ঘণ্ট)।

৭। চুল্লবজিরবুদ্ধি—ইঁহার রচিত পুস্তকের নাম পাওয়া যায় না।

৮। দীপঙ্কর—রূপসিদ্ধির টীকা এবং সঙ্‌পপঞ্চসত্থি।

৯। চুল্লধম্মপাল—সচ্চসঙ্খেপ।

১০। কাশ্যপ—মোহবিচ্ছেদনী এবং বিমতিবিচ্ছেদনী।

এই সকল গ্রন্থকার তাঁহাদের স্বেচ্ছায় (অত্তনো মতিয়া) এই পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন[১৪]।

তৈলঙ্গ পুস্তকে দক্ষিণভারতবর্ষের যে সমস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই চারি জন সুপ্রসিদ্ধ—পালি ব্যাকরণ-রচয়িতা কাত্যায়ন, সুত্ত-সংগহের গ্রন্থকর্ত্তা বুদ্ধবীর, তথাগতোৎপত্তির লেখক জ্ঞানগম্ভীর এবং অভিধম্মত্থসংগহের গ্রন্থকার অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ কেবল যে অভিধম্মত্থসংগহ পুস্তকখানি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে আরও দুইখানি পুস্তক তিনি প্রণয়ন করেন। যথা:- পরমত্থবিনিচ্ছয় এবং নামরূপপরিচ্ছেদ। পরমত্থবিনিচ্ছয় পুস্তকখানি কাঞ্চীপুর নগরে লিখিত হয়। অভি-ধম্মত্থসংগহ বৌদ্ধ দর্শনের একখানি সুলিখিত পুস্তক। বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে যে সমস্ত পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ইহার স্থান সর্ব্বোচ্চে। লঙ্কা এবং ব্রহ্মদেশে আট শত বর্ষ যাবৎ বৌদ্ধদর্শন এবং বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানের পুস্তকরূপে ইহা যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিল। কাহারও

১৩। **Buddhadatta's Manuals, I. x iii**

, তম্বরট্ঠে বসন্তেন নগরে তঞ্জনামকে।

১৪। **J. P. T. S.**, ১৮৮৬, ৬১—৭০।

কাহারও মতে রাজা বট্‌ঠগামনীর সহধর্ম্মিণী রাণী সোমদেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সিংহলদেশের একটি বিহারে খৃঃ পূঃ ৮৮—৭৬ সময়ে অভিধম্মত্থসংগহ লিখিত হয়, কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মদেশীয় পণ্ডিতদের মতে অনিরুদ্ধ লঙ্কার একজন সুপ্রসিদ্ধ স্থবির ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দী অনিরুদ্ধের আবির্ভাবের কাল বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। পঞ্ঞস্বামি-লিখিত সাসনবংসে আনন্দথের এবং রাহুলথেরের নামোল্লেখ আছে। এই দুই জন কাঞ্চীপুরবাসী পালিভাষাবিৎ পণ্ডিত অরিমর্দ্দন নগরে রাজা অনরথের রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশে বাস করিয়াছিলেন।

পূর্বলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শঙ্করাচার্য্যের বহুশত বর্ষ পরেও দক্ষিণ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। তাঁহার পূর্ব্বেও এ স্থান বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। দক্ষিণ-ভারতবর্ষে রায়চুর জেলায় অবস্থিত মাস্‌কিতে, হায়দ্রাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত পালকীগুম্ফ পর্ব্বতে, সিদ্দাপুর, রামেশ্বর, ব্রহ্মগিরি এবং মাদ্রাজের কারনুল জেলায় অবস্থিত এরাগুডি—দক্ষিণভারতের এতগুলি বিভিন্ন স্থানে অশোকের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই সকল স্থানে অনুশাসনগুলি প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে অশোকের একনিষ্ঠ চেষ্টা ও যত্ন ছিল, তাহা তাঁহার অনুশাসন পাঠে জানিতে পারা যায়। অশোকের দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ অনুশাসনে দক্ষিণ-ভারতবর্ষের যে সকল দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা,—অন্ধ্র, পারিন্দ, চোড়, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র এবং তাম্রপর্ণী। এই সকল দেশের মধ্যে প্রথম দুইটী দেশ অশোকের সাম্রাজ্যে অবস্থিত এবং অবশিষ্ট দেশগুলি স্বাধীন ছিল। ত্রয়োদশ অনুশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই সকল দেশবাসীর নিকট অশোক তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এরাগুডিতে অশোকের যে ক্ষুদ্র অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ব্রাহ্মণ প্রচারক, হস্তিচালক, রথচালক এবং ভেরীবাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিনয়পিটকের ভাষ্য সমন্তপাসাদিকা, দীপবংস এবং মহাবংস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অশোক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অশোক মহীশূরে (মহীষমণ্ডল) মহাদেব এবং রক্ষিতকে পাঠাইয়াছিলেন। বনবাস বা বনবাসী (উত্তর-কানাড়া) দেশেও ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তিনি দূত প্রেরণ করেন। খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বনবাসী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল। লঙ্কার রাজা দুট্‌ঠগামনী তাঁহার রাজধানীতে একটি সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ এবং লঙ্কার বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক সুপ্রসিদ্ধ স্থবিরগণকে তাঁহার রাজ্যে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। বনবাসী হইতে ৮০,০০০ হাজার ভিক্ষু লইয়া মহাথের চন্দ্রগুপ্ত লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন[১৫]।

দীপবংস, মহাবংস এবং কথাবত্থুর ভাষ্যে যে সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। যথা,—হেমবতা, রাজগিরিকা, সিদ্ধত্থিকা, অন্ধকা,

১৫। মহাবংস, অঃ ২৯, গাথা ৪১—৪৩।

পুব্বসেলীয়া, অপরসেলীয়া এবং বজিরিয়া। ইহার মধ্যে তিনটী সম্প্রদায় দক্ষিণ-ভারতবর্ষীয়, বিশেষতঃ অন্ধ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়। যথা,—অন্ধকা (আন্ধ্র), পুব্বসেলীয়া (পূর্ব্ব-শৈলীয়), অপরসেলীয়া (অপর-শৈলীয়)।

রাজা বাশিষ্ঠপুত্র শ্রীপুলমায়ির রাজত্বকালে অমরাবতীতে এক মহাচৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চৈত্যিক সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্বরূপ অমরাবতী বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই চৈত্যিক সম্প্রদায় মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে ইক্ষ্বাকুদিগের রাজত্বকালে কৃষ্ণানদীর উভয় তীরস্থিত জগ্গৈয়পেত এবং নাগার্জ্জুনিকোণ্ডেও মহাচৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দুইটী প্রদেশ হায়দ্রাবাদের নিকট অবস্থিত। নাগার্জ্জুনীকোণ্ড অপরসেলীয়দিগের বাসস্থান ছিল। মহাচৈত্যের নিকটে নানা দিক্ হইতে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসের জন্য একটি মহাবিহার নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল[১৬]।

নাগার্জ্জুনীকোণ্ড শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, নিম্নলিখিত দেশ হইতে শ্রমণেরা আসিত,—কাশ্মীর, গান্ধার, চীন, চিলাত, তোসলী, অবরন্ত, বঙ্গ, বনবাসী, যবন, দমীড়, পলুর (দন্তপুর) এবং তম্বপণ্ণী দ্বীপ। এই সকল দেশের মধ্যে বনবাসী এবং দমীড় (তামিলদেশ) দক্ষিণ-ভারতবর্ষে অবস্থিত। এই শ্রমণদিগকে থেরীয় বা থেরবাদাবলম্বী (থেরীয়ানম্[১৭]) বলা হইত। ঐ সকল শিলালিপি হইতে আরও জানা যায় যে, বহু বিহারের মধ্যে সিংহলদেশীয় ভিক্ষুদিগের বাসের জন্য কেবলমাত্র একটি বিহার নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ, আর্য্যসঙ্ঘ বা থেরবাদ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি থেরবাদীদিগের পাঁচটী নিকায়ের অন্তর্গত মজ্ঝিমনিকায়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার তত্ত্বাবধানে নাগার্জ্জুনীকোণ্ডের মহাচৈত্য সম্পর্কীয় অনেকগুলি হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

অন্ধক (অন্ধ্র) পরে দক্ষিণ-ভারতবর্ষের একটি বলশালী বৌদ্ধসম্প্রদায় হইয়াছিল[১৮]। এই সম্প্রদায় একটি ভাষ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার উল্লেখ বুদ্ধঘোষকৃত অথসালিনী পুস্তকে পাওয়া যায়[১৯]।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

১৬। মহাবিহারে মহাচেতিয়পাদমূলে পবজিতানম্ নানাদেশসমাগতানম্ মহাভিক্ষুসঙ্ঘস পরিগহে।

১৭। বিসুদ্ধিমগ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ৭১১ :—থেরবাদ—বিভজ্জবাদি—সেট্ঠানম্—থেরীয়ানম্—যসন্দীনম্—মহাবিহারবাসানম্ বংসজস্স বিভাবিনো।

১৮। Mrs. Rhys Davids, *Points of Controversy*, Prefatory Note, XL iii.

১৯। Mrs. Rhys Davids, *A Buddhist Manual of Psychological Ethics*, Introductory Essay, xxii.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কতিপয় প্রাচীন দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় তিনটী প্রাচীন দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মোল্লা রবীউদ্দীন আহমদ কর্ত্তৃক মুরশিদাবাদ জেলার কান্দী শহরের আট মাইল দক্ষিণে, গঙ্গার তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ভরতপুর থানার এলাকাধীন গীতগ্রাম[১] নামক গ্রামে এই মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তবে আবিষ্কারক মহাশয়ের প্রবন্ধে কেবলমাত্র একটী মূর্ত্তির উল্লেখ রহিয়াছে।[২] এই দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি তিনটীর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। ধূসর বর্ণ; ইহা একটি দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি; ইহার কোন স্থান ভগ্ন নহে। ইহার মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত নগ্ন, কিন্তু নাভি হইতে পদযুগল পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ নগ্ন নহে, যদিও এই দেহাংশের কোন স্থানে বস্ত্রের চিহ্ন পরিস্ফুট নাই। ইহার কেশ সুন্দরভাবে প্রসাধিত, চক্ষুর্দ্বয় কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ভাবে নির্ম্মিত, নাসিকা উন্নত, মুখ-বিবর অস্পষ্টভাবে নির্ম্মিত ও স্তনদ্বয় উন্নত। ইহার দক্ষিণ বাহু নিম্নদিকে প্রসারিত ও বাম বাহু কট্যবলম্বিত। দক্ষিণ বাহুর কফোণি, মণিবন্ধ ও পঞ্চাঙ্গুলি ঠিকভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। গলদেশের হার ব্যতীত অন্য কোনরূপ অলঙ্কার আমরা এই মূর্ত্তির দেহে দেখিতে পাই না।[৩] (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ চিত্রশালা নং ৪৯৬)।

২। ধূসর বর্ণ; পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীর ন্যায় এই মূর্ত্তিটীও স্ত্রী-মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিটীর নাভি হইতে পদযুগল পর্য্যন্ত অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ইহা ব্যতীত মূর্ত্তিটী ভাল অবস্থাতে আছে। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীর ন্যায় এই মূর্ত্তিটীর দেহের ঊর্দ্ধভাগ নগ্ন। ইহার কেশগুচ্ছও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীর কেশগুচ্ছের ন্যায় প্রসাধিত, কিন্তু ইহার কবরী পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীর কবরী হইতে বিভিন্ন প্রকারের। ইহার চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাসিকা, মুখ-বিবর ও কর্ণও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার স্তনদ্বয় উন্নত ও উদর বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণ বাহু নিম্নদিকে প্রসারিত ও বাম বাহু কট্যবলম্বিত। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীর ন্যায় ইহার গলদেশে হার নাই ও শরীরের অন্য অংশেও কোন প্রকার অলঙ্কার নাই। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-চিত্রশালা নং ৪৯৭)।

---

* ১৩৪২। ১৫ই চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একাদশ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, পৃঃ ১১০-১৪ ও আনুষঙ্গিক চিত্র।

২। ঐ, পৃঃ ১১৩; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে জানিয়াছি যে, অপর মূর্ত্তি দুইটীও গীতগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

৩। ঐ, পৃঃ ১১০-১৪।

গীতগ্রামে প্রাপ্ত দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি

৩। কৃষ্ণবর্ণ; পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিটীর ন্যায় ইহাও একটী স্ত্রীমূর্ত্তি। ইহার মস্তকের উপরিভাগ, দক্ষিণ স্তন, বাহুদ্বয় ও স্তনদ্বয়ের কিছু নিম্ন হইতে দেহের অবশিষ্টাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার নাসিকা অত্যন্ত উন্নত; চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা স্পষ্টভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের ন্যায় ইহার দেহের উপরিভাগ যে নগ্ন, তাহা নগ্ন স্তনদ্বয় ও গাত্রাচ্ছাদনের অভাব হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই মূর্ত্তিটীর দেহে কোন প্রকার অলঙ্কার নাই। (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-চিত্রশালা নং ৪৯৮)।

প্রাচীন ভারতবর্ষে নির্ম্মিত বহু দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি নানা স্থান খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এখনও হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্যসম্বন্ধীয় গবেষণা-কার্য্যে এই সকল দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির আলোচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি প্রস্তরমূর্ত্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন যুগ হইতে নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল ও মৃত্তিকা প্রস্তরাপেক্ষা সুলভ বলিয়া, ইহার দ্বারা যত প্রকার বিভিন্ন আকারের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত, তত প্রস্তরের দ্বারা হইত না। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় অনেক প্রস্তরময় মূর্ত্তির আকারের উৎপত্তির ইতিহাস রহস্য-জালে আচ্ছাদিত; প্রাচীন ভারতবর্ষীয় দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি ও প্রস্তরময় মূর্ত্তির তুলনামূলক আলোচনা করিলে এই রহস্যজাল কিয়ৎ-পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।[৪] কোন দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির যুগ স্থির করিতে হইলে তাহার যথার্থ প্রাপ্তিস্থান ও আকৃতি আলোচনা করা কর্ত্তব্য। গীতগ্রামে আবিষ্কৃত এই মূর্ত্তিত্রয়ের যথার্থ প্রাপ্তিস্থান লিপিবদ্ধ না থাকায় ইহাদের আকৃতি হইতে ইহাদের যুগ ঠিক করিতে হইবে। এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী ভীটা নামক স্থানে মার্শাল অনেকগুলি দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন;[৫] তিনি যথার্থ প্রাপ্তি-স্থানানুসারে ইহাদের যুগ-নির্ণয় করিয়াছেন ও তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে আমরা মার্শালের আবিষ্কৃত দগ্ধমৃন্মূর্ত্তিগুলির সহিত এই মূর্ত্তিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ইহাদের যুগ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

মার্শাল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী মূর্ত্তির[৬] সহিত প্রথমোক্ত মূর্ত্তিটীর আকারগত সাদৃশ্য বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য এবং এই আকারগত সাদৃশ্য হইতে এই মূর্ত্তিটী যে ভীটাতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটীর সমসাময়িক, তাহা বলা অসঙ্গত হইবে না। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের কেশগুচ্ছ প্রায় এক প্রকারেই প্রসাধিত, দেহের ঊর্দ্ধভাগ নগ্ন, কটি আচ্ছাদিত, দক্ষিণ বাহু নিম্নদিকে প্রসারিত। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে যে স্বল্প বৈসাদৃশ্য আছে, তাহা মূর্ত্তি দুইটি বিভিন্ন স্থানের

৪। এই সম্বন্ধে আমার 'Remarks on a few early Indian terracotta figurines' নামক প্রবন্ধ Ostasiatische Zeitschriftএ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

৫। Excavations at Bhita (Archaeological Survey of India—Annual Report, 1911-12, pp. 71-80, pls. XXII-XXVIII)। কেবলমাত্র কড্রিংটন্ (Indian Antiquary, 1931, pp. 141-45 with one plate) ও গর্ডন (Man, 1935, 129) ইহার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। ঐ, pl. XXII. no. 18.

বলিয়া। ভীটাতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটী শুঙ্গ-যুগের বলিয়া মার্শাল স্থির করিয়াছেন; সুতরাং এই মূর্ত্তিটীও যে শুঙ্গ-যুগের, তাহা বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে দ্বিতীয় মূর্ত্তিটির যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। ভীটাতে মার্শাল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত আর একটী দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির[৭] সহিত এই মূর্ত্তিটীর বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভীটাতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিটীর মস্তক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সুতরাং মস্তক সম্বন্ধে ইহাদের তুলনামূলক আলোচনা চলিতে পারে না। কিন্তু ইহাদের হস্তদ্বয়, হস্ত রাখিবার ভঙ্গি ও শরীর-গঠন একপ্রকার। এই মূর্ত্তির মস্তকের প্রধান বিশেষত্ব হইতেছে কেশবন্ধন। মস্তকের কেশ এক প্রস্থ করিয়া উভয় দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ও মধ্য স্থানের কেশ উষ্ণীষের ন্যায় উন্নত। ভীটাতে প্রাপ্ত দুইটী দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির[৮] মস্তকের কেশবন্ধনের সহিত এই মূর্ত্তিটীর কেশবন্ধনের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিদ্বয়ের কেশ তিন প্রস্থ করিয়া উভয় দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে ও মধ্যস্থানের কেশ উষ্ণীষের ন্যায় উন্নত। এই সামান্য প্রভেদ ব্যতীত আর কোনও প্রভেদ নাই। মার্শালের মতানুসারে ভীটার এই মূর্ত্তিত্রয় গুপ্ত-যুগের; সুতরাং গীতগ্রামে আবিষ্কৃত এই মূর্ত্তিটী গুপ্ত-যুগের বলিয়া ধরা যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে তৃতীয় মূর্ত্তিটীর যুগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই মূর্ত্তিটীর সহিত গীত-গ্রামে আবিষ্কৃত অপর মূর্ত্তিদ্বয়ের প্রভেদ হইতেছে এই যে, অপর দুইটী মূর্ত্তির ন্যায় এই মূর্ত্তিটীর মৃত্তিকা ধূসর বর্ণের নহে, কৃষ্ণবর্ণের। এই মূর্ত্তিটী এত ভগ্ন যে, ইহার সহিত অন্য কোন দগ্ধমৃন্মূর্ত্তির সাদৃশ্য খুজিতে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। মার্শাল এই প্রকার মূর্ত্তি ভীটাতে পান নাই বলিয়া মনে হয়। এই মূর্ত্তিটী সাধারণতঃ গুপ্তযুগের শেষভাগে অথবা পাল-যুগের প্রারম্ভে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে এই জাতীয় মূর্ত্তির বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ইহাদের বিশেষত্ব আলোচনা করিবার প্রারম্ভেই আমাদের মনে হয়, নারীত্বের মহিমা দেখাইবার জন্যই যেন শিল্পী ইহাদের দেহের উপরিভাগ ইচ্ছা করিয়াই নগ্নভাবে দেখাইয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মূর্ত্তিটীর ন্যায় মূর্ত্তি আলোচনা করিবার কালে কুমারস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, 'These types may have behind them a long history; they may have been votive tablets or auspicious representations of mother-goddesses and bestowers of fertility and prototypes of Maya Devi and Laksmi.'[৯] এই প্রকার নারীমূর্ত্তি পৃথিবীর অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। অসুর-দেশে (আসিরিয়া) ও বাবিলনে প্রচলিত এই প্রকার নগ্ন নারীমূর্ত্তিকে বুরেন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—(১) মাতৃমূর্ত্তি, (২) নারীমূর্ত্তি, (৩) উপাসিকামূর্ত্তি।'[১০] ডাঃ মারে একটী প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, এই প্রকার নগ্ন নারীমূর্ত্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে

৭। Exavations at Bhita (Archl. Survey of India—Annual Report, 1911-12, pp. 71-80.) pl. XXVI. no. 74

৮। ঐ, pl. XXVI. no. 75, 76

৯। History of Indian and Indonesian Art, p. 21.

১০। Clay Figurines of Babylonia and Assyria, p. xlix.

পারে, যথা—(১) মাতৃমূর্ত্তি (Universal Mother or Isis type), (২) দৈব নারীমূর্ত্তি (Divine Woman or Ishtar type), (৩) কামভাবাপন্ন নারীমূর্ত্তি (Personified Yoni or Babuo type)[১১]। বুরেন ও মারের সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নগ্ন নারীমূর্ত্তি হইলেই যে তাহা মাতৃমূর্ত্তি হইবে, তাহা নহে; নগ্ন নারীমূর্ত্তিগুলির ভঙ্গী দেখিয়া আমাদের স্থির করিতে হইবে যে, কোন্‌গুলি মাতৃমূর্ত্তি ও কোন্‌গুলি মাতৃমূর্ত্তি নহে। সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের মনে হয় যে, গীতগ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম মূর্ত্তিটী মাতৃমূর্ত্তি ও দ্বিতীয় মূর্ত্তিটী নারীমূর্ত্তি। ভারতবর্ষে এই প্রকার নারীমূর্ত্তি আমরা সিন্ধু-সভ্যতার যুগ হইতে পাই। প্রাঙ্‌মৌর্য্য ও মৌর্য্য যুগেও এই প্রকার নারীমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল। শুঙ্গ-যুগেও যে এই প্রকার নারীমূর্ত্তি প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা ভারতবর্ষের বহু স্থানে প্রাপ্ত দগ্ধমৃন্মূর্ত্তি ও পরিষদে রক্ষিত প্রথমোক্ত মূর্ত্তিটী হইতে বুঝিতে পারি। শুঙ্গযুগের বরহুৎ স্তূপের বেদিকাতে ও তোরণে, সাঁচী স্তূপের তোরণে ও বুদ্ধগয়াচংক্রমের চতুষ্পার্শ্বস্থ বেদিকাতে আমরা এই প্রকার নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাই; কিন্তু এই সকল নারীমূর্ত্তির সহিত তৎকালে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের যে কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, তাহা উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, সিন্ধু-সভ্যতা-যুগ হইতে ভারতবর্ষে এই প্রকার নারীমূর্ত্তি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ও শুঙ্গযুগে যখন বৌদ্ধ স্তূপ ও চংক্রম প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, তখনও ভারতবর্ষীয়গণ এই প্রকার মূর্ত্তির প্রভাব হইতে মুক্ত হন নাই। সেই জন্যই আমরা শুঙ্গযুগের বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম্ম ও তদপেক্ষা প্রাচীন যুগ হইতে প্রচলিত মাতৃমূর্ত্তি সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের সংমিশ্রণ দেখিতে পাই। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই জাতীয় মূর্ত্তি আমাদিগকে নূতন উপাদান দান করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

শ্রীচারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত

১১। **Female fertility figures (Journal of the Royal Anthropological Institute, 1934, pp. 93-100 pl. VIII-XII)**, এই প্রকার বিভাগ যে সর্ব্বক্ষেত্রে গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাহা **Female fertility figures (Man, 1935, 104)** নামক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি।

সাহিত্য-বার্ত্তা

[যে জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে, মৌলিক আলোচনার নিদর্শন-সংবলিত ও বঙ্গভাষায় নানা স্থানে প্রকাশিত সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, তথা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যাদিবিষয়ক সেই জাতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 'সাহিত্য-বার্ত্তা' অংশে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইবে। এই অংশকে পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষার সমসাময়িক মৌলিক আলোচনার নিখুঁত ইতিবৃত্ত করিয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিকবর্গের সহযোগিতা ও সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করা যাইতেছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।]

সাহিত্য

গ্রন্থ

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—কৃষ্ণকীর্ত্তন। সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৫৮। দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড। সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৮৬।

১৮১৮ হইতে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে প্রকাশিত দেশীয় সাময়িক পত্রের বিবরণ।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা।

সাহিত্যে হাস্যরস সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা এবং উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকগণের হাস্যরসপ্রধান রচনার পরিচয়।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—বাঙ্গালা ব্যাকরণ। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা।

ছন্দঃ ও অলঙ্কারসহ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

প্রবন্ধ

শ্রীশিবরতন মিত্র—দ্বিজ চণ্ডীদাস। প্রবাসী, মাঘ '৪২, পৃঃ ৪৫৭-৪৫৮।

ভগবদ্‌গীতার সদানন্দরসসিন্ধুনামক এক বঙ্গানুবাদকের প্রপিতামহ আনুমানিক ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্তী দ্বিজ চণ্ডীদাস ও তন্নামক প্রসিদ্ধ কবি অভিন্ন, ইহা এই প্রবন্ধে অনুমান করা হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়—চণ্ডীদাস-চরিত (দ্বিতীয় প্রবন্ধ)। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৬৮৫-৭০০।

আষাঢ় মাসে প্রবন্ধ প্রকাশের পরে লব্ধ পুথির অবশিষ্টাংশ অবলম্বনে পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা, গ্রন্থকারের পরিচয়, চণ্ডীদাসের কাল ও দেশ সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার—কবি বংশীদাসের মহত্ত্ব। সৌরভ, মাঘ '৪২, পৃঃ ৩৪-৩৬।

পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা বংশীদাসের জীবনবৃত্তান্ত।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—কবি জয়দেবের বৈষ্ণবামৃত। ভারতবর্ষ, মাঘ '৪২, পৃঃ ২৮৯-২৯১।

'বৈষ্ণবামৃত' নামক অপ্রকাশিত একখানি সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থের পরিচয়।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—উড়িষ্যায় চণ্ডীদাস ভণিতার কয়েকটী নূতন পদ। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৫৮৯-৫৯৬।

লেখকের অনুমান, উৎকর্ষবিহীন এই পদগুলি প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের নাম লইয়া কোন উড়িষ্যানিবাসী বাঙ্গালী কবির, কি বাঙ্গালা জানা উড়িয়া কবির রচনা।

শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব—চলিত ভাষার সংস্কার। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৪৮৯-৪৯৭।

বাঙ্গালা বর্ণমালার সংক্ষেপ সাধন করিয়া, চলিত ভাষাকে সাহিত্যে চালাইবার প্রস্তাব এই প্রবন্ধে করা হইয়াছে।

আজিমউদ্দিন আহ্‌মদ—পাটনীর মাইয়া। সাদৎ কলেজ ম্যাগাজিন, ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৩৫।

করুণরসাত্মক একটী গ্রাম্য পালা গান। [সঙ্কলয়িতার সহিত পত্রব্যবহারে জানা গেল, গানটি ঢাকাজেলার ধামরাই থানার অন্তর্গত সোমভাগ গ্রাম হইতে সংগৃহীত]

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—শতবর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান-পরিচালিত বাঙ্গালা সংবাদপত্র। দেশ, '৪২, পৃঃ ৯৮-৯৯।

১৮৩১ সালে প্রকাশিত 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' ও ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' নামক দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রের পরিচয়।

শ্রীনলিনীনাথ দাশ গুপ্ত—'শব্দরত্নাবলী' ও মূসা খাঁ। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৬০৬-৬১০।

মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারকৃত 'শব্দরত্নাবলী' নামক সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক মূসা খাঁর পরিচয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—রাজা রামমোহন রায়-সংগৃহীত যিশুপ্রণীত হিতোপদেশ। বঙ্গশ্রী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৩৫৩-৩৫৬।

রামমোহনলিখিত The Precepts of Jesus নামক ইংরাজি গ্রন্থের রাখালদাস হালদারকৃত ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদের পরিচয়।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন। প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৪৮১-৪৮৭, চৈত্র '৪২, ৫৯৯-৬০২।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিত প্রবন্ধের বিস্তৃত উত্তর।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—বিজ্ঞাপনে বাংলা শব্দ। দেশ, ২৬এ পৌষ '৪২, পৃঃ ৫২৭-৮।

বাঙ্গালা বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাকরণগত সাধুত্ব বিচার।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য—ইংরাজী শিক্ষায় ধ্বনিসমস্যা। ভারতবর্ষ, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৪২৫-৪৩০।

ইংরাজি বর্ণমালার ধ্বনির স্বরূপনির্দ্দেশ।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ—বাঙ্গলা সাহিত্য ও মুছলমান। মাসিক মোহাম্মদী, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ২৯৯-৩০৪।

বাঙ্গালা সাহিত্যে আবশ্যকমত আরবি পারসি শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাপ্রতিপাদন।

ইতিহাস

গ্রন্থ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্।

মোগলযুগের মুসলমান অন্তঃপুরচারিণীগণের শিক্ষার পরিচয়।

প্রবন্ধ

শ্রীবিমলাচরণ লাহা—ভারতবর্ষের পর্ব্বত ও নদী। ভারতবর্ষ, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৩৬২-৩৬৮।

প্রাচীন ভারতের প্রধান প্রধান পর্বত এবং নদীর নাম ও তাহাদের বর্ত্তমান নাম ও সংস্থান নির্দ্দেশ।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য—বিক্রমপুর। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৬১৮-২২।

বিক্রমপুরের সহিত বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজবংশের সম্বন্ধ ও ইহার বর্ত্তমান সংস্থান আলোচনা।

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশতিকোটীর মন্দির। প্রবাসী, মাঘ '৪২, পৃঃ ৪৬১-৪৬৭।

মালবান্তর্গত উনবিংশতিকোটী বা বর্ত্তমান উনগ্রামে অবস্থিত পরমার-রাজগণের বাস্তুশিল্পের নিদর্শনস্বরূপ কতকগুলি মন্দিরের বিবরণ।

জসীম উদ্দীন—বাঙালীর পল্লীজীবনে রূপের সাধনা। প্রবাসী, মাঘ '৪২, পৃঃ ৪৭২-৪৭৬।

প্রাচীন বাঙ্গালার পল্লীসাহিত্যে যে সমস্ত চারুকলার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের নির্দেশ।

শ্রীতড়িৎকুমার মুখোপাধ্যায়—বরাবর পাহাড়ের প্রাচীন গুহা। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৬৪৬-৫০।

গুহাগুলির বর্ণনা ও প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—প্রাচীন কায়স্থ গ্রন্থকার। কায়স্থসমাজ, কার্ত্তিক '৪২, পৃঃ ২৭৮-২৮৬।

কবি কৃষ্ণমোহন প্রভৃতি কয়েক জন কায়স্থজাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থের পরিচয়।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—ময়মনসিংহে তন্ত্রশাস্ত্রের চর্চ্চা। সৌরভ, মাঘ '৪২ পৃঃ ২৭-৩০।

পূর্ণানন্দ ও তৎপরবর্তী তান্ত্রিক আচার্য ও তাঁহাদের গ্রন্থের পরিচয়।

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়—প্রাচীন বাংলার খেলাধূলা। প্রবর্ত্তক, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৫৭৮-৫৮৬।

অধুনা অপ্রচলিতপ্রায় বাঙ্গালাদেশের কতিপয় খেলার বিবরণ।

শ্রীযদুনাথ সরকার—মহারাজ দিব্য ও ভীম। দেশ, ১লা চৈত্র '৪২, পৃঃ ২৭৭ প্রভৃতি।

পালযুগে আবির্ভূত দিব্য ও ভীমের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহাদের সময়ে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী—মুঘল রাজান্তঃপুরে হিন্দুবিবাহ। দেশ, ১৮ই মাঘ '৪২, পৃঃ ৭৬৯-৭০।

মুঘল রাজপরিবারে হিন্দুকন্যাবিবাহের বৈশিষ্ট্য ও হিন্দুভাবের প্রাধান্য নির্দ্দেশ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী—হাবসী বীর মালিক অম্বর। দেশ, ১১ই মাঘ '৪২, পৃঃ ৬৭২ প্রভৃতি।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান রাজত্বকালে আবির্ভূত বিচক্ষণ রাজনৈতিক মালিক অম্বরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা।

স্বামী ভূমানন্দ—হ্যাণ্ডশেক। বঙ্গশ্রী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৩৭২-৩৭৫।

হ্যাণ্ডশেক বা করমর্দনের প্রথা প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল—রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারা এই মতবাদের প্রতিপাদন।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—মারাঠা নৌবীর কাহ্নেজী আংগ্রে। মাসিক বসুমতী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৯৬৭-৯৭১।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আংগ্রে-প্রদর্শিত বীরত্বের কাহিনী।

দর্শন

গ্রন্থ

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ—অদ্বৈতবাদ। ৬নং পার্শিবাগান লেন হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অদ্বৈতবাদের স্বরূপ ও প্রমাণ, খণ্ডন ও মণ্ডন, পদার্থনির্ণয় ও ইতিহাস।

শ্রীনক্ষত্রকুমার দত্ত—যোগসূত্র বা পাতঞ্জলদর্শন। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় আশ্রম, কুমিল্লা।

পাতঞ্জল যোগসূত্রের সংস্কৃত মূল, বাঙ্গালা গদ্যে সূত্রের অনুবাদ, বাঙ্গালা পয়ারে সূত্রগুলির অনতিবিস্তৃত ব্যাখ্যা।

প্রবন্ধ

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী—ভারতের সাধনায় গীতার দান। বিচিত্রা, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ১৫৫-১৬১।

কর্ম্মযোগ প্রতিপাদনেই গীতার নবীনত্ব ও বৈশিষ্ট্য, এই কথা প্রবন্ধকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান

প্রবন্ধ

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত—চাউলের খাদ্যমূল্য। মাসিক বসুমতী, মাঘ '৪২, পৃঃ ৫৬২-৫৬৫।

বিভিন্ন দেশে চাউলের চাষ ও ব্যবহারের বিবরণ এবং বর্ত্তমান কালে উহার খাদ্যমূল্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরিচয়।

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু—আফ্রিকার ভীষণ সর্প 'মাম্বা'। প্রবাসী, ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ৬৪৪-৫।

মাম্বা সর্পের আকৃতি ও প্রকৃতির বর্ণনা।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ—আকাশের কথা। প্রবাসী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৭৬৭-৭৭৩।

সূর্য্যের অতিবেগুনী রশ্মিই বিদ্যুৎ-মণ্ডলের উৎপত্তির কারণ, এই তথ্য আবিষ্কারের বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা।

শ্রীবামাপদ বসু—ট্যারা চোখ। প্রবাসী, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৭৮৬-৭৯০।

ট্যারা চোখের প্রকৃতি, নিদান ও চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—গাণনিক্য। প্রকৃতি, ১২।৩৮৫—৩৯৭।

গাণনিক্য বা statisticsএর আধুনিক প্রণালীগুলির সাধারণ ব্যাখ্যা।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস ও শ্রীএককড়ি ঘোষ—কীটপতঙ্গভুক্ তরু। প্রকৃতি, ১২।৪০৩—৪১৫।

শ্রেণীবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ।

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার—আস্বাদন ও রাসায়নিক সংগঠন। প্রকৃতি, ১২।৪২০—৪২৮।

বস্তুর আস্বাদনের সহিত উহার রাসায়নিক সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইয়াছে, তাহার দিক্‌প্রদর্শন।

শ্রীচারুলাল মুখোপাধ্যায়—'সোরাই' বা সাঁওতালী নবান্ন। দেশ, ১৬ই ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ১৭২-৩।

সাঁওতালী পর্ব্বটির বিবরণ।

স্বামী সদানন্দ—বৃহত্তর ভারতের দেবদেবী। মাসিক বসুমতী, মাঘ '৪২, পৃঃ ৫৫২-৫৫৮।

যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি স্থানের দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

স্বামী সদানন্দ—বৃহত্তর ভারতের পূজাপদ্ধতি। দেশ, ১৬ই ফাল্গুন '৪২, পৃঃ ১৬২ প্রভৃতি।

বৃহত্তর ভারতে হিন্দুর দেবদেবী পূজার পদ্ধতিবর্ণনা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত—ভারতীয় ধর্ম্মবৈচিত্র্য। ভারতবর্ষ, চৈত্র '৪২, পৃঃ ৫৬৮-৫৭৩।

ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মগত আচারে যে সাঙ্কর্য্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার বিবরণ।

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (K. P. Chattopadhyaya)—*The Cadak Festival in Bengal*. Journal of the Asiatic Society of Bengal ১৯৩৫, পৃঃ ৩৯৭-৪০৬।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—*Cult of Kalarkarudra* (*Cadakapuja*), Journal of the Asiatic Society of Bengal, ১৯৩৫, পৃঃ ৪২৯-৪৩৮।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী—চড়কপূজা ও তাহার প্রাচীনতা। দেশ, ২৯এ চৈত্র '৪২, পৃঃ ৫৩০-১।

চড়কপূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণ ও প্রাচীনতা সম্বন্ধে অলোচনা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

দ্বিচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ত্রিচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে সংক্ষেপে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ লিখিত হইল।

ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ

মহামান্য ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের তিরোধান ভারতের পক্ষে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই মহানুভাব সম্রাটের পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। তাঁহার রাজত্বকালেই পরিষৎ নানাভাবে রাজসরকার হইতে উপকৃত হইয়াছেন।

সম্রাটের পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষিত হইলে পর পরিষদের সভাপতি স্তর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-জ্ঞাপক পত্র যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। পরিষৎ নূতন সম্রাট্ অষ্টম এডওয়ার্ড মহোদয়কে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছেন।

সদস্য

১৩৪২ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ ছিল,—

		বর্ষারম্ভে	বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	১১	১০
(খ)	আজীবন-সদস্য	১২	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮১৮	১১৩০
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৮	১৪
		৮৬৮	১১৭৭

(ক) বর্ষারম্ভে বিশিষ্ট-সদস্যসংখ্যা ১১ ছিল। বর্ষমধ্যে ডক্‌টর সিল্‌ভেঁ লেভি মহোদয়ের মৃত্যু ঘটায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১০ হইয়াছে। তাঁহাদের নাম,—

১। স্তর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, ২। স্তর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ৫। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৬। স্তর জর্জ্জ গ্রীয়ার্সন্, ৭। রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, ৮। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৯। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ১০। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(খ) বর্ষমধ্যে নিম্নোক্ত দুই জন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন,—১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, এবং ২। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ

এই জন্য বর্ষশেষে আজীবন-সদস্য-সংখ্যা ১৪ হইয়াছে। তাঁহাদের নাম,—

১। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, ৪। রায় শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত চৌধুরী,* ৫। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, ৬। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার, ৭। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, ৮। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত সত্যচরণ লাহা, ৯। ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, ১০। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ১১। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু, ১৪। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ।

(গ) অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ইঁহারা এক্ষণে অধ্যাপক-সদস্য আছেন, —

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই। নিয়ম প্রচলনের পর হইতে এক জনও মৌলভী এই শ্রেণীর সদস্যপদ গ্রহণ করেন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—(কলিকাতা)। বর্ষারম্ভে ৬০০ জন সাধারণ-সদস্য ছিলেন। বর্ষমধ্যে ২ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ১ জন আজীবন ও ২ জন সহায়ক-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, ৪ জন মফস্বলের তালিকাভুক্ত হইয়াছেন এবং ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৩২৬ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য বর্ষশেষে কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯০৫ হইয়াছে।

(মফস্বল) আলোচ্য বর্ষারম্ভে ২১৮ জন মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে ২ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১ জন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৭ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন ও ৪ জন কলিকাতা হইতে মফস্বলে গিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ২২৫ হইয়াছে।

কলিকাতা ও মফস্বল, এই উভয় স্থানের সাধারণ-সদস্য বর্ষশেষে ৯০৫+২২৫=১১৩০ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৮ জন ছিলেন। বর্ষমধ্যে ৪ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ২২ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষশেষে ইঁহাদের মধ্যে ৮ জনের স্থিতিকাল ফুরাইয়াছে।

পরলোকগত সদস্যগণ

বিশিষ্ট-সদস্য—১। ডক্‌টর্ সিলভেঁ লেভি।

সাধারণ-সদস্য—১। অম্বুজাচরণ সেন, ২। উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। জিতেন্দ্রনাথ

---

* সম্প্রতি ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

ঘোষ, ৪। স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ৫। রায়সাহেব পঞ্চানন সরকার, ৬। প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৭। প্রসাদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮। ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ৯। রামেশ্বর সেন, ১০। বসন্তকুমার বসু, ১১। ললিতবিহারী মুখোপাধ্যায়, ১২। শরচ্চন্দ্র রায়, এবং ১৩। হেমেন্দ্রলাল রায়।

ইঁহাদের মধ্যে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বহু দিন পরিষদের সহকারী সভাপতিরূপে, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে, এবং উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম আয়-ব্যয়-পরীক্ষকরূপে পরিষদের সেবা করিয়াছেন। জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বহু পুস্তক গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। পরিষদের বিশেষ ও মাসিক অধিবেশনে উক্ত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ

উক্ত সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণের পরলোকগমনে পরিষদের বিশেষ ও মাসিক অধিবেশনে শোক প্রকাশ করা হইয়াছিল,—

১। অটলবিহারী ঘোষ *, ২। রায় অনাথনাথ বসু*, ৩। রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ*, ৪। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর *, ৫। তারাকুমার কবিরত্ন *, ৬। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, * ৭। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *, ৮। নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৯। মনোমোহন পাঁড়ে *, ১০। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় *, ১১। সত্যচরণ শাস্ত্রী, ১২। সন্তদাস ব্রজবিদেহী *, ১৩। কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং ১৪। রাজা হৃষীকেশ লাহা।

ইঁহাদের মধ্যে ৮, ১১, ১৩, ১৪ সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত সকলেই পূর্ব্বে পরিষদের সদস্য ছিলেন। অটলবিহারী ঘোষ মহাশয় কমলাকান্তের সাধকরঞ্জনের অন্যতর সম্পাদক ছিলেন, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং তারাকুমার কবিরত্ন পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, মনোমোহন পাঁড়ে ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে বীরেশ্বর পাঁড়ে ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৈলচিত্র দান করিয়াছিলেন, রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয় পরিষদের ঋণশোধের জন্য অর্থ দান করিয়াছিলেন।

সংবর্দ্ধনা ও উৎসবাদি

(ক) আলোচ্য বর্ষের ২৮এ বৈশাখ রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরকে পরিষদের পক্ষ হইতে সংবর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিরূপে সভার উদ্বোধন করিলে পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় স্বস্তিবাচন করেন এবং শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় একটি গান করেন ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় একটি কবিতা পাঠ করেন। সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয় অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন। পরে ডক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় কিছু বলেন। শ্রীযুক্ত জলধর বাবু অভিনন্দনের উত্তরে কিছু বলিলে পর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় সকলকে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হয়। এই সংবর্দ্ধনার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের নামের তালিকা ও দানের পরিমাণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(খ) ২৯এ বৈশাখ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাঁহার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সংবর্দ্ধনা করা হয়। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করেন এবং পরিষদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করেন। তৎপরে প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ কিছু বলিয়া, তাঁহার নব-রচিত 'শেষ সপ্তক' হইতে '২৫এ বৈশাখ' নামক গদ্যধর্ম্মী পদ্য পাঠ করেন। পরিষদের উপহারস্বরূপ রৌপ্যাধারে একটি ফাউণ্টেন পেন, বরণাঙ্গুরী এবং খদ্দরের ধুতি-চাদর দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা সতী দেবী, শ্রীযুক্ত অনিল বাগচী, শ্রীযুক্ত সুশীল বসু, শ্রীযুক্ত রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রবীন্দ্র-সঙ্গীত দ্বারা সমবেত অভ্যাগতগণের মনোরঞ্জন করেন। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য যাঁহারা অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। দাতৃগণের নাম ও দানের বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(গ) ত্রিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব—আলোচ্য বর্ষের ৮ই শ্রাবণ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে প্রীতিসম্মিলন হয়। পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় সমাগত ব্যক্তিগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া, উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত দ্রব্যগুলির উল্লেখপূর্ব্বক প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন মূর্ত্তি, পাণ্ডুলিপি প্রাচীন চিত্র প্রভৃতি এই উপলক্ষ্যে উপহার পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দুর্ল্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কিষনচাঁদ বড়াল, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নুটবিহারী চট্টোপাধায় ও শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসিচরণ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ সঙ্গীতাদির দ্বারা সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের চিত্তবিনোদন করেন। জলযোগান্তে উৎসব সমাপ্ত হয়। এই প্রীতি-সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য যাঁহারা পরিষৎকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। পরিশিষ্টে দাতৃগণের নাম ও দানের পরিমাণ দেওয়া হইল।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল,—(ক) একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—১, (খ) মাসিক অধিবেশন—১১, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা—৪, এবং (ঘ) বিশেষ অধিবেশন—১৫, মোট ৩১ টি।

(ক) একচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—৭ই শ্রাবণ, স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। আজীবন, সাধারণ এবং সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচনের পর একচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইলে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। পরে দ্বিচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইলে পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে কতিপয় সদস্য, সাহিত্যিক ও বন্ধুর পরলোকগমন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন (তারিখ, প্রবন্ধ ও লেখকগণ)

প্রথম মাসিক অধিবেশন,—৫ই শ্রাবণ, "চণ্ডীদাস", লেখক—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

দ্বিতীয় মাসিক—১৪ই শ্রাবণ, "বঙ্গে মুঘল পাঠান সংঘর্ষ—১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ", লেখক—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।

তৃতীয় মাসিক—২৬এ শ্রাবণ, (১) "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল", লেখক—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, (২) "দানকেলিকৌমুদী গ্রন্থের রচনাকাল", লেখক—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার এবং (৩) "কৃষ্ণরামদাসের কালিকামঙ্গল গ্রন্থের রচনাকাল", লেখক—শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়।

চতুর্থ মাসিক—২১এ ভাদ্র, "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যাকরণ", লেখক—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।

পঞ্চম মাসিক—২১এ ভাদ্র, "চৈতন্যদেব সম্বন্ধে নূতন পুথি", লেখক—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

ষষ্ঠ মাসিক—২৮এ ভাদ্র, "সেনরাজগণের রাজ্যকাল", লেখক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

সপ্তম মাসিক—১৭ই অগ্রহায়ণ, প্রবন্ধ (১) "দীন চণ্ডীদাসের রাসলীলা", লেখক—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এবং (২) "কবি দীন ভবানন্দ ও হরিবংশ", লেখক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

অষ্টম মাসিক—৬ই পৌষ, (১) "কবি শেখচাঁদ", লেখক—ডক্‌টর মুহম্মদ এনামুল হক্। (২) "সাংখ্যের একখানি নূতন পুথি—সাংখ্যবার্ত্তিক", লেখক—শ্রীযুক্ত নিত্যধন ভট্টাচার্য্য।

নবম মাসিক—১৯এ ফাল্গুন, (১) "মহাভারতে স্থানীয় মান", লেখক—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, (২) "বড়ু চণ্ডীদাসের পদ", লেখক—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং (৩) ঐ সম্বন্ধে বক্তব্য, লেখক—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

দশম মাসিক—২৭এ ফাল্গুন, (১) "আচার্য্য আর্য্যভট ও ভূভ্রমণবাদ", লেখক—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত, (২) "চণ্ডীদাস" (আলোচনা), লেখক—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, (৩) "পবনদূতবর্ণিত বাঙ্গালা দেশ", লেখক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

একাদশ মাসিক—১৫ই চৈত্র, (১) "দক্ষিণ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার", লেখক—ডক্‌টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এবং (২) "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কতিপয় ভারতীয় দগ্ধ মৃন্মূর্ত্তি", লেখক—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

এই সকল প্রবন্ধপাঠ ব্যতীত পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র মহাশয়ের প্রেরিত গুপ্তযুগের মহারাজ মহাসামন্ত শ্রীভানুর নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের বিষয় বিজ্ঞাপিত হয়, এবং একাদশ অধিবেশনে ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট গণনার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হন,—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (পদত্যাগ করায়) শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত মহম্মদ কাসেম।

(গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা

(১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের, (২) ১৪ই আষাঢ় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের, (৩) ১৯এ চৈত্র ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের এবং (৪) ২৬এ চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিপূজার জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। এই সকল অধিবেশনে গান, কীর্ত্তন, কবিতাপাঠ, প্রবন্ধপাঠ, আবৃত্তি ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

(ঘ) ১৫টি বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্য হয়,—

(১) ২৫এ ভাদ্র স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের, (২) ২৮এ ভাদ্র রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয়ের, (৩) ২১এ অগ্রহায়ণ ডক্টর সিলভেঁ লেভি, সন্তদাস ব্রজবিদেহী ও রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়, (৪) ১লা আশ্বিন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের, (৫) ৬ই অগ্রহায়ণ, রাজেশ্বর দাস গুপ্ত মহাশয়ের এবং (৬) ২১এ অগ্রহায়ণ, রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করা হয়, (৭) শ্রীযুক্ত সুন্দর শর্ম্মা মহাশয় ২১এ বৈশাখ 'ভারতবর্ষের একটি প্রাগ্‌বৌদ্ধ মানমন্দির" বিষয়ে ও (৮) ২৬এ বৈশাখ "ভারতীয় জ্যোতিসের কয়েকটি অধ্যায়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। (৯) ৩রা আশ্বিন শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় "সাহিত্য ও সাধনা" বিষয়ে, (১০) ৪ঠা আশ্বিন ডক্টর শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় "শ্রীরামচন্দ্র ও তৎপূর্ব্বকালের লৌহস্তম্ভ ও তাম্রশাসনের কথা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত (১১) ৫ই পৌষ ও (১২) ২৩এ পৌষ "প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি" বিষয়ে 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক বক্তৃতা-মালা'র অন্তর্গত দুইটি বক্তৃতা করেন এবং স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় (১৩) ৬ই, (১৪) ৭ই, (১৫) ৮ই চৈত্র, এই তিন দিনে উক্ত বক্তৃতামালার অন্তর্গত এই তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা করেন,—'মারাঠা জীবন-প্রভাত,' 'শিবাজী' এবং 'শিবাজীর পরবর্ত্তী মারাঠা ইতিহাসের সারকথা'। (১৬) ২৯এ চৈত্র শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে মহাশয় বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিলের অর্থে প্রকাশ্য "রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কার্য্যালয়

নিম্নলিখিত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার। সহকারী সভাপতিগণ—(১) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, (পরে সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায়) রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর, (২) শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, (৩) শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, (৪) ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, (৫) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, (৬) শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, (৭) শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, এবং (৮) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। সম্পাদক—ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, (দিল্লীতে অবস্থান হেতু পদত্যাগ করায়) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। সহকারী সম্পাদকগণ—(১) শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, (২) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এবং (৪) শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে। চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। কোষাধ্যক্ষ—ডক্টর

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত। গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী। পুথিশালাধ্যক্ষ - শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত সুকুমার বাবুর দিল্লীতে অবস্থানকালে এবং পরে তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অস্থায়ী সম্পাদকরূপে কয়েক মাস পরিষদের কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন এবং পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজশাহী কলেজে বদলি হওয়ায় পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবু প্রধানতঃ নিজকার্য্য ব্যতীত পুথিশালার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৭টি সাধারণ এবং ১টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দুই বার সভ্যগণের নিকট পত্র পাঠাইয়া (meeting by circular) তাঁহাদের মতানুসারে কার্য্য করা হইয়াছিল। সমিতিতে গৃহীত মন্তব্যগুলির মধ্যে নিম্নোক্ত মন্তব্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) নিম্নোক্ত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য, (খ) ইতিহাস, (গ) দর্শন ও (ঘ) বিজ্ঞান-শাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়, (চ) চিত্রশালা, (ছ) ছাপাখানা ও (জ) পুস্তকালয়-সমিতি, (ঝ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র-নির্ব্বাচন-সমিতি, (ঞ) পরিষদের জনৈক কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত-সমিতি, (ট) রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার-নির্ব্বাচন-সমিতি, (ঠ) পদক ও পুরস্কার-সমিতি দুইটি, (ড) নিয়মাবলী সংস্কার-সমিতি, (ঢ) সাময়িক পত্রাদির সাহায্যে পরিষদের কার্য্যাবলীর প্রচার-সমিতি, (ণ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ-পরিদর্শন-সমিতি, (ত) পরিষদের কর্ম্মচারিগণের ছুটীনির্দ্ধারণ-সমিতি, (থ) চতুশ্চত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসব-সমিতি।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) জগত্তারিণী পদক সমিতিতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, (খ) ভুবনমোহিনী পদক সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, (গ) পরিভাষা-সমিতিতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এবং (ঘ) কমলা লেকচারার নির্ব্বাচন সমিতিতে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

৩। (ক) কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত জার্নালিষ্ট কন্‌ফারেন্স-এর প্রদর্শনীতে, (খ) এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন-সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীতে, (গ) প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার-ল্যাবরেটারীতে অনুষ্ঠিত এডুকেশন উইক সংক্রান্ত প্রদর্শনীতে, (ঘ) কংগ্রেস উপলক্ষ্যে লক্ষ্ণৌ নগরে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে, (ঙ) হুগলী জেলার রাজবলহাটে অনুষ্ঠিত হুগলী জেলা-পাঠাগার-সম্মিলনীর প্রদর্শনীতে এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুথিশালা ও গ্রন্থাগার হইতে দ্রব্যাদি প্রদর্শনার্থ প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪। (ক) মহীশূরে ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স-এ, (খ) ইন্দোরে মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মিলনে এবং (গ) ইন্দোরে অখিল ভারতবর্ষীয় হিন্দী সাহিত্য-সম্মিলনে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়।

৫। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের স্মৃতি-রক্ষার পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তদ্দ্বারা

"স্মৃতিচিত্র-সংস্কার-ভাণ্ডার" স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যে সকল চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলির সাময়িক সংস্কার আবশ্যক হইলে এই ভাণ্ডারের অর্থ দ্বারা সংসাধিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে এই ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে।

৬। রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-তহবিল সংক্রান্ত যে সর্ত্তগুলি গত বৎসর গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হয়। আলোচ্য বর্ষে যে সর্ত্ত গৃহীত হইয়াছে, তাহা পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। ১৩৪১।৪২ বঙ্গাব্দের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশের মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত,—

১। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম, ২। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ৩। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, ৪। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৫। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, ৭। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, ৮। শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৯। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, ১০। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, ১১। শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, ১২। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ, ১৩। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৪। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, ১৫। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে, ১৬। শ্রীযুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, ১৮। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, ১৯। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সেন, ২০। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন।

(খ) শাখা-পরিষদের পক্ষে—১। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বাহাদুর, ২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৩। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, ৪। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৫। রায় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বাহাদুর, ৬। শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন মুখোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে,—স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, ২। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ। ইঁহাদের বর্ষশেষে কাউন্সিলার পদের অবসান হওয়ায় নবনির্ব্বাচিত কাউন্সিলার ১। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও ২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে,—প্রাচীন মুদ্রা—২৩টি (রৌপ্য ৮ ও তাম্র ১৫), প্রাচীন মূর্ত্তি—২টি (প্রস্তর ১, মৃন্ময় ১), প্রাচীন চিত্র—২ এবং সাহিত্যিকগণের স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি ৩ ও সাহিত্যিকের ব্যবহৃত দ্রব্য—১।

লণ্ডনের মিউজিয়াম এসোসিয়েশন ভারতের মিউজিয়ামগুলির বিবরণী প্রকাশের উদ্দেশ্যে ভারতে তাঁহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন। গত ২২এ পৌষ দিবসে উক্ত এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এস্ এফ্ মার্খাম এবং শ্রীযুক্ত এইচ্ হারগ্রীভস্ এই সম্পর্কে পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করেন। আলোচ্য বর্ষে এতদ্ব্যতীত বহু বৈদেশিক

পণ্ডিতও পরিষদের চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে জাপানের কবি ইওন নোগুচি মহাশয় অন্যতম।

অর্থাভাববশতঃ চিত্রশালার জন্য দ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই।

রমেশ-ভবন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা রমেশ-ভবন নির্ম্মিত হইবার পরও অর্থাভাবে উহার কিছু কিছু কাজ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় এবং দ্বিতল নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্যাদি ও পরিষদের বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাদি সংরক্ষণের স্থানাভাব প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভূত হইলেও অর্থাভাববশতঃ উহার দ্বিতল নির্ম্মাণের সঙ্কল্প এতদিন উপস্থিত হয় নাই। যাঁহার নামে রমেশ-ভবনের নামকরণ হইয়াছিল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেই প্রথম সভাপতি স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মীয়গণের, বিশেষ করিয়া তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীযুক্তা লেডী প্রতিমা মিত্র মহোদয়ার ঐকান্তিক চেষ্টায় রমেশ-ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আলোচ্য বর্ষের ২৫এ ভাদ্র (২৩এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫) দিবসে পরিষদ্ মন্দিরে আচার্য্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে এক সভা আহূত হয় এবং রমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি-সমিতি এবং উহার একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। বরোদার মহারাজ এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর পৃষ্ঠপোষক, লেডী শ্রীযুক্তা প্রতিমা মিত্র সভাপতি এবং শ্রীযুক্তা উষা মুখার্জ্জি ও কুমার শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার মিত্র সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। সমিতির কয়েকটি অধিবেশনের পর গত ১৪ই অগ্রহায়ণ (৩০এ নবেম্বর, ১৯৩৫) শনিবারে রমেশচন্দ্রের মৃত্যু-দিবসে রমেশ-ভবনে মহারাজাধিরাজের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে (ক) রমেশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, (খ) রমেশ-ভবনটিকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য উহার উপর দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা এবং (গ) তদুদ্দেশ্যে সাধারণ ও কার্য্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভাস্থলে প্রায় ৭ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। তৎপরে সমিতির কয়েকটি অধিবেশনে দ্বিতলের নক্সা মঞ্জুর হয় ও কন্ট্রাক্টরকে দ্বিতল নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হয়। নক্সা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছে। সত্বরেই কাজ আরম্ভ হইবে। এ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ১৬০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের উপর এই কার্য্যের পরিদর্শনের ভার অর্পিত হইয়াছে।

গত বর্ষের ও তৎপূর্ব্ব বর্ষের কার্য্যবিবরণে জানান হইয়াছে যে, রমেশ-ভবনের উপরে রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে কিছু কিছু দানের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছিল এবং ১০৩০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু রমেশ-ভবনের সমগ্র দ্বিতলই সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা যখন আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে, তখন আলোচ্য বর্ষের ৫ই পৌষ দিবসের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক রমেশ-ভবনের উপর রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার প্রদত্ত ১০০০৲ টাকা রমেশ-ভবন দ্বিতল

নির্ম্মাণের তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকা ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রতিশ্রুত ৫০০৲ টাকা তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত রমেশ-ভবন তহবিলে ব্যয় হইবে।

পুথিশালা

বিগত ১৩৪১ বঙ্গাব্দে যে সকল পুথির মোড়ক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তন্মধ্য হইতে ১৪৩ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হয়। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত পুথির মধ্য হইতে ১২৬ খানি, শ্রীযুক্তা শোভনা নন্দী প্রদত্ত পুথির মধ্য হইতে ১৫ খানি এবং শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তি-প্রদত্ত একটি মোড়কের মধ্য হইতে ২ খানি, মোট ১৪৩ খানি। এতদ্ব্যতীত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র আয়ুর্ব্বেদতীর্থশাস্ত্রী এবং ডাঃ এম্, আবুল কাশেম মহাশয়দ্বয় আলোচ্য বর্ষে একখানি করিয়া পুথি পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। এই সকল পুথির শ্রেণীবিভাগ এইরূপ,—বাঙ্গালা পুথি ১১ খানি, সংস্কৃত পুথি ৯৩ খানি, মুদ্রিত সংস্কৃত পুথি ৪০ খানি, পার্সী ১ খানি, মোট ১৪৫ খানি।

উপরের ১৪৫ খানি পুথির মধ্য হইতে ৩৯ খানি মুদ্রিত সংস্কৃত পুথি পৃথক করিয়া রাখিয়া, অবশিষ্ট ১০৬ খানি তালিকাভুক্ত করিবার পর, বর্ষশেষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা ও শ্রেণী এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	৩১২৮	অসমীয়া পুথি	৩
সংস্কৃত „	১৯৮৬	উড়িয়া „	৪
তিব্বতী „	২৪৪	হিন্দী „	২
ফার্সী „	১৩		
			৫৩৮০

দেশের নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন পুথিগুলি দিন দিনই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। অনুসন্ধানপূর্ব্বক সেই সকল পুথি সংগ্রহ করিতে যেরূপ অর্থের প্রয়োজন, পরিষদের সেরূপ অর্থবল নাই। প্রাচীন পুথি সযত্নে রক্ষিত হয়, এরূপ যাঁহারা অভিলাষ করেন, সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে উক্তরূপ পুথি সংগ্রহ করিয়া, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহারা পরিষদে পাঠাইয়া দিবেন, ইহা আমরা আশা করি।

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদিত "সংস্কৃত পুথির তালিকা" বিস্তৃত ভূমিকা সহ আলোচ্য বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তিনি বাঙ্গালা পুথিরও এইরূপ একখানি তালিকা সঙ্কলনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বতন্ত্র খণ্ড খণ্ড কাগজে (slip) লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি সেগুলি বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত হইতেছে। আরব্ধ এই তালিকা গ্রন্থের ভূমিকার জন্য সংগৃহীত কতকগুলি উপকরণ শীঘ্রই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইবে। এই প্রবন্ধ হইতে পরিষদের বাঙ্গালা পুথি-সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবত্তার আভাস পাওয়া যাইবে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও পুথিশালার কার্য্যে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পুথিশালা তাঁহার নিকট চিরঋণী।

অর্থাভাববশতঃ আলোচ্য বর্ষেও সংগৃহীত পুথিগুলিতে পাটা ও খেরো লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে বর্ষারম্ভে পরিষদের এবং পরিষদের বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে ৩৮৮০৬ খানি পুস্তক-পত্রিকা ছিল। বর্ষমধ্যে ৫৩৮ খানি উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল এবং ২১৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট গ্রন্থ-সংগ্রহ বিভাগে ৯৯৩ খানি বই পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপে বর্ষশেষে মোট ১৭৪৪ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। অতএব বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত ৪০৫৫০ খানি পুস্তক-পত্রিকা গ্রন্থাগারে ছিল।

আলোচ্য বর্ষে স্বর্গীয় ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রন্থাগারের ৯৯৩ খানি পুস্তক তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভ্রাতৃগণ পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই গ্রন্থসংগ্রহে বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ রহিয়াছে এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত বিশিষ্ট গ্রন্থ-সংগ্রহ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিশিষ্ট গ্রন্থসংগ্রহে বর্ষশেষে নিম্নোক্তসংখ্যক পুস্তক-পত্রিকা ছিল,—(ক) বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার—৩৫৪৬, (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থাগার—২২৫৫, (গ) রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থাগার ৭৩০, এবং (ঘ) রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর গ্রন্থাগার ৭৬৪, মোট ৭২৯২ খানি।

এই সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক-পত্রিকা পাওয়া গিয়াছিল—১। Director, Geological Survey of India, ২। Manager of Publication, Delhi, ৩। Surveyor General of India, ৪। Superintendent, Govt. Press, Madras, ৫। Superintendent, Govt. Printing, Bengal, ৬। Librarian, Bengal Library, ৭। Supdt. Govt. Museum, Egmore, Madras, ৮। Curator, Prince of Wales Museum, Poona, ৯। Registrar, Calcutta University, ১০। Smithsonian Institution, ১১। Kern Institute, Leyden, Holland, ১২। Editor, School of Oriental Studies, London, ১৩। ম্যানেজার গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ১৪। নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, ১৫। কোচবিহার সাহিত্য-সভা, ১৬। শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষৎ, ১৭। সম্পাদক—কল্যাণ, ১৮। বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

আলোচ্য বর্ষের পুস্তক-পত্রিকার উপহার-দাতৃগণের সংখ্যা ১০৬। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যতীত নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ ৩ খানি বা তদূর্দ্ধসংখ্যক পুস্তক-পত্রিকা দান করিয়াছেন,—১। শ্রীযুক্তা অম্বুজা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। শ্রীযুক্ত অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩। শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, ৪। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, ৫। শ্রীযুক্ত এস্ সি রায়, ৬। শ্রীযুক্ত করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮। শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী, ৯। ৺জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১০। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, ১১। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২। শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম, ১৪। শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী, ১৫। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, ১৬। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ, ১৮। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ১৯। শ্রীযুক্ত

যতীন্দ্রনাথ দত্ত, ২০। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় দস্তিদার, ২১। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেন, ২২। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, ২৩। ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার, ২৪। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ। এই সকল উপহারদাতৃগণের অনেকেই গ্রন্থরচয়িতা বা প্রকাশক। তাঁহারা পরিষদের অনুরোধে অথবা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গ্রন্থ দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ দাতৃগণই পরিষদের সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দান করিয়াছেন। ইহাঁরা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। সংগৃহীত গ্রন্থাদির মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক নানা বিষয়ের গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রাদি রহিয়াছে। উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকাদির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী প্রদত্ত পত্রকৌমুদী ও লিপিমালা, ১৭৪৬ শক; শ্রীযুক্ত গণেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত ১। সংবাদপ্রভাকর (১২৬৩, অসম্পূর্ণ) ও ২। সোমপ্রকাশ (১২৬৮, অসম্পূর্ণ); শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী প্রদত্ত ১। সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়, ১২৬৫, (অসম্পূর্ণ), ২। সংবাদপ্রভাকর, ১২৬৫-৬৬, ৩। এডুকেশন গেজেট, ১২৬৪; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম প্রদত্ত হিন্দুদর্শন পত্রিকা, ১২৮৮।৮৯, Kern Institute, Annual Bibliography of Indian Archaeology Vol, VIII, 1933. Memoirs of the Archaeological Survey of India এবং Smithsonian Institution-এর গ্রন্থগুলি।

ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে ১। Encyclopædia Britannica, 14th Edition. ২। Universal History of the World, ৩। Annual Bibliography of Indian Archaeology 1927. ৪। Ajanta Frescoes, Pt. I (Text), ৫। দূতীবিলাস, ৬। স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক।

নিম্নলিখিতসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাগুলি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল,—দৈনিক ৭, সাপ্তাহিক ২৯, পাক্ষিক ৪, মাসিক ৬৭, এবং ত্রৈমাসিক ৩ খানি।

আলোচ্য বর্ষে কোন তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় নাই। পূর্ব্বসংগৃহীত বিশিষ্ট সংগ্রহগুলির তালিকা পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাগারের পুস্তকতালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সাধারণ গ্রন্থ-সংগ্রহের তালিকা বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল তালিকা সত্বরেই প্রকাশ করা প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা সম্ভব হইতেছে না। অর্থাভাবে এবং স্থানাভাবে অনেক পুস্তক যথাযথভাবে রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে না।

কলিকাতা করপোরেশন আলোচ্য বর্ষে পুস্তক খরিদের জন্য ৬৫০৲ সাহায্য মঞ্জুর করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

গ্রন্থপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—(ক) চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। ভূমিকা, আলোচনা, মূল, ভাষাটীকা, শব্দসূচী সমেত ৪৪২ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত।

(খ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুথির বিবরণ (A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Vangiya-Sahitya Parishat.) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-প্রণীত। ভূমিকা ও মূল সহ ৩২৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

(গ) দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। মূল ও সূচী সমেত ১৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের স্বত্ব পরিষদের নাই—প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস ইহার স্বত্বাধিকারী।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশের সংকল্প আলোচ্য বর্ষে গৃহীত হইয়াছে,—(ক) পরিষৎ-পরিচয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ফরাসী সাহিত্য-সংসদ্ (French Academy of Literature)-এর আদর্শে এদেশে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার্থ যে পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার ইতিহাস ও পরে পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দেশমধ্যে কি ভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং এ যাবৎ পরিষৎ কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস ইহাতে দেওয়া হইবে। ইহার দ্বিতীয় অর্থাৎ পরিশিষ্ট খণ্ডের ১৭৬ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ মহাশয়ের প্রস্তাবে আলোচ্য বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৭ই শ্রাবণের অধিবেশনে এই গ্রন্থ সঙ্কলনের ভার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে। (খ) ন্যায়দর্শন গ্রন্থের ১ম ভাগ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় এই ভাগের পাণ্ডুলিপি দিয়াছেন।

(গ) রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞান, ১ম ভাগ—অনুবাদক শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত দে। বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

আরব্ধ গ্রন্থের মধ্যে অনাদিমঙ্গল আলোচ্য বর্ষেও নানা কারণে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। বর্ষের শেষ ভাগে এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ (সূচী প্রভৃতি) মুদ্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সঙ্কলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে (ক) রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ কিছু অগ্রসর হইয়াছে। (খ) রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল, (গ) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও (ঘ) আলাওলের পদ্মাপুরাণ—এই তিনখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আলোচ্য বর্ষেও পাওয়া যায় নাই।

প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে "সংস্কৃত পুথির বিবরণ"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এবং দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস (১ম ভাগ)-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোন সম্পাদকীয় পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক সাহায্য ১০৮০৲ টাকা এবং লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সুদ ও ঐ তহবিল হইতে প্রকাশিত গ্রন্থবিক্রয়ের দ্বারা মোট ৫৭৫৮৵০ পাওয়া গিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা ১০৮২৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৭০০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তিন খণ্ড সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ১০৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দ্বিচত্বারিংশ ভাগ চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভাগে শ্রেণীভেদে নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাচীন সাহিত্য

১। কৃষ্ণরাম দাসের কালিকামঙ্গলের রচনাকাল—শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়।

২। চণ্ডীদাস—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর।

৩। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে কয়েকখানি নূতন পুথি—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৪। দানকেলিকৌমুদীর কালনির্ণয়—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার।

৫। দীন চণ্ডীদাসের রাসলীলা—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু।

৬। ভবানন্দের হরিবংশের প্রাচীন সংস্করণ ও কবির জন্মস্থান—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

৭। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের রচনাকাল—শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার।

৮। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাস (৪ সংখ্যায়)—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যাকরণ—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন।

বিজ্ঞান

১। আচার্য্য আর্য্যভট ও ভূভ্রমণবাদ—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত।

২। গণিতের পরিভাষা—শ্রীযুক্ত সুকুমাররঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা এবং শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

১। দক্ষিণ-ভারতবর্ষে পালি-বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা।

২। বঙ্গে মুঘল-পাঠান সঘংর্ষ—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।

৩। মহারাষ্ট্রে সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।

৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত কতিপয় প্রাচীন দগ্ধ মৃন্মূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাশ গুপ্ত।

৫। সেনরাজগণের রাজ্যকাল—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

বিবিধ

১। সভাপতির অভিভাষণ—স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার।

২। সাহিত্য-বার্ত্তা—শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সারমর্ম্ম Indian Historical Quarterly পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পত্রিকায় একটি অভিনব বিষয় সংযোজিত হইয়াছে। ১৩৪২, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে পত্রিকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আলোচ্য বর্ষের চারি সংখ্যা পত্রিকায় পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূল বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক সংবাদ এবং বিভিন্ন বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত

বাঙ্গালা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানবিষয়ক উপযুক্ত প্রবন্ধগুলির সূচী ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'সাহিত্য-বার্ত্তা' নামে প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করা যায়, ইহাতে বিশেষজ্ঞগণের সাহিত্যালোচনায় বিশেষ সহায়তা হইবে। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট হইতে পরিষৎ-পত্রিকা যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছে এবং যাঁহারা প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া ইহার গৌরববর্দ্ধনে সহায়তা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। গত দুই বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার আয়তন কথঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলেও ইহাতে সকল প্রবন্ধের স্থান সঙ্কুলান করিতে পারা যায় নাই; তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। পরিষদের হিতৈষিগণের আন্তরিক সাহায্য পাইলে অদূর ভবিষ্যতে পরিষৎ-পত্রিকা বর্দ্ধিতাকারে প্রকাশিত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষায় উপনিবদ্ধ মৌলিক আলোচনার প্রকাশ, প্রচার ও সংরক্ষণের অধিকতর উপযোগিতা অর্জ্জন করিতে পরিবে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

	সভাপতি	আহ্বানকারী
সাহিত্য-শাখা	শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ
ইতিহাস-শাখা	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়
দর্শন-শাখা	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ	শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বিজ্ঞান-শাখা	শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা

অধিবেশন-সংখ্যা—সাহিত্য-শাখা ৪, ইতিহাস-শাখা ৫, দর্শন-শাখা ১, এবং বিজ্ঞান-শাখা ৩।

বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতির সঙ্কলিত গণিতের পরিভাষা আলোচ্য বর্ষের ২য়।৩য় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল শাখা কর্ত্তৃক মাসিক অধিবেশনে পাঠের জন্য এবং পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, মীরাট, আগ্রা, কটক, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শাখার কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উহাদের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন কোথায়ও আহূত হয় নাই।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,—

(ক) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র, শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা ১লা আশ্বিন বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার মহাশয় বিশেষ চেষ্টা করিয়া পণ্ডিত সুন্দর শর্ম্মাকে দিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি (বাষ্ট) প্রস্তুত করাইয়া পরিষদে পাঠাইয়াছেন। উহা বর্ত্তমান বর্ষেই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(খ) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উহা গত ১১ই অগ্রহায়ণ বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(গ) রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর—শ্রীযুক্ত অনিলপ্রকাশ বসু এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের পিতা এবং পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি চুণীলাল বসু মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীধন চন্দ্র দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা গত ১১ই অগ্রহায়ণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঘ) রাজেশ্বর দাশ গুপ্ত—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ রায় রাজেশ্বর দাশ গুপ্ত মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা ৬ই অগ্রহায়ণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(ঙ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কর্ত্তৃপক্ষ পরিষদের এই পরমহিতৈষী বন্ধু ও কর্ম্মীর এক তৈলচিত্র দান করিয়াছেন এবং তাহা বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই বৈশাখ বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(চ) হেমেন্দ্রলাল রায়—রবি-বাসরের কর্ত্তৃপক্ষ এই কবির একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং তাহা বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই বৈশাখ বিশেষ অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিষদের এবং রবি-বাসরের অন্যতম সভ্য শিল্পী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিনা ব্যয়ে এই চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

(ছ) ডক্‌টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কর্ত্তৃপক্ষ বঙ্গের এই বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া দান করিয়াছেন। এই চিত্র অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার্থ পরিষদ্‌ মন্দিরে চিত্র-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি নিয়ম প্রণয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই নিয়ম গৃহীত হইলে পর চিত্র-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে নূতন প্রস্তাবের আলোচনা হইবে।

রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার—এই পুরস্কার-তহবিলের সর্ত্ত অনুসারে পুরস্কার-নির্ব্বাচন-সমিতি কর্ত্তৃক ১৩৪১।৪২ বঙ্গাব্দের মধ্যে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত পুস্তকগুলি (সংবাদপত্রে সেকালের কথা এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস) ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহের দিক্‌ দিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুকে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার ৫০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। (শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বাবু এই ৫০৲ পরিষৎকে দান করিয়াছেন)।

পরিষদ্ মন্দির ও আসবাব

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের পিতা স্বর্গত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে পুস্তক-সংগ্রহ (প্রায় এক সহস্র খণ্ড) পরিষৎকে দান করিয়াছেন, তাহার সহিত ৮টি সুদৃশ্য এবং মূল্যবান্ আলমারীও দান করিয়াছেন।

পরিষদ্ মন্দিরের বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার তার বহুদিন ধরিয়া বদল না করায় বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল। এই জন্য আলোচ্য বর্ষে সমস্ত তার বদল করা হইয়াছে।

১৩৪০ বঙ্গাব্দের ভূমিকম্পের ফলে ও তৎপূর্ব্ব হইতে মন্দিরের যে অল্প-বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য বর্ষেও মেরামত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই।

বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান

পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের সাহায্যকল্পে বঙ্গীয় রাজসরকার আলোচ্য বর্ষে ১০৮০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের জন্য ১০ খানি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এবং ৫০৲ টাকার পরিষদ্‌গ্রন্থ ক্রয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইনকাম্ ট্যাক্স-বিভাগ পরিষদের কোম্পানীর কাগজের ট্যাক্‌স রেহাই দিয়া পরিষৎকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তক খরিদ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক ৬৫০৲ টাকা দান মঞ্জুর হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের ট্যাক্‌স রেহাই দিয়া কর্পোরেশন পরিষৎকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতি-ভবন নির্ম্মাণের জন্য পরিষদ্ হইতে কর্পোরেশনের নিকট যে সাহায্য গত বৎসর চাওয়া হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কর্পোরেশনের শাখা-সমিতি গত বৎসরই ৬০০০৲ টাকা দানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত টাকা বজেটভুক্ত হয় নাই বলিয়া গত বৎসর পাওয়া যায় নাই। অলোচ্য বর্ষে কর্পোরেশন হইতে জানা গেল যে, এই সাহায্য পাওয়া যাইবে না।

কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলারদ্বয় পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য আছেন এবং পুস্তকালয়-সমিতি ও চিত্রশালা-সমিতিতে এক এক জন কাউন্সিলার সভ্য আছেন।

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল

আলোচ্য বর্ষে স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথাক্রমে তিনটি ও দুইটি ঐতিহাসিক বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের প্রত্যেককে ১৫০৲ টাকা হিসাবে দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে। বক্তৃতার বিষয় ও দিবস বিশেষ অধিবেশনের বিবরণে দেওয়া হইয়াছে। (ইঁহারা দুই জনেই ইঁহাদের দক্ষিণার টাকা পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।)

নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন

পরিষদের প্রচলিত নিয়মাবলীর সংস্কার-সাধন কর্ত্তব্য বিবেচিত হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিয়মাবলী-সংস্কার-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতির দুই দিন মাত্র অধিবেশন হইয়াছিল।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় তাঁহার পিতা স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায়-প্রণীত 'ইতিকথা' ১০০ খানি এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার বসু স্বরচিত 'কোণারক' ১২খানি দান করিয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ মত দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে ও একজনের কন্যাকে ও একজন সাহিত্যিককে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে এই ভাণ্ডারে যে সকল গ্রন্থ দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছিল, সেইগুলির বিক্রয় লব্ধ অর্থে কিছু আয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

বিগত বর্ষে পদক ও পুরস্কারের জন্য যে সকল প্রবন্ধ আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। কেবল "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদি-স্মৃতি-পুরস্কারের" জন্য ঘোষিত "বৈদিক যুগে আর্য্য ও অনার্য্য" বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ পরীক্ষকগণের বিচারে পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে ; এই পুরস্কার নগদ ১০০৲। পুরস্কারের জন্য যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেগুলি পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। যাঁহারা পুরস্কার-প্রবন্ধগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিয়মিত চাঁদা ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। পরিশিষ্টে দাতৃগণের নাম ও দানের বিবরণ দেওয়া হইল। পরিষৎ এই দাতৃ-সকলের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

(১) বঙ্গীয়-রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
(২) ঐ ঐ (পত্রিকা ও গ্রন্থাবলী খরিদ দ্বারা)
(৩) আজীবন-সদস্য-পদ গ্রহণের জন্য দান
(৪) সাধারণ তহবিলে দান
(৫) গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য দান
(৬) জলধর-সংবর্দ্ধনায় দান
(৭) রবীন্দ্র-জন্মোৎসব তহবিলে দান
(৮) মাইকেল মধুসূদনের বার্ষিক স্মৃতি-তহবিলে দান
(৯) পরিষদের ত্রিচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা উৎসব-ভাণ্ডারে দান
(১০) গ্রন্থপ্রকাশের জন্য দান।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস মহাশয় দপ্তরসরঞ্জামীর বহু দ্রব্য দান করিয়া পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

আয়-ব্যয়

১৩৪২ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ এই সঙ্গে পৃথক্ দেওয়া হইল। এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে, পরিষদের আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিয়া পরিষদের কার্য্যপরিচালনা করা মোটেই সম্ভব হয় নাই। এ পর্য্যন্ত স্থায়ী তহবিল হইতে কিঞ্চিদধিক ২০০০৲ টাকা হাওলাৎ লইয়া সাধারণ তহবিলের দেনায় দিতে হইয়াছে। এই ভাবে ক্রমশই স্থায়ী তহবিল বর্ষের পর বর্ষ ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে।* পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যের জন্য নূতন আয়ের ব্যবস্থা না করিলে, গ্রন্থাদি বিক্রয়ের সুব্যবস্থা না করিলে নির্দ্ধারিত ব্যয় নির্ব্বাহ করা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িবে। পরিষদের বাজার-দেনা কিঞ্চিদধিক ৪২০০৲ হইয়াছে। এই দেনা মিটাইবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সত্বরেই করা প্রয়োজন। সদস্যগণের চাঁদার উপর নির্ভর করিলে এই সকল দেনাশোধের কোনই আশা নাই। দেনাশোধের দুশ্চিন্তার পীড়নে পরিষদের কর্ম্মশক্তি খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে। এই দেনার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় করিয়া এবং নূতন নূতন কার্য্য সম্পাদনার্থ উপযুক্ত আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। সদস্যগণের নিকট ৩০০০৲ টাকার উপর চাঁদা প্রাপ্য রহিয়াছে। এই টাকা আদায় হইলেও অনেক দেনা শোধ করিতে পারা যাইবে। পরিষদের সহৃদয় সদস্যগণের বিশেষ মনোযোগ এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।

পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় পরিষদের হিসাবাদি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

উপসংহার

উপসংহারে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। অনিবার্য্য কারণে এবার বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে হওয়ায় সাহিত্য-পরিষদের উপযুক্ত বিশিষ্ট কোন কাজও করিতে পারা যায় নাই।

একটি আনন্দ-সংবাদ দিয়া বর্ত্তমান কার্য্যবিবরণ শেষ করিব। অনেক দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ ছিল। সম্প্রতি চন্দননগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিংশ অধিবেশন আহূত হইয়াছে। এখন হইতে প্রায় চারি মাস পরে এই অধিবেশন হইবে। বিশিষ্ট প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদিতে আগামী সম্মিলন যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হইতে আগামী সম্মিলনের উদ্যোক্তৃবৃন্দ প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছেন।

কলিকাতা
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ২৩এ আশ্বিন।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদক।

— বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী —

(মূল্যতালিকা—পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

১। **চণ্ডীদাস-পদাবলী** ১ম খণ্ড,
সম্পাদক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডক্‌টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ২॥০ ও ৩৲

২। **শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী**, নব-সংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ— ৩।॥০ ও ৪॥০

৩। **শ্রীশ্রীপদকল্পতরু**, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত—৫৲ ও ৬॥০

৪। **চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন**
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত—
দ্বিতীয় সংস্করণ ৩৲ ও ৪৲

৫। **সংকীর্ত্তনামৃত**—দীনবন্ধু দাসের
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ।৶০

৬। **কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর**
অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত— ১৲ ও ১।০

৭। **রসকদম্ব**—কবিবল্লভ-রচিত
অধ্যাপক শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲ ও ১॥০

৮। **বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস**
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত— ১।০ ও ১॥০

৯। **লেখমালানুক্রমণী** (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ)
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ॥০, ৸০

১০। **ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস** (Gizot)
অনুবাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১৲, ১॥০

১১। **নেপালে বাঙ্গালা নাটক**
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১।০

১২। **জ্যোতিষদর্পণ**
শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১৲, ১।০

১৩। **মাথুর কথা**
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২॥০

১৪। **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
প্রথম খণ্ড— ২৲ ও ২।০
দ্বিতীয় খণ্ড— ৩৲ ও ৩।০
তৃতীয় খণ্ড— ২॥০ ও ৩।০

১৫। **হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা**, ২ খণ্ডে
ডক্‌টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এবং ডক্‌টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲ ও ৫৲

১৬। **ন্যায়দর্শন**—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬॥০ ও ৮॥০

১৭। **সর্ব্বসংবাদিনী**—বৈষ্ণব দর্শন
শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত— ১৸০ ও ২।০

১৮। **কৌলমার্গ-রহস্য**
সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশ সঙ্কলিত— ১।০ ও ১॥০

১৯। **সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম**, ৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত— ৫৲

২০। **উদ্ভিদ্‌ জ্ঞান** ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ
শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু প্রণীত—১॥০ ও ২।০

২১। **কমলাকান্তের সাধক-রঞ্জন**
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

২২। **মহাভারত** (আদিপর্ব্ব)
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

২৩। **শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল**
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১॥০

২৪। **গোরক্ষ-বিজয়**
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত ॥০, ৸০

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির, কলিকাতা